

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিধান ।

এই গ্রন্থে সমস্ত পীড়ার বিশেষতঃ তীব্রতরবার পীড়ানিচয়ের সম্ভিতার বর্ণনা, নিদান ও চিকিৎসা
প্রদত্ত হইয়াছে । ইহাতে ঔষধনির্বাচন প্রদর্শিত। এবং ঔষধের শক্তি-সীমানাও পাষ্টব্য ।

প্রথম খণ্ড ।

[বর্ষ সংস্করণ ।]

পরিশোধিত, পরিকর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ।

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী (কালীয়াই) এল, এম, এল, প্রণীত ।



এই চিত্রখানি রেজিষ্টারী করা Trade mark জানিবেন ; তাঃ কালীর প্রত্যেক
পুস্তকে প্রোভাগ্য সর্বদানে ইহা দেখিরা লইবেন ।

**HOMŒOPATHIC
PRACTICE OF MEDICINE
VOL. I.**

SIXTH EDITION.

CHANDRA SEKHAR KALI L. M. S.

Corresponding member of the "American Institute of Homœopathy" Graduate
of the Medical College, Calcutta; Homœopathic Physician and Surgeon
Specialist in diseases of the eyes; Author of "Brihat Olautta
Samhita or The Large Cholera Treatise and of Keynotes to
cure. Lecturer of the Practice of Medicine. & Secretary to
The Calcutta Homœopathic Mîlege &c. &c. &c.



CALCUTTA.

PUBLISHED BY THE AUTHOR

150, CORNWALLIS STREET, SIMLA POST OFFICE.

PRINTED BY R. C. MITTRA AT THE "VIBRAKOSHA PRESS

20 Kantapoker Lane, Bagbazer, Calcutta.

— 0 —

10th April 1908.

Registered & all Rights Reserved by the Author.

মূল্য ৩ টাকা ।

ষষ্ঠ সংস্করণ ।

• সর্বরোগ্যদায়িনী সেই আত্মশক্তির পদে প্রণিপাত করিয়া এই সংস্করণ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন সহ প্রকাশিত করিলেন । ১০ই এপ্রিল, ইং ১৯০৮ সন ।

• শ্রীচন্দ্রশেখর দেবশর্মা ।

সাবধান ! ! !

এই গ্রন্থকারের কৃত সমস্ত গ্রন্থগুলিরই সত্ব রেজেষ্টরী করা হইয়াছে ; অতএব সাবধান ! ! ! গ্রন্থকারের অনুমতি না লইয়া কেহ যেন, গ্রন্থকার কৃত কোন গ্রন্থের বা গ্রন্থার্থের ভাষান্তরে বা অনুবাদ, কিংবা ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া অথবা গ্রন্থ প্রণয়ন উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত না করেন ; করিলে আইনতঃ দারী হইতে হইবে । ম্যানেজার, সি কাইলাই এণ্ড কোং ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

• এতাদৃশ চিহ্ন যে যে অবস্থার বুঝে বসিয়াছে তাঁহাদের দ্বারা লক্ষণ বা রোগের বৃদ্ধি বন্ধ হইবে । • এতাদৃশ চিহ্ন উপশম বুঝায় । যথা • নড়াচড়াতে অর্থাৎ নড়াচড়াতে বৃদ্ধি বুঝিবে । • গরম জলপানে অর্থাৎ গরম জলপানে উপশম বুঝিবে ।



Samuel Hahnemann.

মহাত্মা হানিম্যান ।

কীর্তির্ষস্য হি “অমিয় পথঃ” ।

নাশায় চ জীবাময়ানান্ ॥

ভকতু জয়ন্তস্য হানিম্যানস্য মহাত্মনঃ ।

ভূয়োভবতু জয়ন্তস্য পথানুচাৰিণাং ॥



চিকিৎসা-বিধান ।

প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র ।

(বর্ণানুক্রমে)

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অচৈতন্যাবস্থা	৩৩১, ৩৩০	উন্নয়ন	১২১
অনিদ্রা	৩৬৮	উদগার ইত্যাদি	২৩২
—সম্বন্ধে বিশেষ তৈবজ্ঞা-তত্ত্ব	৩৬৮	উত্তাপজনিত পীড়া ও তদনুযায়ী	•
অবসন্নাবস্থা	২৭২, ২৮৩	চিকিৎসা	৩৮১
অবস্থিতি বা পোজিসন্	৪১১	ঋতু এবং চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে	
অকুটি	২৫৪	পীড়ার বৃদ্ধি	৪০১
অসুস্থতা রাস্তা অবস্থা	২৭২, ২৮৪	এক ফোঁটা ঔষধ এত আশ্চর্য ফলপ্রসূ	
অফিফেনাদি সমগ্রা	৭১	কেন ?	৪০
		একটি অসুস্থের মীমাংসা	৭২
আঘাতজনিত শক (অর্থাৎ চমকলাগা)		একটি ভাটস	৪১৭
হেতু পীড়া	৩৯০	গণিসৌরিক ঔষধচয়ের ব্যবহার	
—পীড়া ও উপসর্গের	আণ্ডিবক্ষিক	পদ্ধতি	৫৫
চিকিৎসা	৩৯০	এপিডেমিক রোগাবিধিতে ঔষধ	!
আস্বাদ	১২৮, ১২৮	নির্কোচন	৩৮
আহারের ইচ্ছা	২৪২	ওষ্ঠ	১২৯
ইউরিন	১৫৪	—বর্ণ	১১৯
ইউরিনিয়া	৩২৪, ৩৩২	—কাটা কাটা অবস্থা	১৩০
—সম্বন্ধে আনুমানিক চিকিৎসা	৩২৬	—ওক্ষ অবস্থা	১৩১
ইউরিনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত চিকিৎসা		—ক্রান্তি বা চটপড়া অবস্থা	১৩২
গ্রন্থকার কৃত বৃহৎ ওয়াউটা		—চামড়া উন্মীলা বাওয়া	১৩৩
সংহিতা, দেখ ।		—ইরাপশন বা চন্দ্রোদ্ভেদ	১৩৩
ইন্সমনিয়া	৩৬৮	—চুলকানো অবস্থা	১৩৪
উৎকৃষ্ট ঔষধ	৭১		

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ওষ্ঠের অস্ত্রাণ্ড কয়েক ওরুতর অবস্থা	১২৬	—আংশিক	২৮৭
—সর্ভিস	১২৬	—নানাবিধ গন্ধবুজ	২৮২
ওষধ—মনোনয়ন ও ওষধ নির্বাচন		—এক পার্শ্ব বন্দ সন্ধক্ষে বিশেষ	
সঙ্কেত	৩৪	ভৈষজ্য-তত্ত্ব	২২১
ওষধের শক্তি (ডাইজিউসন) মীমাংসার		নীতল বন্দগন্ধক্ষে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব	২২০
উপায়।	৫২	—বন্দের অহাব	২২৮
ওষধের মাত্রাণি	৪০	চন্দ্রোৎপাত বা ইরাপশন কিম্বা কোন	
কলিমিয়া	৩২৬	স্বাভাবিক করণ বন্ধ হওয়া জনিত	
কুমি	২২৯	পীড়া বা উপসর্গ	৩৮৮
—সন্ধক্ষে বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব	২৩০	চাপন লাগা হেতু পীড়ার বৃদ্ধি	৪০৪
—সন্ধক্ষে আনুর্বাদিক চিকিৎসা	২৩৪	চাত্রদিগের প্রতি অমূল্য উপদেশ	১
—সন্ধক্ষে কয়েকটি উপসর্গের		জননেদ্রিয়ের ব্যবহার	৩৭৬
চিকিৎসা	২৩৫	জলপানে অনিচ্ছা	২৬৫
কেনই বা হোমিওপ্যাথি সর্কশ্রেষ্ঠ	১৬	জলপানে অনিচ্ছা সন্ধক্ষে বিশেষ	
কোমা	৩০১	ভৈষজ্য-তত্ত্ব	২৬৬
কোল্যাপ্স	২২৯	জিহ্বা	১৮
কোষ্ঠিবন্ধ	২১৫	—অপরিষ্কৃত অবস্থা বা কোটিং	৮৩
—সন্ধক্ষে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব	২১৮	—অপরিষ্কৃত ৮৪—৮৮ পৃঃ (৪৫, ৪৮,	
—সন্ধক্ষে আনুর্বাদিক উপদেশ	২২৭	৫৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬,	
ক্র্যাম্পস	২৮৪	৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬,	
ক্ষুধা	২৪৯	৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯	
খাদ্য এবং পানীয় হেতু পীড়া	৩৮৫	৮০, ৮৫, প্যারা জিহ্বার)।	
ঝিলঝরা	২৮৪	—অগ্রভাগ ত্রিকোণাকৃতি	৫০, ১৪৪
জ্বদ্বার	১২৭	প্যারা জিহ্বার।	
গ্রন্থাদি অধ্যয়ন-সঙ্কেত	২০	—উষ্ণ	১৫ প্যারা জিহ্বার
গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বিধ	১০	জিহ্বা উষ্ণ	১৪৬ প্যারা জিহ্বার।
	২৮৫	—জিহ্বা একধণ্ড কাঁচামাসের দ্বারা	

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১০৫ প্যারা জিহ্বার।		—সাদা পালকের জায়	৬৪ প্যারা।
—কতক ভাগ অবশ	১০০ প্যারা।	—পার্শ্ব খাঁজ কাটা	৩৯ প্যারা।
—কর্দমেয় জায়	৪৯ প্যারা।	প্যাপিলি বা জিহ্বা কণ্টক লাল	১৪০,
—কম্পন	২১, ২২, ১০৪, ১৩২, ১৩৩		১১১ প্যারা।
প্যারা।		—প্রশস্ত	৩৯, ৪০, ৪১ প্যারা।
—কাটা বিকৃত	৬০১, ১০৪ প্যারা।	—পিচ্ছিল	১২৩ প্যারা।
—কালবর্ণ এবং কৃষ্ণ-বর্ণ	৪, ৯ক, ৯	—পিংশে বর্ণ	৭৫, ৯৯ প্যারা।
	৪৯, ৬৭, ১২৭ প্যারা।	—পুরু ৬৬, ৫৮, ৭০, ৮০, ১৩৪ প্যারা।	
—কোটিং বা অপরিষ্কৃত অবস্থা	৬৬ প্যারা	—কাটা	১৩, ১৫ক, ১৪, ৮৬ প্যারা।
—কোটিং স্থানে স্থানে	৯৯ প্যারা।	—কোকা	২০, ৯১, ৯২, ১৩৬, ১৩৭,
জিহ্বা কত	২৫, ২৭, ৩২, ৩১, ৩৪, ৩৫		১৫৮, ১৩৯ প্যারা।
	১১৩, ১২০ প্যারা।	—বড় বোঁক	১৮, ২৬ প্যারা।
—খরখরে	১৩৫ প্যারা।	—ব্রাউন অর্থাৎ কটা বা মেটে রং এবং	
—খসখসে	১১২, ১১৩ প্যারা।	কটা বর্ণ ৩, ৮ক, ৯ক, ১০, ২৯, ৪০,	
—চটচটে	১২২ প্যারা।	৫১, ৫২, ৪৭, ৭১, ৭৩, ৭২,	
—চুলকানিযুক্ত	২৫ প্যারা।		৮২ প্যারা।
—চুল থাকা বোধ	১১৭ প্যারা।	—বেদনা	২৭, ৩৩, ৩৪, ৯৭, ১২৫,
—জালা ২৩, ২৪ক, ৯১, ১৩৬ প্যারা।			১৩৬ প্যারা।
—জাগুতে লাগিয়া থাকে	৩৬ প্যারা।	—ভারী	১৬, ১৭ প্যারা।
—থকথকে ছুঁয়ের জায়	৬৬ প্যারা।	—ময়লা (হরিদ্রা বর্ণের)	৬০ প্যারা।
—দৃষ্টিবৎ	১১৬ প্যারা।	—(সাদা)	৯৯, ৬০ প্যারা।
—দৃষ্টি হওয়ার জায় বোধ	৪২, ১১৫, ১১৬ প্যারা।	—(পুরু)	৮০, ৮১, ৮৩ প্যারা।
—দৃষ্টির ছাপাযুক্ত	১২৮ প্যারা।	—অ্যাপ অঙ্কিতের জায়	৯৮ প্যারা।
জিহ্বা নীলাভ বর্ণ	৫, ২৫, ৩৮ প্যারা।	জিহ্বা মুখের বাহির করিতে অক্ষম	১১২, ২০ প্যারা।
—পরিষ্কার	৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯ প্যারা।	মুখের বাহির করিতে কষ্ট	১০৩
—পাতলা	৯৩ প্যারা।		প্যারা।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
—রক্তস্রাব হয়	৩৭, ১২১ প্যারা ।	—বর্ণ ও অপরিস্কৃত অবস্থা	৮৩ পৃঃ ।
—লকলকে	৪০ প্যারা ।	—লালা, শ্বাস এবং মুখগব্বর ইত্যাদি	
—লালবর্ণ	৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৫, ৪৪, ৬১, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮২, ৮৩, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫ প্যারা ।	সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-ভিত্তিক	১০৭
—শক্ত ও শক্ত মিউকাস আবৃত	৬৩, ১২৪, ১২৫ প্যারা ।	—বর্ণ, আয়তন, উত্তাপ, আর্দ্রতা, কোটিং, কাম্পন, ক্রত ইত্যাদি সম্বন্ধে	
—শীতল	১২ প্যারা ।	মন্তব্য	১২২ হইতে ১২৭
—শীতে অবশপ্রায়	১২৯ প্যারা ।	জুস্তণ	২৬৭
—শুষ্ক	১১, ২৬, ৩০, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৫৫, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১০৭, ১৪৫ প্যারা ।	অর চিকিৎসার্থ ঔষধ নির্বাচন	৩৯
—সঙ্কোচিত	১৩০ প্যারা ।	টাস	২৮৪ পৃঃ
—সাদা কোটি	৮৪ পৃঃ ।	টাস সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যভিত্তিক	
—সাদা কোটিং ও তৎসম্বন্ধে ঔষধ			২৮৫ পৃঃ ।
সমূহের বিশেষ লক্ষণ	৮৪ পৃঃ ।	ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়া নিচয়ের ভৈষজ্য-ভিত্তিক	৩৭৯ পৃঃ ।
জিহ্বা সাদা বা ষ্ণেত ও ষ্ণেতাভ বর্ণ		ডিলিউসন	৩১৯, ৩৩২
(১ ক, ১খ, ১গ, ১ঘ, ১ঙ)	৮খ, ৫২, (৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১)	ডিলিরিয়াম	৩০৫
৬৪ প্যারা হইতে ৭৬ প্যারা পর্যন্ত এবং ৮৫, ১০৬, ১১৩ প্যারা ।		—বাক্য ও কার্যাদিতে প্রকার	৩০৬
—স্পর্শবোধ শূন্য	২৪ প্যারা ।	—ভর, ব্যাকুলতা, স্বপ্ন, বিভৌষিকা ইত্যাদি	৩১১
—স্পর্শবোধযুক্ত	১১৮ প্যারা ।	—অচৈতন্যাবস্থা সহ	৩১২
জিহ্বা ক্ষীত	১২৬ প্যারা হইতে ১২৯ প্যারা ।	—অসহ	৩১২
—হরিত্রাবর্ণ বা হরিত্রাভ বর্ণ	২, ৮, ৮ক, ২ক, ৫৭, ৬২, ৫৬, ৭৪, ৮১—৮৫ প্যারা ।	—অস্ত্রাভ্য বিবিধ প্রকার	৩১৩
		—ডাক্তার জারের ব্যবস্থা	৩১৩
		—দর্শন যন্ত্রকে	৩১৬
		—স্বপ্ন পূর্ণ	৩১৬
		—ইত্যাদি সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা	৩৪১
		তত্ত্ব শক্তি	৪০, ৪৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
তাপ জনিত পীড়া ও উপসর্গের বিশেষ		পার্শ্ব ভেদে ঔষধের ক্রিয়া	৩৭
ভৈষজ্য তত্ত্ব	৩৮১	পিপাসা	২৫৬
খুখু	১০২	পিপাসার অভাব	২৬৫
দস্ত	১৩৬	পীড়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি	৩৯৭
দন্তের মাটি	১৩৯	পীড়ার হ্রাস বা উপশম বোধ	৪০৯
হর্ষলতা	২৭৯	পীড়া, নিচয়ের কারণ ও তদনুযায়ী	
হর্ষলতা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব	২৮২	চিকিৎসা	৩৭৪
হর্ষলতা ও তৎসঙ্গে নানাবিধ লক্ষণ	২৮১	পেটকাঁপা	২৩৬
নাইট মেয়ার	৩৬৬	—সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব	২৩৭
সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব	৩৬৭	পোজিসন বা অবস্থিতি	৪১১
নাড়ী	১৪৬	প্রকৃত আরোগ্য ও হোমিওপ্যাথিক	৭৩
নানাবিধ বিকার, জন্মিত বিশেষ ভৈষজ্য		প্রতিষেধক ঔষধ	৪১৯
তত্ত্ব	৩২৭, ৩৩২	প্রথম শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য করেকটা	
নানাবিধ স্বভাব ও বিকৃত মানসিক		শুরুতর বিষয়	২৯
অবস্থা ইত্যাদি	৩৪৫	ফোঁটা কেলিবার সঙ্কেত	৫৭
নিশ্লেজ ও বিকারাদি অবস্থার পথ্য		ফেলুটলেনস	২৩৬
ব্যবস্থা	৬৭	বমন	২৪২
নিদ্রা	৩৬০	বমনোচ্ছা	২৪৮
—ব্যাধিগ্রস্ত নিদ্রা	৩৬০	ব্রহ্ম এবং লিঙ্গ	৪১৪
—তন্দ্রা	৩৩০	বায়ুর পরিবর্তনসময়ে পীড়ার বৃদ্ধি	৪০২
আলস্ত ইত্যাদি	৩৬০	বিকার	২৯৯, ৩২৭
ভ্রুকার	২৪৮	বিষমিবা	২৪৮
পথ্যাদি	৫৯	বিত্তীষিকা দর্শন	৩১৯
পরিপাক কার্যানুযায়ী হ্রাস, বৃদ্ধি	৪০০	বিলম্ব সংজ্ঞা	৭০১
পাকস্থলী	১৯৭		
পালস বা নাড়ী	১৪৬		

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ব্যাধি গ্রস্ত নিদ্রা, তন্দ্রা, এবং		—প্রাচীন উদরাময়	১৩৫
আলস্য	৩৬০	—গন্ধ	১৮৪
ভারতে হোমিওপ্যাথি	৭	—মলের বর্ণ	১৭৭
মল	১৭৬	—মলনির্গমের অবস্থা ও বেগ	১৮৭
—অজীর্ণ	১৮৫	—মলের বার ও পরিমাণ	১৮২
—আমায় রোগে	১৭৫	—মলের অত্যন্ত লক্ষণ	১২০
—সহ উদর ও উহার নানাপ্রকার		—মল ত্যাগের পূর্বে উদর ও তাহার	
অবস্থা	১৫১	নানাবিধ অবস্থা	১২৫
উদর (মলত্যাগের পূর্বে)	১২৫	—মলত্যাগের সময় উদর ও তাহার	
—কলেরা বা ওলাউঠার	১৭৩	নানাবিধ অবস্থা	১২৬
—কলেরা সিকার	১৭৩	—মলত্যাগের পর উদর ও তাহার	
—কলেরা ইনফ্যান্টামে	১৭৪	নানাবিধ অবস্থা	১২৭
—কলেরা মর্কাস	১৭৪	—মলত্যাগের সহায় গৃহদ্বার	১২৮
—কোষ্ঠবদ্ধ	১৭৫, ২১৫	—মলত্যাগের পর গৃহদ্বার ও তাহার	
সহ গৃহদ্বার ও সরলান্ত এবং তাহার		নানাবিধ লক্ষণ	১২৮
নানাবিধ লক্ষণ	১২৪	মলত্যাগের অমুখ্য লক্ষণ	১২৯
—জলবৎ	১৮২	—(ক) মলত্যাগের পূর্বাবস্থায়	
—ডায়েরিয়া	১৭৪	লক্ষণ	১২৯
—তরল মল ও তাহার নানাবিধ বর্ণ	১৭৯	—(খ) মলত্যাগের কালীন আমুখ্য লক্ষণ	২০২
—দৃঢ় প্রকৃতি ও অত্যধ ইত্যাদি	১৭৬	(গ) মলত্যাগের পর আমুখ্য লক্ষণ	১০৩
	১৮৫, ১৮৬	বিউকাস অর্থাৎ প্লেবাবৎ মল ও	
—পেটের অমুখ্য বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে নানা-		তাহার নানাবিধ বর্ণ	১৮০
বিধ লক্ষণ	১২৬	—চিশিওদিগের উদরাময়	১৭২
—পেটের পীড়াদায়, নানাবিধ সাধারণ		মূহাশ্বাহানিমানেয় জীবনী	২
ও আমুখ্য লক্ষণ	২০৩	মলকুচ্ছ	২১৫

প্রথম খণ্ডের সূচীস্বরূপ

বিষয় :	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মানসিক অস্থিরতা	৩৪৪	—নানাবিধ বর্ণ	১৫৭
—নানাবিধ স্বভাব ও বিকৃত অবস্থা	৩৪৫	—নিউটন ধর্ম্মশূদ্ধ	১৫৫
মানসিক উদ্বেগ জনিত অরহতা ও পীড়া	৩৫৮	—পরিমাণ	১৬১
নিটর	৩৫৮	—পুনঃ ২ বৃহৎপরিমাণ	১৬৪
মানসিক গতি ইত্যাদি	৪০৮	—প্রতিক্রিয়া	১৫৪
মুখ গহ্বর	১৫৬	—কন্সফেক্ট ও অক্সিজালেট ইত্যাদি	
মুখের আশ্রয় ও তীহার পরিবর্তন	১৮	সলট	১৬২
মুখমণ্ডল	১৪১	—বহু পরিমাণ	১৬৩
মুখত্রীর নানাবিধ অবস্থা	১৪১	—বহুপরিমাণ মূত্রত্যাগ সম্বন্ধে বিশেষ	
মূচ্ছা	২৮৪	ভৈষজ্য তত্ত্ব	১৬৪
মূত্র	১৫৪	মূত্রত্যাগ বা মূত্রনিঃসরণ	১৬৭
—অল্পমাত্র	১৫৫	মূত্রত্যাগের পূর্ব, পর ও সমকালীন এবং	
—অল্প পরিমাণ হইলে	১৬৪	রজনীতে বহু পরিমাণে	১৬৪
—অল্প পরিমাণ ও তৎসহ বেদনা	১৬৪	—সংশ্লিষ্ট পদার্থ	১৬১
—অল্প পরিমাণ মূত্র ত্যাগ সম্বন্ধীয়		—মূত্রের সেডিমেন্ট বা তলানি	৪৭০
বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব	১৬৬	অগ্রান্ত অবস্থা	১৭১
—অভাব (সাপ্রেসড্ ইউরিন)	১৬৪	রোগ নির্ণয় বা ডায়াগ্—	
—অবরোধ (রিটেনশন্ ইউরিন)	১৬৮	নোসিস	৩১
—আপেক্ষিক গুরুত্ব	১৬৯	রোগের কারণাদি	৩৭৪
—উষ্ণতা	১৬৮	—জননেক্রিয়ের ব্যবহার	৩৭৬
—ক্যুর ধর্ম্মবৃত্ত	১৫৫	—সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগা	৩৭৬
	১৫৯	—ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়ানিচয়ের	
মূত্র		বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব	৩৭৯
—দুর্গন্ধবৃত্ত	১৬৮	—উত্তাপ জনিত পীড়া এবং	
—নানাবিধ গন্ধ	১৫৫	তদুপযোগী চিকিৎসা	৩৮১
		—তাপজনিত পীড়া ও উপসর্গের	

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব	৩৮১	ঔষ	১৭৩
—খাদ্য এবং পানীয় হেতু পীড়া	৩৮৫	সংস্থিতি	৪০৫, ৪১১
—চর্মরোগ বা ইয়াপ্‌শন		সমন্বাহুযায়ী পীড়ার বৃদ্ধি	৩২৮
কোন স্বাভাবিক কারণ বন্ধ হওয়া		সরলাস্ত্র	১২৪
জনিত পীড়া বা উপসর্গ	৩৮৮	সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগা	৩৭৬
আঘাতাদি জনিত স্বক অর্থাৎ		সর্দি, ভিজা এবং ঠাণ্ডা লাগা	
চমক লাগা হেতু পীড়া	৩৯০	হেতু পীড়ার বৃদ্ধি	৪০৩
অত্যন্ত নানাবিধ কারণ জনিত		স্নানিপাতিক বিকার	
পীড়া	৩৯৫	জনিত অবস্থা	৩০১, ৩২৭
—পীড়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি	৩৯৭	—নানাবিধ বিকার জনিত বিশেষ	
সমন্বাহুযায়ী পীড়ার বৃদ্ধি	৩৯৮	ভৈষজ্য তত্ত্ব	৩৩২
পরিপাক কাণ্ডাহুযায়ী হ্রাস ও		—বিকারাদির আনুষঙ্গিক	
বৃদ্ধি	৪০০	চিকিৎসা	১৩৩
ঋতু ও চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে		—বিকার জনিত চিকিৎসা	
বৃদ্ধি	৪০১	সম্বন্ধে শক্তিব্যবস্থা	} —৩৪২
—বায়ুর পরিবর্তনানুসারে বৃদ্ধি	৪০২	ইত্যাদি ।	
—সর্দি, ভিজা এবং ঠাণ্ডা লাগা		অসিদ্ধ জল	৬৯
হেতু বৃদ্ধি	৪০৩	হুল শক্তি	৪০
—চাপন লাগা হেতু বৃদ্ধি	৪০৪	হঠাৎ অশৈতন্ত হওয়ার ভাব	৪০
—সংস্থিতি অনুসারে বৃদ্ধি	৪০৫	হাইড্রোলা	২৬৭
—শরীর সঞ্চালনে বৃদ্ধি	৪০৬	হিকা	২৬৯
—মানসিক গতি অনুসারে বৃদ্ধি	৪০৮	—উপশম	২৭৫
রোগী দর্শন ও লক্ষণাদি		—দিবসের বিশেষ বিশেষ সময়ে	২৬৪
পর্য্যবেক্ষণ	২৫	—পথ্য আহার অথবা পানীয়	
লালা	১২৮	সেবনের পূর্বে, সময়ে বা পরে	২৭১
শয্যাগতাবস্থা	২৮৩	—বৃদ্ধি	২৭৫
শয়ন	৪১১	—গতিকে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা	২৭৮
শরীর শীর্ণতা	২৭৯, ২৮৪	—শক্তি ব্যবস্থা	২৭৭
শরীর সঞ্চালনকার্য	৪০৬	হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে	
শারীরিক স্বপ্ন	৪১৫	গুটিকত কথা	১২
ঔষাক	১১১	হোমিওপ্যাথি কেন সর্বশ্রেষ্ঠ	১৬
ঔষ	৩০১		

শ্রীশ্রীগুরুষে নমঃ ।

চিকিৎসা-বিধান ।

প্রবেশিকা ।

ছাত্রদিগের প্রতি-অমূল্য উপদেশ ।

১। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের পূর্বে স্থির-চিত্তে মহাত্মা হানিমানের ঐ প্রতিকৃতি পানি নিরীক্ষণ কর, তাহার আত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া তোমার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাও এবং তাহার জীবনী পঠ কর। “যে প্রকৃতি ও রূপ স্থির-চিত্তে ধ্যান করা যায়, জীব সেই প্রকৃতি-গত তেজ অনেকাংশে প্রাপ্ত হয়” ইহা শাস্ত্রের কথা ও বিজ্ঞান সম্মত, ইহা কৃষ্ণংকর মনে করিও না।

২। প্রবেশিকাই গ্রন্থের পথ-প্রদর্শক ; গ্রন্থ অধ্যয়নের অগ্রে তাহা অবশ্য পঠ করিবে।

৩। সর্বদা সুধীর, সপ্রাণ, চরিত্রবান, স্থিরমতি ও ধর্মনিষ্ঠ হইবে। একটি রোগী তোমার চিকিৎসাধীন হইলে তাহাকে আশ্বাস বোধে, তাহার কষ্ট ও রোগ শীঘ্র শীঘ্র দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা দেখিবে ; মনে রাখিবে তাহার লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করিবে ; সন্দেহ হইলে উপযুক্ত ব্যক্তির পরামর্শ লইবে ও তজ্জ্ঞাত যতদূর আবশ্যক পুস্তকাদি অহুশীলন করিয়া দেখিবে ; আলস্যের বশবর্তী হইয়া আনন্দের কখন কোন ওষধ দিবে না ; সুব্যবস্থা হইলে সন্দেহ-বহিত একটি আশ্চর্য্য তৃপ্তিকর ভাব হৃদয়ে স্তুতঃ স্মারিভূত দেখিতে পাইবে। দীর্ঘরকে সর্বদা সাক্ষাৎ জানিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইবে ; সন্ধ্যা পড়িলে সেই মহাশক্তিকে অন্তরে স্মরণ করিবে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি অবশ্য প্রসন্ন হইবেন ও যশোলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করিবেন।

৪। তুমি বহুদশী চিকিৎসক হইলেও সর্বদা নিজেকে ছাত্রের জায় মনে করিবে ও সর্বদা অধ্যয়ন ভৎসন থাকিবে। তুমি জীবের স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষা-ব্রতাবলম্বন করিয়াছ, চিরজীবন বেন এ কথা স্মরণ থাকে।

মহাত্মা হানিমানের জীবনী ।



১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জর্জগির অন্তঃপাতী যিসেন নগরে সামুয়েল হানিমানের জন্ম হয়। বহু কষ্টে তিনি লেখা পড়া শিক্ষা করেন। ফরাসী, জার্মানী, লাতিন, ইত্যাদি কয়েকটা ভাষায় তাঁহার বিশেষ, পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। হানিমানের পিতা যদিচ দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান মহৎ অশ্রুঃকরণের লোক অতি কম দেখা যায়; তিনি সর্বদাই পুত্রকে উপদেশ দিতেন “সর্ব বিষয়ে সদা বিচারশীল ও অনুসন্ধান-তৎপর থাকিবে, সর্বাপেক্ষা যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করিবে।” পিতার উপদেশে হানিমানে যে মহাকল ফলিয়াছিল তাঁহার জীবনীই তাহার সাক্ষী। হানিমান ভগবানের বিশেষ, অনুগৃহীত কোন মহা-পুরুষ হইবেন; নতুবা অকস্মাৎ দৈববাণীর জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে “সমঃ সমঃ শময়তি” হোমিওপ্যাথির এই মহা বীজমন্ত্র-প্রকাশ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত বহুগ্রন্থেও ঠিক ঐ প্রকার মন্ত্র যথা—“বিষম্ বিষমৌষধঃ” “সমঃ সমঃ শময়তি” “সদৃশং সদৃশে শম্যতে” ইত্যাদি ছিল, কিন্তু তাহার সাধন কেহই রীতিমত করিল না। জৈমিনের রাজ্যে সত্য কখন গুপ্তভাবে থাকিতে পারে না; ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এ্যালেন কৃত মেটেরিয়া মেডিকা হইতে সিকোনা অনুবাদ সময়ে মহাত্মা হানিমানের মনে উদয় হইল যে, সিকোনা সেবনে অরুর উৎপত্তি হয়, সেই জন্তই সিকোনা (চায়না) অরনাশক; এবজ্ঞতভাবে হইতেই “*Similia Similibus Curantur*” “সিমিলিয়া সিমিলিবাস্ কিউর্যান্টার” অর্থাৎ “সমঃ সমঃ শময়তি” হোমিওপ্যাথির এই মহা বীজমন্ত্র তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল এবং তিনি ইহাকে শ্লোক-মন্ত্রে নিবদ্ধ করিলেন। এই মন্ত্র প্রভাবে দিব্যচক্ষে তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন যে, এই রোগের এই ঔষধ বিধিমান ফলপ্রসূ হইবে; কণ্ডেও তাহাই হইতে লাগিল। এই মন্ত্র পাইয়া তিনি মনোংসাহে উৎসাহিত হইলেন এবং তাহার ধাবাবিহিত যে সাধন তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—বিষ-কণ্টের জ্ঞান স্বহস্তে একোনাইট, আর্সে-

নিক, ইত্যাদি নানাবিধ ভয়ানক ভয়ানক বিষ সেবন করিয়া স্বীয় সুস্থ শরীরে তাহাদের লক্ষণচয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। একোনাইট্ খাইয়া তাঁহার শরীরে যে জাতীয় জরের উদ্ভব হয়, তিনি রোগীর শরীরে সেই একো-নাইট্-জাতীয় জর দেখিয়া একোনাইট্ প্রয়োগ করিলেন এবং রোগীও সঙ্ক্ষে আরোগ্য লাভ করিল। আসেনিক খাইয়া এক জাতীয় ওলাউঠার জ্বর তাঁহার তেজ ও বমন হয় ও দারুণ পিপাসাদি জন্মে, তিনি আসেনিক প্রয়োগ করিয়া সেই 'আসেনিক-জাতীয়' ওলাউঠার রোগী আরোগ্য করিতে লাগিলেন। বেলাডোনা খাইতে খাইতে স্কার্লেটিনা রোগের জ্বর রক্তিমাকার লক্ষণচয় সহ এক প্রকার পীড়া তাঁহার শরীরে দেখা দিল; তখন তিনি নিশ্চয় জানিলেন ইহা স্কার্লেটিনা রোগের মহৌষধ হইবে; সত্য সত্যই তিনি ঘাঘা বলিলেন তাহাই হইতে লাগিল; সেকালে ভয়ানক মারাত্মক স্কার্লেটিনা পীড়ার ঔষধ ছিল না বলিলে অত্যাধিক হয় না, তিনি বেলাডোনা প্রয়োগে বহুসংখ্যক স্কার্লেটিনা রোগ আরোগ্য করিলেন। "সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ সেবন করিলে তদরূপ শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ জন্মে, সেই সমুদয় লক্ষণযুক্ত যদি কোন পীড়া কাহারও হয়, তবে সেই পীড়া ঐ ঐ লক্ষণোৎপাদক ঔষধে অবশ্য আরোগ্য

হইবে" "ইহাকেই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক বলে"। ঐ মহা মূলমন্ত্র "সমঃ সমঃ শময়তি" এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন, জগতে তাঁহার এই সত্য প্রচারিত হইল। দারুণ ওলাউঠা যখন ইউরোপে নুতন দেখা দিল তখন "সমঃ সমঃ শময়তি" এই মহা-মূলমন্ত্রের সাধন-সহায়ে তিনি ভবিষ্যৎব্যক্তার, শ্রী, সম্ভবতঃ কোন ঔষধ তাহাতে কার্যকারী হইবে তাহা বলিয়া দিলেন এবং তদ্বারা বহুসংখ্যক ওলাউঠার রোগী আরোগ্য হইতে লাগিল। এইরূপ পর্যন্তও তাঁহার অনুমিতি (Suggestion) উদ্ভূত সেই ঔষধ কয়েকটিই ওলাউঠার সর্ব প্রধান ঔষধ। তিনি এতদ্বারা আরও এই প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, যে পীড়া এখন পর্যন্তও পৃথিবীতে হয় নাই অর্থাৎ যে কোন নুতন পীড়া হইবে, এই মহা মূল মন্ত্রের সরল বিধি অনুসারে যিনি তাহার চিকিৎসা করিবেন, তিনি অবশ্য কৃতকার্য হইবেন। তৎকালীন অনেক বড় বড় এলোপ্যাথিক ডাক্তার তাঁহার এতাদৃশ

আশ্চর্য্য সত্যের কথা প্রত্যক্ষ করিয়া ও বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন, পক্ষান্তরে আবার অনেক দৃষ্টপ্রকৃতি এলোপ্যাথিক চিকিৎসক সত্য না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিষম শত্রু হইয়া উঠিল। হানিমানকে তাহার অনেক কষ্টে নিপাতিত করিল। এমন কি, আইন-সহায়ে তাঁহার ঔষধ কেহ ঘেন না খায় তাহাও করিল; অবশেষে তাঁহাকে দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িল। নির্বাসিত হইয়া দ্রব্য সামগ্রী, পরিবার ও পুত্র কন্যাসহ যে গাড়িতে তিনি বাইতেছিলেন পথিমধ্যে হঠাৎ তাঁহা উল্টাইয়া পড়াতে দ্রব্য সামগ্রী নদীতে পুড়িল, তাঁহার একটা শিশু সন্তান গুরুতর আঘাত পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল; নিজেও কঠিন আঘাত পাইলেন। পরে কতিপয় কৃষকের সাহায্যে তিনি হামবর্গ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার দিন চলা দায় হইল; উদরার্নের জন্ত তিনি পুস্তক অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কষ্ট পাইলেন বড়লোক মাঝেই যুগে যুগে একপ্রকার কষ্ট পাইয়াছেন, ইতিহাসে দেখিতে পাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার “অরগেন” নামক পুস্তক প্রচারিত হয়। এই পুস্তক স্থানিতেই হোমিওপ্যাথিক মত উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়। লিপ্‌জিক্‌ নগর হানিমানের প্রকৃত জিয়াভূমি; ইহা জার্মানির একটা প্রধান নগর। এই স্থানের কলেজে প্রথমে তিনি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন; এই স্থানেই তিনি প্রথম হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিষ্যবর্গকে শিক্ষা প্রদান করেন; এই স্থানে তিনি নানাবিধ ঔষধ ও বিষ সেবনে তাঁহার ঔষধতত্ত্ব-সাধন-ফলরূপ “মেটেরিয়ামেডিকা পিউরা” নামক গ্রন্থ প্রচারিত করেন।

এই গ্রন্থখানিই প্রথমে জগৎকে যথানিয়মে ব্যবহারতঃ (Practically) হোমিওপ্যাথি শিক্ষা প্রদান করে। এককালে এই নগরী হইতে অপমানিত হইয়া তিনি বহিষ্কৃত হইলেন, আবার এই নগরবাসীরাই তাঁহার মৃত্যুর পর সাদরে তাঁহার পিতৃলম্বী প্রতিমূর্ত্তি সহরের উৎকৃষ্ট দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

তিনি লিপ্‌জিক্‌ নগর হইতে নির্বাসিত হইয়া কেথেন নামক ক্ষুদ্ররাজ্যে বাস করেন। এই স্থানের রাজার উৎকৃষ্ট চিকিৎসক পীড়া আরোগ্য করায় তাঁহার যশঃ ইউরোপের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রথম স্ত্রী

মৃত্যুর পর তিনি একটি করাসী যুবতীকে বিবাহ করিয়া পারিস নগরে যাইয়া বসতি করেন। এই স্থানে তাঁহার সম্মান ও গৌরব দ্বিগুণরূপে বর্দ্ধিত হইল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই, ৮৯ বৎসর বয়সে মহাত্মা হানিমানু এই পারিস নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মহাত্মা হানিমানের দ্বারা যে, কেবল হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার হইয়াছে তাহাই নহে। তাঁহার ঐ সম-লক্ষণ-স্বত্র-সাধনের কল দ্বারা এলোপ্যাথির প্র্যাকটিকেল চিকিৎসাভাগও অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে, ডাক্তার বি-গারের থিরাপিউটিক্স নামক ভৈষজ-ভাষ্য গ্রন্থই তাহার প্রধান সাক্ষী। আমরা বিশ্বাস যে, এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হাকিমী, যে কোন চিকিৎসাতে ঔষধের দ্রুত

ও দ্রুত ক্রিয়া দ্বারা আরোগ্য (Cure) প্রত্যক্ষ করিবে সেস্থলে প্রকৃত কার্য্যকারী ঔষধ “সমঃ সমঃ শময়তি” এই বিধির অধীনে কার্য্য করিয়াছে,

বিশেষ স্নায়ুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে। অনেক সময় ধূতুরা, কুচিলা, মিঠাবিষ ইত্যাদি স্বভঃ-শক্তিমান ঔষধ সকলের দস্তুরমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের নিয়মানুসারে ট্রিটুরেসন্ কিম্বা ডাইলিউসন্ না হইলেও “সমঃ সমঃ শময়তি” বিধির অধীনে তাহারা আরোগ্যকর অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়;—হেঁদাহল বা কোত্রা যে কবিরাজদিগের হস্তে বিকার অবস্থায় অনেক সময় আশ্চর্য্য ফলপ্রসূ হয়, তাহা সকল রোগীতে নহে, কেমন “কোত্রাকেসে (Cobra case এ) অর্থাৎ কোত্রার লক্ষণযুক্ত বিকারেই (অত্র গ্রন্থে কোপ্যান্ড্‌স্‌ সম্বন্ধে ভৈষজ্যাতবে কোত্রা দেখ)। অত্র কোন বিকারে কবিরাজ মহাশয়েরা কোত্রা বা হেঁদাহল দ্বারা কখনই কৃতকার্য্য হইবেন না। এইরূপ কবিরাজ মহাশয়ের ধূতুরা (ষ্ট্র্যামোনিয়াম Stramonium) ঘটিত ঔষধ ষ্ট্র্যামোনিয়াম-লক্ষণযুক্ত বিকারই নষ্ট করিতে সক্ষম;—অত্র কোন জাতীয় বিকার নহে (অত্র গ্রন্থে নানাবিধ বিকারজনিত, ভৈষজ্যাতবে ষ্ট্র্যামো দেখ)। হাকিম ও বাঁড়ীর গৃহিণীদের ব্যবহৃত এলিয়াম্-সিপি (Allium cepa) অর্থাৎ পেঁয়াজ, সর্দি কাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ; কারণ পেঁয়াজে তদ্রূপ লক্ষণ দ্বয়ে (হিউজ কৃত ফারখাকো ডাইনামিক্স ৩য় সংস্করণ ৮৩ পৃষ্ঠায় এলিয়াম্-সিপি দেখ)। এই প্রকার বহু ঔষধেই তাহা যে মতেরই ঔষধ হউক না কেন, যদি তাহা প্রকৃত

রোগারোগ্যকারী হয়) তবে আমরা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইব যে, তাহার

“সমঃ-লক্ষণ-নৃত্তের” আশ্রয়েই পীড়ারোগ্য করিয়া থাকে। “অতএব সাত্বনয়ে

আমার প্রার্থনা এই যে, যে কোন মতের চিকিৎসক হউন, তিনি যদি তাঁহাদের প্রধান প্রধান ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধগুলিকে (যদি তাহা হোমিও-প্যাথি ভৈষজ্য তবে) বর্ণিত থাকে) ‘প্রয়োগকালে, উহাদের হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্য-তত্ত্ব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার চিকিৎসার ব্যবহার বা প্র্যাকটিকেল ভাগে, অধিকতর ফল দেখাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। এই পন্থাতে কার্য্য করিয়াই ডাক্তার রিংগার তাঁহার যে থিরাপিউটিক্স (Therapeutics) নামক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এলোপ্যাথির এক খানি অতি সারবান্ ও ফলপ্রদ গ্রন্থ হইয়াছে। যদি প্রকৃত সত্য লক্ষ্য করিয়া দেখা হয়, তবে হোমিওপ্যাথির প্রতি কাহারও বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না, বরং সৰ্ব্ব মতের চিকিৎসক মহাশয়েরাই দেখিতে পাইবেন যে, রোগারোগ্যকারী ঔষধের কার্য্যের মূলভাগে “সমঃ সমঃ শময়তি” এই শক্তি রহিয়াছে এবং সেই শক্তিব্যোগেই তাঁহাদের ঔষধ এত ফলপ্রদ হয়। (এই প্রবেশিকা মধ্যে ঔষধের ক্রিয়া বিচার দেখ)।

এইক্ষণ মাত্রা (Dose) ও ডাইলিউসন্ (শক্তি) লইয়া যে বিবাদ তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা না হইলেও কার্য্যোপযোগী মীমাংসা অনেক হইয়াছে এবং হইবে। ‘মাত্রা কিম্বা ডাইলিউসনের উচ্চ নিম্নতা হেতু হোমিওপ্যাথির মূল নৃত্তের কোন ক্ষতি, বৃদ্ধি কিম্বা অপমান নাই; সে’ হইছে ব্যবহারগত মীমাংসা। কারণ, স্থলবিশেষে অনেকে মাদারটিংচারের তিন চারি ফোঁটা মাত্রা বা আদত ঔষধের সিকি গ্ৰেণ, কিম্বা দুই এক গ্রেণ পরিমাণ ঔষধ; অথবা অনেকে নিম্ন টিটুরেসন বা ডাইলিউসন বা অনেকে উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। মাত্রা বা ডাইলিউসন সম্বন্ধে যে যাহা ব্যবহার করুন না কেন, তাহাতে হোমিওপ্যাথির মূল-নৃত্তের কোন হানি নাই। সৰ্ব্ব প্রথমে মহাত্মা হানিমান আদত বা মূল ঔষধের অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতেন; তৎপশ্চাৎ তিনি নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার আরম্ভ করেন; তৎপশ্চাৎ প্রায় সৰ্ব্বদা ৩০শ ডাইলিউসন (শক্তি) ব্যবহার করিতেন।

মহাত্মা হানিমান মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা দ্বারা জীবন প্রাপ্ত কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার জীবনী শুনিয়া প্রাণের সহিত বলিলেন “ইনি শিবলোক-চ্যুত কোন ব্যক্তি হইবেন নতুবা সাধারণ মানবে এতাদৃশমস্তবে না।” হানিমানের জীবনী সমস্তই উপদেশ পূর্ণ :—তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সত্যের আদর, বিজ্ঞানে ও ঈশ্বরে অটল ভক্তি, দর্শনে তৎপরতা, বিপদে দ্বিগুণ সাহস, অর্দ্রম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় যদি কোন মানব অনুকরণ করিতে সক্ষম হন, তবে তিনি প্রকৃত-মামব-বাহিত-জীবন নিশ্চয় লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা হানিমান যখন বাহা করিতেন তাহার যশঃ নিজে না লইয়া সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতেন। তাঁহার কোন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিলে তিনি বলিতেন “ঈশ্বর তোমাকে আরোগ্য করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও, আমি কেহ নই।”

ভারতে হোমিওপ্যাথি।

শুভকণে মহাতেজস্বী ডাক্তার বেরিনী “সমঃ সমং শৃঙ্গরতি” হোমিওপ্যাথির এই মহামন্ত্র সজ্জে নিয়া ভাবতে পদার্পণ করিয়াছিলেন ; ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রসিদ্ধ দত্তবংশোদ্ভব মৃত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ও ভারত-বিজ্ঞান-মন্দির-স্থাপয়িতা বিজ্ঞান শাস্ত্র-চুড়ামণি মহামন্ত্র ত্রীব্রজ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সর্ক্সাগ্রে (সত্য জানিতে পারিয়া) এই মন্ত্র সাধনে গ্রহণ করিলেন। তখন ডাক্তার সরকার এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহার অতুল পশার ছিল ; এ পশার তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি এই সময় হোমিওপ্যাথি মত গ্রহণ করাতে মেডিকেল কালেক্টর জুধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিলেন ; তাঁহার বহুতর আর্থিক কতি হইতে লাগিল। কিছুতেই তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ করিতে পারিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন বিচালী ও খড় বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিব তথাপি সত্য পরিত্যাগ

করিতে পারিব না। এমন স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ভগবান অবশ্য সহায় হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহাকে আর অধিকদিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। “প্রকৃত উপযুক্ত ক্লিনিকারী হইলে যদি বিষয় পতিত হয় তবে তাহার সফল ফলিতে আর অধিক বিলম্ব হয় না।” কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের দ্বারা বহুকষ্টে ও অর্থ ব্যয়ে যে সমস্ত রোগী আরোগ্যলাভে নির্যাস হইয়া ফিরিত, তাহাদের অনেকেই ডাক্তার সরকারের হস্তে আসিয়া সহজে রোগ-মুক্ত হইতে লাগিল। স্বচক্ষে কল প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকেই হোমিওপ্যাথির অমূল্যতা করিতে লাগিলেন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থান-সমূহের বহু ধনীপরিবার মধ্যে হোমিওপ্যাথির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইল। ডাক্তার সরকারের আবার অতুল পশার হইয়া উঠিল। এই সময় অত্যন্ত অনেক দক্ষ ও সত্যমূল্যবান ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সুপণ্ডিত ডাক্তার বিহারীলাল ভাট্টা মহাশয় ও ডাক্তার সালজার কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু ও নেবুতলার বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। এই সময় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কলিকাতার আশ্রয়লাইড সাহেবের পত্নী কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই বলিয়া স্থানীয় উচ্চ উচ্চ চিকিৎসকেরা ততাকে পরিত্যাগ করিয়া যান। “বিশেষতঃ অস্বাভাবিক রূপে কে বুঝিতে পারে?” লোকনাথ মৈত্র উক্ত মৃতপ্রায় মেম সাহেবকে সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করিলেন; হোমিওপ্যাথির আদর সমস্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও প্রচারিত হইয়া পড়িল। এইরূপ ভারতবর্ষের সর্বত্রই হোমিওপ্যাথির আধিপত্য বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে ও তাহার ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। যে হোমিওপ্যাথি লইয়া মৃত রাজেন্দ্র দত্ত ও মৃত ডাক্তার সরকার মহাশয় প্রথমে কলিকাতায় কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, আজ সেই কলিকাতায় চাহিয়া দেখ গলিতে গলিতে কত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপিত হইতেছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অনাদর সত্ত্বেও আজ কাল ভারতে হোমিওপ্যাথির কত আদর হইয়াছে; এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সংখ্যা কত বৃদ্ধি হইয়াছে; এইরূপ এমন স্থান প্রায় নাই যেখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নাই।

ভারত রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে “কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ” এবং দুইটা হোমিওপ্যাথিক স্কুল সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে ।

প্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাঙ্গদ ত্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক, বালিয়ারটার প্রসিদ্ধ জমিদার ও দরিদ্র-বান্ধব ত্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী, ও ডাক্তার কালীকুমার দাস, ডাক্তার আলোকেন্দ্র দাস, ডাক্তার হরকুমার গুপ্ত ইত্যাদি মহোদয়দিগের যত্ন-সম্মত ঢাকা মহনগর দুইটা হোমিওপ্যাথিক স্কুলও অসংখ্য লোকের উপকার সাধন করিতেছে । বঙ্গের এই কয়েকটা হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ের ফল, বৎসর-বৎসরই অতি সন্তোষদায়ক হইতেছে ও দিন দিনই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । ঈশ্বর করুন ইহারা চিরস্থায়ী হইয়া মহাত্মা হানিমানের অক্ষয় কীর্তি ঘরে ঘরে প্রচার করুক । ভগবানের রূপায় কালক্রমে আমেরিকার ছায়া ভারতের বহুসংখ্যক মহনগরই হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় সকল দেখিতে পাইবে । বহুসংখ্যক হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ও ভারতবর্ষের বহুস্থানে স্থাপিত হইয়াছে ।

শ্রদ্ধাঙ্গদ, সুপণ্ডিত ও বয়োবৃদ্ধ ত্রীযুক্ত ভূদেব যুগোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বঙ্গের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথির প্রত্যক্ষ ও সম্ভব-ফলপ্রদ গুণের দরুণই ইহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছেন । ভারতে সহস্র বিজ্ঞানাগর সত্ত্বেও বিজ্ঞানাগর রূপিবামাত্র যাহাকে বুঝায় ও বঙ্গ যাহার পরিচয় আর আবশ্যক করে না, সেই পণ্ডিত-প্রবর ত্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয় প্রভৃতি লোকও হোমিওপ্যাথির কমতার দ্বন্দ্বিতা পাইয়া ইহাকে অজ্ঞানের সহিত ভালবাসিয়া থাকিতেন এবং ইহার উন্নতি কামনা করিতেন । (১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের লেখা) । এক্ষণে উক্ত মহাত্ম্যের স্বর্গলোকে ।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বিষয় ।

চতুস্পাঠী-প্রায় একটি অতি ক্ষুদ্র হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়
আমার পাবনার বাসস্থলীতে বহুদিন যাবৎ ছিল *। শুটিকতক বালক তাহাতে
অধ্যয়ন করে। তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে ও প্রাকটিকেলী (Practically
ব্যবহারতঃ) ভৈষজ্য জ্ঞানসহ ঔষধ মনোনয়ন †, ঔষধ নির্দোষতা এবং রোগ-
নির্ণয়ের উপায়-প্রদর্শন দ্বারা চিকিৎসা-বিধান শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ
লিখিত হয়। আমার এই পুস্তক যে, 'মুদ্রাক্ষন-যোগ্য হইবে এ বিশ্বাস বা
সাহস আমার মনে কদাচ স্থান পায় নাই। আমার চতুস্পাঠীর ব্যবসাপ্রবৃত্ত
ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতা ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কয়েকটি ছাত্র ও ঘরওয়া
কয়েকটি চিকিৎসক ইহার অনেক অংশ হস্তে লিখিয়া তদ্বারা বিশেষ ফল
লাভ করিয়া আমাকে ইহার মুদ্রাক্ষন জন্ত যুক্তি ও উৎসাহ প্রদান করেন ;
তাহাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে সাহসী
হইলাম। ইহাতে ভারতবর্ষস্থ বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় পীড়া সমূহ ও তাহাদের
চিকিৎসা অতি বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশীয়
পীড়া যাহা আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় না (যথা টাইফাস জ্বর ইত্যাদি)
তাহা অতি সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। যে সমস্ত লক্ষণও আমাদের দেশে
প্রায় দৃষ্ট হয় না অথচ বিদেশীয় ও অন্তর্দেশীয় অনেক গ্রন্থে তাহা অত্যন্ত
আধিক্যসহ লিখিত হইয়াছে, স্থলবিশেষে তাহাও সংস্থ্যাসহ দেখান গিয়াছে
(জ্বরচিকিৎসার ক্যামোমিলা দেখ)।* অল্প মুক্তকণ্ঠে আমি একথা স্বীকার করিব
যে, আমার এই হোমিওপ্যাথিক চতুস্পাঠীটি না থাকিলে এপ্রকার ভাবে এ
স্মরণীয় গ্রন্থ আমি লিখিতে সক্ষম হইতাম কিনা সন্দেহ !!! আমাদের প্রাচীন-
কালীয় চতুস্পাঠী সকল শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষে কি প্রকার ফলপ্রসূ,
তাহা আমি এই গ্রন্থ সঞ্চালন সময়ে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। চারি পাঁচটি

* ১৮২০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত গ্রন্থকারের পাবনা থাকি। সময়ের বৃত্তান্ত।

† ঔষধ, মনোনয়ন ও নির্দোষতা অত্র প্রবেশিকার 'হানাত্তরে' সন্নিবেশে লিখিত
হইয়াছে দেখ।

ছাত্রকে নিজভাবে চারিদিকে লইয়া বসিয়া শিক্ষা দিবার বেলায় তাহাদের অভাব সহজে জানিতে পারিয়াছি; কেন যে, তাহারা কোন একটা বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা একটু চেষ্টা ও অনুধাবন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি এবং তদনুসারে তাহাদিগকে বিষয়টী বলিবামাত্র তাহারা বুঝিয়াছে; তদ্ব্যতীত এ গ্রন্থের রচনায়, সেইভাবে লিখিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অধিকসংখ্যক ছাত্র হইলে এক্ষণে কখনই পাওয়া যাইত না।

জিহ্বা, নাসী, মুখশ্রী, গ্যাস্ট্রোডুপ, শ্রীত, বর্ষ, মল, মূত্র ইত্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ সর্বদা রোগীতে লক্ষিত হয় ও অন্ত্যন্ত চিকিৎসকেরা সর্বদা যে সকল লক্ষণের উপর নির্ভরশ্বরিতা কার্য করেন, সেই সমস্ত প্রধান প্রধান লক্ষণ ছাত্রদিগকে দেখাইয়াছি এবং তদ্বারা ব্যবহারত: কি প্রকারে ঔষধ মনোনয়ন ও নির্বাচন করিতে হয়, তৎসঙ্গে তাহাও শিক্ষা দিয়াছি; এবং তদনুসারে এই গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (So this book is based on Clinical arrangements) ক্লিনিকেলী অর্থাৎ রোগী-দৃষ্টে শিক্ষাই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।

নানাবিধ থিয়রী (অনুভূতি) ইত্যাদি লইয়া বাগ্-বিতণ্ডা করা হয় নাই। যে যে লক্ষণ রোগ-নির্ণয় ও ঔষধনির্বাচনে প্রধান সহায়, সেই সমস্ত লক্ষণই বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বহুবিধ খ্যাতনামা ইংরেজী গ্রন্থ সকল হইতে সংগৃহীত। ইহাতে আমার নিজের ও বন্ধুদিগের অভিজ্ঞতার ফলও অনেক আছে। বিজ্ঞান ও তৎসদৃশ বিষয় যত বড় কঠিন ও জটিল হউক না কেন, তাহাদিগকে প্রয়োজন ও সুবিধানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা মন-বুদ্ধি বালকেরও বোধগম্য হইয়া উঠে; সেহেজন্ত এই বিষয়গুলির সংগ্রহ, বিভাগ ও শৃঙ্খলা (Collections classifications and arrangements) আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। জিহ্বা, কৃষি, পিপাসা, হিকা, ঘোর সন্নিপাত বিকার, শির-পীড়া, জ্বর ও তৎচিকিৎসা প্রীহ ইত্যাদি দেখিলে তদ্বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ উপলব্ধি হইবে।

প্রয়োজনানুসারে ও ছাত্রদিগের বিশেষরূপে উপলব্ধি জন্য আরোগ্য-প্রাপ্ত রোগীদের বৃত্তান্ত (Successful clinical cases) স্থানে স্থানে

দেওয়া হইয়াছে ; ইহাতে প্রাকটিক্যাল শিকার অনেক সাহায্য হইবে। অত্র প্রবেশিকার, অর রোগের স্থানেও অস্ত্রান্ত অনেক স্থানে রোগ ও লক্ষণাদিসহ এতাদৃশ রোগীদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে দেখিবে।

ডাইলিসন মীমাংসা জন্ত ইউরোপ এবং আমেরিকার ও ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসদিগের নিকট “An appeal to the Homœopathic practitioners of the world” (written on April 10. 1888) অর্থাৎ ডাইলিউসন মীমাংসার্থ আবেদন পত্র (১৮৮৮ খৃঃ অব্দ ১০ই এপ্রেল লিখিত) প্রেরণ করিয়া কোন কোন পীড়ার কোন্ কোন্ ডাইলিউসন ফলপ্রদ ও তাহাতে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার যে ফল জন্মিয়াছে সেই ফল অনেক পরিমাণে বহুক্ষেপে ও অর্থ-ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়াছি।

ডাইলিউসন মীমাংসা যে পর্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে তাহা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইল। ডাইলিউসন মীমাংসার জন্ত এত উত্তোষের কারণ অরচিকিৎসার ইউপেটোরিয়াম মধ্যে রোগীর বৃত্তান্তে দেখ।

হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে গুটিকত কথা।

হোমিওপ্যাথি বিষয়টা কি ? ইহা মহাত্মা হানিম্যানের জীবনী-মধ্যে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথি গ্রন্থের যত বহুল পঞ্জিমাণে প্রচার হইবে, ততই লোকের হোমিওপ্যাথি হইতে আশঙ্করূপ ফললাভ করিতে পাবিবে। ভাল ভাল গ্রন্থ অধ্যয়ন ব্যতীত অল্পমানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা কিছুই নহে। (১) একদল লোক আছেন তাঁহারা হোমিওপ্যাথি, কি ? তাহা জানেন না ; কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দৈখেন নাই, সে সম্বন্ধে কোন গ্রন্থও পাঠ করেন নাই, কিন্তু হোমিওপ্যাথির কথা শুনিবামাত্র বলিয়া উঠেন যে, ঐ চিকিৎসা বিলক্ষণ জানি উহাতে কিছু হয় না, উহা “হরিদ্বারের গজ্ঞার এক ফোঁটা ঔষধ ফেলিয়া, সেই ঔষধ কলিকাতার গজাঙ্গল সেবনের সঙ্গে সেবন করা বিশেষ।” (২) আর একদল চিকিৎসক আছেন, বাঁহারা কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দ্বারা আশ্চর্য্য ভাবে হুহ একটা রোগীর আরোগ্য

দর্শন করিয়াই একটা ঔষধের বাস্তু ক্রয় করিয়া আনিয়া থাকেন এবং কখন কখন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞানেন যে, জরে একোনাইট, মথ-ধরার বেলেডোনা ইত্যাদি দিতে হয়। রীতিমত-অধ্যয়ন কি শিক্ষার চেষ্টা কিছু-মাত্র করেন না। হাত-আন্দাজে কোন রোগীতে দুই চারি ডোজ ঔষধ দিয়া যদি দেখেন যে, দুই এক ঘণ্টা মধ্যে কোন কাজ পাইলেন না, তখন বলিয়া উঠেন “হোমিওপ্যাথি কিছু নয়, উহা শুধা জল, ঈদিত ইহাতে কোন রোগী আবেগ্য হয় তাহা স্বভাবে (By nature), কিন্তু হোমিওপ্যাথি ঔষধের কোন গুণ নাই। (৩) আর একদল চিকিৎসক আছেন, যাহারা প্রকাশ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিতে ভীত হইবেন; অথচ গোপনে গোপনে হাতের আন্দাজে ঔষধ দিতে আরম্ভ করেন; (৪) আর একদল চিকিৎসক আছেন, যাহারা কোন পরিশ্রম বা অধ্যয়ন ইত্যাদি করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; প্রায়ই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাস্তু হইতে একটা শিশি উঠাইয়া লইয়া কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন। ইত্যাদি প্রকার চিকিৎসকদিগের হস্তে হোমিওপ্যাথি যে অপমানিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের কেহ কেহ আবার বীর পুরুষের স্তায় প্রমাণ করিতে চান যে, হোমিওপ্যাথি কিছু নয়; কিবা যদিচ ইহাতে কিছু হয়, তবে তাহার ফল বহু বিলম্বে হইয়া থাকে; তরুণ রোগে হোমিওপ্যাথি হইতে কোন ফলই হয় না। এ প্রকার অভিজ্ঞতা তাঁহাদের ভ্রম, অগতি ও আন্দাজের ফল বিশেষ। দারুণ উৎকট তরুণ রোগে হোমিওপ্যাথির দ্রুত-ক্রিয়া যিনি একবার সচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি এজন্মে আর ভুলিতে পারিবেন না। ওলাউঠার স্তায় দারুণ উৎকট তরুণ পীড়া বোধ হয় আর নাই; পীড়ার সান্নিপাতিক বিকারাবস্থা কীদৃশ উৎকট, তরুণ ও ভয়াবহ এবং তাহাতে হোমিওপ্যাথি কি অদ্ভুত তাড়িত শক্তির স্তায় কার্যকারী, তাহা নিজ চক্ষে যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারেন না রোগী-দর্শন-প্রবন্ধে ২ প্যারাতে “রোগের কারণ অনুসন্ধান” স্থানে একটা রোগীর বৃত্তান্ত দিয়াছি তাহাতে হোমিওপ্যাথির দ্রুত-ক্রিয়ার কথা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাদৃশ ফল অন্তমতের চিকিৎসাতে কখন দেখা যায় না।

বলিলেও অভুক্তি হইবে না। অতএব হোমিওপ্যাথির যে বহুবিধে কার্য করার কথা, সে কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিমানেরই বাক্য। যদি কখনও প্রকৃত এবং যথার্থীতি চিকিৎসা হইয়াও ফলনাশে বিলম্ব দেখ, তখন তাহা হোমিওপ্যাথির দোষ নহে। প্রকৃত পক্ষে এলোপ্যাথি, কবিরাজি, হাকিমী ইত্যাদি যে যতই সে রোগী চিকিৎসিত হউক না কেন, তাহার হোমিওপ্যাথি, হইতে শীঘ্রতর ফল দেখাইতে সক্ষম হইবেন কিনা সন্দেহ; কারণ সে রোগেরই এমন ছষ্ট স্বভাব যে, সকল মতের চিকিৎসাতেই উহা সময় লইবে; সেস্থলে কেবল হোমিওপ্যাথির দোষ নহে; ইহা কে না স্বীকার করিবেন? রোগ যত উৎকট ও তরুণ হইবে এবং রোগের লক্ষণচর যত স্পষ্ট প্রকাশিত ও প্রবল থাকিবে তত শীঘ্র হোমিওপ্যাথি ঔষধের ফল তাহাতে প্রত্যক্ষ করিবে; নতুবা ঠিক ঔষধ

কিছা ঠিক ডাইলিউশন প্রয়োগ হয় নাই জানিবে। (অত্র গ্রন্থে নানাবিধ বিকারজনিত বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্বের শেষ পৃষ্ঠায় রোগীচরিত্র বৃত্তান্তে দেখ)। ইহা পক্ষপাতিতার কর্তৃক নহে। হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য্য গুণের জন্যই আমরা ইহাতে এত মুগ্ধ হইয়াছি। তবে যত্ন করিয়া হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্ব শিক্ষা করা চাই এবং মাথা ঘামাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। একজাতীয় শিরঃশীড়া ইউপেটোরিয়াম্ দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেক জাতীয় শিরঃশীড়া কখনই তাহাতে আরোগ্য হইবে না (শিরঃশীড়ার চিকিৎসার শেষ ভাগে রোগীর বৃত্তান্তে দেখ)। হোমিওপ্যাথিতে বাধা গদ হইলে চলিবে না। এতৎ সন্দেহে প্রথম ও পঞ্চম সংখ্যা চিকিৎসক নামক পত্রিকা, কুইনাইন-শীর্ষক-প্রবন্ধে, ইয়েলিয়া-শিরঃশীড়া সন্দেহে যে বটিকাটা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক বটে। (৫) আবার কতকগুলি লোকেতে অতি আশা সহ অতি বিশ্বাস এবং অশ্বাস উভয়ই একধারে দেখিবে, তাহাদের বিশ্বাস বন্ধাদি রোগেও যদি হোমিওপ্যাথি লাগে তবে এক ডোজেই আরোগ্য হইতে পারে। হোমিওপ্যাথির এক কিছা ছই চারি ডোজ ঔষধ পড়িল রোগের কিছুই হইল না, তখনই বাড়ীর কর্তা অগ্র প্যাথি আনিলেন। অনন্তোপায় হইয়া বাহারা হোমিওপ্যাথি করার তাহাদের মধ্যেই এই ব্যাপার দেখিবে।

রোগের অবস্থা, কারণ ও লক্ষণাদি অনুসারে নিজ হস্তে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহুসংখ্যক রোগীতে আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যশ্চর্য্য

ফল সম্বন্ধে সন্তোষ দর্শন করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেক চিকিৎসক সযত্ন হইয়া লক্ষণ অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রায়ই আশ্চর্য ফল দর্শন করিতে পারেন। একটা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (তিনি বিশেষ প্রতিপন্নতা সহ পূর্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন) তিনি কথায় কথায় বলেন, “ভাই, বিনা পরামর্শে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারি; কিন্তু হোমিওপ্যাথির মজুরী মস্তুরমত না পোঁসাইলে হোমিওপ্যাথি বড় কষ্টকর; যেহেতু এলোপ্যাথিক মতে ঔষধ গদের এক প্রেসক্রিপশন্স করিলেই চিন্তা দূর হইল ও ধর্মের ঘরে খালাস হইলাম মনে হয়; কারণ ঘোর অরবিকারে টাংটার হাইওসায়েরমাস; বেলডোনা, ক্রোরিক-ইথার, ব্রাণ্ডি, কুইনাইন, সিকোনা ক্রোরাল-হাইড্রট্ ইত্যাদি গুটিকতক ঔষধ বাহা তহবিলে আছে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিলে জানিলাম এই বিকার অধিকারে বাহা শাস্ত্রে আছে তাহা সকলই দিয়াছি, ইহার পর রোগীর প্রাণের ভুজ আর আশ্রি দায়ী নহি। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে চাহিয়া দেখি ইহাতে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ঔষধ রহিয়াছে, ইহার কোনটা এই রোগীর পক্ষে অমৃততুল্য হইবে তাহা বিশেষ অধ্যয়ন ও তৎসহ অনুধাবন না করিলে কোন ফললাভ করা যায় না”। ফল না পাইলে হোমিওপ্যাথির দোষ নহে; তাহা আমাদের নিজের দোষ। আমরা পূর্বে হইতে বিশেষ অধ্যয়ন দ্বারা এমন প্রস্তুত থাকিব যে, রোগীর অত্যন্ত রক্তশ্রাব, ঘোর বিকার, প্রাণনাশক ভেদ, বমন ও অসহ্য বেদনা ইত্যাদি ভয়ানক সময় সহজে ঔষধ নির্বাচন করিয়া যেন রোগীকে বিপন্ন হইতে মুক্ত করিতে পারি। এমন হইলে চলিবে না যে, রোগীর প্রাণ এখন তখন ও; ওষ্ঠাগত তুমি তখন পুঁথি লইয়া দেখিতে বসিলে; কিন্তু পুঁথিই কোথায় কি আছে তাহা তোমার কিছু জানা নাই, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়; ইহা দ্বারা তুমি নিজে অপমানিত হইলে এমন নহে; তোমা দ্বারা হোমিওপ্যাথিও অপমানিত হইল। আর একটি বিশেষ কথা যে, মকঃসলে বিগত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল যথোচিতরূপে না থাকিতে চিকিৎসায় অনেক ব্যাঘাত পড়ে; সুতরাং বাহাতে ভাল ভাল ঔষধ সমুদয় ও জ্ঞানীদের বিশেষ বিশেষ ডাইলিউশন সমস্ত থাকিতে পারে তাহা করা উচিত। অনেক সময় হোমিওপ্যাথিক

ঔষধের অভাবে অল্প ঔষধ ব্যয় করা হয় । আবার অনেক সময়ে আমরা আদর্শে পরিশ্রম স্বীকার করিতেও চাই না, সুতরাং যে কোন প্রকারে হটুক রোগীকে আরাম করিতে পারিলেই হইল এই বিবেচনা করিয়া কুইনাইন কিম্বা তাদৃশ অল্প কোন ঔষধ দিয়া বসি ; রোগীর প্রকৃত মঙ্গলের জন্ত বিশেষ অমুখাবন ও কষ্ট স্বীকার করিতে চাই না । বাহা হটুক প্রকৃত কথা এই যে, যখন যে ঔষধ দিবে সেই ঔষধ প্রত্যেকবার দিবার সময়ে ঠিক করিয়া দিবে যে, এই লক্ষণের জন্ত আমি এই ঔষধ প্রয়োগ করিলাম, তাহা হইলে ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে অমুখাবন করিতে সহজেই শিক্ষা করিতে পারিবে । একোনাইট এক ব্যক্তির অরে দিয়াছি, পুনরায় অল্প ব্যক্তির অরে একোনাইট দিতে কোন বিশেষ লক্ষণের উপর ও কেন একোনাইট দিলে তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে ; তাহা হইলেই প্রকৃতরূপে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে ।

কেনই বা হোমিওপ্যাথি সর্বশ্রেষ্ঠ ?

১। হোমিওপ্যাথি আমাদের পৈতৃকধন নহে যে, তাই আমরা ইহাকে ভালবাসি। ইহার ক্রব, ক্রত ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ ক্রিয়া দ্বারাই জগৎ মোহিত হইয়াছে। (অত্র প্রবেশিকাতে রোগীদর্শন হেডিং মধ্যে ২ প্যারাতে ও বিকারজনিত বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্বের শেষ পৃষ্ঠাষ্মরে (রোগীচরিত্রের বৃত্তান্তে দেখ) । মহাত্মা হানিমানের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বৎসর অতীত না হইতে হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র হোমিওপ্যাথি বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার অনেক স্থানে হোমিওপ্যাথি এত সংস্কারবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, তথায় লোকে চিকিৎসা বলিলেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বলিয়া বুকে ; অল্প সমস্ত মতেই চিকিৎসা তথা হইতে এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে ইহা বলিলেও অত্যাধিক হয় না। তবে ইংলণ্ড ও ইংরেজাধিকৃত স্থান সমূহে হোমিওপ্যাথি লইয়া যে, এত ঈর্ষা ও ঘৃণা এখনও চলিতেছে, ফলে এতাদৃশ থাকিবে না। বিশেষ নিপুণ হইয়া দেখিবে বাহারা হোমিও

প্যাথির নিন্দা করেন, তাঁহার হোমিওপ্যাথির কোন গ্রন্থ বা প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ চিকিৎসা কিছুই স্বচক্ষে দেখেন নাই। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এত হুম্মাংশে যে কাজ হয় তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে কঁহার বিশ্বাস জন্মিতে পারে? অথ তুমি ও আমি যে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করিতেছি, তাহাও ইহার ঔষধের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াদর্শনের ফলবিশেষ; যে পর্য্যন্ত আমরা এই প্রকার ফল নিজ চক্ষে দর্শন করি নাই তখন আমরাও ত এই নিন্দুক-শ্রেণীভুক্ত ছিলাম, একবার একথা স্মরণ করিয়া দেখ। কয়েকখানি পুস্তক ও কতকগুলি প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যদি কোন প্রকারে তোমার সহযোগী নিন্দুককে সংগ্রহ করিয়া দিতে পার, তবে দেখিবে এক বৎসর মধ্যেই তিনি আসিয়া তোমাকে বলিবেন যে, হোমিওপ্যাথির তুল্য আশ্চর্য ফলপ্রদ ঔষধ আর জগতে নাই; ঔষধের হুম্মাংশে এপ্রকার কার্য কখনই সম্ভবে না; অবশ্য বিদ্যা-শক্তিবৎ কোন শক্তি ইহাতে উদ্ভব হয় যে, তাহাতেই ইহার ক্রিয়া এত দ্রুতগতিতে হইয়া থাকে। নিজ হস্তে ঔষধ প্রয়োগে ফল পাইবামাত্রই লোকের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ হয়; তখন সহস্র বিয়, বাধা বা নিন্দা তাহাকে আর নিবারণ করিতে কখনও সক্ষম হয় না। এই প্রক্রিয়া দ্বারা কয়েকটী হোমিওপ্যাথির ঘোর বিদ্বেষী চিকিৎসক মহাশয়কেও হোমিওপ্যাথির প্রতি ভক্ত হইতে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা বড় সুন্দর সঙ্কেত। সাধারণ লোককে হোমিওপ্যাথির ভক্ত করিতে হইলে কঠিন কঠিন রোগীর চিকিৎসা দেখান আর একটা সুদৃশ্য। সত্য নিজ চক্ষে দেখিয়া বুঝিতে পারিলে মনুষ্য-মাত্রেই তাহার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারে না, ইহা প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। যাহা হউক দেখিবে যে, নিউটন জন্মগ্রহণ করিয়া যে প্রকার মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার দ্বারা সমস্ত প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের (all Physical Sciences) চক্ষু প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রকার মহাত্মা হানিমানও তাঁহার সম-লক্ষণ-সূত্র (সমঃ সমঃ শময়তি) দ্বারা সমস্ত চিকিৎসা-জগতের চক্ষুদান করিয়াছেন। কালে দেখিবে ভিন্ন মতাবলম্বীদের ঈর্ষা আপনি পলাইবে; সত্য আপনি প্রকাশ পাইবে; সর্ব মতের চিকিৎসক মহাশয়রাই ইহা দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিবেন।

২। হোমিওপ্যাথির জ্ঞান অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অল্প কোন মতের চিকিৎসাই স্থাপিত নহে, ইহা সত্য; কারণ, যে কলখানি বিজ্ঞ ও অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি না হইলে 'কখন চলিবে না যদি এমন হয়, তখন জানিবে সেই কল ঠিক কল হয় নাই, অথবা সে কলো দোষ আছে। কিন্তু দেখ, রেল গাড়ীর ইঞ্জিনখানা স্বল্প-শিক্ষিত ডাইভার (পরিচালক) এমন কি, ফায়ারম্যানও (Fireman অগ্নিরক্ষকও) সর্বদা দ্রুত গতিতে সন্মুখদিকে চালাইতেছে, পশ্চাৎাবর্ত করিতেছে ও ইচ্ছামত থামাইতেছে। এই প্রকার 'গাড়ীর ইঞ্জিন খানার জ্ঞান যে কল যত সামান্য বুদ্ধির লোক দ্বারা যত পরিমাণ সহজে পরিচালিত হইতে পারে, সেই কল তত পরিমাণ উৎকৃষ্ট ও তত দৃঢ় বিজ্ঞান ভিত্তির উপর নির্মিত। এই কথা বৈজ্ঞানিক ও প্রকৃত দার্শনিকমাত্রেরই স্বীকার করিবেন। আবার দেখ, আমাদের দেশে খনন বচন দ্বারা যে অতি সামান্য অল্প লোকেও অনেক কঠিন ও জটিল বিষয় বলিতে এবং দেখাইতে সক্ষম হয় তাহার মূল কথা এই যে, তাহা অতি শ্রেষ্ঠ ও প্রাকৃতিক্যাল এবং নিচক্ষণ, বিজ্ঞানোপরি সংস্থাপিত। এইরূপ সত্যতা আমরা হোমিওপ্যাথিতে অধিকতর রূপে দেখিতে পাই। জিহ্বার ২য় ওয় পৃষ্ঠাস্থ রোগিষ্ণয়ের বৃত্তান্তে দেখ যে, ঐ ঐ স্থলে কেবলমাত্র জিহ্বা বস্তুর কলটা ধরিয়া রোগিষ্ণকে আশ্চর্যজনক আরোগ্য করা হইল। বিকার রোগী, "যাহাকে সন্মুখে পার তাহাকেই কামড়াইয়া ধরে" "এই সূত্রে অত্র গ্রন্থে বিকার-ভৈরবজা-তর্কে" "হৃগাঁচরণ সাহার জীর" বৃত্তান্তে দেখ—বেলাডোনা-বিকারের এই একটি প্রধান লক্ষণ দৃষ্টে বেলাডোনা দিয়া হাতে হাতে দৈবশক্তির জ্ঞান ঔষধের ফল দেখিলাম। এই প্রকার অনেক সময় অতি সূক্ষ্মতম জ্ঞানের কিম্বা কুটিল বিচার অপেক্ষা না করিয়া প্যাথলজী বা নিদানের অঙ্কুর ও অনিশ্চিত গৃহে না ঘুরিয়া, এমন কি রোগের নাম পর্যন্তও অনেক সময় না জানিয়া হোমিওপ্যাথির সরল বিধি "সম লক্ষণ-সূত্রে ঔষধের ও রোগীর লক্ষণের সমতা লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগে" অতি উৎকট উৎকট রোগ মুহূর্ত মধ্যে অনেক সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও আরোগ্য করিতে সক্ষম হয়। আমার কথার সত্যতা বোধ হয়, স্বদেশের অনেক গ্রামেই অনেকে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি

অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, অনেক গ্রাম্য স্কুল-পণ্ডিত ও স্বল্প-শিক্ষিত ভদ্রলোক মহাশয়েরা হোমিওপ্যাথির দ্বারা এতদূর কঠিন ও উৎকট পীড়া আরোগ্য করিয়াছেন যে, তাহা বিজ্ঞানাভিমানী চিকিৎসকদিগের দ্বারা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ । তাঁহারা "প্যাথলজী ইত্যাদি কিছু জ্ঞানেন না বলিলেই হয়," এমন কি অনেকে রোগের নাম পর্যন্তও জানেন না ; কিন্তু মহাত্মা হানিমানের সরল বিধি অর্থাৎ সম লক্ষণ-স্বত্রে ঔষধের ও রোগীর লক্ষণের

সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ঔষধ-প্রয়োগই তাঁহাদের ব্রহ্মত্ব । আমি ইহা দ্বারা ইহা

বলিতেছি না যে, এনুটমী, প্যাথলজী, নিদান ও ফিজিওলজী ইত্যাদি শিক্ষা

কিছুই নহে ; মূল কথা আমার এই যে, হোমিওপ্যাথি একপ্রকারে একখানি বিশেষ বিজ্ঞান-সম্বন্ধ চিকিৎসার কল বিশেষ সৃষ্ট হইয়াছে যে, প্যাথলজী

ফিজিওলজী ইত্যাদিতে জ্ঞান না থাকিলেও, এমন কি রোগের নাম পর্যন্তও

অনেক সময় না জানিয়া সামান্য শিক্ষিত কায়ারম্যান বা ড্রাইভারের দ্বারা

অনেকে হোমিওপ্যাথির কলখানি সুন্দর চালাইতে সক্ষম হন । অথবা অভ্যস্ত

খনার বচন ব্যবহারের দ্বারা, কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-সহায়

অদ্ভুত কল দেখাইতে সক্ষম হন । এই একমাত্র গুণের দ্বারাই হোমিও-

প্যাথি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য ।

মৃত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ও মৃত লোকনাথ মৈত্রেয় মহাশয় ফিজিওলজী ও

প্যাথলজী ইত্যাদির বিশেষ ধার ধারিতেন না ; তাঁহারা "সম-লক্ষণ-মত্রে"

দীক্ষিত হইয়া যে বশঃ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ পর্যন্ত অত্যাচ্ছ শিক্ষিত

কোন সিভিল সার্জনের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে কিনা, সন্দেহ !!!

৩। ইহার ঔষধ সকল স্বথসেবা ।

৪। ওলাউঠার দ্বারা সঞ্চিত প্রাণনাশক রোগাদিতে চিকিৎসক পকেটে ঔষধ কয়েকটা লইয়া সঞ্চিত গতিতে রোগীর নিকট পহুঁছিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ।

ঔষধ প্রস্তুত ও আনানাদি গোলযোগ করিতে করিতে রোগীর প্রাণ-বিরোগ হইলে অতি কষ্টের কথা ; কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে সে ভয় নাই ।

৫। সঙ্কটকাল ও আঘাতাদি-প্রাপ্ত রোগীতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের .

অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিবে। আর্গিকা ও হ্রাস্টল্ল দ্বারা, আঘাতাদিজনিত অসংখ্য রোগে আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি।

৬। মানসিক পীড়া সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ হোমিওপ্যাথিমতে যে প্রকার আছে, অল্প কোন মতে তাহা নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হইবে না। এক মানসিক লক্ষণ অবলম্বনে অনেক উৎকট পীড়া আরোগ্য করা হইয়াছে।

৭। জীব (পশু পক্ষীঃ) চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিতে পাইবে।

৮। জীলোকের বিশেষতঃ গাভীর পীড়ায় ও শিশুদিগের রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অমৃততুল্য।

৯। প্রায়ই হোমিওপ্যাথিতে হিতে নিতান্ত বিপরীত হয় না; ভুল ভ্রান্তির দরুণ লোক ইহাতে এলোপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়াভূত ফলের ত্রায় বিবাক্ত হইয়া মারা যায় না।

১০। সাধারণ পীড়ায় হোমিওপ্যাথি কিম্বা যেকোন মতের চিকিৎসাই হউক না কেন, তাহাতে ঔষধের ক্ষমতা স্পষ্ট ও ভাধ বুঝা যায় না; কারণ, স্বভাবেও তাদৃশ পীড়া আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু পীড়া যত উগ্র; উৎকট ও নানাবিধ উপসর্গযুক্ত হইবে সেই স্থলে হোমিওপ্যাথির ততই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইবে; নতুবা হোমিওপ্যাথিতে কখন বিশ্বাস করিও না; অল্প কোন প্যাথির এতাদৃশ ক্ষমতা নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হইবে না।

গ্রন্থাদি অধ্যয়ন সংক্ষেপে।

ক।—প্রথমতঃ পুস্তকখানি প্রাপ্তমাত্র অহার নাম কি, তাহা বিশেষ উপলব্ধি করিয়া দেখিবে, কারণ, অনেক গ্রন্থে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট নাম প্রদত্ত হয় যে, তাহা পঠিতমাত্র গ্রন্থখানির প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়টা বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র গ্রন্থখানি কখনও বিভক্ত হইয়াছে? এবং সেই খণ্ডগুলির প্রত্যেকের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে কি না? তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। তৃতীয়তঃ

গ্রন্থখানির প্রবেশিকা (বিজ্ঞাপন, ভূমিকা, উপক্রমণিকা ইত্যাদি) বিশেষ অনুধাবন করিয়া পাঠ করা কর্তব্য; এ কথা প্রথমেই বলিয়াছি; কারণ, প্রবেশিকার উপরেই সমস্ত পুস্তকের জ্ঞান নির্ভর করে। চতুর্থতঃ আগাগোড়া সমস্ত প্রবন্ধগুলির বড় বড় ছেডিং ২. শীর্ষ অগ্রে একবার দেখিবে। পঞ্চমতঃ গ্রন্থের সূচীটা পর্য্যবেক্ষণসহ পুস্তকের বিষয়গুলির ব্যাপার মোটামুটিভাবে জানিতে পারিবে। ষষ্ঠতঃ রীতিমত প্রথম হইতে গ্রন্থ অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে।

খ।—এই গ্রন্থের বিভাগাদি সম্বন্ধে উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থখানির সঞ্চারণ নাম “চিকিৎসা বিধান”; ইহা দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

১। ইহার প্রথম খণ্ডে—রোগের লক্ষণ, কতকগুলি অতিসাধারণ রোগ (যাহারা সময় সময় লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত) ও কারণাদি অনুসারে ঔষধ-নির্দাচন উপায় প্রস্তুত হইয়াছে; ইহা দ্বারা অব্যবসায়ী ব্যক্তিরও রোগের বৈজ্ঞানিক নাম ন জানিয়া যে কোন পীড়ার চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন; প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই এই প্রথম খণ্ড লিখিত হইয়াছে। জিহ্বার ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠাস্থ রোগিণ্যের বৃত্তান্ত দেখিলে জানিতে পারিবে যে, “প্রকৃতিগত লক্ষণ” অবলম্বনে ঔষধ প্রয়োগ ক্রমিতে দুইটা রোগী কি অসম্ভবভাবে আরোগ্য লাভ করিল; (এস্থলে জিহ্বার দুইটা লক্ষণই প্রকৃতিগত বা সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ)।—এই খণ্ডে জিহ্বা, মল, মূত্র, নাড়ী, পিপাসা, হিকা, ঘর্ম ইত্যাদি প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে; তাহাদিগকে অবলম্বনে ঔষধ-প্রয়োগেই কৃতকার্যতা লাভ হয়।—রোগের নাম না করিয়া, লক্ষণাদি অনুসারে ঔষধ নির্দাচন দ্বারা চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইলে তাহাই উৎকৃষ্ট ও প্রকৃত হোমিওপ্যাথি (অত্র গ্রন্থে অরের বিশেষ ভৈষজ্য-শাস্ত্রের ১ম প্যারা দেখ)। এই প্রথমখণ্ডের নাম “লক্ষণ ও কারণাদি অনুযায়ী ঔষধ-নির্দাচন-প্রদর্শক” রাখা হইল।

২। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশ খণ্ডচতুর্থতঃ—রোগের নাম, বর্ণনা, প্যাথলজী বা নিদান ইত্যাদি ও রোগের চিকিৎসা ও বহুপ্রকার আনুষঙ্গিক

চিকিৎসা দেওয়া হইয়াছে। অনেক রোগের চিকিৎসার সহিত যে “ঔষধ মনোনয়ন প্রদর্শক” দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কতক পরিমাণ প্রথম খণ্ডেরও উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

(১)——আশা করি, এতাদৃশ গ্রন্থ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক মহাশয়-দিগের নিকট বিশেষ আদর পাইবে। এই প্রকারের রূপাট্টারী (Repertory) সংযুক্ত ইংরাজি গ্রন্থাদি সহ্যেই ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অল্প সময়ে ফল দেখাইতে পারেন। বঙ্গভাষার এ পর্যন্ত এ প্রকার গ্রন্থ না থাকাতে এতৎভাষানভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের সহজ উপায়ে ও অল্প সময়ে ঔষধ নির্বাচন-কার্য অতি কঠিন ব্যাপার ছিল; এই গ্রন্থ অনেকাংশে সে অভাব সম্ভবতঃ দূর করিতে সক্ষম হইবে। (২) আর একটা বিষয় এই যে,

ইহা দ্বারা অতলম্পর্শ ভৈবজ্য-তত্ত্ব (Materia-medica) হইতে ঔষধ-বস্তু উদ্ধার (ঔষধ-নির্বাচন) অতি সহজেই হইতে পারিবে। (৩) ঔষধ নির্বাচন ও তাহার ডাইলিউশন (শক্তি) মীমাংসাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফললাভের প্রকৃত মূল; ইহা প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকই স্বীকার করিবেন; সেইগুলির প্রতিই এই গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে। (৪) প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিশেষ বিশেষ বর্ণ (Type), চিহ্ন, বর্ণনা ও আঁচার-লাইন দ্বারা ঔষধ, বিষয় ও লক্ষণ সমূহের গুরুত্ব দেখান হইয়াছে। (৫) স্থানে স্থানে প্রবন্ধ বা বিষয় সমস্তের গুরুত্ব হেতু ও তাহাদের সম্বন্ধে আবশ্যকীয় উপদেশ জন্য স্থানবিশেষে, সাধারণতঃ তাহাদের মুখভাগে মন্তব্য লেখা হইয়াছে। এ জন্য জিহ্বা, জিহ্বার লক্ষণাদি, লাল, ওষ্ঠ, দস্ত, নাড়ী, মূত্র, ক্রিমি, পিপাসা, এবং হিকা ইত্যাদি দেখ।

গ।—গ্রন্থ অধ্যয়নকালে প্রত্যেক জাতীয় হেডিং গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে; কারণ, হেডিংই প্রবন্ধাদির বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও তৎসদৃশ বিষয় একত্রে প্রাপ্ত রূপ। হেডিটি এ প্রকার হওয়া উচিত যে, তাহা পাঠ্যমাত্র বিষয়টির উপলব্ধি হইবে; এই গ্রন্থে এ প্রকার ভাবে হেডিং প্রস্তুত করিতে দূর দূরান্ত প্রয়াস পাইয়াছি। ১।—প্রবন্ধের হেডিং পাঠ:—প্রত্যেক প্রবন্ধ-পাঠ-সহ

সেই প্রবন্ধের হেডিংটি বিশেষ করিয়া স্মৃতিপথে রাখিবে, মতুবা “উদার পিণ্ড বুধার ঘাড়ে” বাইরা পড়িবার নিতান্ত সম্ভাবনা অর্থাৎ এক বিষয় পাঠ করিতে করিতে অপর বিষয় আসিয়া লক্ষ্যপথে উপস্থিত হয়, পাঠের সময় সেই দোষ নিবারণ জন্তই হেডিং সঞ্চক্ষে এত স্খা বলিলাম । ২।—পত্রের হেডিং পাঠ :—

অত্র গ্রন্থে পত্রশীর্ষস্থ-হেডিং গুলিও বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ; লক্ষণ, পীড়া ও ঔষধাদি দেখিবার সময় পত্রশীর্ষস্থ হেডিংগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে । ৩।—প্রবন্ধ বা বিষয় সকলের ভাগ বা শ্রেণী, বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা,

প্রশাখা (Heading of Classification, division, subdivisions &c.)

এই সমস্ত হেডিং-প্রতি যেন বিশেষ মনোযোগ থাকে; মতুবা বৈজ্ঞানিক বিষয় সমস্ত কিছুই প্রকৃতভাবে স্থিতিতে পারিবে না ও তাহাদের যে শৃঙ্খলা তাহাও স্মৃতিপথে রাখিতে পারিবে না, তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়টী তোরার নিকট নিতান্ত ভ্রমাবহ, ভ্রষ্ট ও ভাববহ বোধ হইবে; —সুতরাং প্র্যাক্টিক্যালি কোন কাজই করিতে পারিবে না এবং সকল বিষয়েই গোলযোগ বোধ হইবে । বিভাগাদির হেডিং অনুসারে বিষয়টী মনে রাখিলে তাহা অতি সহজ বোধ হইবে ও সর্বদা তাহাদিগকে যেন নথদর্শন মধ্যে দেখিতে পাইবে । এতৎ-

দৃষ্টান্ত জন্ত—(ক)—অরের অধ্যায় দেখ । ইহাতে জগতীহ সর্ব প্রকার অর-নির্কীচন-শিকার্য অর গুলি কি প্রকারে ভাগ, বিভাগ, শাখা প্রশাখা ইত্যাদি দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখ; নানাবিধ অরের ডায়েগনোসিসের সময় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে । (খ) ম্যালেরিয়া অরের বিভাগ দেখ ।—(গ) ম্যালেরিয়া অরে দেহপত পরিবর্তন দেখ ।—

(ঘ) অরচিকিৎসা দেখ । অর চিকিৎসার-(১), (২), (৩), (৪) বিষয় দেখ ।—

(ঙ) জিহ্বা সঞ্চক্ষে মন্তব্য দেখ—(চ) “ঘোর সান্নিপাতিক বিকার” দেখ; ইহা (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬) এই ছয় প্রধান অঙ্গে বিতক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে । পৃথক পৃথক ভাবে এবং একত্রে ইহাদের তৈবজ্য তত্ত্ব দেওয়া হইয়াছে । ইহাদ্বারা অর, ওলাউঠা ইত্যাদি নষ্ট কোম রোগে যে কোন প্রকার-বিকার হউক, তাহার চিকিৎসা অনাধাসে করিতে পারিবে । বঙ্গদেশে বিকার সঞ্চক্ষে আমরা অসংখ্য স্নেহী দেখিতে পাই; সুতরাং তাহার লক্ষণ ও ঔষধ নিচর

বহু যত্নে ও প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়াছি। একটা বিকারের রোগী হাতে আসিলেই সেই বিপদ উদ্ধারার্থে যে আশ্রয় চেষ্টা করিয়াছি সেই চেষ্টারই ফল এই বড়বিধ “যৌর সান্নিপাতিক বিকার”। কোন পুস্তকে এমন কি কোন ইউরোপীয় পুস্তকেও এ পর্য্যন্ত এক স্থানে একুণ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বিস্তারিতভাবে এসম্বন্ধে সংগ্রহ নাই। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যশোলাভ ইচ্ছা থাকিলে বিকারটী বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন কর; ইহার প্রত্যেক মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ যেন কষ্টস্থ থাকে; তাহা হইলে কার্যের বেলায় হোমিওপ্যাথির অদ্বুত ক্ষমতা দেখাইতে পারিবে। আমাদের এই মতে বিকারের যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে, তাহা অন্তমতে নাই বলিলেই হয়। আমরা সান্নিপাতিক বিকারে বহুরোগীতে হোমিওপ্যাথির অদ্বুত ক্ষমতা দর্শন করিয়াছি (অত্র গ্রন্থে “নানাবিধ বিকারজনিত ভৈষজ্য-তত্ত্বের” শেষ প্যারাগ্রাফে রোগদ্বয়ের বৃত্তান্ত দেখ)। এই পুস্তকের বহুস্থানে শ্রেণী ও বিভাগ সম্বন্ধে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। পুস্তকখানি প্রাপ্তিমাত্র ইহার প্রত্যেক বিষয়গুলি কি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা আগাগোড়া মনোনিবেশ করিয়া দেখিবে।

৪। গুরুতর প্যারাগ্রাফ সমস্তের হেডিং ও তাহাদিগকে ১, ২, ইত্যাদি সংখ্যায় বা ক, খ, গ, বর্ণানুক্রমিক যে সকল ভাগ করা হইয়াছে, সেই ভাগ সকল বিশেষ নিপুণতাসহ দেখিবে; তাহার একে অন্তের সহ ঐ ঐ সংখ্যা বা বর্ণ দ্বারা বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে।

ঘ।—এই গ্রন্থস্থ ফাঁর ও অণ্ডারলাইনাদি (পাদলেখ)।

অত্র গ্রন্থে (১) (২) ঠার বা তাঁরকা চিহ্ন দ্বারা এবং (১), (২), (৩), দ্বারা ঔষধগুলির গুরুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ঠারশূন্য ঔষধসমস্ত অপেক্ষা এক ঠারযুক্ত ঔষধগুলি অধিকতর পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ; দ্বি বা ডবল ঠারযুক্ত ঔষধগুলি এক ঠারযুক্ত ঔষধ সকল হইতে অধিকতর পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ। (১), (২), (৩) এই সংখ্যাত্রয়ের মধ্যে (১) চিহ্নিত ঔষধ সকল সর্বশ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে (২), তন্মধ্যে (৩)। একটি দৃষ্টান্তার্থে জিহ্বার ৭ ও ১২ প্যারা দেখ। কোন ব্র্যাকেট মধ্যে কতকগুলি ঔষধ আছে, সেই ব্র্যাকেটের পূর্বভাগে যদি দুইটা ঠার থাকে, তবে সমস্ত ঔষধগুলির গুরুত্ব পৃথক পৃথকভাবে উপরোক্ত

দুইটা ঠাঁরযুক্ত ঔষধের ছায় হইবে ; এক ঠাঁর থাকিলে এক-ঠাঁর-যুক্তের ছায় জানিবে ।

পাদরেখা বা (Underlines) আঙার-লাইনযুক্ত পংক্তি, বিষয়, ও কথা-গুলি অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে । যে আঙার-লাইনযুক্ত পংক্তির পূর্বে ঠাঁর থাকে, তাহা অতীব গুরুতর বলিয়া জানিবে । বাঙ্গালার কোন চিকিৎসা-গ্রন্থে এপর্যন্ত আঙার-লাইন দ্বারা পংক্তি সমূহের গুরুত্ব এপ্রকার উজ্জল ও স্পষ্টভাবে দেখাইতে কেহ প্রয়াস পান নাই । এই গ্রন্থেই এই উত্তম প্রথম । কোন ঔষধের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়া পাদরেখাযুক্ত হইয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত লক্ষণ মध्ये গণ্য । ঐ সমস্ত লক্ষণ বহুবার পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে । তাড়াতাড়ি ঔষধ-নির্বাচন কালে এই সমস্ত পাদ-রেখাযুক্ত লক্ষণগুলির উপকারিতা, বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারিবে ।

পুনরুক্তি—গ্রন্থের কোন কোন স্থলে একটা বিষয় দুই তিনবার পর্য্যন্ত নানাভাবে পুনরুক্ত হইয়াছে । এতাদৃশ পুনরুক্তি মলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যাদি গ্রন্থে জন্মই দোষাবহ । কিন্তু এতাদৃশ চিকিৎসা গুরুতর বিষয়টি যাহাতে পাঠকের হৃদয়ে স্মরণীয়রূপে অঙ্কিত হইতে পারে সেই জন্মই ঐরূপ পুনরুক্তি করা হইয়াছে ।

গ্রন্থের কোনস্থলে “করবেন” “দিবেন” ইত্যাদি মাত্রজনকভাবে লেখা দেখিবে সে কেবল কোন মাননীয় ব্যক্তিকে কোন বিষয় মৌখিক বুঝাইতে গিয়া সে ভাব ঘটিয়াছে । কিন্তু পুস্তক খানির সাধারণ বিষয় ছাত্রকে বুঝাইতে যে ভাবে লিখিতে হয় সেই ভাবেই লেখা হইয়াছে ।

ঙ । <এবং > এই চিহ্নদ্বয়ঃ— <এতাদৃশ চিহ্ন যে যে অবস্থার পূর্বে বলিয়াছে তাহাতে রোগের বা লক্ষণের বৃদ্ধি বুঝায় । > এতাদৃশ চিহ্ন উপশম বুঝায় । যথা <নড়াচড়াতে অর্থাৎ নড়াচড়াতে বৃদ্ধি বুঝায় । > গরম জল পানে > অর্থাৎ গরম জল পানে উপশম বুঝিবে ।



রোগী-দর্শন ও লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ

১। রোগীর নিকট স্থিরভাবে উৎবেশন করিয়া, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে ও তাহার লক্ষণাদি স্থির চিত্তে দেখিবে । প্রধানতঃ লক্ষণ দ্বিবিধ :—

কতকগুলি লক্ষণ যাহা রোগী অনুভব করিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসক তাহা দেখিতে বা জানিতে পারেন না, তাহাদিগকে “প্রভগত” বা রোগীর উপলব্ধিগত (সব্জেক্টিভ্‌ সিম্‌টম্‌ subjective Symptoms) লক্ষণ বলে; যথা বেদনা, স্বাদ, মাথাবোঁরা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি; রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই লক্ষণগুলি জানিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ চিকিৎসক নিজেই পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন, ইহাকে “পরীক্ষাগত” বা প্রত্যক্ষ (অব্জেক্টিভ্‌ সিম্‌টম্‌ Objective Symptoms) লক্ষণ বলে। এই দুই জাতীয় লক্ষণই রোগ-নির্ণয় ও ঔষধ নির্বাচন কাৰ্য্যের প্রধান অবলম্বন।

২। রোগের কারণ এবং ইতিহাস জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পার, তাহাতে ক্রটি করিবে না; যেহেতু অনেক সময় রোগের একমাত্র কারণ দ্বারাই ঔষধ নির্বাচিত হয়, অত্র লক্ষণের অপেক্ষা করে না।

রোগের কারণ যে একটি অতি গুরুতর বিষয় তাহা নিম্নলিখিত রোগীর বিষয়টি পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে :—বারাক্‌পুরের নিকট বন্দীপুরস্থ বাবু রাজকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় একদা পেটের বেদনায় নিতান্ত অস্থির হইয়া মহামাননীয় ডাক্তার সরকার মহাশয়ের বাটিতে আসিলেন ও বেদনার যাতনায় অস্থির হইয়া আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, নিকটে একখানা কৌচ ছিল তাহাতে শুইয়া পড়িলেন। উক্ত ডাক্তার সরকার মহাশয় তাঁহাকে একটি ঔষধ দিলেন, তাহাতে কোন ফলই হইল না; রোগী কৌচে পড়িয়া ছটফট্‌ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উক্ত বহুদর্শী চিকিৎসক মহাশয় তাঁহাকে “এই রোগের কারণ কি”? তদ্বিষয় পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, মাংস খাইয়া আমার এই বেদনা হইয়াছে; তখন তিনি তাঁহাকে পালসেটিলা ৩য় শক্তি খাইতে দিলেন। ঔষধ খাইবার পাঁচ মিনিট মধ্যে রোগী সুস্থ হইলেন এবং নাসিকা ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।—তখন আমি কলিকাতা মেডিকেল স্কুলেজের চতুর্থ-বার্ষিক ‘শ্রেণীতে’ অধ্যয়ন করি। আমি এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলাম এবং ‘ভাবিলাম যে, এই-চিকিৎসা এলোপ্যাথিতে হইলে কত জ্বালাপ, পিচকারী (Enema) এবং ওপিয়াম্‌

এই রোগে দিতে হইত তাহা বলিতে পারি না। এলোপ্যাথিতে এতাদৃশ যাতনাপ্রদ পীড়া ঐ প্রকার ভোজের বাজির ঔষ্য অতি সহজে ও দ্রুত-গতিতে আরোগ্য হইতে পারিত কি না সন্দেহ। এই হইতে হোমিওপ্যাথির প্রতি আমার বিশ্বাসের অঙ্কুর জন্মিল। তখন হইতে আমি প্রাণপণে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন আরম্ভ করিলাম। (কারণ-সম্বন্ধে অত্র গ্রন্থে পীড়া-নিচয়ের কারণ ও চিকিৎসা দেখ)।

৩। কি এক ছেতু পীড়ার ও লক্ষণাদির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ৪। রোগী কি ভাবে শয়ন, উপবেশন বা অবস্থিতি করে। ৫। রোগীর মানসিক লক্ষণ, শারীরিক স্বধর্ম, স্বভাব, বয়স, সে স্ত্রী কিংবা পুরুষ ইত্যাদি বিষয় বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিবে; ইহাদের দ্বারা অনেক সময় (অত্যন্ত লক্ষণ অভাবেও) ঔষধ নির্বাচন করিয়া পীড়ারোগ্য-কার্যে কৃতকার্যতা লাভ করা যায়। ৬। রোগের সময় (time) একটি অতি গুরুতর বিষয়। একমাত্র সময়ানুসারে অনেক সময় ঔষধ নির্বাচিত হয়। জর ও পিঁণ্ডের পীড়াদি রোগে সময়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমরা অনেক ফল পাইয়াছি। অভিপ্রাতঃকালীয় পেটের পীড়ায় সালফার। বেলা দুই প্রহর হইতে দুইটার মধ্যে যে জরের আক্রমণ বা বৃদ্ধি হয়, তাহাতে আর্সেনিক যে নিতান্ত ফলপ্রদ, তাহা স্বচক্ষে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। (জরের সময়-ভেদে ঔষধ-মনোনয়ন দেখ)

৭। পীড়া কিম্বা কোন যাতনা, রোগীর দক্ষিণ কি বামভাগে হইয়াছে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। রোগীর শরীরের পার্শ্ব দিক অনুসারে ঔষধ-মনোনয়ন ও নির্বাচন কার্যে অনেক বিভিন্নতা হয়। পাবনার ব্যাক্টের সেক্রেটারী বাবু গোরাঙ্গবিহারী সাহার উৎকট জ্বর-রোগ হয়। তাহাতে তিন চারিটা ঔষধ প্রদানে কোন ফলই পাই না। পরে তাহার বন্ধের বাম-পার্শ্বে হঠাৎ একটি বেদনা জন্মে। এই বেদনাই যেন অঙ্গুল-সঙ্কেতে আমাকে ল্যাক্সেসিস দেখাইয়া দিতে লাগিল। (কারণ বামপার্শ্বের পীড়া বা যাতনা ল্যাক্সেসিসকে লক্ষ্য করে) ; তখন ভৈষজ্য-তত্ত্ব বিচার ল্যাক্সেসিসই প্রকৃত ঔষধ বলিয়া জানিলাম ও তাহা প্রয়োগ করাতাই রোগী আরোগ্যলাভ করিল।

৮। (১) সীতানাথ পাল নামক এক ব্যক্তির নিউমোনিয়া হয়। তাহাকে

প্রথমে ফস্ফরাস্ দিই, তাহাতে বিশেষ ফল না পাওয়াতে অত্যান্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু কোন ফল হইল না। নিতান্ত হতাশ চিত্তে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া আছে, সে একবার পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া বাম পার্শ্বে শুইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন মতে বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারিল না; তদ্ব্যতীত ফস্ফরাসের কথা আমার মনে হইল। অত্র গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় “পোজিশনে ঔষধ-মনোনয়ন দেখিলাম*। পরে তৈষজ্য-তত্ত্ব দেখিয়া ফস্ফরাসই যে, এই রোগীর ঠিক ঔষধ তাহাতে আর সন্দেহ অণুমান হইল না। ফস্ফরাস পুনরায় এই রোগীতে দিতে আরম্ভ করিলাম এবং সেই হইতে রোগী ভালবোধ করিতে লাগিল ও তাহাতে সে অতি সন্তোষেই আরোগ্য লাভ করিল। সুতরাং (১) রোগীর পোজিশন (Position অর্থাৎ শয়ন ও অবস্থিতি) দেখিয়াও যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অদ্ভুত উপকার পাইতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (২) এই রোগীর বৃত্তান্ত হইতে ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধেও একটি অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শিক্ষা করা যায়; কোন এক রোগীতে এক ঔষধ একবার দিয়া ফল না পাইলে পুনরায় সময়ান্তরে যথালক্ষণ বিকশিত হইলেও সেই রোগীতে যে, সেই ঔষধের আবার প্রয়োগ হইতে পারিবে না সে কোন কার্যের কথা নহে। যে ঔষধে পূর্বে তুমি বিফলমনোরথ হইয়াছ সেই ঔষধ পুনরায় মণালক্ষণ উপস্থিত দেখিলে প্রয়োগ কর, তাহাতে তোমার রোগী সহজে আরোগ্যলাভ করিবে। এবম্বিধকার ঘটনাস্থলে শক্তির পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধেও একটি রোগীর কথা উল্লেখ করি। “পাবনা জজ্ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল সান্যাল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের পেটের পীড়া হয়; রোগীর অবস্থা শুনিয়া প্রথমে তাহাকে ক্যামোমিলা ওষুধ শক্তি দিই তাহাতে উপকার বোধ হইল না; পরে অত্যান্ত গুটিকতক ঔষধ ব্যবহার করি; তাহাতেও কোন ফল হইল না; কিন্তু অবশেষে মলের প্রকৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলাম যে, ঐ বালকের ক্যামোমিলাই প্রকৃত ঔষধ; তখন ইহার ১২শ শক্তি দিলাম; তাহাতেও বিশেষ সন্তোষদায়ক কাজ

না পাওরাতে পুনরায় ক্যামোমিলা ওয় শক্তি দিলাম এবং তাহাতে আশ্চর্য্য ফল পাইলাম ; ইন্ধার চারি ডোজ ঔষধেই পেটের পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল । (শক্তি পরিবর্তন সম্বন্ধে অত্র গ্রন্থে অরের চিকিৎসায় ইউপেটো-রিয়াম্-পারফো মধ্যে একটি রোগীর বৃত্তান্ত দেখ) ।

৯। 'মস্তিষ্কের দেহ ও মনে জীবিতাবস্থায়, স্বস্থ শরীরে বা অস্বস্থ শরীরে যে সমস্ত বিষয় ও লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাদের সমস্তই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট 'অমূল্য ধন' বটে ; কারণ তাহারা ব্যাধির চিকিৎসার সময় কোন না কোন প্রকারে ঔষধ-নির্বাচনার্থ বিশেষ ব্যবহারে আইসে । তজ্জন্ত উপদেশ যে, দৈহগত ও মনোমত সমস্ত লক্ষণই জানিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে । মানসিক লক্ষণ, শয়ন, অবস্থিতি ইত্যাদির বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব দ্বারা ঔষধ-নির্বাচন-কার্যে ও রোগ-নির্ণয়-কার্যে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় ।

১০। নাড়ী-জ্ঞান হাত দেখা একটি গুরুতর বিষয় । নাড়ী অতি স্থির-ভাবে দেখিবে ও তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে (অত্র গ্রন্থে নাড়ী দেখ) ।

প্রথম শিক্ষার্থীর জাতব্য কয়েকটি গুরুতর বিষয় ।

১। গাত্রতাপ—আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপ ৯৮.৬ ডিগ্রি । এতদুর্দ্ধে ৯৯.৫ হইতে ততোধিক তাপ জরমধ্যে গণ্য । ৯৭ হইতে ততোধিক নিম্নে ৭৯.৭৭ পর্য্যন্ত (ফোলোয়াপ্‌স্ বা) পতনাবস্থায় তাপ দেখা যায় ; এই পতনাবস্থায় রোগীর শরীর আমাদের নিকট হিমবৎ জ্ঞান হয় । অনেক টাইফয়েড্ জর ও ওলাউঠা রোগীর মৃত্যুর পর শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয় ।

২। নাড়ী—স্বস্থকায় যুবকের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি বা স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭৫ বার ; শিশুর জন্ম হইতে প্রথম বৎসর পর্য্যন্ত ১৪০ বার ; দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত ১২০ বার ; চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত ১০০ বার ; সপ্তম হইতে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত ৯০ বার ; অষ্টাদশ হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত ৭৫ বার ; বৃদ্ধ বয়সে ৭০ বার । বয়স্কদিগের নাড়ী ১৫০ বারের অধিক হইলে মৃত্যু সম্ভাবনা অধিক । ক্ষীণ ও স্ত্রীবৎ নাড়ী জীবনীশক্তির হ্রাসতা

জ্ঞাপক। বিলুপ্ত নাড়ী, পতনাবস্থার একটি প্রধান লক্ষণ (হৃৎপিণ্ডের আকৃ-
খনেই নাড়ীর স্পন্দন হয়)। ° ওলাউঠার নাড়ী বিলুপ্ত হইলে মণিবন্ধ আর
পাওয়া যায় না। তখন ব্রেকফেল্ড প্রদেশে বা বাহুমূলে কখন কখন নাড়ীর
স্পন্দন পাওয়া যায়।

৩। শ্বাসপ্রশ্বাস—ইংরাজিতে ইহাকে রেস্পিরেশন (Respiration)
বলে। সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে রেস্পিরেশনের গতি ১৮ বার হইয়া থাকে।
শীতল শ্বাসপ্রশ্বাস মৃত্যুর লক্ষণ। শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরু গতিতে, হইলে শুভ লক্ষণ
জানিবে। শ্বাসপ্রশ্বাস টানিয়া টানিয়া, কিংবা দ্রুতগতিতে অতি ঘন ঘন
হইতে থাকিলে তাহা দুলক্ষণ বলিয়া জানিবে; অতি ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস
মৃত্যুলক্ষণ-জ্ঞাপক।

৪। নাড়ী, গাত্রোত্তাপ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের পরস্পর সম্বন্ধ
—শরীরের উত্তাপ এক ডিগ্রি বদ্ধিত হইলে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বার ও শ্বাসের
গতি ২৩ বার বদ্ধিত হয়। স্বভাবতঃ গাত্র তাপ ৯৮.৬; নাড়ীর গতি ৭৫,
শ্বাস প্রশ্বাস ১৮ বার; যদি তাপ ১০০ ডিগ্রি হয় তবে, নাড়ীর গতি ৯০।৯৫
এবং শ্বাসের গতি ২৩ বার হইবে। সামান্যতঃ এক এক বার শ্বাসে ৪ বার
নাড়ীর স্পন্দন হয়।

৫। ঔষধের মাত্রা—সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্কের পক্ষে এক ফোঁটা
টিংচার, বটিকা দুইনি, অল্পবটিকা আটটি, বিচূর্ণ বা ট্রিটুরেশন এক গ্রেণ বা অর্দ্ধ
রতি পরিমাণ দেওয়া যায়; বড় শিশুর পক্ষে ইহার অর্দ্ধেক, অতি ক্ষুদ্র শিশুর
জন্ত চতুর্থাংশ ব্যবহৃত হয়। পূর্ণবয়স্কের জন্ত এক তোলা পরিষ্কৃত জলে,
শিশুর জন্ত সিকি তোলা পরিষ্কৃত জলে, এক এক বারের ঔষধ দেওয়া যায়।
কাচ, চিনের পাত্র, কিংবা পাথরের পাত্র ঔষধ রাখিবার প্রশস্ত জিনিষ।

৬। কত সময় অন্তর অন্তর ঔষধ প্রয়োগ হয়?
রোগের অবস্থা বুঝিয়া ১০।১৫।৩০ মিনিট কিংবা ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২ ঘণ্টা অন্তর
অন্তরও ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ঔষধের উপকার পাইলে সময়ের পরিমাণ
অধিকতর অন্তরে করিয়া দিবে। অনেক প্রাচীন পীড়ায় উচ্চশক্তির ঔষধ
২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২ দিন অন্তরও দেওয়া যায়।

৭। অল্পমানে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। পীড়া যত উগ্র হইবে ঔষধ তত

শীঘ্র তন্নিবারণে সক্ষম হইবে। অত্যাধিক ঔষধ ঠিক নির্ধারিত হয় নাই। শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ পরিবর্তন করা অত্যাধিক। একেবারে দুই তিন প্রকার ঔষধ একত্রে বা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা ভাল নহে।

৮। ঔষধ নির্বাচন।—রোগীর লক্ষণ ঔষধের লক্ষণ সহ ঐক্য করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

৯। এলোপ্যাথি, কবিরাজী ইত্যাদি মতে চিকিৎসা হইয়া থাকিলে, যদি তোমাঞ্চে পক্ষে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতে হয়, তবে অগ্রে অবস্থাবিশেষে নাক্স-ভ, ক্যাম্ফার বা সালফার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। অতি প্রাচীন জ্বরাদিরোগে পূর্বে একটা কবিরাজী চিকিৎসা চলিয়া থাকিলে হিপার-সাল্ফ অতিকলপ্রদ। দিনাজপুরের বালকের দ্বৌকালীন জ্বরে আমরা সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ অন্তর হিপার ৩০শ শক্তি এক মাত্রা করিয়া দিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। অতিরিক্ত গরম মসন্নাযুক্ত ঔষধ বা মত্তাদিযুক্ত ঔষধ সেবন করিয়া থাকিলে নাক্স-ভ তাহার প্রতিবেদক ঔষধ।

১০। ঔষধ সেদনকালে কাকি, চা, কর্পূর বা তাদৃশ কোন জিনিষ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে।

১১। ঔষধের মাত্রা অতিরিক্ত হইলে ক্যাম্ফার খাইলে তাহা সংশোধিত হয়।

১২। তামাক খাইতে হইলে ঔষধ খাইবার অনূন এক দণ্ডা পূর্বে বা পরে পান খাওয়া উচিত।

রোগ-নির্ণয় বা ডায়েগনোসিস্।

জ্বর অধ্যায়ে জ্বর-নির্বাচন শিক্ষা দিইলেই জানিতে পারিবে যে, কি উপায়ে রোগ-নির্ণয় করিতে হয়? এবং এতৎ সম্বন্ধে প্রকৃত পথ কি? ঐ প্রকার পথ অনুসরণে প্রায় প্রত্যেক গীড়াই নির্ণয় করিতে ক্ষমতা লাভ করিবে। রোগনির্দিষ্টের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিগত লক্ষণ আয়ত্ত করিয়া এক জাতির বা প্রায় এক প্রকারের লক্ষণযুক্ত রোগ সন্ধানের মধ্যে পরস্পর তাহাদের লক্ষণ তুলনা করিয়াই পার্থক্য দ্বারা রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগনির্ণয় কালে রোগের

ইতিহাস এবং কারণাদিকেও প্রধান সহায় জানিবে :—(১) একদা একটা জ্বর-রোগীকে দেখিতে গিয়া দেখিলাম যে, জ্বর সর্বদা লম্বা রহিয়াছে, তৎসহ নানাবিধ টাইফয়েড্ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে; রোগীর মল টাইফয়েড্ মলের স্থায় (ডালের যুগের মত); অল্প জ্বরের ১৩ দিন; রোগীটা দেখিয়া টাইফয়েড্ জ্বর বলিয়া প্রথমতঃ বোধ হইল, কিন্তু রোগীর আশুস্ত ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, জ্বর-আরম্ভের 'প্রথম দুই দিন যে জ্বর হইয়াছিল তাহা অতি প্রখর বেগ-বিশিষ্ট, কিন্তু উক্ত দুই দিবসই যন্ত্র হইয়া জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইত; তৎপরে তৃতীয় দিন হইতে এই এক-জরী অবস্থা হইয়াছে। এই একই মাত্র ঘটনা বা ইতিহাস জানিতে পারিয়া দৃঢ়রূপে স্থির নিশ্চয় হইলাম যে, ইহা টাইফয়েড্ জ্বর নহে; ইহা ইন্টার-মিটেন্ট ফিবার রেমিটেন্টরূপে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাতেই এই সমস্ত টাইফয়েড্ অবস্থার লক্ষণ বিকশিত হইয়াছে। (টাইফয়েড্ জ্বরের প্রধান লক্ষণ (ক্রমশঃ তাপ বৃদ্ধি) তরুণ (ম্যালেরিয়া জ্বর দেখ)। বাঁধা গদে ডায়েগ্-নোসিস্ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না; যে পছন্দ দেখাইলাম এই পছন্দ অনুসরণ করিয়া যত অভ্যাস করিবে ততই এ বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে পারিবে।

(২) রোগনির্ণয়ের জন্ত রোগের ইতিহাস অনেক সময় বিশেষ দরকার এখানে পাবনার * * * রোগীর কথা বলিতেছি, এই রোগীর ফুস্ফুসের যক্ষ্মারোগ হইয়াছে বলিয়াই অনেক বড় বড় চিকিৎসকের ধারণা হইয়াছিল। রোগীর জ্বর অবিরত ছিল, কাশির উদ্বেগও কষ্টকর ছিল, কাশির সহিত দুর্গন্ধময় পুঁয় রক্ত নির্গত হইত। তাহার ইতিহাসে জানিতে পারিলাম যে রোগী পূর্বে অতি সুস্থ সবলকায় ও ভাল ভোক্তা ছিলেন, একদিন হঠাৎ জ্বর হইয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ বক্ষের সম্মুখ দিকে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং তাহার কিছুদিন পরে কাশির সহ পুঁয় রক্ত নির্গত হইতে থাকে। "হঠাৎ বক্ষে বেদনা তৎসহ জ্বর তাহার জন্মদিন পরেই কাশিসহ পুঁয় রক্ত নির্গত" এই কয়েকটা কথা শুনিয়াই

আমার মনে ধারণা হইল এই ব্যক্তি ফুস্ফুসে ম্যাব্‌সেস্ অর্থাৎ স্কোটক হইয়াছে, উহা যক্ষ্মারোগ নহে। যক্ষ্মারোগ প্রায়ই ধীরে ধীরে একটু দীর্ঘ

সময়ে রোগীকে আক্রমণ করে ; এতদূশ হঠাৎ প্রবল আক্রমণ তাহার স্বভাব নহে । এই একমাত্র ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়াই হুসুফুসের স্ফোটক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার দৃঢ় ধারণা হইল এবং বক্ষঃস্থল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াও যক্ষ্মারোগের বিশেষ লক্ষণ ও চিহ্নাদি প্রাপ্ত হইলাম না । তখন উহা স্ফোটক রোগ ; যক্ষ্মা নহে প্রকাশ করা হইল । যেন যে বড় বড় সাহেব ও বিলাত ফেরত ডাক্তারেরা পূর্বে দেখিয়াছিলেন তাঁহারাও পূর্ববিবেচনায় উহা যে স্ফোটক হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন এবং ‘বক্ষঃস্থল’ কাটিয়া পুঁজ নির্গত করিতে হইবে তদ্ব্যবস্থা দিলেন এবং কাটার প্রত্যয় রোগী ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ।

(৩) মেডিকেল কলেজের কোন উচ্চপদস্থ ডাক্তার যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন তিনি আউট ডোরের ভার প্রাপ্ত হন । সেই সময় একটী রোগী পায়ের সম্মুখ ভাগে স্ফোটকভাবাপন্ন ক্ষীতিসহ তথায় আগমন করে । উক্ত নবগত ডাক্তার উহা স্ফোটকবিবেচনায় কাটিয়া দেন । কাটিবা মাত্র অনর্গল বেগে রক্ত বহির্গত হইতে লাগিল, কারণ উহা টিবেল আর্টারির এনিউরিজম ছিল অনেক উপায়ে তদানীন্তন প্রথম সার্জন শ্রদ্ধাস্পদ গেমার সাহেবের যত্নে ও অনেক কষ্টে রোগী রক্ষা পাইল । সেই অবধি ডাক্তার গেমার প্রায় প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন স্ফোটকের রোগী দেখিলেই প্রশ্ন করিতেন যে, ইহা যে এনিউরিজম নহে তাহা তুমি কিসে জান ? তাহার উত্তরে রোগের উৎপত্তি ইতিহাস জানিবে, এই রোগ স্বল্প দিন হইল হঠাৎ হইয়াছে কিম্বা ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইয়াছে ? আর দেখিবে উহা কোন আর্টারির উপর জন্মিয়াছে কি না । আর্টারির উপর জন্মিলে এবং উহা যদি ধীর গতিতে ক্রমে বড় হইতে আরম্ভ হয় তবে তাহাকে উক্ত আর্টারির এনিউরিজম বলিয়া সন্দেহ করিবে এবং স্ট্রেচস-কোপ আদি দ্বারা পরীক্ষা করিলে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে । আর যদি দেখ ঐ ক্ষীতি হঠাৎ হইয়াছে এবং তাহাতে প্রদাহের চিহ্ন রহিয়াছে এবং তাহাতে এনিউরিজমের ব্রহ্মি ওনা যায় না, তবে তাহাকে স্ফোটক বলিয়া জানিবে । এতদূশ সন্দেহাক্ত ক্ষীতিকে সহজে কাটিও ন্য । ক্ষীতি কাটিবার পূর্বে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবে উহা কোন আর্টারির উপর হইয়াছে কি না । এতদ্বলে রোগের স্থানটী লক্ষ্য করা যেমনি আবশ্যক, রোগের ইতিহাস জ্ঞানও তেমনি আবশ্যক ।

(৪) হিপ্ অস্থির পীড়াতে পায়ের পোজিসন বা অবস্থিতির উপর লক্ষ্য করা এক গুরুতর কর্ম (৪র্থ খণ্ডে হিপ্ জয়েন্টের পীড়া দেখ)।

(৫) সারকোমা এবং ক্যান্সার উভয়ই ম্যালিগ্‌ন্যান্ট টিউমার। সারকোমার টিউমার হইতে সময় সময় রক্তস্রাব অধিক পরিমাণ হয়; ক্যান্সার হইতে ততদূর রক্তস্রাব হয় না। বোগ নির্ণয় করিতে হইলে অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

ঔষধ-মনোনয়ন ও ঔষধ-নির্বাচন সঙ্কেত।

ক।—ঔষধের লক্ষণাধিক্য ও বিশেষত্বের সমষ্টিগত প্রাধান্ত বিচার করিয়া

ঔষধ নির্বাচন :—কোন রোগী দেখিতে যাইয়া তাহার দুই একটি অতি স্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত লক্ষণ বা অবস্থা দৃষ্টি করিয়া, তদনুসারে কতকগুলি ঔষধ আমাদের মনোমধ্যে আইসে; অথবা তাহাদিগকে ঔষধ মনোনয়ন-প্রদর্শক বা রেপার্টরী (Repertory) নামক পুস্তকসহায়ে বাহির করিতে হয় তাহাকেই ঔষধ-মনোনয়ন বলে। এই ঔষধ-মনোনয়ন কার্য যে যে লক্ষণ সাহায্যে হয় তাহাদিগকে প্রয়োগ প্রদর্শন লক্ষণচয় (GuidingSymptoms গাইডিং সিম্‌টম্‌স্) বলে। এই মনোনীত ঔষধ-নিচয় হইতে রোগীর সেবনার্থ,

ভৈষজ্য-তত্ত্ব সহায়ে ঔষধের লক্ষণাধিক্য ও বিশেষত্বের সমষ্টিগত প্রাধান্ত-বিচার করিয়া যে ঔষধ ঠিক করা হয় তাহাকেই “ঔষধ নির্বাচন” বলে। এক সময়ে একটি মাত্র ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য; যদি সেই ঔষধে ফল না দর্শে তবে দ্বিতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পর্যায়ক্রমে দুই তিনটি ঔষধ ব্যবহার করা উৎকৃষ্ট নহে। ঔষধ মনোনয়নের ও নির্বাচনের দৃষ্টান্তার্থে জিহ্বা, লাল ইক্যাম্প্রি-১৬ প্যারা ও থুথু বা লালত্ব রোগীর বৃত্তান্ত দেখ, এই দৃষ্টান্ত-ভুক্ত রোগীতে লালার লবণাক্ত স্বাদই আমাদ্ প্রয়োগপ্রদর্শক লক্ষণ হইয়াছিল; তদ্বারা * * মার্ক-সল অর্থাৎ কয়েকটি ঔষধ (জিহ্বা, লাল ইত্যাদির ১৬ প্যারা

দেখ) নির্দেশিত হইল বা মনোমধ্যে আসিল; পরে ভৈষজ্য-তত্ত্ব মিলাইয়া মার্ক-সলকে তাহাদিগের মধ্য হইতে, প্রধান প্রধান লক্ষণের সমষ্টিগত প্রাধাত্য হেতু নির্ধাচিত করিলাম। এবং তাহা প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফললাভ হইল।

খ। যদি একটি প্রয়োগপ্রদর্শক লক্ষণে দুই কিংবা তিনটি প্রায় সমতুল্য-ঔষধ নির্দেশিত হয়, তখন সেই সমস্ত ঔষধের লক্ষণচয়, যতদূর পার, ভৈষজ্য-তত্ত্ব হইতে সংগ্রহ করিবে ও তাহাদিগকে পাশাপাশিভাবে রাখিয়া পর-স্পর তুলনা করিয়া দেখিবে; যে ঔষধের প্রধান প্রধান লক্ষণসহ তোমার রোগীর অধিকতম লক্ষণ ঐক্য হয়, তখন সেই ঔষধই দিবে এবং তাহাতে বাঞ্ছিত ফললাভ করিবে। এতৎসম্বন্ধে একটি আদর্শ-দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করিলাম। মনে কর, তুমি নিম্নলিখিত লক্ষণচয়যুক্ত একটি অর-রোগীর জন্য ঔষধ নির্ধাচন করিবে এবং তাহার বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ জন্য বিভিন্ন প্রকার ঔষধ-নিচয় নির্দেশিত হইতেছে; তখন কি প্রকারে ঔষধ নির্ধাচিত হইবে।

(১) অরের পূর্বলক্ষণ—অত্যন্ত হাইতোলা এবং গাত্র মোচড়ান (গা-মোড়ানুড়ি)—এন্টি-টার্ট, আর্গি, ইপিকাক্, ইগ্নেসিয়া, হ্রাস-টক্স।

(২) শীতাবস্থা—শীত বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে এবং বাহুদ্বয়ে ও তৎসহ তৃষ্ণা—আর্গি, ক্যাপ্‌সি, কার্ক-ভ, ইগ্নেসিয়া।

(৩) তাপাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণাসহ সমস্ত শরীর উষ্ণ কিন্তু পদদ্বয় শীতল, তাপসহ আভ্যন্তরিক শীত—ক্যাপসি, চায়না, ইগ্নেসিয়া, লিডাম।

(৪) ঘর্ম্মাবস্থা—সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম হয়, বহুসময় পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম থাকে (ঘর্ম্মসহ জল তৃষ্ণা নাই)—ইগ্নেসিয়া, ইপিকাক্, পাল্‌স্।

(৫) পাকস্থলী-স্থানে বেদনাবোধ, শ্বাখা-সমস্তে ভারবোধ এক প্রহি সকলে বেদনা—ব্রাই, ইগ্নেসিয়া, হ্রাস-টক্স।

(৬) বিজ্ঞাবস্থায় নিতান্ত দুর্বলতা, জাহ্ন শুটাইয়া থাকা—ইগ্নেসিয়া।

(৭) নিত্রা গাঢ় ও নাসিকা ডাকাইয়া, ইগ্নেসিয়া, নাক্স-ম, ওপি।

(৮) জিহ্বা সাদা কোটিংযুক্ত, ওষ্ঠ শুষ্ক ও কাটা কাটা; চমকিয়া উঠা, সর্ব্ব বিষয়ে নিলিপ্ত—আর্স, ইগ্নেসিয়া, হ্যাট্রা-মি।

(২) মুখ পিংশেবর্ণ—ফেরা, ইগ্নেসিয়া, সিকেলী।

এখানে ভাবিয়া দেখ; এই জর-রোগীতে যে নয় প্রকার লক্ষণ দেখান হইল, তাহার দুই চারিটা মাত্র লক্ষণ-মধ্যে অত্যন্ত ঔষধ আছে; কিন্তু নয়টি বা অধিকতম লক্ষণ মধ্যেই ইগ্নেসিয়া বর্তমান আছে অর্থাৎ এখায় ইগ্নেসিয়ার লক্ষণেরই সমষ্টিগত প্রাধান্য; সুতরাং ইগ্নেসিয়াই তোমার এই রোগীর ঔষধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইগ্নেসিয়া দ্বারা তোমার এ প্রকার লক্ষণযুক্ত রোগী অবশ্য আরোগ্য লাভ করিবে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে ঔষধ-নির্বাচন কার্য্য একটু যত্নসাধ্য; কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিশ্চয় ফলপ্রদ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় ঔষধ-নির্বাচন-প্রণালী গণিতের অতিরিক্ত কষার ছাত্র

(As to solve mathematical problems)। এক এক জন নিজ নিজ সুবিধামত এক এক লক্ষ্যপথ (লক্ষণ) অবলম্বনে ঔষধ মনোনয়ন ও নির্বাচন করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্তভুক্ত জরে স্বীয় স্বীয় পর্য্যবেক্ষণের সুবিধামত কেহ বা শীতাবস্থার লক্ষণকে, কেহ বা তাপাবস্থার লক্ষণকে কেহ বা বিজ্ঞ্রাবস্থার লক্ষণকে অগ্রে পরিচালক লক্ষণ করিয়া পরে অত্যন্ত লক্ষণসহ ভৈষজ্য-তত্ত্ব মিলাইয়া ইগ্নেসিয়া নির্বাচিত করিবেন।

গ। প্রকৃতিগত বা সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—অনেক সময় কেবল “সিদ্ধিপ্রদ বিশেষ লক্ষণ” (Characteristic Symptoms) অবলম্বনে অতি সহজে ঔষধ-নির্বাচন করা হয় এবং তাহাদিগের দ্বারা অতি অল্প সময় মধ্যে কখন কখন অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। জিহ্বা সম্বন্ধে ২য় ও ৩য়, পৃষ্ঠাস্থ রোগীর বৃত্তান্তে দেখ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাড়ী বা পাল্‌স্‌ মধ্যে পূর্ণ নাড়ী সম্বন্ধে রোগীর বৃত্তান্তে দেখ; ঐ ব্যাপ্‌টিসিয়া-জিহ্বার সম্বন্ধে ঐস্থলে যে যে লক্ষণ পাইয়াছিলাম, তাহাই তাহার “প্রকৃতিগত লক্ষণ” বলিয়া গণ্য; এই প্রকার জিহ্বার ৩য় পৃষ্ঠাস্থ হ্রাস-টক্সের গোমাংসবৎ রক্তবর্ণ জিহ্বা, ৩ দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাড়ী বা পাল্‌স্‌ মধ্যে একোনাইটের পূর্ণ ও মোটা নাড়ী ঐ ঐ ঔষধের—প্রকৃতিগত বা সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয় বহু প্রাতিঃ দ্বারা সংগৃহীত ও বহুরোপীতে পরীক্ষিত। (স্বস্থ শরীরে ঔষধ সেবন করিয়া তাহার লক্ষণচয় যে পরীক্ষা করা হয়, তাহাকেই প্রাতিঃ

(Proving's বলে)। যদি এপিডেমিকাদিতে এককালীন বহুরোগীকে চিকিৎসা করিতে হয়, তখন স্বল্প পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ মিলাইয়া লওয়া কঠিন ; সেই সময় সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয় অবলম্বনে চিকিৎসা দ্বারা অতি সহজে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের লক্ষণচয়ের, বিশেষতঃ ইহাদিগের “প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণের” আরও একটি আশ্চর্য্য ও সুবিধাজনক ক্ষমতা এই দেখিবে যে, ইহাদিগকে অবলম্বনে তুমি জ্বরের ঔষধ পেটের পীড়ায়, পেটের পীড়ায় ঔষধ বাতরোগে বা জ্বরে প্রয়োগ করিলেও তাহাতে কল পাইতে পারিবে, সন্দেহ নাই ! জিহ্বার ওয় পৃষ্ঠাঙ্ক জ্বরবিকারের রোগীর মধ্যে উল্লিখিত হ্রাস-টক্সেবু, গোমাংসবৎ রক্তবর্ণ জিহ্বা, অথবা যে কোন রোগে দেখিবে, তাহাতেই হ্রাস-টক্স দিতে পার এবং তাহাই প্রকৃত হোমিওপ্যাথি (জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্বের ১ম প্যারা দেখ) ।

পার্শ্বভেদে ঔষধের ক্রিয়া ।

কতকগুলি ঔষধের ক্রিয়া বাম পার্শ্বে ও কতকগুলি ঔষধের ক্রিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর লক্ষিত হয়। আমরা বহু রোগীতে দেখিয়াছি, বামদিকের টনসিল প্রদাহে এবং বাম স্তনের মধ্যে গ্যাংস্‌স্‌ হইবার উপক্রমে বাম দিকের অগ্রাণ্ড উৎকট প্রদাহ ল্যাকেসিস্‌ এক মাত্রা দিয়া আমরা মস্তুর ছায় আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। দক্ষিণ দিকের প্রদাহে ল্যাকেসিস্‌ তত ভাল কার্য্যকারী নহে। দক্ষিণদিকে লাইকোপোডিয়ামের কার্য্যেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। ঔষধ নির্বাচনের সুবিধায়, অথবা নিম্নে পার্শ্বভেদানুসারে কয়েকটি বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ প্রদত্ত হইল।

দক্ষিণপার্শ্ব জন্ত ।

এগারিকাস্

এলুমিনা

বেলাডেনা

ক্যাথারিস্

কষ্টিকাম্

ক্রোটেলাস্

ড্রিসিয়া

হিপাস্

ইয়েসিয়া

লাইকোপোডিয়াম্

মস্কাস্

প্লাস্মা

ব্রাস্-টল্ল

রুটা

অব্যাডিনা

অবাইনা

অকুইনেরিয়া

ট্যাক্সেসেগ্রিয়া

বামপার্শ্ব জন্ত ।

একোমাইট্

এপিস্

অর্গিকা

এসারাম্

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ক

চায়না

কল্টিকাম্

কলোসিহ্

ফোকাস্

আইওডিন্

* * ল্যাকেসিস্

মার্কিউরাস্

নাইট্রিক্ এসিড্

নাল্ল-ভমিকা

ইডোডেওণ্

স্পাইজিলিয়া

সালফার্

সাল্ফিউরিক্-এসিড্

—000—

এপিডেমিক * রোগাদিতে ঔষধ-নির্বাচন ।

১। যখন কোন রোগ এপিডেমিকভাবে উপস্থিত হয়, তখন সূচিকিৎসক ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া স্থিরভাবে তাহার কারণ ও রোগীদের লক্ষণ, অবস্থা ইত্যাদি বিশেষ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিবেন ; ১০।১২টি রোগীর অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই এপিডেমিকস্থ প্রায় রোগীদের লক্ষণের অনেক সামঞ্জস্য রহিয়াছে ; সুতরাং তদনুসারে ঔটিকতক ঔষধ নির্বাচিত হইলে প্রায় রোগীই তদ্বারা আরোগ্যলাভ করিবে। তবে মূল কথা এই যে, এপিডেমিক চিকিৎসার প্রথমভাগে রোগীদের লক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও ঔষধ নির্বাচনই দ্রুত ব্যাপার ; যদি যত্ন করিয়া ঔটিকতক রোগী আরোগ্য করিতে পার, তবে দেখিবে

* এক সময়ে একস্থানে বহুলোক কোন রোগাক্রান্ত হইলে তাহা সেই রোগের এপিডেমিক নামে অভিহিত হয়। কোন কোন এপিডেমিকে মহামারীও দেখা যায়।

সেই এপিডেমিকের প্রায় রোগীই তোমার প্রথম নির্ধারিত ঔষধ সকল দ্বারা আরোগ্যলাভ করিবে। এইজন্য স্থলবিশেষে কোন জরের এপিডেমিক ইপিকাক্, কোথাও নক্স-তমিকা ইত্যাদি বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া রিপোর্টে দেখা যায়।

২। এপিডেমিকের স্থান বিশেষ ঋতু, কাল এবং পৃথক্ পৃথক্ স্থান ও জলবায়ু ইত্যাদি অনুসারে কোন কোন ঔষধ বিশেষ উপকারী হইয়া উঠে।

উপরোক্ত স্থলস্থলের ঔষধের সিদ্ধিগ্ৰন্থ লক্ষণচর (Characteristic symptoms of Medicines) অভ্যস্ত থাকিলে তদ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

জ্বর চিকিৎসার্থ ঔষধ নির্বাচন।

এই বিষয়টার জ্ঞান, যতদূর হইতে পারে, এই গ্রন্থে স্থবিধা করা হইয়াছে। এতদ্বারা অতি সহজে ইন্টারমিটেন্ট জরে উল্লিখিত অনেক লক্ষণ অবলম্বনে রেমিটেন্ট জরের টাইফয়েড্ জরের ঔষধ নির্বাচন করিতে পারিবে; অথবা রেমিটেন্ট জরের বা অনেক লক্ষণ দ্বারা টাইফয়েড্ জরের ঔষধ নির্বাচন করিতে পারিবে; ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ, ইন্টারমিটেন্ট জরে, টাইফয়েড্ জরের অনেক লক্ষণ টাইফয়েড্ ও রেমিটেন্ট জরাদিতেও দেখা যায়; এইরূপ আবার রেমিটেন্ট জরের অনেক লক্ষণও ইন্টারমিটেন্ট জরে, টাইফয়েড্ জরের অনেক লক্ষণও রেমিটেন্ট জরে ইত্যাদি প্রকারে দেখা যায়। সুতরাং এক প্রকারের জরে উল্লিখিত অনেক লক্ষণ দ্বারা অজ্ঞাত প্রকারের জরের ঔষধ নির্বাচন-পক্ষে অনেক সহায়তা হয়, তাহাতে অণুমান সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, “ইন্টারমিটেন্ট জর” এই হেডিং দিয়া যে যে ঔষধের যে যে লক্ষণচর লিখিত হইয়াছে, তাহাদের অনেক লক্ষণ রেমিটেন্ট-জরাদির লক্ষণচরসহ ঐক্য হইলৈক্, অনেকে তাহাদিগকে এই জরাদিতে ব্যবহার করিতে সাহস পুন না; কাজেই এতদ্বারা মহাত্মা হানিমানের সুপ্রশস্ত চিকিৎসা-পথ সঙ্কীর্ণাকার প্রাপ্ত হয় এবং তদ্রূপ তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়াও তৎসম্বন্ধে পূর্ণফল ভোগ করিতে আমরা সমর্থ হই না। সুতরাং এই অজ্ঞাত “ধোকা” স্বাভাবিক এক বিশেষ অনুবিধাজনক ও কার্যনাশক; সেইজন্য জরের বিশেষ তৈষজ্য তত্ত্বের ঔষধ সম্বন্ধ হইতে রেমিটেন্ট জর

টাইফয়েড্, অর ইত্যাদি পৃথক পৃথক্ হেডিং উঠাইয়া তৎপরিবর্তে ১।২।৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা ঐ সমস্ত ঔষধকে পৃথক পৃথক্ প্যারাতে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ প্রকার অগ্রায় ধোকা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে অথচ হেডিং থাকিলে তাড়াতাড়ির বেলায় যে ফল হইত তাহাও পাইবে। আর বিশেষতঃ অর চিকিৎসার সময় বিভিন্নজাতীয় জ্বরের ঔষধ সকলের বিস্তারিত ও বহুসংখ্যক লক্ষণচয় একই স্থানে পাইয়া ঔষধ নির্বাচন করিতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, সেই জন্য অর-চিকিৎসা এই নুতন প্রণালীতে শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে; তাহার একস্থানে না থাকিয়া দূরতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে এই সুবিধা কখনই হইতে পারে না। (জরের বিশেষ ভৈষজ্য ও অরচিকিৎসা দেখ)।

প্রত্যেক ঔষধে যে ১।২।৩ ইত্যাদি প্যারা করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। সর্বপ্রকার জরের ঔষধ-মনোনয়ন-কার্যের সুবিধার জন্য অর-চিকিৎসা (১), (২), (৩), (৪), এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; ইহাদের দ্বারা ঔষধ-নির্বাচন কার্যের বিশেষ সহায়তা পাইবে। (অর-চিকিৎসা (১) হইতে (৪) দেখ)।

এক ফোটা ঔষধ এত আশ্চর্য্য ফলপ্রদ কেন ?

ঔষধের শক্তিই উহার মূল। সাধারণতঃ ঔষধের শক্তি দুই প্রকারঃ—

(১) তত্ত্বশক্তি, (২) স্থূলশক্তি।

(১) তত্ত্বশক্তি বা আত্মিক শক্তি। *—প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী। ইহার কার্য্য, জ্বরের পরিমাণের আনুপাতিক নহে†। (২) স্থূলশক্তি—ইহার নামান্তর

* জগতে প্রত্যেক বস্তুরই আত্মা আছে; সেইজন্য ব্রহ্মস্পন্দ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সহজ বোধগম্য ভাষায় তত্ত্বশক্তির অতিশব্দভাবে “আত্মিকশক্তি” আমাকে ব্যবহার করিতে বলেন, (আত্মিকশক্তি বেন কেহ আত্মা সম্বন্ধীয় না বুঝেন, তবে নিত্যন্ত গোলযোগে পড়িবেন)। এই আত্মব্রহ্মভাষ্যই আত্মের বীজ হইতে আত্মবৃক্ষ; কাঁঠালের বীজ হইতে কাঁঠালবৃক্ষ জন্মে ইত্যাদি।

† ইংরাজিতে Force ইত্যাদি শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই তত্ত্বশক্তি তাহা নহে; ইহা তৎ (জ্বরের) গুণ বিশেষ; যে স্থূল বীজ হইতে একাও বটবৃক্ষের জন্ম হয় সেই বীজে বটবৃক্ষের প্রকৃত বটত্বশক্তি নিহিত থাকে, ইহা বীজের গুণবিশেষ; এই গুণ বীজের পরিমাণে আনুপাতিক নহে।

তন্ময়ত্ব শক্তি বা তন্মাত্রত্ব শক্তি ; ইহার কার্য, জ্বরের মাত্রা বা পরিমাণের আনুপাতিক অর্থাৎ ঔষধের পরিমাণ যতটুকু স্থূল-শক্তির কার্য ততটুকু মাত্র বা তাহার কোন আনুপাতিক ! স্থূলশক্তি প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী নহে । ঔষধের স্থূলশক্তির বিশেষ বিচার গণ্য করা হইবে ; এইক্ষণ তত্ত্বশক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক* প্রকৃত হোমিওপ্যাথি এই তত্ত্বশক্তি সহায়েই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে । হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকলের কতক সুগার-অব-সিক (দুগ্ধশর্করা) সহ টিউডরেটেড্ অর্থাৎ বিচুণীকৃত হইয়া কতক বা গ্যালকোহল্ (সুবাবীষ্য) সহ ডাইলিউটেড্ হইয়া প্রস্তুত হয়—এই প্রস্তুত কালে তাহারা যে, যথারীতি ঘষিত, আলোড়িত ও মিশ্রিত হয়, তাহাতেই ঐ সকল ঔষধে বৈদ্যাতিক শক্তির স্থায় শক্তি-বিশেষ জন্মে । ঔষধে এই প্রকারে শক্তির-উদ্ভব করা কাষ্যকেই ইংরাজিতে পোটেন্সিয়েসন্ (Potentiation) বলে । * ঔষধের পোটেন্সিয়েসন্ করা হইলেই তাহাকে শক্তীকৃত ঔষধ বলা যায় । যে শক্তি সংযোগে ঔষধের এই শক্তীকৃত অবস্থা হয় তাহাই তত্ত্ব-শক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে ।———প্রস্তুত-প্রণালীর প্রক্রিয়া দ্বারা ঔষধ শক্তীকৃত হইলে প্রকৃতরোগনাশক ক্ষমতা তাহাতে জন্মে ; নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটির প্রতি বিশেষ অনুধাবন করিলে এ বিষয় বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে :—স্বর্ণ বা সোণা কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মধ্যে একটা প্রধান ও ফলপ্রসূ ঔষধ, কিন্তু এলোপ্যাথিক মতে ইহাকে প্রকৃতপক্ষে ঔষধ-শ্রেণীভুক্তই করা হয় নাই । ইহার কারণ কি ? অনুসন্ধান করিলে দেখিবে যে, ঔষধ-প্রস্তুতপ্রণালীই ইহার মূল কারণ ।

কবিরাজ মহাশয়েরা যে প্রণালীতে স্বর্ণকে জারিত করিয়া খল-মর্দনাদি দ্বারা শক্তীকৃত করেন, তাহাতেই তাঁহাদের স্বর্ণ এত ফলপ্রসূ হয় । কবিরাজ মহাশয়দিগের খল-মর্দনাদি প্রক্রিয়া আমাদের টিউডরেশন্ কার্যের স্থায় ।

এলোপ্যাথিতে স্বর্ণ ঐ প্রকারের কোন প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত না হওয়া বিধায় তৎকালে কোন শক্তি উদ্ভূত হয় না ; এলোপ্যাথ মহাশয়রা তাঁহাদের মতে স্থূলভাবে প্রস্তুতীকৃত স্বর্ণ দ্বারা কোন ফল পান নাই, সেইজন্য উহাকে

* মহাত্মা হানিমান পোটেন্সিয়েসানের নাম ডাইনামাইজেশন্ .. "Dynamization" বলিয়াছেন ।

বিশেষ ঔষধ প্রণীত করেন নাই। অশক্তিমান স্থল স্বর্ণ লোষ্ট্রবৎ, তাহার সহস্র ভরি খাইলেও কোন উপকার হয় না; ইহা বোধ হয় প্রত্যেক ব্যবসায়ী ব্যক্তিই জানেন ও বুঝিতে পারেন। অতএব অশক্তিমান ঔষধে যে, কোন বিশেষ উপকার হয় না, তাহা বোধ হয় আয়ুর্বেদের এই সর্বপ্রধান ঔষধ স্বর্ণের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে; স্বর্ণ আমাদের শরীরে সমীকৃত (assimilated) হয় না; স্বর্ণ কোনভাবে আমাদের শরীর মধ্যে নাই; এপর্যন্ত কোন দেশে কোন রাসায়নিক পদ্ধতি স্বর্ণ যৌগকে কোন প্রকারে (in any compound or pure form) আমাদের শরীর মধ্যে দেখিতে পান নাই। সুতরাং স্বর্ণের কণা কখন কার্যকারীই নহে এবং হইতে পারে না। প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা স্বর্ণে যে শক্তি উদ্ধৃত হয়, তাহাই প্রকৃত আরোগ্যকারী। এই প্রকারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা সাধারণ অঙ্গার (কার্ব-ভেজিটেবিলিস্), সাধারণ খাদ্য লবণ (সোডিয়াম-মিউরিয়েটিকাম্) বালুকা (সাইলিসিয়া) ইত্যাদি দ্রব্যকে শক্তীকৃত করিয়া ইহাদের দ্বারা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ অদ্ভুত ফললাভ করিতেছি। ঔষধের এই শক্তীকৃত অবস্থাকে আমরা একপ্রকার বৈজ্ঞানিক শক্তিবিশেষ বলিয়া গণ্য করি। ইহাদের ক্রিয়া অনেক সময় বিছাৎয়ের দ্বারা স্মরণগতিতে হইয়া থাকে; অত্র গ্রন্থে রোগিণীর্দশন হেডিং মধ্যে দ্বিতীয় প্যারাতে পালসেটোলা ওয় শক্তি মাংস-আহারজনিত পেটের বেদনার কি একরকম বিছাৎবেগে কার্য করিল তাহা দেখ। অত্র কোন মতের চিকিৎসায় এত বিছাৎবেগে ঔষধের কার্য দেখিতে পাইবে না; অত্র গ্রন্থে নানাবিধ বিকারজনিত ভৈষজ্যতত্ত্বের শেষ প্যারাতে দুর্গাচরণ সাহার জ্বর চিকিৎসায় বিকারের রোগিতে বেলাডোনার কার্য ইহার অন্ততম দৃষ্টান্ত স্থল*। উপরোক্ত কার্ব-ভেজিটেবিলিসের কি অদ্ভুত ক্ষমতা তাহা বোধ হয় প্রায় প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই জ্ঞাত আছেন। ওলাউঠার কোল্যাপ্স বা অবসাদ অবস্থায় যখন নাড়ী লুপ্ত, হিমাল, শীতল ঘর্ম,

* অত্যন্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় অত্র একটি দৃষ্টান্ত :-

পাথনার প্রসিদ্ধ উকিল বাবু বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের বহুদিনের সারেটিকা নামক স্নায়ু উৎকট বজ্রপাদারক রোগে চায়নিদাম্-সাল্ফের ওয় ট্রিটুরেশন দ্বারা চারি পাঁচ মিনিট মধ্যে আশ্চর্য্য ফল দর্শন করি।

পেটকাঁপা ইত্যাদি হইয়া রোগী অস্তিম দশায় উপস্থিত হয়, তখন ৩০শ শক্তির এক ফেঁটামাত্র কার্ক-ভেজিটেবিলিস্ সেবন করিয়া মুহূর্ত মধ্যে সজীবনী-মগ্ন-পুত্রে জায় রোগী পুনরুজীবন প্রাপ্ত হয় ; বোধ হয় বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; এই স্থলে অপৰ্য্যাপ্তমৃগনাভি, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি উত্তেজক ঔষধ কিম্বা সাধারণতঃ শত অগ্নির উত্তাপও এতাদৃশ দ্বরিতবেগে ঐ প্রকার হিমাক্ষে, জৈদৃশ, তেজ সঞ্চায় করিতে বোধ হয় কখনই সক্ষম হয় না। ৩০শক্তির (ডাই-লিউসনের) নিম্নে কার্ক-ভেজিটেবিলিস্ প্রকৃত, তত্বশক্তি বিকসিত হয় না, অনেকে তাহা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন। স্বর্ণাদির জ্বায় অশক্তীকৃত অজারও লোষ্ট্রবৎ ; ইহার শক্তীকৃত এক গ্রেণ মাত্রায় যে ফল ফলিবে, স্থল ভাবাপন্ন (ক্রুড্, Crude) অজারের সহস্র সের দ্বারাও কদাচিৎ সে ফল সম্ভাবিত হইবে না। কারণ ঔষধের স্থল পরমাণু সমূহের দ্বারা এতাদৃশ বিদ্যুৎগতিতে কার্য্য কখন হইতে পারে না ; ফেঁহতু স্থল ঔষধ সকল সেবনান্তে পরিপাক হইয়া পরে রক্তস্থ হইবে এবং তৎপশ্চাৎ তথা হইতে পীড়ার মূলস্থানে কার্য্য করিয়া উপকার দেখাইবে ; কিন্তু সে বহু সময়ের আবশ্যক। উপরোক্ত দৃষ্টান্তস্থলে ঔষধের স্থল পরমাণুর কার্য্য বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না ; উহা বৈজ্ঞানিক শক্তিবৎ ঔষধের কোন শক্তির কার্য্য ইহাই এস্থলে স্বীকার্য্য। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্তের ডাইলিউসন ও ট্রিট-রেশন ইত্যাদি বিশেষ প্রস্তুত-প্রক্রিয়া দ্বারা এই শক্তি উদ্ধৃত হয়, তাহা বোধ হয় বিলক্ষণরূপে জন্মদায়ক হইল। ঔষধের এই বিদ্যুৎশক্তিবৎ শক্তিকে তত্বশক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঔষধের এই তত্বশক্তি উচ্চ ডাইলিউসন দ্বারা অধিকতর প্রুথররূপে বিকসিত হয় ইহাই কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত। বেলামডোনাকে শক্তীকৃত করিলে তাহাতে যে তত্বশক্তি উদ্ধৃত হয়, তাহাই প্রকৃত বেলামডোনায় অর্থাৎ বেলামডোনার তত্বশক্তি। এই তত্বশক্তি রোগারোগ্যের প্রকৃত মূল। এইরূপ স্বর্ণের স্বর্ণত, একোনাইটের একোনাইটজ ইত্যাদি তত্বশক্তি, ডাইলিউসন ও ট্রিট-রেশন আদি বিশেষ-প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা উদ্ধৃত হয়। এই উদ্ধৃত তত্বশক্তি প্রভাবেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত একটামাত্র ফেঁটায় এতদূর অদ্বৃত ও প্রত্যক্ষ

আরোগ্য-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ। উহা ঔষধের বিভাজিত অংশস্থ পরমাণুনিচয়ের ক্রিয়া কণাগুর কার্য্য নহে। এই কণা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না করা হেতুই লোকে ভাবিয়া অস্থির হয় যে, ঔষধের কণাপু বা ক্ষুদ্রতম অংশ কর্তৃক কি প্রকারে কোন ক্রিয়া সম্ভবে? আমরা এস্থলে পুনরায় বলিতেছি ঐ উদ্ভূত তত্ত্বশক্তিই রোগ আরোগ্য করে, তজ্জন্তই এক ফোঁটার এত ঔদ্ভূত ক্রিয়া দেখিতে পাই। ঔষধের যে ক্ষুদ্রতম কণাপু এক ফোঁটার নিহিত আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে রোগারোগ্যকারী নহে; ঐ এক ফোঁটার যে উদ্ভূত তত্ত্বশক্তিই-নিহিত আছে, তাহাই রোগ আরোগ্যের প্রকৃত মূল, সেই জন্তই হোলিওপ্যাথির এক ফোঁটা ঔষধে এতাদৃশ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হয়। এইক্ষণ অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ঔষধের পরমাণু যত, ঔষধের তত্ত্বশক্তিও তত; কিন্তু তাহা অনেক সময়েই ঠিক কথা নহে; কারণ অগ্নি একটি প্রত্যক্ষ শক্তি (উহা কোন দ্রব্য নহে; আগ্ন কণিকামাত্র অঙ্গারে নিবদ্ধ থাকিলেও কণিকামাত্র স্থানে উহার শক্তি সীমাবদ্ধ নহে; উহা লক্ষ লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করিতে পারে। উহার কণিকামাত্র শক্তি অসীম। শক্তিমাত্রেরই যে কি অদ্ভূত অদ্ভূত ক্ষমতা আছে, তৎসম্বন্ধে মানব এখন পর্য্যন্ত বাহা কিছু বুঝিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। শক্তি যে কত প্রকার আছে ও তাহারা যে কি কি প্রকারে উদ্ভূত হয়, তাহার কণিকা পরিমাণও মানব জানিতে পারেন নাই। লোকের বুদ্ধি যত নিম্নল ও গবেষণা পূর্ণ হইবে, ততই তিনি শক্তি সমূহের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

বিভাগ ক্রিয়া দ্বারা যে তত্ত্বশক্তি বিভাজিত হয় না, তাহার একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত বলিতেছি মনোনিবেশ করিয়া অনুধাবন কর। একটি বেগুন-বীচি হইতে যে বৃক্ষটি জন্মিল তাহাতে লক্ষাধিক বীচি হইল অর্থাৎ একটি বীজ বহু লক্ষাধিক ভাগে বিভক্ত হইল, তবু সেই প্রত্যেক বীজেরই আদি-বীজ তুল্য ক্ষমতা দেখিতে পাই। এই লক্ষাধিক বীচির প্রত্যেকেই আবার ঐ আদি বীজের তুল্য লক্ষাধিক বীজ উৎপন্ন করিল; এইক্ষণ ভাবিয়া দেখ দেখি, ঐ আদি বীজের তত্ত্বশক্তি লক্ষাধিক বীজে বিভক্ত হইয়াও ঐ বিভাজিত অংশ-নিচয়ের মধ্যে যে তত্ত্বশক্তি রহিল, তাহারা প্রত্যেকেই আদি বীজের তত্ত্বশক্তি সম-

তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন, সুতরাং তত্ত্বশক্তি কোন পরিমাণ নাই কিংবা ইহা নিজে দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক নহে। বিভাগক্রিয়া দ্বারা ইহার পরিমাণের ন্যূনতা হয় না। অতএব প্রমাণ হইল যে, তত্ত্বশক্তি অবিভাজ্য।

একোনাইট. আর্সেনিক, ট্র্যামোনিয়াম, নাক্স-ভমিকা, ওপিয়াম, বেলাডোনা, হাইয়সায়েরীস, কুইনাইন ইত্যাদি বিষাক্ত অথবা তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ঔষধ সকল ক্রুড্ (আদত বা স্থূল) অবস্থায় ক্ষুদ্র মাত্রায় সম লক্ষণ-সূত্রে হই চারিটা মাত্র পীড়া আরোগ্য করিতে পারে (হিষ্কার, ৮৮ প্যারা ও সান্নিপাতিক বিকারের ডাইলিউসন ব্যবস্থা মধ্যে ৭২ বৎসর বয়স্ক স্নোগীর বৃত্তান্ত দেখ) ; কারণ ঐ সমস্ত ঔষধে সাধারণভাবে স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে আরোগ্যকারিণী তত্ত্বশক্তি বর্তমান দেখা যায় ; কিন্তু এই ক্রুড্ বা স্থলাবস্থায় (শতীকৃত অবস্থার হ্রাস) তাহাদের বহরোগারোগ্যকারিণী ক্ষমতা থাকে না। এই সমস্ত প্রথর ক্রুড্ ঔষধ ডাইলিউসন আদি দ্বারা শতীকৃত হইলেই বহু রোগারোগ্য-কারিণী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় ; তখন তাহাদিগকে প্রকৃত পলিক্রেষ্ট (Polycrest) ঔষধ বলা যায় ; চায়না, আর্সেনিক, নাক্স-ভমিকা ইত্যাদি ঔষধ এই কথার প্রত্যক্ষ আদর্শস্থল। অনেক বলেন যে, ঔষধের উচ্চ ডাইলিউসনাদি দ্বারা অর্থাৎ উচ্চ-তত্ত্বশক্তিসূক্ত ঔষধ দ্বারা আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীতে রোগের পুনরাক্রমণ (Relapses) অতি কম দেখা যায়।

কোন ঔষধের স্থূলশক্তিজনিত উপসর্গ বা পীড়া অর্থাৎ কোন ক্রুড্ বা স্থূল ঔষধ সেবনে যদি কোন রোগ বা উপসর্গ জন্মে, তবে সেই ঔষধের উচ্চ তত্ত্বশক্তি দ্বারা (উচ্চ ডাইলিউসন দ্বারা) সেই রোগ বা উপসর্গ আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। জ্বর চিকিৎসার কুইনাইন মধ্যে বিপিন অধিকারীর কেসে দেখ যে, চায়নার ৩০ শক্তি দ্বারা ক্রুড্ কুইনাইনজনিত পেটের পীড়া ও জ্বর আরোগ্য হইল। সেইজন্ত অনেক তত্ত্বশক্তিকে স্থূল-শক্তির য্যান্টিডোট্ (Antidote) বা প্রতিষেধকরূপে গণ্য করেন। আবার জরচিকিৎসার ঠাট্টা-মি মধ্যে দেখ যে, শশধর বাবুর পুত্র ঠাট্টা-মির অর্থাৎ লবণের ০.৩০ শ ডাইলিউসন দ্বারা আরোগ্যলাভ করিল ; এই রোগী আজন্ম লবণ খাইয়া আসিতেছিল ; জরস্বাস্থ্যও মালিসহ প্রতিদিন লবণ

খাইত; এইক্ষণ দেখ দেখি জুড় বা আদত লবণ প্রতিদিন খাইয়াও তাহার ঐ অরের গতিরোধ বা আরোগ্য হইল না কিন্তু অবশেষে ৩০শ ডাইনিউ-সনের লবণ (জাট্রা-মিউরিয়াটিকাম্) ঐ অরকে আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য করিল। এইক্ষণ একটুকু ষ্ঠের সহিত ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, একই ঔষধের তৎশক্তি ও স্থূলশক্তি কতদূর বিভিন্ন বিষয় ও তাহাদের ক্রিয়া কতদূর বিভিন্ন।

(২) ইতঃপূর্বে বলিয়াছি যে তৎশক্তি দ্রব্যের আত্মপাতিক নহে একথা যেন সর্বদা স্মরণ থাকে। এইক্ষণে ঔষধের স্থূলশক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা যাউক। স্থূলশক্তি দ্রব্যের পরিমাণের আত্মপাতিক। এতৎসম্বন্ধে কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই স্থূলশক্তি কি? তাহা বুঝিতে পারিবে। জাট্রা-মিউরিয়াটিকাম্ অর্থাৎ লবণের লবণবাদ; লব্ধা মরিচের (ক্যাপ্সিকামের) ঝালবাদ; তৈলের পিচ্ছিল গুণ; জলের ও বরফের ঈষতলভ; কষ্টিক ও কার্বলিক-এসিড্ আদির দাহিকাশক্তি ইত্যাদি স্থূলশক্তির কাৰ্য্য; এই কাৰ্য্য দ্রব্যের পরিমাণের আত্মপাতিক; সুতরাং ডাইনিউসন আদি দ্বারা ঔষধ বিভাজিত (infinitely divided) হইলে স্থূলশক্তির ক্ষমতার অবশ্র হ্রাস হয়; পক্ষান্তরে ঔষধের পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে তাহার স্থূলশক্তিরও অতিরিক্ত কাৰ্য্য দেখিতে পাউ, এমন কি বিধাত ও অতি ভীক-বীৰ্য্য ঔষধ সকল সামান্ত অতিরিক্ত পরিমাণ হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করিতে পারে। এলোপ্যাথিকাদিমতের চিকিৎসাতে সর্বদা ব্যবহৃত, সাধারণ বিরেচক ঔষধ সকল (ordinary purgatives) আমাদের নিত্য আহারের দ্রব্যাদির কোন কোন জিনিষের স্থার; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রখর। লবণ, শাক, ছয়, সুজি, ঘৃত, মাখন, আন্ন, পেপে, বিক্ষল ইত্যাদি যথোপযুক্ত পরিমাণে নিত্য খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। সুতরাং কাষ্টর অইল আদি বিরেচক ঔষধ সমুদয়, কোন ঋতুর স্থার—কেহ অত্র-পথে ইরিটেশন বা উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া,—কেহবা অত্র-পথকে তৈলাক্তের স্থার পিচ্ছিল করিয়া,—কেহবা গল্লাভার (পিত্তকৌষ) মুখে উত্তেজনা উৎপাদনে পিত্ত বিরেচন করিয়া যেন কৌশলক্রিয়া (arts and mechanism) দ্বারা মল নিঃসারণ-কাৰ্য্য সম্পাদন করে। অতএব বুঝিতে পারিলে যে, উক্ত বিরেচক

ঔষধাদির এই মল-নিঃসরণ-ক্রিয়া আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদির স্থলশক্তির ক্রিয়ার জায় ; এইজন্য অনেকে এলোপ্যাথির এই সাধারণ বিরোচক ঔষধদ্বিগকে প্রকৃত ঔষধ মধ্যে গণ্য না করিয়া খাদ্যের রূপান্তরমাত্র বলিয়া থাকেন । যাহা হউক মূল কথা এই যে, ঔষধের স্থলশক্তিতে স্থলকার্য্যই দেখিতে পাইবে, প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী ক্ষমতা তাহার আছে কি না, সন্দেহ ; তবে বিষাক্ত ও প্রথর তেজোযুক্ত ঔষধ সমূহের অশক্তীকৃত অবস্থায় যে, কখন কখন কার্য্য হয় তাহা দেখিতে পাই, তাহার কারণ অহুস্ফান করিলে জানিবে যে, কতকগুলি ঔষধে স্বভঃ তৎশক্তি আছে ।

তৎশক্তি সম্বন্ধে পুনঃ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা :—ইংরাজিতে যাহাকে Potency পোটেন্সি বলে তাহাই তৎশক্তি ; হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এক কেঁটায় যে তৎশক্তি নিহিত আছে, সেই তৎশক্তিই প্রকৃত রোগারোগ্য করে ; কিন্তু ঔষধের এক কেঁটায় যে পরিমাণ স্থল-কণা গুঁরহিয়াছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর অগণ্য পদার্থ, তাহা দ্বারা কোন কার্য্য হয় না । এই দুইটিমাত্র কথা স্মরণ রাখিবে, তাহা হইলেই ক্ষমতার সহিত বুঝিতে পারিবে যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এক কেঁটা কেন এত ফলপ্রদ ?—পুনরায় বলিতেছি ইহা তৎশক্তির কার্য্য—ইহা কোন স্থল-কণাগুর কার্য্য নহে ।

ইংরাজিতে ডাইলিউশন (Dilution) শব্দকে সর্বদা Potency পোটেন্সি শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তাহা দ্বারা ভাব ও বিষয় (fact) ঠিক উন্টা হইয়া যায়, যেহেতু “ডাইলিউশন” শব্দ দ্বারা দ্রব্যকে হ্রাসহ্রাসরূপে বিভক্ত করা অর্থাৎ দ্রব্যের স্থলশক্তিকে খর্ব্ব করাই বুঝায় ; তদ্বারা Potencyর পোটেন্সির অর্থাৎ তৎশক্তির কিছুই বুঝায় না । অতএব মূল কথা এই যে, পোটেন্সি বা তৎশক্তির ভাব ঠিক রাখিতে হইলে “ডাইলিউশন” শব্দ আর ব্যবহার না করিয়া, পোটেন্সি বা তৎশক্তি শব্দই ব্যবহার করা কর্তব্য ; যথা “একোনাইট ও” বুঝিতে হইলে তিন পোটেন্সির একোনাইট, কিম্বা তিন তৎশক্তির একোনাইট, অথবা সংক্ষেপে তিন শক্তির একোনাইট একাত্তরভাবে বুঝিবে । এই আটকেলট যন্ত্র হইয়াছে এমন সময় ঠিক এই ভাবের শুটকতক কথা ১৮৯০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের “নর্থ আমেরিকান জার্নাল অব

হোমিওপ্যাথি" (The North-American Journal of Homoeopathy) নামক আমেরিকা দেশস্থ কোন পত্রিকার ১০৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইলাম Dr. Allen deprecated the word "dilution"; he thought better to speak of it as a Potency; we don't dilute a remedy, we potentize it. ডাক্তার এলেন নামক আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক "ডাইলিউশন" শব্দ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্তে পোটেন্সি (তত্ত্বশক্তি) শব্দের ব্যবহার নিতান্ত উপযুক্ত মনে করেন ; এবং বলেন যে, আমরা ঔষধকে ডাইলিউট (তরল বা বিভাগ) করি না, প্রকৃতপক্ষে উহাকে আমরা Potentized বা শক্তীকৃত করিয়া থাকি ।

তত্ত্বশক্তি—হই প্রকার ভাবে পাওয়া যায় :—স্বতঃ ও কৃত । ৪৫ পৃষ্ঠার ২ প্যারাগ্রাফে দেখে যে, কতকগুলি ভীক্স-বীৰ্য্য ঔষধে আপনি স্বভাবতঃ যে কিয়ৎপরিমাণ তত্ত্বশক্তি বর্তমান থাকে তাহাকেই স্বতঃ-তত্ত্বশক্তি বলা যায় । পোটেন্সিয়েসন্ ক্রিয়া (ডাইলিউশন ও ট্রিটুরেশন আদি "ক্রম"-ক্রিয়া) দ্বারা ঔষধের যে তত্ত্বশক্তি উদ্ভাবিত করা হয় তাহাকে কৃত-তত্ত্বশক্তি বলে । এই কৃত-তত্ত্বশক্তিকে ক'ক প্রকারে উদ্ভাবিত করা হয় তাহার সুবিস্তার বর্ণনা সৰ্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া নামক পুস্তক মধ্যেই দেখিতে পাইবে । স্বতঃ-তত্ত্বশক্তি হইতে কৃততত্ত্বশক্তিই রোগারোগ্য পক্ষে অধিকতর বীৰ্য্যবতী । কৃততত্ত্বশক্তিই প্রকৃত তত্ত্বশক্তি ; এই তত্ত্বশক্তিকে আমরা সকলে সংক্ষেপে বীৰ্য্যের মর্দার্থবোধকশব্দ শুধু "শক্তি" বলিয়াই উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব ; যথা "আসেনিক ৩০" বলিতে ত্রিংশ শক্তির আসেনিক, "বেলাডোনা ২০০" বলিলে দুই শত শক্তির বেলাডোনা বলিব ইত্যাদি ইত্যাদি । (পূর্ব পৃষ্ঠা দেখ) । অতএব প্রার্থনা এই যে, এই প্রকারে আমাদের বঙ্গের প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি প্রিয় মহাশয়ের উচিত যে হীনার্থ বোধক "ডাইলিউশন" শব্দ আর ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্তে শক্তি শব্দই ব্যবহার করেন । ঔষধের এই তত্ত্বশক্তির প্রস্তুতক্রিয়ার দ্বারা এক হইতে শত, শত সহস্র লক্ষাধিক শক্তিতে বিকসিত হইয়া থাকে । এই তত্ত্বশক্তিকে আমরা মনে করিও না ; এই শক্তি বিকসিত হইলে অতি সহজে নষ্ট হইবার নহে ; আমার প্র্যাকটিসের প্রথম ভাগে জেলা ঢাকা নিবাসী বালিয়াটির প্রসিদ্ধ জমিদার, আমার পরমোপকারী

যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর যশোনা লাল বাবু আমাদের একটি হোমিওপ্যাথিক বাক্স দেন ; ঐ বাক্স প্রায় এগার বৎসর যাবৎ তাঁহার নিকট পড়িয়াছিল ; তন্মধ্যে ত্রিশ শক্তির সাল্ফারের গ্লবিউলগুলি বিগলিত ও মলিন অবস্থাপন্ন হইয়া গিয়াছিল । পাবনা জজ কোর্টের উকিল বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সর্বজ্যেষ্ঠ কন্যার নাসিকাগ্রে একটি চুষ্ট ক্ষত জন্মে, তজ্জন্ত এলোপ্যাথি ও অন্যান্য অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল ; কিছুতেই ঐ ক্ষত আরোগ্য হয় নহ ; কিন্তু দ্বাদশ বর্ষেরও উদ্ধাকাালের ঐ ত্রিশ শক্তির সাল্ফারের গলিত গ্লবিউল অর্ধ মটর প্রমাণ একমাত্রা প্রদানেই ক্ষতের উপর এক খানি কাল চটা বাঁধিয়া, তিন দিন মধ্যে ক্ষত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল । ঐ ক্ষতটী এত শীঘ্র আরোগ্য হইল যে, ঐ ক্ষতস্থানের গর্তটী পরিপূর্ণ না হইতেই ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেল । এই দৃষ্টান্ত, শক্তীকৃত ঔষধের শক্তি যে বহুকালস্থায়ী হয় ও তাহা যে সহজে নষ্ট হইবার নহে তাহাই বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিতেছে সন্দেহ নাই । মফঃস্বলে ক্ষুণ্ণজলাদি যে সমস্ত অপরিষ্কৃত জলসহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া যাদৃশ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে, তাহাতে ইহার ঔষধের শক্তি যে অতি সহজে নষ্ট হইবার নহে তাহারই সাক্ষ্য দেয় ।

কথিত শক্তির বৈজ্ঞানিক পোষকতা ।

খৃঃ অব্দের ১৯০৩ সনের আমেরিকান-ইনিস্টিটিউট অব্ হোমিওপ্যাথি নামক মহাসভায় ডাক্তার চার্লস্ গ্যাচেল্ Charles Gatchell M. D. কথিত “শক্তি” সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল । আমরা প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রাক্ষর কালে কথিত “শক্তিকে” “বৈজ্ঞানিক শক্তি বিশেষ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি । এইক্ষণে আমরা ঐ প্রবন্ধে আমাদের কথিত ‘অল্পমিত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা’ বিশদরূপে বর্ণিত দেখিয়া এই স্থানে উহার নার মর্ম্ম নিতান্ত আত্মাদের সহিত লিখিলাম ।

মহাত্মা হানিমান এই “শক্তিকরণকে” “ডাইনমিজেশন্ ডYNAMIZATION” বলিয়া অনুমিত করিয়াছেন। এই নবাবিস্কৃত থিয়রি (theory অনুমতি) Electrolytic Dissociation ইলেক্ট্রোলিটিক ডিসোসিয়েশন্ তাহারই পরিপোষণ করিতেছে।

ইলেক্ট্রোলিটিক ডিসোসিয়েশন্—কাহাকে বলে?

যখন কোন পদার্থ দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তরল হইয়া যায়, তখন তাহাদের মলিকিউলস্‌চয় (molecules) * বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; তখন ঐ বিচ্ছিন্ন মলিকিউলগুলির পরমাণুচয় আইওন্স (Ions) রূপে পরিণত হয়। সাধারণ পরমাণুচয় (Atoms) দ্রব হইবার বেলায় মলিকিউল হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে ইলেক্ট্রিক (Electric) অর্থাৎ বৈদ্যুতিক তেজ পূর্ণ হইয়া পড়ে; তাহারা আর অদ্রব পদার্থের সাধারণ পরমাণুর ভায়ে থাকে না। দ্রবত্ব প্রাপ্তি হইবার বেলায় সাধারণ পরমাণুচয় ইলেক্ট্রিক তেজপূর্ণ হইলে তাহাদিগকে “আইওন্স Ions বলে। আইওন্স দুই প্রকার। ক্যাটাইওন্স Cations এবং এনাইওন্স Anions. পজিটিভ্ Positive ইলেক্ট্রিসিটি যুক্ত আইওন্সকে ক্যাটাইওন্স বলে এবং নিগেটিভ্ Negative ইলেক্ট্রিসিটি যুক্ত আইওন্সকে এনাইওন্স বলে।

“ইলেক্ট্রোমিটার” Electrometre নামক বিদ্যুৎ পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা উক্ত আইওন্সচয়ের সমস্ত নিদ্বারিত হইয়াছে। অতএব বুঝা গেল যে, কোন পদার্থ তরলীভূত হইবার বেলায় তাহার পরমাণুচয় যে, মলিকিউলচয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় বিদ্যুৎপূর্ণ হইয়া যে বিচ্ছিন্ন (dissociated) হয় তাহাকেই “ইলেক্ট্রোলিটিক ডিসোসিয়েশন্” বলে। পটাসিয়াম ক্লোরাইড্ (K. L.) নামক পদার্থ জলে দ্রব করিলে ঐ দ্রব পদার্থে আদ্য পদার্থের পরমাণুচয় বর্তমান থাকে না। উহারা নূতন কলেবর প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঐ সলিউশনে K. এবং L পদার্থদ্বয়ের আইওন্সচয় অসংখ্য পরিমাণে পাইবে। এইরূপ ছাট্‌-মিউরিয়ে-টিক্লুম্, ইত্যাদি সৰ্ব্ব পদার্থই হয় জানিবে। যদি পদার্থচয় প্রকৃতরূপে তরলী-

* দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্র হোলে সন্নিবিষ্ট হইলে তাহাকে মলিকিউল বলে। পরমাণুসমষ্টি মলিকিউলচয় এবং মলিকিউলচয়ের সমষ্টি যে কোন পদার্থ।

ভূত না হয়, তবে তন্মধ্যে অনেক মলিকিউল্‌স্‌ ক্রুড্‌, অর্থাৎ আদ্য অবস্থায় পাইবে। তাহারা তখনও আইওন হয় নাই। পরমাণুচয় আইওনস্‌ হইলেই শক্তীকৃত অবস্থায় উপস্থিত হইল জানিবে।

বহুবিধ কোমিষ্ট্রীকাদি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থচয় সহ এই বিষয়টি ডাক্তার গ্যাচেল-
লিখিয়াছেন।

অশক্তীকৃত এবং শক্তীকৃত ঔষধের ব্যবহার ফল ।

১। ঔষধ সমস্তের ব্যবহার বিধানে তিনি বলেন যে, যে সমস্ত ঔষধ স্বল্প তরল সলিউশনে পরিণত না হইয়া ঘনতরল অবস্থায় থাকে, তাহাদের মলিকিউল্‌ গুলি আদ্য পদার্থের ক্রুড্‌ বা অশক্তীকৃত অবস্থায়ই থাকে, তাহা সেবন করিলে যন্ত্রনিচয়ের ডিপ্রেসন্‌ Depression অর্থাৎ নিস্তেজাবস্থা উৎপাদন করে এবং শরীর পোষণ কার্যের ব্যাঘাত জন্মায়। এই প্রকার ক্রুড্‌ ঔষধ প্রয়োগের কার্যকে “প্রাইমেরী” কার্য Primary action বলা যায়। স্বভাবের চেষ্টায় তাহাদের Secondary action অর্থাৎ গৌণক্রিয়া হইয়া তাহা রোগীর সৌভাগ্যক্রমে সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা না হইলেই অমঙ্গল কিংবা যৌর বিপদ। কোন কোন জরে দেখিয়াছি যে এন্টিপারিন্‌; স্যালিসিন্‌ ইত্যাদি ঔষধ সেবন করার পরই কোল্যাপ্‌স্‌ উপস্থিত হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এমন কি কোন কোন রোগীতে কুইনাইন পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগের পর কোল্যাপ্‌স্‌ উপস্থিত হইয়াছে। জানিতে পারিলাম * * * * কবিরাজ মহাশয়ের জরে কুইনাইন ইন্‌জেক্ট করার পরই যে কোল্যাপ্‌স্‌ আরম্ভ হইল, তাহাতেই তাহার প্রাণ-
বিরোগ হইল।

২। শক্তীকৃত হোমিওপ্যাথিক সলিউশন্‌ সমস্ত অতিসূক্ষ্মতম সলিউশন্‌ সন্দেহ নাই। এতাদৃশ শক্তীকৃত প্রত্যেক ঔষধই স্টিমুলেন্ট বা স্‌উন্‌ভেজক এবং শরীরের পোষণ কার্যের সহায়কারী। আমাদের হোমিওপ্যাথি শক্তীকৃত একোনাইট্‌ এবং এন্টিপাইরিগ্‌, আদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আমরা বহু রোগীকে কোল্যাপ্‌স্‌, অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছি।

ঔষধের শক্তি (ডাইলিউসন) মীমাংসার উপায়।

এতৎসম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব দেশীয় চিকিৎসকদিগের অভিজ্ঞতা কি প্রকারে সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ১২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে; ডাইলিউসন সম্বন্ধে নব্য-চিকিৎসকদের অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেই গোলযোগ নিবারণ জন্য অনেক রোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাইলিউসন ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে; তাঁহারা প্রথম চিকিৎসা আরম্ভ সময় এতদমুসারে কিম্বা একটা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশমুসারে ঔষধগুলির কয়েকটা ডাইলিউসন সংগ্রহ

করিয়া রাখিবেন; পরে ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবেন যে, আপন অভিজ্ঞতা-মুসারে ডাইলিউসনের ব্যবহার ঠিক হইয়া আসিবে। সচরাচর তরুণ ব্যাধিতে লোয়ার বা নিম্ন শক্তি, পুরাতন ব্যাধিতে হাইয়ার বা উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা যায়। প্রথমে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলেই এই নিয়মেই করিবে এবং অধিকাংশ স্থলে তাহাতেই ফল পাইবে, কিন্তু অনেক সময় লক্ষণ ঠিক ঐক্য হইলে কতকগুলি তরুণ ব্যাধিতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার করিয়াও উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, তাহাতে কোন গোলযোগ বোধ করিও না; তোমরা তরুণ ব্যাধিতে সাধারণতঃ নিম্ন শক্তিই ব্যবহার করিবে, তাহাতে রীতিমত ফল না পাইলে শক্তির পরিবর্তন করিতে পার। ঔষধের উচ্চ ও নিম্ন শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটা বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রাক্টিক্যাল উপদেশঃ—(১)

যখন রোগীর লক্ষণের সহ ঔষধের লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য থাকে, তখন সেই ঔষধের উচ্চশক্তিই ব্যবহার করা সর্বতোভাবে কর্তব্য এবং তাহাতেই আশ্চর্য্যজনক ও সন্তোষদায়ক ফল দর্শন করিবে। (২) কিন্তু যৎকালে কতকটা সদৃশ-ঔষধ ভিন্ন প্রকৃত সদৃশ-ঔষধ নির্ণয়ে অক্ষম হইবে, তখন আদত বা মূল ঔষধের অল্প মাত্রা বা মাদার টিংচারের দুই এক ফোটা কিম্বা ঔষধের নিম্ন বা মধ্যবর্তী শক্তি ব্যবহার করিলেও অনেকটা ফল পাইবে। মাদার টিংচারাদি হইতে ১২শ শক্তি পর্য্যন্ত নিম্নশক্তি; তৎপর ৩০শ শক্তি পর্য্যন্ত মধ্যম শক্তি; এবং ৩০শ শক্তির অধিক

হটলে উচ্চশক্তি বলা যায়। (ডাইগিউসন) সবক্ষে আব্রণ কয়েকটা জাতব্য বিষয় ১২ ও ৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

অত্র পুস্তকে ১ম শক্তি হইতে ১২শ শক্তি পর্যন্ত শক্তিনিচয়কে দশমিক শক্তি জানিবে। তদুর্দ্ধে শতভাগিক শক্তি বলিয়া জানিবে।

একটা ইউরোপীয় ডাক্তার কি তরুণ কি প্রাচীন সকল ব্যাধিতেই ঐষধের ২০০ শত শক্তি ব্যবহার করেন। তাহার সঙ্গে হিষ্টিরিয়া, অর্শ হইতে ভয়ানক রক্তস্রাব, হিকা ইত্যাদি যে কয়েকটা রোগী (তরুণ ও প্রাচীন) দেখিয়াছি তাহাদের প্রত্যেক রোগীতেই ২০০ শত শক্তির আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

নিম্নে * * * * যে কয়েকটা রোগী দেখি তাহা উল্লেখ করিলাম।
(১) রঙ্গপুর বাহির-বন্দরের কোন জমীদার কন্যা হিষ্টিরিয়া রোগী, তাহার ভয়ানক ফিট সহ বক্ষস্থলে বেদনা, হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম বোধ; ষ্ট্যানাম্ ২০০ শত শক্তি একমাত্রায় ফিট ও বেদনা কমিয়া রোগীর নিদ্রা হইল।

(২) অর্শ হইতে ভয়ানক পরিমাণ লাল ডাহা রক্তস্রাবে সাল্ফার ২০০ শত শক্তি একমাত্রা প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতাদৃশ ৪টা রোগী এপর্যন্ত আশ্রমের হস্তে আরোগ্যলাভ করিয়াছে (:৮৯৮০ সন)

(৩) একটা অরু, কাশি, শোথ, হিকা ইত্যাদি উপসর্গযুক্ত রোগীতে জানা গেল, যে অরু পূর্বে বহুবাবু কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা দুই তিন বৎসর ধাবৎ চাপা দেওয়া হয়, পরে আমাশয় ও শোথ দেখা দেয়; বড় বড় কবিরাজী চিকিৎসায় শোথ কতক নিবৃত্ত হইল বটে কিন্তু হিকা প্রাণনাশকভাবে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন ২০০ শত শক্তির ট্রাটুম্-মিডার্নেটিকাম একমাত্রা প্রয়োগের পরে ক্রমে ক্রমে হিকা ১৪ ঘণ্টায় সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া গেল। ৪৫ দিন পর্যন্ত হিকার কথা শুনিতে পাই নাই। এই রোগীটা বিক্রমপুর সোনারঙ্গবাসী একটা এলোপ্যাথিক ডাক্তার; নাম বাবু প্যারিমোহন সেন, এই ক্ষণ তিনি ভাল আছেন, গত ৫২সর তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন ১৯০৪ ;

এই রোগীতে কোন উচ্চদরের কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই হিকা যে কারণ করিতে পারিবেন তিনি আমাদের গুরুস্থানীয়।

আমাদের অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা ততই উচ্চশক্তির ফল, কি তরুণ কি প্রাচীন সকল পীড়াতেই অধিকতর আশাপ্রদ ও কার্যকারী দেখিতেছি। ওলাউঠা রোগে ভিরেটাম্, আর্ন, কুপ্রাম্, সিকেলৌ ইত্যাদি ঔষধের ৩০শ শক্তি এমন কি ১০০ শত শক্তি দ্বারাও আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইতেছি। শিশুর কন্ডালশনে বেলার্গডোনার ২০ শত শক্তি অতীত আশ্চর্য কার্যকারী বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।

রোগারোগ্যকারিণী তত্বশক্তির রোগ-উৎপাদিকা ক্ষমতাও আছে; কোন শক্তীকৃত ঔষধ বহুদিন সেবন করিলে সেই ঔষধের লক্ষণচয় শরীরে উদ্ভূত হইতে থাকে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের তত্বশক্তিক্রম ঔষধের অর্থাৎ নানা প্রকার ডাইলিউসনের ঔষধের প্রতিং সূস্থ শরীরে করিতে পারিলে তদ্বারা উৎকৃষ্টতর ডাইলিউসন মীমাংসা হইতে পারে, ইহা কতিপয় বিজ্ঞের মত; কারণ, যে ঔষধের যত শক্তির (ডাইলিউসনের বা 'খোটেন্সির') দ্বারা যে যে লক্ষণ জন্মাইবে সেই সেই লক্ষণযুক্ত রোগে সেই ঔষধের সেই শক্তি দ্বারা উপকার হওয়া সম্ভব।

ঔষধের মাত্রা—বয়স্হদিগের জন্ম, টিংচার ও ডাইলিউসন সাধারণতঃ এক কোঁটা; অল্পবটিকা ৮টা; বড় বটিকা দুইটি; বিচূর্ণ বা ট্রিচুরেশন এক গ্রেণ মাত্রা। শিশুদের জন্ম এই মাত্রায় অর্ধেক দিতে হয়। নিতান্ত ক্ষুদ্র শিশুদিগকে বড় বটিকা দিতে নাই; কারণ, তাহা গলায় বাধিতে পারে। রোগের উগ্রতার ন্যূনাধিক্যানুসারে ঔষধ খাবার সময়ের ব্যবধান করিতে হয়।

সাধারণতঃ ৩৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া যায়; রোগের পুরাতন কিম্বা আরোগ্য অবস্থায় দিবসে একবার কিম্বা দুইবার দিতে হয়। আব্রান নব ও আণ্ড প্রাণনাশক ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে ১০।১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তরও ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। কোন কোন স্থলে একমাত্রা ঔষধেই রোগ আরোগ্য হয়। অর্ধেক হইয়া অতি পুনঃ পুনঃ ঔষধ (বিশেষতঃ উচ্চশক্তির ঔষধ) ব্যবহার করিবে না, তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি বা রোগান্তর জন্মিতে পারে।

মহাত্মা হানিমান ঔষধের প্রথম মাত্রার ফলাফল বিশেষ করিয়া দেখিতেন, এবং আবশ্যক হইলে দ্বিতীয় মাত্রা ব্যবহার করিতেন ; তিনি বলেন, প্রথম-মাত্রাজনিত উপকারের হ্রাস হইতে দেখিলেই দ্বিতীয় মাত্রা দিবে ; ফ্রিউলানি ধাতুস্থ পীড়ানিচয়ের জন্ত সপ্তাহে, মাসে কিম্বা তিন চারি মাসে একবার করিয়া ঔষধ দেওয়া যায় ।

(ANTIPSORIC) এন্টিসোরিক ঔষধ চয়ের

ব্যবহার পদ্ধতি ।

সালফার, সোরিনাম, গ্র্যাকাইটিস, ক্যালক্-কার্ক, কার্ক-এনিমেলিস, কষ্টিকাম্, কোনায়াম্, হিপার-সালফ্, কেলি-কার্ক, ট্রুসিয়াম্-কার্ক ইত্যাদি কয়েকটা এন্টিসোরিক ঔষধ । ইহাদের কোন ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হইলে, উহা প্রয়োগের পূর্বে লক্ষণাদি বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিবে যে, ঐ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত কি না এবং তাহার লক্ষণ রোগের সহিত ঐক্য অবস্থায় রহিয়াছে কি না ? এই সমস্ত ঔষধের ৩০ শক্তি সচরাচর আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, কখন কখন ২০০ শত কিংবা ১০০০ শক্তিও ব্যবহার করা যায় । ইহাদের গুণ এবং কার্য বহুদিন স্থায়ী, সেই জন্ত আমরা এই সমস্ত ঔষধের একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া অনেক উৎকর্ষ তরুণ এবং প্রাচীন উভয়বিধ পীড়াতেই বিশেষ কাল গৌণ করিয়া ইহাদের ফলাফল দেখিয়া ঔষধান্তরে যাই । পাবনা নিবাসী কালী-কুমার ভট্টাচার্য্য এবং পার্শ্বভী গাঙ্গুলী নামক ব্যক্তি দ্বয়ের অর্শ হইতে ভয়ানক পরিমাণ রক্ত প্রতিদিন শ্রাব হইত ; তাহারা অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়াও ফল পায় না, আমি সালফার ২০০ শত শক্তির ৬টা গ্লোবিউল উভয়কেই এক সময় খাইতে দিয়াছিলাম, তাহাতে তাহাদের ঐ রক্ত পড়া ক্রমশঃ কমিয়া তৃতীয় দিবস মধ্যে আর রক্ত দেখা গেল না, তাহারা আমাকে পুনরায় ঐ ঔষধ প্রয়োগ-জন্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, এতাদৃশ ঔষধে দ্বিতীয় মাত্রা প্রায়ই আমি প্রয়োগ

করি না, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দেখ যে, একমাত্রাতেই তোমরা সন্তোষকর ফল পাইবে। অনেক সময় এতাদৃশ দ্বিতীয়মাত্রা প্রয়োগ করিয়া প্রাপ্ত ফল নষ্ট হইতে দেখিয়াছি। এমন কি দারুণ ওলাউঠার কোল্যাপ্স অবস্থায় ৩০ শক্তির সাল্ফার একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা কিম্বা ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া নাড়ীর স্পন্দন এবং অত্যন্ত লক্ষণের সু-অবস্থা সন্তোষকরভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে রোগীর সন্তোষার্থ unmedicated আনমেডিকেটেড অর্থাৎ অনোধবিষাক্ত Alcohol স্যালকোহল কিম্বা গ্রবিউল্‌স্‌ দুই চারি ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিয়া রোগীর ও আত্মীয় স্বজনদের মন স্থির রাখিতে হয়। যদি হোমোপ্যাথি ঔষধের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে আকা বাকা করিয়া Antipsoric ঔষধের দ্বিতীয় মাত্রা শীঘ্র প্রয়োগ করিও না। আমরা ইহাদের একমাত্রা প্রয়োগ করিয়াই বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আবার ইহাও বলি, এন্টিসোরিক ঔষধের একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া অল্প ঔষধের প্রয়োগ সহজে করা উচিত নহে। তাহাতেও ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তবে কোন কোন ঔষধের পূর্বে একমাত্রা এন্টিসোরিক ঔষধ অগ্রে ব্যবহার করিলে অতি সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক সময় এন্টিসোরিক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা শারীরিক ধর্ম্ম সংশোধিত হইয়া উৎকট উৎকট হুরারোগ্য রোগ সকল তরঙ্গ হউক কিম্বা প্রাচীন হউক আশ্চর্য্য ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে।

ঔষধের মাত্রা Repeat বা পুনঃ প্রয়োগবিধান।

সাধারণতঃ উচ্চশক্তির ঔষধ একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ, ফলাফল না দেখিয়া করা কর্তব্য নহে। চিনিলাম সালফের ২০০ দুইশত শক্তি এমন কি উহার ৩০শ শক্তিও একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় মাত্রা আর্ম শীঘ্র দেই না। যে অর্জ একদিন বাদে একদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিংবা জরসহ ডিলিরিয়াম থাকে তাহাতে চিনিলাম সালফের উচ্চশক্তি অতীব ফলপ্রসূ। ইহার ফল (ডিলিরিয়াম ইত্যাদিযুক্ত রোগীতে) তিন চারিদিন অন্তর পাওয়া

বায় । এই তিন চারিদিনে ধৈর্য্যচ্যুতি বেন না হয় । তিন চারিদিন পর ইতার আশ্চর্য্য ফল পাইবে । ক্যালক্ ফস্ উচ্চশক্তি দুইএক মাত্রা প্রয়োগ করিয়া দীর্ঘ সময় ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবে ।

ডাক্তার তারক পালিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ গোবিন্দের জর । দুইমাত্রা ক্যালক্-ফস্ ৩০শ শক্তি প্রয়োগ করিয়া বহুদিন ধৈর্য্য ধরাতে তাহাতেই শ্রীমানের জর আরোগ্য লাভ করে । হাতপা চক্ষুজ্বালা সহ প্রাচীন জর হইতে থাকিলে সালফার ৩০শ শক্তি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহার একমাত্রা প্রয়োগেই জর আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি । তবে দুই তিনদিন ধৈর্য্য ধরা কর্তব্য । পঞ্চানন পাল মহাশয়ের জর ও আমাশয়রোগে সালফার একমাত্রা দিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি । ৩০ শক্তির একমাত্রা সালফার প্রয়োগে অতি কঠিন আমাশয়ের রোগীও আরোগ্য লাভ করিয়াছে । রোগ আরোগ্যের মুখে উপস্থিত হইলে মাত্রা অধিকতর অন্তর অন্তর দিবে ।

— ০০ ÷ ০০ —

ফোঁটা ফেলিবার সঙ্কেত ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফোঁটা ঢালিতে অনেকে ভীত হয় এবং সহজে ফোঁটা ফেলিতে পারে না । নিম্নলিখিত সঙ্কেত অনুসারে ফোঁটা ফেলিলে অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে । বাগ হস্তে শিশির গাত্রটী ধর, দক্ষিণ হস্তে শিশির কর্কটী তাহার মুখ হইতে উত্তোলন কর, তৎপশ্চাৎ কর্কের তলাটির মধ্যভাগ শিশির ঔষ্ঠের সহ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া এ প্রকার ভাবে ধর যেন কর্কের তলাভাগটী ভূমির দিগ্‌পানে থাকে ; পরে সাবধানে আস্তে আস্তে শিশির মুখটী কিছু নিচু করিলেই তন্মধ্যস্থ ঔষধ ফোঁটা-ভাবে ধীরে ধীরে পড়িতে থাকিবে ।

জ্বরের প্রথমভাগে জ্বলাপ অনেক সময়

সর্বনাশ ঘটাইয়া থাকে !!

অনেক কবিরাজ, এলোপ্যাথ এবং হাকিম ইত্যাদি চিকিৎসক মহাশয়গণ সর্বদাই বলেন যে জ্বলাপ দিয়া মল, পরিষ্কার না হইলে কখনই জ্বর আরোগ্য হয় না। আমরা এই কথা স্বীকার করি না। আমাদের রোগীদিগের বাহি না হইয়াও সুন্দরভাবে জ্বর পরিত্যাগ পাইয়া যায়। তাড়াতাড়ি জ্বর ছাড়াইবার জন্ত জ্বলাপ ইত্যাদি প্রয়োগ এবং জ্বর সামান্য কম হইবামাত্র কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা জ্বর বন্ধ করিয়া অনেকে বাহাদুরী নিতে চান বটে। কিন্তু অনেক সময় ভাগ্যে তাহার বিপরীত ফল ঘটে। যে জ্বর সামান্য ছিল কিম্বা ইন্টারমিটেন্ট ছিল তাহা জ্বলাপ দিবার পরই ভয়ানক উগ্র হইয়া উঠে কিম্বা একজরীভাব ধারণ করে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তখন চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ে বলেন কাজটা ঠিক হয় নাই। যে জ্বর সামান্য তাহা বিনা জ্বলাপেই ভাল হয়। জ্বলাপ কেবল বাঁধাগ্রস্ত মনের আঁকা বাঁকার জন্ত। টাইফয়েড জ্বর, সস্ত হাম ইত্যাদির জ্বর প্রথমে চিনিয়া লওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। ঐ সমস্ত জ্বরের প্রথম ভাগে জ্বলাপ পড়িলে বড় ভয়ানক ব্যাপার হইয়া উঠে। উড়িষ্যার অন্তর্গত কোন মিত্ররাজার পাট-রাণীর চিকিৎসা জন্ত আমি আহত হই। যাইয়া গুনিলাম রাণীর জ্বরের প্রথম-ভাগে জ্বলাপ দেওয়া হয়, তৎপর তাঁহার গাত্রে বসন্ত দেখা দিল কিন্তু বসন্ত ভাল প্রকারে উঠিতে পারিল না। তাহাতেই রাণীর মৃত্যু হইল। এইজন্য কবিরাজী মতে অষ্টাহের পূর্বে জ্বলাপ দেওয়া নিষেধ আছে। বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়েরা কখনও অষ্টাহ পূর্বে জ্বলাপ ব্যবহার করেন না। টাইফয়েড জ্বরেও অনেকে না বুঝিয়া জ্বলাপ প্রয়োগ করিয়া পরে ডায়েরিয়া থামাইতে পারেন না। তখন ঐ জ্বলাপের ফলেই রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং জ্বরের প্রকোপ সহ নিউ-মোনিয়া ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। জ্বলাপ দ্বারা সামান্য রেমিটেন্ট জ্বরগুলি অনেক সময় টাইফয়েড অবস্থায় পরিণত হয়।

সাবধান! আমরা তোমাদের রোগীকে কোন প্রকার জ্বলাপ দিতে চেষ্টা করিও না। আমাদের বহু প্রকার উৎকৃষ্ট ঔষধ রহিয়াছে তাহা বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে জ্বরও আরোগ্য হইবে এবং যথাকালে কোষ্ঠাদি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যিক

হইলে প্রকৃতিদেবী আপনি তাহা বুঝিয়া করিবেন। তোমার তাড়াতাড়িতে তিনি তাড়াতাড়ি করিবেন না। আমাদের চিকিৎসায় অতি কঠিন কঠিন রেমিটেন্ট এবং টাইফয়েড্ জ্বর আরাম হইয়া পরে পাঁচ সাত দিন অন্তর আপনি কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়াছে দেখিয়াছি। জ্বরাদি চিকিৎসায় আঁকা বাঁকা করিলেই যে শীঘ্র জ্বর আরোগ্য হইবে তাহা নহে। বরং অনেক সময় তাহার ফল বিপজ্জনক।



পথ্যাদি ।

ইহা অতি গুরুতর বিষয়। এই গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা অসম্ভব কথা ; সর্বদা আমরা যে সমস্ত পথ্য ব্যবহার করি তাহাই এস্থলে অতি প্রায়কটক্যাল ও আবশ্যকীয় মন্তব্যসহ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

তরুণজ্বরাদিতে ও তরুণ উদরাময় রোগে যেস্থলে অন্ন বা তাদৃশ পদার্থ আহার করা নিষেধ—সেই স্থলে আরারুট, সাণ্ড, বালি, ও মশুরের যুগ্ম অতি প্রশস্ত পথ্য। (১) আরারুট—সর্বাপেক্ষা লঘুতম পথ্য ; জলবৎ।

তরল করিয়া ইহা রন্ধন করিলে ওলাউঠার ছায় রোগীতে পানীয় ও পথ্য উভয় উদ্দেশ্যেই দেওয়া যায় ; পেটের পীড়াসহ জ্বরে ও তরুণ উদরাময় রোগে আরারুট সুপথ্য। বাজারে বহুদিনের খোলা কোটায় যে বালি বা আরারুট বিক্রয়ার্থ থাকে তাহা অপকারক, ইহা নূতন কোটা হইতে ব্যবহার করা কর্তব্য। শীতল জলে আরারুট মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট পথ্য প্রস্তুত হয়। (২) সাণ্ড—সিদ্ধ করিবার পূর্বে কিছুকাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখা কর্তব্য। (৩) বালি—শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া ইহা সুসিদ্ধ করিবে ; বালি সুসিদ্ধ না হইলে সহজে জীর্ণ হয় না ও তাহাতে অঞ্চল জন্মে ; ইউরোপীয় অনেক রন্ধন-ব্যবস্থায় বালিকে পাঁচ মিনিট মাত্র ফুটাইতে বলিয়াছে কিন্তু তাহা আমাদের পেটে সহ্য হয় না।

(৪) দেশীয় যব—প্রায় বালি তুল্য ; ইহার কাথ অন্নমাশয়, রক্তমাশয় প্রমোহ ইত্যাদি রোগে প্রশস্ত। বালি, মশুর, দেশীয় যব, ইহার সাণ্ড ও

আরার্কট হইতে অধিকতর সারবান পদার্থ; ইহাদের মধ্যে মাংস-নিৰ্ম্মাপক পদার্থচয় আছে। সাণ্ড ও আরার্কট কেবল ষ্টার্চ (Starch) নামক পদার্থ বিশেষ; ষ্টার্চ চিনির প্রায় সমতুল্য দ্রব্য। (৫, ৬) খই ও চিড়ার মণ্ড—বমনাদি উপসর্গ থাকিলে সুপথ্য; ইহারা প্রত্যেকেই দুই প্রকার হয়:—কাঁচা মণ্ড ও সিদ্ধ মণ্ড; শীতল জলে খই বা চিড়া ভালরূপ ভিজাইয়া রাখিয়া চটকাইয়া লইবে, পরে উহা ছাঁকিয়া লইলে কাঁচামণ্ড প্রস্তুত হয়। উষ্ণজলে সুসিদ্ধ করিয়া সিদ্ধমণ্ড করা যায়। (৭) মান মণ্ড—দুইভাগ মান চূর্ণ, তিনভাগ চাউলের গুঁড়াসহ ১৯ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিলে প্রস্তুত হয়; ইহা শোখাধিকারে উৎকৃষ্ট পথ্য। (৮) সূজি—ইহা জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধসহ খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে ও অর্শাদি রোগে নিতান্ত উপকার করে। অন্ন পথ্য দিবার পূর্বেদিন কিম্বা বেহলে দুই বেলা ভাত নিষিদ্ধ সে স্থলে সূজি বা সূজির রুটি দেওয়া যায়। পেটের পীড়া থাকিলে সূজি নিষিদ্ধ। চাউলের অন্ন ও বালি অপেক্ষা সূজি অধিকতর সারবান। আরার্কট, সাণ্ড, বালি ইত্যাদি রোগীর ইচ্ছা ও অবস্থানুসারে উপযুক্ত তরকারীর ঝোল বা মৎস্তের ঝোল, কিম্বা কাগ্জি লেবুর রস ও কিঞ্চিৎ লবণ অথবা মিছরি এবং দুগ্ধ সহকারে খাওয়া যাইতে পারে। (৯) গোদুগ্ধ—বলকারক কিন্তু পেটের পীড়া থাকিলে দুগ্ধ নিষিদ্ধ। মাংস বা মৎস্তসহ বা তাহা ভোজন সময় দুগ্ধ আহার নিষিদ্ধ; কারণ উহা অশ্বুর্বেদ ব্রতে মিথ্যা ও দ্রষ্ট আহার মধ্যে গণ্য। (১০) গন্ধভাদালিয়া—(*Paederia fastida*) বা গাঁধাল নামক লতার পত্রের ঝোল সামান্য আর্দ্রক (আদা), যমানী (যোয়ান) ও সৈন্ধব লবণসহ রন্ধন করিলে উহা তরুণ জ্বর, গাত্রবেদনা (অঙ্গগ্রহ), বাত, সর্দি, আমাশয় ইত্যাদি রোগে অত্যন্ত উপকারী। গাঁধালের সংস্কৃত নাম প্রসারণী। (১১) মৎস্ত—যে সমস্ত মৎস্তে রক্তের ভাগ অধিক আছে ও তৈলের ভাগ অল্প এবং সহজে জীর্ণ হইতে পারে তাহারাই সুপথ্য; তন্মধ্যে রোহিত, মজ্জুর (মাগুর) সর্কোৎকৃষ্ট মৎস্ত; তন্মধ্যে বাতাসী, থলিসা, তিন-কাঁটা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্ত। নবজরাদিতে ও পেটের পীড়ায় যদি

মৎস্তের ঝোল খাইতে দাও তবে সাবধান ! ঐ মৎস্তের মাংস-ভাগ খাইতে দিবে না, কারণ, তাহা অজীর্ণ উৎপাদন করিতে পারে (১২) মাংসের যুষ—ইহা ছাগ, মেঘ, কপোত, কুকুট, লাব বা তিস্তির প্রভৃতির মাংসে প্রস্তুত হয়। মাংস উত্তমরূপে ক্ষুদ্রিত করিবে ও সিদ্ধ করিবার পূর্বে ইহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে ও তৎপরে ক্রমে অল্প অল্প অগ্ন্যুত্তাপে মাংস সিদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট যুষ নির্গত হইবে। ঐ প্রকারে শীতল জলে মাংস বা ভিজাইয়া হঠাৎ উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিলে তাহার এলবুমেন নামক সার পদার্থ জমিয়া যায় ; তখন সমস্ত দিন সিদ্ধ করিলেও আর ঐ পদার্থ দ্রব হইয়া বাহির হয় না। মাংসের যুষের তৈলভাগ পৃথক করা আর একটি প্রধান কৰ্ম ; তাহা না করিলে ঐ যুষে অজীর্ণ উৎপাদন করে। ঐ যুষকে ছাঁকিয়া শীতল করিলে তৈলভাগ উপরে ভাসিয়া উঠে, তখন নূতন পরিষ্কৃত ব্লাটিং বা শোষ কাগজ ছোট ছোট ভাবে ছিন্ন করিয়া তদ্বারা পুনঃ ঐ তৈলভাগ স্পর্শ করিয়া ফেলিলে অথবা ডবল ফ্লানেল নামক বস্ত্রে পুনঃ ছাঁকিয়া লইলে তৈলভাগ কতকটা দূর হয়। ঐ মাংসের যুষে গোলমরিচ ও হরিদ্রাদি সামান্য মসলা মিশ্রিত করিয়া তেজপত্র ফোড়নে সম্ভারা দিলে সুস্বাদু হইতে পারে। অতি দুর্বল ও শয্যাশায়ী রোগীতে মাংসের যুষ সুপথ্য ও বলকারক। সার্জিকেল (Surgical case) অর্থাৎ যে রোগীতে অন্ত্র চিকিৎসাদি হইয়াছে তাহাতে মাংসের যুষ অতি সুপথ্য বলিয়া আমরা সর্বদা ব্যবহার করি। উদরান্ধাণ না পেটকাঁপা থাকিলে ও রক্তমাশয় রোগে মাংসের যুষ বিষতুল্য। মাংসের যুষের পরিবর্তে আমরা প্রায়ই মসুরীর যুষ ব্যবহার করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকি।

(১৩) মসূর বা মসুরী ও মসুরের ডাইল।—ইহা বহুকাল আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Cicer lens সাই-সার লেন্স বা Ervum lens আর্বাম্ লেন্স। আয়ুর্বেদে ইহাকে ত্রিদোষঘ্ন বলিয়া থাকে। সাণ্ড, বার্লি, আরারুট অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর সার পদার্থ আছে। ইহার কাথ বা যুষ মাংসের যুষের সমতুল্য। বঙ্গের সেনিটারী কমিশনার সাহেব ১৮২০ সনের এক রিপোর্টে ইহাকে মাংসের তুল্য সাবধান বলিয়া

ব্যাখ্যা করেন এবং প্রত্যেক জেলখানায় ইহার যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার বার্চ সাহেবও কোন কোন রোগীকে ইহা খাইতে দেন——আমরা নবজরে প্রায় অধিকাংশ স্থানেই ইহার কাথ ব্যবহার করিয়া থাকি। বিশেষতঃ রোগী নিতান্ত দুর্বল বা লো হইয়া পড়িলে ও বিলক্ষণ শ্লেষ্মার দোষ থাকিলে তখন মশুরীর যুষ অমৃততুল্য। যে সমস্ত রোগী উৎকট অবিরাম ক্রিয়া রেমিটেন্ট, জ্বরাদিতে বর্ধনিত হুগিয়া থাকে, তাহাদিগকে আমরা মশুরীর যুষ দিয়া সন্তোষকর ফল পাই, মাংসের যুষ চর্কি-সংযুক্ত-থাকা হেতু এতাদৃশ জ্বরাদিতে উৎকৃষ্ট নহে, বরং তাহা দ্বারা পেট গরম হয় ও যকৃতের কার্যের হানি হইয়া থাকে। পাটনাই মশুর সর্বোৎকৃষ্ট। মশুরের কাথ বা যুষ—অনেকে খোসায়ুক্ত আদত মশুর সিদ্ধ করিতে বলেন কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় মশুরের ডাইল করিয়া থাকি। যথেষ্ট পরিমাণ জলে মশুরকে বহুক্ষণ সিদ্ধ করিতে হয়; সিদ্ধ করিবার কালে ফেণা উঠিতে থাকে, হাতা দ্বারা পুনঃ পুনঃ 'সেই' সমস্ত ফেণা কাটিয়া ফেলিবে; মশুর সুসিদ্ধ হইলে আপনা হইতেই প্রায় গলিয়া যায়। এই সুসিদ্ধ মশুরী একথানা গর্তপানা খালায় ঢালিয়া হস্তদ্বারা উদ্ভমরূপে চটকাইয়া লইতে হয়, ভালরূপ চটকান হইলে জলীয়ভাগের সহ মশুর মিশ্রিত হইয়া যায়; পরে উহাকে কোন বস্ত্র বা ছাকড়াতে করিয়া হস্তাঙ্গুলি দ্বারা আলোড়িত করিতে করিতে ছাঁকিয়া কাথ-ভাগ বাহির করিবে ও সিটির ভাগ ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে মশুরের যে যুষ বাহির হয় তাহা অতি সারবান ও লঘু পথ্য। ইহা মলকে গাঢ় করে। এই কাথকে পাতলা করিয়া প্রস্তুত করিলে মশুরের পাতলা কাথ বলে, ইহা অতিসার সংযুক্ত জ্বরাদি রোগে অতি উৎকৃষ্ট পথ্য; ইহাতে পেট কাঁপিবার ভয় নাই; ৮৪ অধ্যায়ে সুস্রুত বলিয়াছেন “* * * * * খতে মুদগমশুরাভ্যামন্তোজ্ঞানানকরকাঃ।” (১) মশুরের কাথ, বালির জ্বার কিঞ্চিৎ কাগজি লেন্স রস ও লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া খাইতে পারে; (২) অনেকে মিছরি সহ মশুরের কাথ খাইতে ভাল বাসে। অথবা (৩) রোগীর ইচ্ছা হইলে এই কাথে কিঞ্চিৎ হরিদ্রা, গোলমরিচ-চূর্ণ ও লবণ মিশ্রিত করিয়া কাঠখোলায় (অর্থাৎ তৈল বা ঘৃত না দিয়া) শুধু তেজপত্র ফোড়নে সত্তার

দিয়া নবজরাদিতে খাইতে দেওয়া যায়। পেটের পীড়া না থাকিলে এই তৃতীয় প্রকার কাথের সহ অনেকে খে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেন। সাপ্তাদানায় খিচুরী—মোট সাপ্তাদানা শুটকতক তেজপত্র সহ মশুরের কাথ দ্বারা সিদ্ধ করিলে প্রস্তুত হয়; ইহার মসুরা ও সম্ভারাদি উপরোক্ত ত্রয় প্রকার কাথ সদৃশ দিবে। মসুর-জল—একখানি শ্রাকড়ার মধ্যে মশুরের ডাউল বাধিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিবে ও সিদ্ধকালে দ্বাবধানে ফেনাগুলি হাতা দিয়া পুনঃপুনঃ কাটিয়া ফেলিবে। ঐ মশুর-বাধা পোটলার ভিতর হইতে হরিজাবর্ণের জল বাহির হইতে থাকিলে জানিবে যে, মশুর সুসিদ্ধ হইয়া মশুর-জল প্রস্তুত হইয়াছে; তখন উহা নামাইয়া ঐ মশুর-জলগুলি পাত্রান্তরে ছাঁকিয়া লইবে। এই মশুর-জল বলরক্ষক, ধারক ও অতি লঘুপাক। একটা ওলাউঠা রোগীর হিক্কা বহু চেষ্টায় কোন মতে বারণ করিতে না পারিয়া এই মশুর-জল ব্যবস্থা করিলাম তাহাতেই ঐ হিক্কা আশ্চর্য্য প্রকারে বারণ হইয়া গেল। মশুর-জলসহ-আরারুট রন্ধন করিলে তাহা জরাতিসারের অতি প্রশস্ত ঔষধ। এমন কি পেটকাঁপা

থাকা সত্ত্বেও এই ঔষধ জরাতিসার রোগে আমরা ব্যবহার করিয়া সম্ভাবনায়ক

ফললাভ করিয়াছি। ঐই মশুর-জল গ্লাস বা টিনের চোঙ্গে করিয়া বরকের মধ্যে রাখিলে একপ্রকার উৎকৃষ্ট জেলি প্রস্তুত হয়। (১৫) মুদগ বা মুগের যুষ—মশুরের কাথের স্থান ইহা কাঁচা মুগের ডাইল হইতে প্রস্তুত হয়। ভাজা মুগ আমকরিক ও নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদির বিধবারা মশুর খাইতে পারে না তাহা-দিগের জরে ইহা দেওয়া যায়। আঁতসার কি আমাশয় থাকিলে নিষিদ্ধ।

(১৫) চাউল—তিন চারি বৎসরের পুরাতন সরু চাউলের অন্নই রোগীর জন্য সুপথ্য। উৎকৃষ্ট বোরোধান্নের বিশেষতঃ শালিধান্নের চাউল অল্পের পক্ষে উপকারী। ঢাকা জেলার উৎকৃষ্ট বোরোধান্ন পাওয়া যায়।

(১৬) আইজিং গ্লাস—একটি লঘু পথ্য; ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বহুদর্শিতা নাই। (১৭) বিস্কিট ও মুড়ি এবং খই—বিলাতি বিস্কিট দুই একখানা দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু না দিলেও ভাল হয়। কারণ, বিলাতি বিস্কিটের গাত্রে কিঞ্চিৎ চর্বি থাকে; বিস্কিট পুরাতন

হইলে তাহাতে পোকা পর্য্যন্ত জন্মিতে দেখিয়াছি । ক্রয় করিবার বেলা উহার আশ্রয় নূতন কি পুরাতন তাহা চিনিয়া লওয়া দায় । বিস্কিট অধিক পরিমাণ খাইলে শিশুদের উৎকট পেটের পীড়া জন্মিয়া উঠে ইহা অনেক স্থলে স্বচক্ষে দেখিয়াছি । যে স্থানে বিস্কিট পথ্য দেওয়া যায় সেস্থলে ভাল ভাজা ও প্রস্তুত মুড়ি বা খইও পথ্য দেওয়া যাইতে পারে । টাটকা মুড়ি বা খই ঐ বহুদিনের বিলাতি বিস্কিট হইতে লক্ষণে শ্রেষ্ঠ । দেশীয় স্থানীয় বিস্কিট অতি গুরুপাক । কলিকাতা, দিল্লি ইত্যাদি স্থানে স্থানে কলে উৎকৃষ্ট বিস্কিট প্রস্তুত হইতেছে । কোন উপসর্গাদি-রহিত সাধারণ জরে মুড়ি ও খই দেওয়া যাইতে পারে ; অনেকে খইকে ক্রিমিকারক বলেন, পেটের পীড়া থাকিলে উহা নিষিদ্ধ । (৮) পাউ-রুটি—মফঃস্থলে দূরে থাকুক, কলিকাতা সহরেও বড় বড় কয়েকটা কারখানা বাতীত ভাল পাউরুটি প্রায় পাওয়া যায় না । পাউরুটি ভাল প্রস্তুত না হইলে উহাতে যে তাড়ি দেয় তাহার অশ্বলক্ষণ পেষ্ট টের পাওয়া যায় । কোন কোন কারখানায় ইহাতে ফিটকারীও ব্যবহৃত হয় । সাধারণ পাউরুটি সামান্য পিষ্টক হইতেও হুঁষ্ট খাদ্য । ইহাতেও অশ্বল জন্মে ; এতাদৃশ পাউরুটি অনেক ছাত্রাদির অশ্বলের পীড়ার অগ্রতম কারণ । ভাল পাউরুটিও সত্ত্ব খাইতে দেওয়া নিষেধ ; কারণ তাহার অপকারী বাষ্পভাগ সত্ত্ব সত্ত্ব বাহির হইতে পারে না ; তজ্জন্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের পাউরুটি প্রশস্ত । ইহা খাওয়ার পূর্বে ছুরিকা দ্বারা পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া টোষ্ট করিয়া অর্থাৎ অগ্ন্যুত্তাপে সঁকিয়া লইলে তাহার অপকারী বাষ্পভাগ উড়িয়া যায় ; তখন ইহা পাছোপযুক্ত হইতে পারে । যে স্থলে স্থজি দেওয়া যাইতে পারে, সেস্থলে ভাল পাউরুটি, তুণ্ড বা মৎস্তাদির কোল সহ দেওয়া যায় ।

সাণ্ডর মুড়ি—সাণ্ডর ছোট দানাগুলি তাতান বালুকাতে [অগ্ন্যুত্তাপে] ভাজিয়া লইলে সুন্দর মুড়ি প্রস্তুত হয় । সাণ্ডর বড় দানাতে ভাল মুড়ি হয় না ; সাণ্ডর মুড়ির মধ্যে যে বালুকাকণা সকল বাধিয়া থাকে তাহা বিশেষ করিয়া না ছাড়াইলে পেটের পীড়া জন্মিবার সম্ভব । মিছরির শিগাসহ সাণ্ডর মুড়ির ছোট ছোট মোয়া প্রস্তুত করিয়া তাহার দুই একটি বালকদিগকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে ।—বালি, এরাকট, সাণ্ড দ্বারা বিস্কিটের স্থায় ছোট ছোট রুটিও

হয় ; ইহার দুই চারিখানা স্বাদপরিবর্তন জন্ত জরাদি রোগে দেওয়া খাইতে পারে ; কিন্তু উদরাময় আদি থাকিলে উহা নিষিদ্ধ ।

কৃত্রিম খাদ্য—এইক্ষণ শিশু ও অত্যন্ত রোগীদের জন্ত নানাবিধ কৃত্রিম খাদ্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে । (১) মেলিস্ ফুড্ ; (২) বেঞ্জার্স্ ফুড্ ; (৩) নিভ্ স্ ফ্যারিনেসাস্ ফুড্ ; (৪) হরলিক্স্ মন্টেড্ মিক্ ; (৫) স্যালেন্ বেরিজ্ ফুড্ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । কিন্তু আমরা এষ্ট সমস্ত কৃত্রিম খাদ্যের বিশেষ পক্ষ-পাতী নহিঁ । তবে বেঞ্জার্স্ ফুড্ দুগ্ধ না দিয়া যথারীতি রন্ধন করিয়া উদরাময় ও আমাশয় ইত্যাদি রোগে আমরা খাইতে দিয়া উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি ।

সি-উইড্ (Sea weed) নামক এক প্রকার পদার্থ দেখিতে সাপের খোলসের ঞায়, কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল মার্কেটে বিক্রিত হয় । ছয় আনা মূল্যে ইহার এক আঁটি পাওয়া যায় । উহা শীতল জলে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লইলে গলিয়া যায় । একটু লবণ বা মিছরিসহ ইহা আমাশয় রোগীকে আমরা খাইতে দিয়া ফল পাইয়াছি ।

জলের পরিবর্তে দুগ্ধসহ ইহা পান হইতে পারে, কিন্তু তাহা গুরুপক ।

Essence Of Masoori.

(ERVUM LENS.)

It is a great agent for **reviving the Vital Powers** in very **weak, low and Typhoid States** of various **Fevers, Cholera, Diarrhoea, Dyspepsia, Dysentery and Gangrene, &c.** and in **various invalid states** from other acute or chronic **diseases**. It brings back **appetite**, and highly helps **digestion** and **assimilation**. It steadily and mildly stimulates the circulations. Also it prevents **decomposition** and **putrifaction** of the blood in **Plague, Typhoid Fever, Cholera, bad Remittent Fever** and other seriously **Poisonous and infectious diseases, &c.** Also it is very efficacious in **anæmia, dropsy**, various types of **dyspepsia, acidity, indigestion &c.**

Dose :—for an adult **30 to 60 drops.** For children and infant **5 to 25 drops.**

To be taken **each time after meal or diet.** Mix the drops with a mouthful of **pure water** or any gruel before taking. Price :—Re. 1. one rupee per phial.

এসেন্স অব্ মসুরী ।

ESSENCE OF MASOORI,

Essence of masoori এসেন্স অব্ মসুরি :—আমরা সকল প্রকার Low লো বা নিস্তেজাবস্থায়ুক্ত ও শয্যাশায়ী রোগীতে প্রায় ৩০।৩২ বৎসর যাবৎ সর্বদা মসুরির এসেন্স ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইতেছি। ওলাউঠার পর নিতান্ত নিস্তেজ ও দুর্বলাবস্থা এবং নিউমোনিয়া, রেমিটেন্ট জ্বর এবং টাইফয়েড্ ইত্যাদি নিস্তেজ Low বৈকারিক জ্বর, তাহাতে টাইফয়েড্ অবস্থা উপস্থিত ; গ্র্যাগ্রিণ, কার্বাংকেল ইত্যাদি পীড়ায় রোগী, নিতান্ত লো হইয়া পড়িলে আমাদের এই এসেন্স মসুরি দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবেন । সঞ্জীবনী-শক্তি ও বলরক্ষা এবং পরিপাক জন্ত ইহা অতুলনীয়,। ঐ সমস্ত রোগে বিপদে পড়িয়া অনেকে উগ্রতায়ুক্ত ব্রাণ্ড, শেরী ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে উপকার দূরে থাকুক নিতান্ত অপকারই হইয়া থাকে ; উহার ষ্টিমুলেট্ করিয়া পরক্ষণেই পতনাবস্থা উপস্থিত করে ; ব্র্যাণ্ড ইত্যাদি বিশ্বাস-ঘাতক, কেবলমাত্র আশু ফল-দায়ক ।

ঐ সমস্ত রোগে যথাসম্ভব অল্প অল্প পথ্য দেওয়া হয় । প্রত্যেকবার পথ্যের পর ক্ষিণিক শীতল জল কিম্বা এক চোক তরলপথ্যসহ এসেন্স অব্ মসুরী মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিহেন । মাত্রা ৩০।৪০।৬০ ফোঁটা পূর্ণবয়স্কের জন্ত এবং ৫।১০।১৫। ২৫ ফোঁটা বালকের জন্ত দিবেৎ । ইহাতে মাংসের এসেন্সের স্থায় কার্য্য

পাইবেন এবং পরিপাক কার্যও সুন্দর সমাধা করিয়া ইহা সঞ্জীবনী-শক্তি ও বলরক্ষা করিবে। মসুরীর বৈজ্ঞানিক নাম *Ervum Lens* আন্যতাম্ লেন্স্। বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রমতে ইহা ত্রিদোষঘ্ন, মাংসের স্থায়ী বলকারক ও উদ্ভেজক। এজন্ত হিন্দু বিধবাদিগের মসুরী খাওয়া নিষেধ। আমাদের এই মসুরী এসেন্স্ যে সমস্ত চিকিৎসক ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ইহার গুণ স্বীকার করিতেছেন। ব্যবহারেই ইহার গুণের পরিচয় পাইবেন। অনেক ঔষোগ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়েরা এবং ঔষকার স্বয়ং ইহা ব্যবহার করেন। সুত্রে স্যালবুমেন থাকিলে মাংসের যুষ পথ্য সম্পূর্ণ প্রাণনাশক; এমতাবস্থায় গ্রন্থকার স্বয়ং মসুরের যুষ সর্বদা ব্যবহার করেন। অবস্থা বিশেষে পাতলা অথবা গাঢ় মসুর-যুষ দেওয়া হয়। উক্ত মসুর যুষ, মাংস-যুষ, দুগ্ধবালি, দুগ্ধসাগু, সাগু, বালি, অন্নমণ্ড ইত্যাদি সর্বপ্রকার রোগীর পথ্যের পর এসেন্স্ অব্ মসুর অত্যুৎকৃষ্ট পাচক ও বলকারক এবং সঞ্জীবনী-শক্তি-রক্ষক। অন্ন পথ্যের পরও ইহা উৎকৃষ্ট

পাচক। ক্ষুধা না হওয়া এবং নিত্য “পেট রোগা” হইলে বা পেটকাঁপা থাকিলে প্রতিদিন আহারের পর ইহা সেবনে রোগী অত্যন্ত উপকার পাইবেন। অনেক ডিসপেপ্সিয়া ও অম্বলের রোগীও আহারের পর কিঞ্চিৎ জলসহ মিশ্রিত করিয়া ইহা সেবনে বিশেষ ফল পাইতেছেন।

—000—

নিম্বেজ ও বিকারাদি অবস্থার পথ্য ব্যবস্থা।

নানাবিধ ডিলিরিয়াম্ ও জ্বর-বিকারগ্রস্ত, লো টাইফয়েড্ অবস্থা-প্রাপ্ত, নিত্যান্ত নিম্বেজ ও দুর্বল রোগীদের প্রাণ ও বলরক্ষার্থে ঔষধ যেমন অতীব প্রয়োজনীয়, পথ্যও* তজপ। এতাদৃশ রোগীতে বিশেষতঃ উদরাময় থাকিলে

* আমরা মসুরীর এসেন্স (Essence of Masuri) প্রস্তুত করিয়া ‘লো বা’ নিম্বেজ অবস্থাপন্ন রোগীতে ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাইতেছি, মসুরীর এই এসেন্স আমাদের নিকট তৎ করিলে পাইবেন।

মহুরের ঘূষ অমৃততুল্য পথ্য। আমরা কখন কখন মাংসের ঘূষও ব্যবহার করিয়া থাকি। এতাদৃশ রোগীর অবস্থা বিবেচনায় যথা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থাৎ অর্দ্ধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা কিংবা তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর এক একবার উক্ত মহুরের ঘূষ বা মাংসের ঘূষ (কখন বা বার্গি) খাবার নিয়ম করিয়া দিবে। প্রত্যেকবারে অধিক পথ্য না দিয়া অবস্থানুসারে তিন চারি কিছুক* কিম্বা তাহার কিঞ্চিদধিক পরিমাণ পথ্য দেওয়া যায়। পথ্যাদি দিতে এমন ভাবে সময়ের বন্দোবস্ত করিবে যাহাতে রোগী উপযুক্ত পরিমাণ কাল ঘুমাইতেও পারে। পথ্য করার সময় প্রত্যেক শরেই প্রথম কিছুকের পথ্য মধ্যে ১০।১৫ ফোঁটা করিয়া ১ নং এক্সাদি উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে ঐ পথ্য অতি সহজে জীর্ণ ও সমীকৃত (Assimilated) হইয়া ধীরে ধীরে রোগীর বল ও প্রাণরক্ষা কবে দেখিতে পাইবে। আর্দ্রকান্দি মসলা যে পরিপাক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এই ব্রাণ্ডিটুকুও সেই উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়; যদি কখন ইহার ঔষধভাবে কোন গুণ থাকে তবে তাহা “সম-লক্ষণ-স্বত্রেরই” অধীন;

কারণ, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণ সেবনে “ডিগিরিয়াম্ ট্রিমনস্” আদি যে লক্ষণচয় জন্মে, সেই লক্ষণচয়ই এতাদৃশ রোগীদের লক্ষণের প্রায় সমতুল্য; সুতরাং এতদ্বারা হোমিওপ্যাথির পক্ষ সাধন ভিন্ন কোন হানি হয় না। ইহার ১০।১৫ ফোঁটায় কখনও মাদকতা বা উগ্রতা উৎপাদন করে না। ডাক্তার লাড্‌লাম্ এবং বেয়ার আদি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা এতাদৃশ স্থলে অর্দ্ধড্রাম হইতে দুই ড্রাম নাত্রায় ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাহা আমাদের শরীরে অতি উত্তেজক হইয়া পশ্চাৎ গুরুতর অবসাদন উৎপাদন করে; সেইজন্য সচরাচর আমরা ৫ হইতে ১০ ফোঁটা শিশুকে এবং ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা বয়স্ককে উপরোক্ত লঘু পথ্যাদি সহকারে দিয়া থাকি এবং তাহাতেই উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়।†

* এই সম্বন্ধে কথিত রোগীকে কিছুক, চামচ, বা কিডিংকাপ নামক বাটি দিয়া পথ্য পাওয়ার বিশেষ হুবিধা।

† কোন কোন রোগী কোলাপ্স বা অবসন্নবস্থা ব্রাণ্ডির পরিবর্তে কখন কখন ১ম শক্তির ক্লোরোফর্ম ৩০ ফোঁটা নাত্রায় আসবাব ব্যবহার করি।

এতাদৃশভাবে পথ্য ব্যবহার করিয়া প্রায় জীবনাশ-শূন্য অনেক রোগীতে আমরা বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়াছি; সেইজন্যই ইহা এস্থলে এত বিশেষ করিয়া লিখিত হইল ।

সুসিদ্ধ জল ।

জ্বর রোগে এবং অত্যন্ত বহু গীড়ায় অস্বদেশীয় কবিরাজ মহাশয়ের সুসিদ্ধ জল খাইতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য অতি গূঢ়, মহৎ ও বিশেষ ফলপ্রদ । আমরাও বাল্যকালে জ্বরের সময় উষ্ণ জল খাইয়াছি, কিন্তু উষ্ণ জল খাইতে অনেক রাজি নহেন; কেহ বা উষ্ণ জল খাইলে তৎক্ষণাৎ বমন করিতে থাকেন । সে যাহা হউক সুসিদ্ধ জল যে, বিশেষ উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই । ম্যালেরিয়ায়ুক্ত বঙ্গদেশের এবং ভারত-বর্ষের অনেক স্থলের ভূমি ম্যালেরিয়া নামক বিষেতে পরিপূর্ণ । যথা স্থানে, কুখিত হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়া বিষ ভূখিত বাষ্প বিশেষ; সুতরাং ঐ সমস্ত ভূমির উপর যে সমস্ত পুষ্করিণী, কূপ, তড়াগ, বিল, ঝিল, হ্রদ এবং নদী ইত্যাদি যাহা রহিয়াছে তাহাদের জল ম্যালেরিয়া বিষে পরিপূর্ণ; ঐ সমস্ত জলাশয়ের জল পান কিংবা ব্যবহার করিবার পূর্বে সুসিদ্ধ করিয়া লইলে ভাল হয় । কারণ জল উষ্ণ বা সুসিদ্ধ করিলে তাহা হইতে ঐ ম্যালেরিয়া জন্মিত বিষ অতি দ্রব্য গুচ্ছ বাষ্পরূপে উদগত হইয়া উড়িয়া যায় । সেই জন্ত আমাদের জ্বর-রোগীকে যখন পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হয় তখন বলিয়া দেই সুপরিষ্কৃত পট্রে জল সুসিদ্ধ করিয়া লইয়া উহা অবহাভুসারে উষ্ণ কিংবা ঠাণ্ডা করিয়া সেবন কর্তব্য । জল সামান্য উষ্ণ করিলে কিংবা উহাতে লৌহ পোঁড়া দাগ দিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না । কারণ তাহাতে ম্যালেরিয়া বিষ সম্যক প্রকার উদগত হয় না । সেইজন্য আমি রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া দেই যে, পানীয় জল এত সিদ্ধ করিবে (ফুটাইবে) যেন তাহার অর্ধেক

জল শোষিত হইয়া যায়। এতাদৃশ সুসিদ্ধ জল ম্যালেরিয়া বিষ এবং অত্যন্ত অজ্ঞানিত বিষ, গালত জাস্তব এবং উদ্ভিদ পদার্থাদি মিশ্রণজনিত বিষ হইতে মুক্তি লাভ করে। জল অতি সুসিদ্ধ হইলেই তন্মধ্যে হইতে নানা-বিধ বিষের কতক উড়িয়া যাইয়া, কতক উত্তাপের গুণে ধ্বংস ও নষ্ট হইয়া যায়। অতি সুসিদ্ধ জলের দৈহিক পদার্থ সকল (Organic Matters) অনেক সময় নীচে তলানিভাবে পড়িয়া যায়। সুসিদ্ধ জল বা উষ্ণজল সাধারণ কয়লা, ও বালির ফিল্টারে চোয়াইয়া লইলে তাহাদের যে, একটা দুর্গন্ধ তাহা প্রায়ই থাকে না। সুসিদ্ধ জল বাসি সেবন করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে যে organic পদার্থ থাকে তাহা বাসি হইলে পঁচা ধরে এবং তাহাতে জল দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হয়। তবে এতাদৃশ জল, কয়লা বালির ফিল্টারে পরিষ্কার করিয়া লইলে সুস্বাদু হয় এবং তিন চারি দিন পর্যন্ত ভাল থাকে। উদরাময় ও আমাশয় আদি পেট-রোগে এবং অম্বলের (Acidity) পীড়া থাকিলে খাবার পর উষ্ণ জল কিছু গরম গরম থাকিতে সেবন করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। উষ্ণ জল গরম থাকিতে আহ্বারের পর সেবন করিতে দিয়া অনেকের অম্বলের পীড়ার উপশম হইতে দেখিয়াছি। কম্প ও শীত হইয়া জ্বর আসা কালীন এবং সর্দির প্রথমাবস্থায় উষ্ণ জল গরম গরম থাকিলে জ্বর, সর্দি এবং গলা বেদনা ইত্যাদির বিশেষ উপকার দেখা যায়। নিউমোনিয়া এবং ব্রংকাইটিস্‌ প্রাকিলে আমরা উষ্ণ জল খাইতে ব্যবস্থা করি।

সুসিদ্ধ জল ওলাউঠা নিবারক।

দারুণ ওলাউঠার সময় সুসিদ্ধ করা জল সেবন করিয়া অনেকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। জল সুসিদ্ধ হইলে যদি তন্মধ্যে পূর্বে ওলাউঠার বিষ প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে তাহাও সুসিদ্ধ দ্বারা নষ্ট হইতে পারে। জাপান ও চীন দেশে প্রায়ই ওলাউঠার কথা শুনা যায় না; তাহার গুহ্য কারণ এই যে, তাহার

তৃষ্ণার সময় আমাদের স্নায় সাধারণ জল কদাচ সেবন করে না ; সুসিক্ত জলে চা নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহার সেই চার জল তাহাদের পানীয়রূপে ব্যবহার করে । জল সুসিক্ত হইলে ওলাউঠাজনিত ও অন্তান্ত অনেক প্রকার বিষ নষ্ট হইয়া যায় ; তাহাভেই তাহাদের মধ্যে ওলাউঠা ইত্যাদি কয়েকটা রোগ অতি বিরল । সুসিক্ত জলই তাহার প্রধান কারণ ; চা তাহার নিবারক নহে এই কথা কোন বিজ্ঞানবিৎ পরিব্রাজক বলিয়াছেন । উষ্ণ, জল সম্বন্ধে গ্রন্থকারকৃত “বৃহৎ-ওলাউঠা-সংহিতা” দেখ ।

সুশীতল জল—যদি সুপরিষ্কৃত ও বিষমুক্ত হয় তবেই ইহা সুস্বাদু ও জীবের পক্ষে এক অপূৰ্ণ পানীয় । (গ্রন্থকারকৃত “বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা” দেখ) ।

বরফ—অতি তৃষ্ণার সময় বরফ এক অপূৰ্ণ সুপদার্থ বটে কিন্তু রোগের বেলায় ইহা অধিক সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে । কৃত্রিম বরফ আমাদের নিকট তত ভাল বলিয়া প্রবোধ হয় না । বরফ ও জলদি সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা গ্রন্থকারকৃত “বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা” মধ্যে দ্রষ্টব্য ।

N. B.—পথ্য এত নানাজাতীয় রহিয়াছে যে, কোন পথ্য কাহারও কচি-বিকৃত বা কোন জাতি বিশেষের ধর্মবিকৃত হইলে অনায়াসে পথ্যান্তর অবলম্বন করা যায় ।

উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

আজ কাল বাজারে বহু ঔষধালয় হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের অনেকেরই ঔষধ বিকৃত না হওয়াতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না । আবার সে স্থলে হুই চারি পয়সা দরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয় জন্ত এখানকার বাজারে যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে হোমিওপ্যাথির যে কি দশা হইবে বলিতে পারি না । যাহা হউক চিকিৎসক মহাশয়েরা যাহাতে বিকৃত ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন তাহাঁদেরই প্রতি বিশেষ মনোযোগ না রাখিলে সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে ।

অহিফেনাদি সমস্যা

অর্থাৎ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সময় অভ্যস্ত অহিফেনখাদক রোগীকে অহিফেন ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত কি না ?

এই বিষয় সমস্যা লইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই ব্যতি-
বাস্ত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থকারই সাহসের সহিত স্পষ্ট আজ্ঞায় অভ্যস্ত
অহিফেনখাদকদিগকে অহিফেন খাইতে দিয়া চিকিৎসার উপদেশ দেন নাই।
আমরা অনেক পর্য্যবেক্ষণের পর দেখিয়া এই মীমাংসা করিয়াছি যে, অভ্যস্ত
অহিফেনখাদকদিগকে মোতাতের বেলায় যথানির্দিষ্ট মাত্রায় তাহাদের অহিফেন
খাইতে দিবে। এতৎসম্বন্ধে যুক্তি ও নানাবিধ পর্য্যবেক্ষণ-ফল গ্রন্থকার কৃত
“বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতায়” দেখ। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার
মহাশয়ের “কলিকাতা জার্নেল অব্ মেডিসিনে” গ্রন্থকার কৃত অহিফেন সমস্যার
ইংরাজী অনুবাদ প্রায় তিন বৎসর হইল বাহির হইয়াছে দেখিবে। (১৯০৪)।

তামাক ও গাঁজা—যে তামাক খায় অর্থাৎ অভ্যস্ত তামাকুট ধূমপান-
কারী, আমরা তাহাকে ঔষধ বাইবার এক ঘণ্টা পূর্বে এবং এক ঘণ্টা পরে
তামাক খাইতে দিই। তামাক খাইতে সম্পূর্ণ নিষেধ করি না। এইস্থলে
একটা গাঁজাখোরের কথা বলি; এই লোকটার বাড়ী কলিকাতা হরিঘোষের
স্ট্রীট, ইহার রক্তমাংসের পীড়া হইয়া নিত্য কাতর হইয়া পড়ে; ইহাকে মার্ক-
সল ষষ্ঠ শক্তি দেওয়ার অনেক উপকার হইল বটে কিন্তু পুনঃ বৃদ্ধি পাইল;
প্রথমতঃ আমি তাহার গাঁজা বন্ধ করিয়াছিলাম; পরে তাহাকে গাঁজা খাইতে
দিয়া ঐ মার্ক-সল ঔষধই দিলাম এবং তাহাতেই সে আরোগ্যলাভ করিল।

—০—

একটা গুরুতর মীমাংসা।

স্বস্থাবস্থার শরীরে কিঞ্চিৎ অল্প বোধ হইলে জ্ঞান করিবে কি না ? খাইবে
কি না ? ইত্যন্তঃ হইতে থাকে। উক্তির মীমাংসা এই :—“নাই কি না নাই—
না নাই”। “খাই কি না খাই—না খাই”।

প্রকৃত আরোগ্য ও হোমিওপ্যাথিক ।

যে প্যাথি বা মতের ঔষধে প্রকৃত রোগারোগ্য দেখিবে তাহাতেই অল্পসন্ধানে হোমিওপ্যাথিক দেখিতে পাইবে। এতৎসম্বন্ধে পাবনা জেলার বাচরা নিবাসী ৬/বিশ্বনাথ কবিরাজ (বিশ্বনাথী রসায়নের স্রষ্টা) মহাশয়ের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কবিরাজ মহাশয় পাবনার গবর্ণমেন্টের উকিল ও হোমিওপ্যাথির পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর কালী ডাক্তার মহাশয়ের প্রণীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান গ্রন্থখানি আত্মস্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম। যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছেন। গ্রন্থের রচনা সরল ও সূক্ষ্মল এবং তাহাতে প্রচুর জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক মহাশয়দিগকেও এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমার বোধ হয়। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের অনেকগুলি ঔষধ “শমঃ সমঃ সময়তি” এই ভিত্তির উপর স্থাপিত। অনেক স্থলে তাঁহারা যে প্রকার বা যে শ্রেণীর ঔষধ দেন, আমরাও সেই প্রকার বা সেই শ্রেণীর ঔষধ দেই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যেরূপ ঔষধের অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করেন, আমরা কবিরাজগণও প্রায় তদ্রূপ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করি, তাঁহারা অনেক ঔষধের বেঁ অরিষ্ট (Tincture) ব্যবহার করেন, আমরা প্রায় তৎস্থলে তাহার আদং ঔষধ ব্যবহার করি। আদং (crude) ঔষধের গুণ অধিক বা তাহার নির্যাস বা অরিষ্টের গুণ অধিক তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। অরিষ্ট আদং ঔষধের সমগ্র গুণ গ্রহণ করে কি না তাহাও তর্কের স্থল বটে, সমগ্র গুণ গ্রহণ না করিলেও যে অনেক গুণ গ্রহণ করে তাহার সংশয় নাই। অত্র প্রকার ঔষধ সম্বন্ধেও নানা বিষয় বলিবার আছে, তাহা এস্থলে নিম্প্রয়োজন জ্ঞাত বলিলাম না। তাঁহারা একবারে একটা দ্রব্য চিকিৎসা-স্থলে অমিশ্রভাবে ব্যবহার করেন। আমাদের ঔষধ অধিকাংশই নানা গুণযুক্ত বিভিন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণে নিম্নিত এবং ঐ সমবেত-দ্রব্যনিম্নিত ঔষধ আমরা

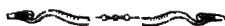
একবারে ব্যবহার করি। ঐরূপ মিশ্রিত দ্রব্য পরস্পরের বলবৃদ্ধি করে কি না এখানে তাহা বিচার করিতে চাহি না, এ বিষয় আমার মত বলা বাহ্যল্যমাত্র। কিন্তু এই সকল ঔষধ প্রয়োগসম্বন্ধে একটা গোলযোগ আছে। কবিরাজী চিকিৎসক মাঝেই তাহা অনেকস্থলে অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমাদের এক একটা রোগের নানাপ্রকার ঔষধ আছে, কোন্ ঔষধটা ব্যবস্থা করিতে হইবে? এ প্রশ্ন অতি গুরুতর। অনেকস্থলে “বীশবনে ডোমবাগার মত হইতে হয়।” কেহ কেহ ক্রমাগত গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করেন বেঁটা গায়ে লাগে। ইহা অনেকস্থলেই সুব্যবস্থার পরিচায়ক নহে এবং রোগীর অর্থদণ্ড, সময় নাশ এবং নিশ্চরোজ্জনীয় ঔষধ সেবন ও তদানুযায়িক অপকারের সম্ভাবনা। এখানে ঔষধ নির্বাচন করার একটা সুব্যবস্থা পাওয়া বা মূলমন্ত্র পাওয়া বড় কঠিন; একটা দৃষ্টান্ত দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। বাতশ্লেষ্মা-জ্বর-বিকার নাশের আমাদের নানাপ্রকার বহুসংখ্যক ঔষধ আছে, সকল ঔষধে সকল দ্রব্যের সমাবেশ নাই, সকলের ধাতু, প্রকৃতিও একরূপ নহে ও সকল রোগীর সমান লক্ষণ প্রকাশ পায় না, এখানে বড়ই গোলযোগে পড়িতে হয়। আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যগুণ গ্রন্থে অনেক সময় এ বিষয়ের উত্তম সাহায্য পাওয়াও কঠিন। চন্দ্রশেখর বাবুর ‘এই গ্রন্থে কবিরাজ মহাশয়েরাও এ বিষয়ের অনেক সাহায্য পাইবেন। কবিরাজ-গণ যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহার দ্রব্যগুণ এ যাবৎ হোমিওপ্যাথগণ সম্পূর্ণ অবগত নহেন; অনেক ঔষধের গুণ তাহাদের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত বটে। যে সমুদায় ঔষধ একই অবস্থায় উভয় শ্রেণীর চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন আমি কেবল তৎসম্বন্ধেই বলিতেছি। কারণ আমি নিজে এ বিষয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, তাহার একটা দৃষ্টান্ত লিখিলাম :—

২৫শে অগ্রহায়ণ ১২৯৭ সাল। পাবনা জেলার কালেক্টরীর প্যায়দা মঙ্গল চাপ্রাসীর স্ত্রীর বাত-শ্লেষ্মা-জ্বর-বিকার হইয়াছিল। রোগিণীর বয়স ৪০।৪৫ বৎসর। আমি চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখি অতিশয় হৃদয়ল এবং তাহার নাড়ী সূক্ষ্ম; অঙ্গান অবস্থা, প্রলাপ বলিতেছে এবং গালাগালি দিতেছে। কখন হাঁসি, কখন কাদিতে ছিল এবং মাথায় হাত দিয়া রাখিয়াছিল এবং জোর করিয়া বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, মুখ শুষ্ক বিশেষতঃ ‘ওষ্ঠ’; তখন আমার নানা ঔষধের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। আমি চন্দ্রশেখর বাবুর গ্রন্থে

বিকার সম্বন্ধে নানাবিধ ঔষধের কথা পাঠ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে ঐ রোগীতে ধুতুরের অনেক লক্ষণ দেখিলাম । তখন বিকার-নাশক অস্ত্রান্ত্র ঔষধ অপেক্ষা ধুতুরঘটিত বাতপ্লেগ্মা-বিকারনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করাই সম্ভব মনে করিয়া ধুতুরবীজঘটিত মহালক্ষ্মীবিলাসের, ২টী বটিকা প্রত্যেকটী অৰ্দ্ধখণ্ড করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর ঐসবন ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম, সন্ধ্যাকালে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া আমি পরদিন প্রাতে গিয়া দেখিলাম রোগিণীর বিকার লক্ষণ প্রায় সম্পূর্ণই তিরোহিত হইয়াছে, ভৎপরে ঐ ঔষধেই রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে ।

চক্রেশ্বর বাবু এই গ্রন্থ আমার তখন পড়া না থাকিলে ঔষধ নির্বাচন করিতেও কত ক্লেশ হইত, হয়ত নির্বাচন করিতেও পারিতাম না ; সম্ভবতঃ এস্থলে নিম্নরোজনীয় অনেক বড় বড় ঔষধ যথা,—কস্তুরী, কস্তুরীভৈরব, মকরদ্বন্দ্ব, সূচিকান্তরণ ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইত । তাহাতে ফল যে কি হইত তাহা ভগবানই জ্ঞাতেন । ফলতঃ কোন্ কোন্ লক্ষণে আমাদের কোন দ্রব্যঘটিত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত, তাহা এই গ্রন্থে অনেকটা জানার সুবিধা আছে । বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়দিগের কর্তব্য যে হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের নিয়মানুসারে ঔষধের লক্ষণের বিশেষত্বসহ লক্ষণচয় সংগ্রহ করিলে চিকিৎসাসম্বন্ধে ঔহাদেরও অত্যন্ত সাহায্য হইতে পারে ।

চক্রেশ্বর বাবু ঔষধের গুণ এবং পীড়া চিকিৎসা এবং পথ্যাদির বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা চিকিৎসক মাত্রেরই যত্ন সহিত পাঠ করা উচিত । এ বিষয়ে তাঁহার গভীর চিন্তা ও তর্ক প্রণালী এবং অনুসন্ধান বিশেষ প্রশংসনীয় এবং তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে । ১২ই মাঘ ১২৯৮ সাল ।



প্রথম খণ্ড ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান ।

অর্থাৎ

লক্ষণানুযায়ী

ঔষধ-নির্বাচন-প্রদর্শক

ঔষধের শক্তির (ডায়নিউশনের) ব্যবহারগত মীমাংসা ।

“লক্ষণং হি চিকিৎসা-মূলং ।”

জিহ্বা, নাড়ী, মল, মূত্র, কৃমি, ঘর্ম, পিপাসা, হিকা, ডিলিরিয়াম (প্রলাপাদি)

সন্নিপাতিক বিকাশে বহুবিধ লক্ষণ ও অস্বাভাব্য নানাবিধ অতি কলপ্রদ লক্ষণ

যাহা আমরা অস্বাভাব্য অসংখ্য রোগীতে সর্বদা দেখিতে পাই ও

বাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অতি কঠিন কঠিন গীড়া আরোগ্য

করিতে সক্ষম হই, এই খণ্ডে তাহাই বিশেষ বিস্তারিতরূপে

লিখিত হইল ; ইহা দ্বারা লোকে যে কোন রোগের যে

কোন ভ্রমস্থার চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবে ।

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী এল, এম্, এম্

প্রণীত ।

ষষ্ঠ সংস্করণ ।

পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ।

কলিকাতা ।

১৫০ নং কুর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে সি, কাইলাই এণ্ড কোম্পানি প্রকৃত

প্রকাশিত ।

১৩১১ বঙ্গাব্দ ।

All rights Reserved by the author.

উৎসর্গ পত্র

প্রকৃতবন্ধুবর—

কালীচন্দ্র তত্ত্বাচার্য্য

• প্রিয়বর করকমলেশু—

বাল্যসখাই প্রকৃত সখা, ত্রীকৃষ্ণের অর্জুনাদি যদিচ সখা হউন কিন্তু সুবল
শ্রীদামাদির শ্রায় প্রাণে প্রাণে নহে। ব্রজধাম-তুল্য জগদ্বাসি ধামরাই গ্রামে তুমি,
৮বিভাধর, ৮যোগেন্দ্র, ৮শরৎ, ৮হৃদয়, ৮উমানাথ, ৮দ্বারকানাথ, ৮গোবিন্দ,
৮অমৃত এবং শ্রীযুক্ত ভগবান্, ললিত, গজাচরণ, শশী ও শ্রীমান তান্না গিরিশচন্দ্র
চক্রবর্তী ইত্যাদির সহিত একত্রে যে অধ্যয়ন, ভ্রমণ, সস্তরণ, অশনাদি
করিয়াছি তাহা এইক্ষণ স্মৃতিপথে আসিলে কি যে এক অপূর্ণ সুখোদয় হয়
তাহা স্বর্গসুখের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি না; কারণ স্বর্গসুখ মুখের কথা
বিশেষ, তাহা প্রকৃত কি, হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আমার বাহা কিছু উন্নতি
তাহা তোমারই যত্নে; আজি তুমি শিবলোকে আছ। তুমি নিঃসন্তান;
তোমার নাম আমার এই গ্রন্থসহ চিরলগ্ন থাকে, এই আমার প্রাণের ঠাছা
তাই আমি তোমার উদ্দেশে আমার এই চিকিৎসা-বিধানের প্রথম খণ্ড উৎসর্গ
করিলাম।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ

২৮শে মার্চ

}

তোমার

চন্দ্রশেখর

চিকিৎসা-বিধান ।

প্রথম খণ্ড ।

ঔষধ-নির্দ্দেশন-প্রদর্শক

প্রথম অধ্যায় ।

জিহ্বা, লাল, স্বাদ ইত্যাদি ।

জিহ্বা TONGUE.

প্রত্যেক পীড়ার সম্বন্ধে জিহ্বার কিছু না কিছু পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায় । এই পরিবর্তন জিহ্বার উপরিভাগের বর্ণগত এবং অবস্থাগত । ইহা স্পষ্টতঃ চিকিৎসকের নিকট একটা গুরুতর বিষয় । এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি যে মতের চিকিৎসকই হউন না কেন, প্রত্যেক চিকিৎসকই জিহ্বার পরিবর্তন দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন । অত্যাশ্চর্য্য মতের চিকিৎসা শাস্ত্র এই জিহ্বার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিবর্তন হইতে বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন বা না পারেন, হোমিওপ্যাথি সত্ত্বে এই সমস্ত পরিবর্তন হইতে ঔষধের পরিবর্তন এত লক্ষিত হয় যে, যিনি এই জিহ্বা লক্ষ্য করিয়া ঔষধ দিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন । অতএব জিহ্বার যে যে পরিবর্তন লক্ষিত হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকই বিশেষ অধ্যয়ন রাখিয়া কার্য্য করিবেন । অনেক সময় এমন হয় যে ও শারীরিক অত্যাশ্চর্য্য লক্ষণ এত অস্পষ্ট থাকে যে, তৎসঙ্গে ঔষধ মিলাইয়া লওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার । তখন একমাত্র জিহ্বার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় কৃতকার্য্যতা লাভ করা গিয়াছে । নিম্নলিখিত রোগীদিগের অবস্থা পাঠ করিলে এ বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষরূপে স্পষ্ট হইবে ।

(১) গোপাল কুণ্ড নামক ৩৪ বৎসর বয়স্ক একটা যুবকের বহুকালের প্রমেহ অর্থাৎ গণোরিয়া রোগের দরুণ ইউরিথ্রা (মূত্রালী) সঙ্কুচিত হইয়া প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, ক্যাথিটার দ্বারা তাহার প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে না। পেরিনিয়াম প্রদেশে কোঁড়া হইয়া মূত্রনালী ফাটিয়া যায় এবং সেই স্থান দিয়া প্রস্রাব চুয়াইয়া পুরুষাঙ্গের চর্মের নীচ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং পুরুষাঙ্গ ও তল্লিচটবর্তী প্রদেশ ফুলিয়া যায়। যে মুহূর্ত্তে এই ঘটনা দৃষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ ছুরিকাঘাতা নোঁড়াটা কাটিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতে হর্গন্ধময় পুঁজ ৩৩ তৎসঙ্গে প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়িল। পুরুষাঙ্গের স্থানে স্থানে চিরিয়া দেওয়া হইল। ১০৩°, ১০৪°, ডিগ্রি জর রোগীর শরীরে সর্বদা লাগা ছিল। হিপার-সাল্ফ ইত্যাদি গুটীকয়েক ঔষধ প্রথমে দেওয়া হয়, কিন্তু তদ্বারা কোন ফলই পাওয়া যায় না, পরে জিহ্বার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল, জিহ্বার পার্শ্বীয় পরিষ্কার, মধ্যস্থলে সাদা সাদা এবং সর্বমধ্যভাগে হরিদ্রা, মেটেরঙ্গের ময়লা রহিয়াছে।

জিহ্বার এই অবস্থার সঙ্গে ব্যাপ্টিসিয়া জিহ্বার প্রায় একই হওয়াতে এই ঔষধের প্রথম শক্তি, প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া গেল। তাহাতে ক্রমে ক্রমে জর কমিয়া আসিল, পুঁজের হর্গন্ধ নষ্ট হইয়া প্রকৃত সুস্বাস্থ্যের পুঁজে পরিণত হইল এবং রোগী ক্রমে সুস্থতা লাভ করিয়া সবল হইয়া উঠিল। ক্ষত স্থান সমস্ত শুকাইয়া উঠিল এবং কিছু দিন পরে প্রস্রাব স্বাভাবিক দ্বার দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। এখানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, মধ্যে কয়েক দিন ব্যাপ্টিসিয়া পরিত্যাগ করিয়া অল্প দুই একটা ঔষধ ব্যবহার আরম্ভ করা হয়, তাহাতে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়াতে পুনরায় ব্যাপ্টিসিয়া আরম্ভ করিয়া রোগীর সম্পূর্ণ সুস্বাস্থ্য পর্যন্ত কেবল ব্যাপ্টিসিয়া চলিয়াছিল। এই রোগীর নিবাস জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি বড়াইগ্রাম থানার অধীন লক্ষ্মীকোল গ্রাম। ১২৯৪ সনের কার্তিক মাসে এই ব্যক্তি আমার চিকিৎসাধীন হয়। এই প্রকার রোগী সার্জিকেশ ও মেডিকেল কেসের একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এক জিহ্বার লক্ষণ দৃষ্ট না করিলে “ব্যাপ্টিসিয়া” নির্বাচন করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। ব্যাপ্টিসিয়া না দিলে রোগীর জীবন রক্ষা পাইত কি না, তাহাও

সন্দেহহীন । যাহারা নিজে নিজে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করেন, কিম্বা সাধারণ ভাবে কোন শিক্ষকের নিকট হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহাদের ফিজিওলজী, প্যাথলজি ও ডায়েগনোসিস্ অর্থাৎ রোগ নির্ণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে পরিপকতা লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে । কিন্তু তাঁহারাও যদি জিহ্বা, মুখশ্রী, নাড়ী ইত্যাদিতে প্রকটশিত মোটামুটি লক্ষণ সকল অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে নিশ্চয় কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারিবেন । কারণ এই সমস্ত লক্ষণই রোগ ও তাহার ঔষধ-নির্ধারণ-কার্যের প্রধান সহায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন । বৃক্ষের ফল, পত্র ও ফুল ইত্যাদি বাহ্যলক্ষণ দ্বারা যেমন বৃক্ষটির পরিচয় জানা যায়, মূলভাগ দ্বারা বৃক্ষের পরিচয় তত সহজ নহে । মহাত্মা হানিমানের প্রসাদে রোগের প্রকৃত ঔষধ-নির্ধারণ-কার্যে এই সমস্ত লক্ষণ বৃক্ষের ফল পত্রাদির ত্যায় ; ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঔষধ মনোনীত করিতে পারিলে তোমার রোগীর রোগ কোন ঔষধের অধিকারে তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া লইতে পারিবে । এবং তৎপ্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাইবে সন্দেহ নাই ।

(২) আমি সদর স্টেশন হইতে মফঃস্বল থাকা কালীন ইলাম নিকারী নামক আমার একটা জ্বর রোগী বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, আমার একটা ছাত্র জামা স্রীমান্ উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী ঐ রোগীর অস্ত্র কোন লক্ষণ বিশেষ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র জিহ্বার অবস্থা “উজ্জ্বল লাল বর্ণ গোমাংসং ধণ্ডের ত্যায়” দেখিয়া “হাস-টঙ্গ” প্রয়োগ করেন, তাহাতেই রোগীর বিকার নষ্ট হইয়া ক্রমে জ্বর ত্যাগ পাইয়া সপ্তাহ মধ্যে রোগী আরোগ্যলাভ করে । এই প্রকারে জিহ্বার লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ-ফল আরও অনেক রোগীতে দেখা গিয়াছে । জিহ্বার লক্ষণ যে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করা যে, সকলেরই বিশেষ কর্তব্য, তাহা বোধ হয় স্চিকিৎসক-সম্প্রদায়েই বৃদ্ধিতে পারিবেন ।

জিহ্বার বর্ণ ও অন্ধরিক্তত অবস্থা ।

তাম্রা কথায় ইহাকে জিহ্বার ময়লা ও হুংরাঙ্গীতে “কোটিং” বলে ; সাদা

ମୟଳା ପଡ଼ିଲେ “ସାଦା କୋଟିଂ” ଏବଂ ହରିଦ୍ରାଭ ମୟଳା ପଡ଼ିଲେ “ହରିଦ୍ରାଭ କୋଟିଂ” ବାଲିଆ ଥାଏ ।

୧ । **ସାଦାକୋଟିଂ**—ଏହି ଅବସ୍ଥାୟ ନିରାଲିଖିତ ଔଷଧଗୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ । :—*ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସ-ହି, ଏଲୁମିନା, ଗ୍ଲାସ୍‌ମିସ-ନୋବିଲିସ, ଏଣ୍ଟିମୋନିୟାମ୍-ଅକ୍ସାଇଡାମ୍, * ଏଣ୍ଟିଟାର୍ଟ, * ଏଣ୍ଟି-କ୍ରୁଡ, ଆର୍ଗି, ଗ୍ଲାଟ୍ଟୋପି, ବେଲ୍, ବିସମାଥ୍, ବଣୁନ୍, ବ୍ରାହି, କ୍ୟାକ୍ଟା, କ୍ୟାଲ୍-ବା, କଲୋକାହି, ସାହିସ୍ତେକ୍ସ, କ୍ଲିମାଟାସ୍, କର୍ଗାସ-ସାସି, କୁପ୍ରା, ଡାୟୋକ୍ସୋରିନ୍, ଇଉପେଟୋ-ପାର୍, ଫାଗୋପାହିରାମ୍, କେରାମ୍, ଫ୍ରାଜେନ୍‌ବାଡ୍, ଗେଟାଜ୍‌ବାର୍ଗ-ସ୍ତ୍ରାଂ, ମୋନ‌ହେନ, ଗ୍ରାନେଟାମ୍, ହେମାମେଲିସ୍, ହିପୋମେଲିସ, ଇଣ୍ଡିୟାମ୍-ମେଟା, ଜୁଗ୍‌ଲ୍ୟାନ୍ସ-ସାହିନିରିନ୍, କେଲି-ଆସେନିକୋସାମ୍, ଲ୍ୟାକ୍‌ଟିକ୍-ଏସିଡ୍, ଲେରୋସିରେସାମ୍, ମେନିସ୍ପାର୍ମାମ୍, ମାର୍କ, ମେଜି, ମାହିରିକା, ଗ୍ରାଜା, ଗ୍ରାଟ୍ଟାମ୍-କାର୍ବ, ଗ୍ରାଟ୍ଟାମ୍-କ୍ସ, ନାକ୍ସ-ଡ, ଅଗ୍‌ଜାଲିକ୍-ଏସିଡ୍, ପ୍ୟାରିସ୍-କୋରାଡି, ପ୍ରାସାମ୍, ଫସ-ଏସି, ଫସ୍, କାହିଜୋଷ୍ଟିଗ୍‌ମା, କାହିଟୋ, ପ୍ରାଣ୍ଟେଗୋ, ପଡୋ, ପଲିପୋରାସ-ପାହିନି, * ସୋରି-ନାମ୍, ପାଲ୍‌ସ, ଗ୍ଲାନାନ୍‌କୁଲ୍ୟାମ୍-ବାଲ‌ବୋସାମ୍, ଗ୍ଲାସ୍‌କେନାସ, ହ୍ରାସ୍-ଗ୍ରାବ୍ରା, କ୍ରମେକ୍ସ-ଏସିଟୋସି, ଗ୍ରାବାଡିଲା, ସେନ୍‌ହେନେରୀୟା, ସେନିଗା, ଟ୍ରାଞ୍ଜିସେଗ୍ରିୟା, ଟ୍ରାକ୍‌ନିନାମ୍, ସାଲ୍-କାର, ସାଲ୍‌କ୍-ଏସି, ଟ୍ରାନାସିଟାମ୍, ଟ୍ରାକ୍‌କ୍‌ସେକାମ୍, ଥୁଜା, ଡାହିପେରା, ଜିକ୍-ମେଟା ।

ଜିହ୍ବାର ସାଦା-କୋଟିଂ ଜଗ୍ର ଜାୟ୍‌ସାହେବ—ବ୍ରାହି, କାର୍ବ-ଡ, କ୍ରୋକା, କ୍ରୋଟିନ, ସାହିକ୍ଲା, ଡିଜି, ଗ୍ରାଫା, ନାକ୍ସ-ଡ, ପିଟ୍ଟୋ, ପ୍ରାସା, ସାଲ୍‌କ୍-ଏସି, ଏହି ବୟେକ୍ଟା ଔଷଧ ଓ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ।

(କ) ଏରାରୁଟେର ଗ୍ରାୟ ସାଦା-କୋଟିଂ—ସାଲ୍‌କ୍-ଏସି ।

(ଖ) ଗ୍ରାଧନେର ଗ୍ରାୟ ସାଦା କୋଟିଂ—ଆର୍‌ସ, କୁପ୍ରା ।

(ଗ) ହୁକ୍ସେର ଗ୍ରାୟ ସାଦା—ମେନିସ୍ପାର୍ମାମ୍, * ଏଣ୍ଟି-କ୍ରୁଡ ।

(ଘ) ଗ୍ରାଣ୍ଡେର ଗ୍ରାୟ ସାଦା—* ଏଣ୍ଟିଟାର୍ଟ ।

(ଙ) ଗ୍ରାସ୍ତେର ଗ୍ରାୟ ସାଦା—ଏଣ୍ଟିଟାର୍ଟ, ଏଟ୍ରୋ, ଚେଲିଡୋ, ମାର୍କ-ସାୟେ-ନେଟାସ, କ୍ସକ୍‌ଫାସ ।

ଜିହ୍ବାର ସାଦା-କୋଟିଂ ସଦୃଶ
ଔଷଧ ସମୂହର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ।

} :—

ଏକୋନାହିଟ—ଜିହ୍ବା ଗୁଳ୍ମ । ଗ୍ରାସ୍‌କ୍ସ, ଏବଂ ଗ୍ରୋଟା ଗ୍ରାସ୍‌କ୍ସ ଗ୍ରାୟ ବୋଧ

এনার্ভিয়াম—জিহ্বা কৰ্ণ, ভারী, পুরু, কথা বলিতে পর্য্যন্ত অক্ষম ।

এণ্টি-ক্লুড—জিহ্বা পুরু, সাদা ক্লেদাবৃত অত্যন্ত লালায়ুক্ত ।

এপিস্—জিহ্বা শুষ্ক, প্রদাহযুক্ত, ক্ষীত । কোন বস্তু গলাধঃকরণে অক্ষম ।

আর্গিকা—জিহ্বা শুষ্ক । চিড়িক্‌ম্বর বেদনা এবং থেঁতলে যাওয়ার স্থায় বেদনা বোধ । সাদা কোটি ও তৎসঙ্গে ক্ষুধা ও মুখের স্বাদ ভাল ।

বোরাক্স—ম্যাপ্‌থি তামক মুখের ক্ষত অর্থাৎ জারী বা ।

ব্রাইওনিয়া—পুরু, শুষ্ক, অথবা রক্তবর্ণ পার্শ্বদ্বয় ও তৎসঙ্গে মধ্যস্থলে সাদা ।

ক্যাল-কার্ব—জিহ্বা সাদা এবং যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ । শুষ্ক, ছনছনে, যেন ক্ষতযুক্ত এই প্রকার রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোথানের পর বোধ ।

কার্ব-ভেজি—ক্ষতের স্থায় বেদনায়ুক্ত । জিহ্বা নাড়িতে চাড়িতে কষ্টবোধ ।

চায়না—ময়লাযুক্ত । কুরু । জালাযুক্ত যেন জিহ্বার উপর গোলমরীচ চিবাইয়া রাখা হইয়াছে ।

চিনিনাম্-সাল্ফ—সাদা মিউকাসে আবৃত এবং পশ্চাত্তাগ হরিদ্রাভ ।

সিফুটা—বেদনা ও দাহযুক্ত ক্ষত অথবা পার্শ্বদ্বয় ক্ষীত ।

কল্‌চিকাম্—শুষ্ক, ভারী, শক্ত ভাবাপন্ন । স্পর্শবোধ শূন্য ।

কলোসিন্ধু—জিহ্বার অগ্রভাগ জালাযুক্ত ; এরূপ বোধ হয় যেন গরম জলে দধি হইয়া গিয়াছে ।

ক্রোকাস্—জিহ্বার প্যাপিলীগুলি পরিবৰ্দ্ধিত ।

ডিজিটেলিস—ক্ষীত, বেদনায়ুক্ত ও ক্ষত ।

হেলেবোরাস্—শুষ্ক, ক্ষীত, কোষ্ঠ্যের স্থায় এমন অগ্রভাগে গোটা গোটার স্থায়, স্পর্শ করিলে লাগে, ঝিঁ ঝিঁ ধরার স্থায় ও স্পর্শবোধ-শূন্য ।

হাইড্রোসিয়েনিক-এসিড্—জিহ্বা সাদা কোটাই যুক্ত, পরে কাল এবং নিতান্ত অপরিষ্কার হয়, শীতল, অসাড়, শক্ত এবং অগ্রভাগ জালাযুক্ত ।

হাইপারিকাম্—অত্যন্ত ময়লাযুক্ত।

ইমেসিয়া—জিহ্বা সজল। নাড়িতে চাড়িতে ইহাতে কামড় লাগে।

কেলি-মিউর—কেবল মাত্র মধ্যস্থল সাদা। বোলতার কামড়ের ভয়
জালা, অথবা ঠাণ্ডা।

কোবাল্ট—মধ্যস্থ পাশাপাশী (পাথালিয়া) ভাবে ফাটা।

মাগ্নে-মিউ—আগুনে পোড়ার ভায় জ্বালানোবোধ।

মার্ক-কর—গুরু, লোহিত, স্ফুটিত, ক্ষীর্ণ ও শক্ত। প্যাগিলীগুলি এত
উচ্চ হয় যেন এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলের ভায় দেখা যায়।

নাক্স-ম—গুরু এবং অসাড়। জিহ্বা সাদা ও তৎসঙ্গে মুখ আঠায়ুক্ত।

নাক্স-ভ—জিহ্বা ভারী এবং পার্শ্বদ্বয় ফাটাকাটা।

ওলিয়েগুর্—জিহ্বা সাদা। মুখ এবং ওষ্ঠদ্বয় গুরু। প্যাগিলী গুরু
এবং উচ্চ।

প্লাস্মাম্-মেটা—জিহ্বায় সাদা মিউকাস এবং তৎসঙ্গে মুখ আঠায়ুক্ত।
জিহ্বা সাধারণতঃ সজল। পার্শ্ব এবং অগ্রভাগ গোলাপী রং বিশিষ্ট। উপরিভাগ
পাতলা, লোম, কখন কখন মধ্যভাগ এবং পশ্চাদ্বিহ্ন হরিদ্রাভ। কখন কখন
জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে।

ফস্ফরাস্—জিহ্বায় সাদা মিউকাস ও তৎসঙ্গে আঠায়ুক্ত অবস্থা
ব্রাজিতে সাদা কোটিংযুক্ত জিহ্বা ও তাহাতে জালা। কখন কখন মধ্যভাগ মাত্র
সাদা। অগ্রভাগ গুরু এবং হলুদবর্ণের ভায়বোধ।

পডোফাইলাম্—গুরু এবং অত্যন্ত অপরিষ্কার।

সোরিনাম্—গুরু, গরম জলে দ্রব হওয়ার ভায়বোধ।

পালস্—আঠায়ুক্ত মিউকাস। গুরু, মধ্যভাগ যেন দ্রব হইয়াছে
এরূপ বোধ।

রুগ্লেক্স—সমুখভাগ উচ্চ এবং অগ্রভাগ গুরু।

সাস্-প্যাটিল—জারী-বা-যুক্ত জিহ্বা।

সাল্ফার—অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় লোহিত।

র্যান্ফেনাস্—অত্যন্ত গুরু, সাদা অপরিষ্কার অবস্থা।

স্রাবাইনা—সাদা কোটাংযুক্ত জিহ্বা তাহাতে দ্বয়ং কটাবর্ণ ।

স্রাবাডিলা—সাদা কোটাংযুক্ত জিহ্বা, অগ্রভাগ দ্বয়ং নীলাভ দৃষ্ট হয় ।

জিহ্ব-মেটা—সাদা কোটাংযুক্ত জিহ্বা, স্বাদশূন্য, প্রাতে বরফের স্রাব ঠাণ্ডা বোধ হয় ।

নাইটি কু-এসি—প্রান্তে জিহ্বা শুষ্ক ও সাদা ।

লরোসি—জিহ্বা স্নান মিউকাসে আবৃত । পাকস্থলী শূন্যবোধ । মুখে কোন প্রকার স্বাদ ভ্রুবিতে পারে না । জিহ্বা সাদা ও শুষ্ক ।

ক্যান্থা—জিহ্বার অগ্রভাগ সাদা । মুখ তিক্ত । আহারে অনিচ্ছা ।

বিস্মাথ—জিহ্বা সন্ধ্যার সময় সাদা কোটাংযুক্ত, কিন্তু সে সময়ে শরীরে তাপ থাকে না বা জলতৃষ্ণা পায় না ।

এণ্টে টার্ট—জিহ্বা সজল, পরিষ্কার এবং সাদা কোটাংযুক্ত ।

টারাক্সেসকাম—সাদা কোটাংযুক্ত জিহ্বা । স্থানে স্থানে যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে, তাহাতে ঘোর রক্তিমতা ও কিছু কিছু রেননায়ুক্ত অবস্থা ।

২। হরিদ্রাবর্ণ কোটাং—একোনাইটাম্-ফেরক্স, • ইক্সিউ-হি, এল্‌কোহল, এমোনিয়েকাম্, বেল, সিড্রোন্, চেলিডো, * চায়না, চিনি-সাল্ক, ককিউ, কর্ণাস্—সারস্বি, ডিজি, ডায়োস্কো, ফেরা, জেলস্, গেটজবার্গ, গুয়ারিয়া, হাইড্রাষ্টি, হাইপারি, জুগ্‌লান্স, সাইলি, কেলি-আর্স, ল্যাক্ট-এসি, মেনিস্প্যান্ডাম্, স্রাজা, স্রাট্রাম্-আর্স, নাইটি-এসি, ওপি, অকুজ্যালি-এসি, কস্, ফাইটো; পলিগোনাম্, * পলিপো-অফি, হ্রাস টক্স, * রমেকস্-ক্রিস্, সিপিরা, স্ট্র্যামো, ভিরাট-ভি, জিহ্ব-মেটা, জিজিয়া ।

৩। ব্রাউন অর্থাৎ কটাবর্ণের কোটাং—(১) * আর্স, বেল, ক্যাক্টা, ককিউ, হাইয়স, কেলি-বাই, মার্ক-প্রোটো-আইয়ড্, প্রাষাম্, সাইলি, * সিকেলী, স্পঞ্জি, সালফার (২) ইক্সিউ, এট্রোপি, এল্‌কোহল, কলচি, কুগুরাজো, কুপ্রা, ডোরিকোরা, মার্ক-আইয়ড্-ক্লেবা, মাইগেলি, ওপি, অকুজ্যালি-এসি, * প্রাষা, কস্, পলিপোরাস-অফি, স্রাবাই, টিলিয়া, সিকেলী, সোলেনাম্-টিউবারসাম্, সাবাল, ট্যারেন্টুলা ** ব্যাপটি ।

৪। কালবর্ণের কোটাং—(১) আর্স, চায়না, ইল্যাপ্স, ল্যাকে, মার্ক, ওপি, সিকেলী, ভিরাট-এল্‌ব, (২) মার্ক-কস্, মার্ক-সজ, কস্ ।

৫। নীলাভ কোটিং—আস', ডিজি, মিউরি-এসি, র্যাফে, টাট্টার-এমোটিক, থুজা ।

৬। জিহ্বার স্থানে স্থানে কোটিং আছে এবং কোনস্থানে নাই—ল্যাকে, মার্ক-সায়েনেটাস, জাট্রা-মি, নাইট্র-এসি, ট্যারেক্সেসকাম্ ।

৭। লালবর্ণ জিহ্বা—(১) আর্জেন্টা-নাই, অরাম্, বেল, ক্যামো, ইল্যাপ্স, হাইয়স, কেলি-বাই, ল্যাকে, মরফিয়া, নান্স-ভ, প্যালাডি, ফাইটো, * হ্রাস-টক্স, ভিরাট-এলব (১) একোন, এগার, ক্যাম্ফ, এলোজ, এমোনি-কার্ব, এন্ট-টার্ট, * আস', বেল, কলোসি, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স, ইউপেটো, ক্যাগোপাইরাম, জেলস, হেলিবোরাস, কেলি-কার্ক, কেলি-নাইট্র, কেলি-অক্সাইডম্, ল্যাক্টি-এসি, লোবিলিয়া, মার্ক, মার্ক-সল্, মেজি, মস্কা, জাট্রাম-আস', জাট্রা-মি, অক্স্যালি-এসি, ফস্ফরাস, পালস, * হ্রাস-ভেনিনেটা, ক্রটা, জাটোনিন, সালফার, সালফ-এসি, ট্যাক্সকাম্, থিয়া, ভিরাট, জিক-মেটা, জিজিয়া ।

৮। হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বা—(১) এগার, এলোজ, আস'-হাইড্রোজিনিবেটাম্, * ব্যাপ্টিসিয়া, বেল, চায়না, কলোসি, কুপ্রা-এসি, জেলস্, হাইড্রাষ্টি, হাইয়স, কেলি-বাই, লাইকো, মার্ক-কর, নাইট্র-এসি, প্রাথম, ফস, * পলিপোরাস্, ট্যাবেকাম্, থুজা, জিক-মেটা । (২) ক্যামো, হাইপার-পারফো, ইপিকা, পালস, হ্রাবাডি, ভিরাট-ভি ।

(ক) ঈষৎ কটাভ-হরিদ্রাবর্ণ—ফস, বাবেরিস্, ব্যাপ্টি ।

(খ) ঈষৎ-শ্বেতাভ-হরিদ্রাবর্ণ—আস', কেলি-বাই, ব্যাপ্টি ।

৯। কালবর্ণ জিহ্বা—আস', ব্যারাইটা-এসিটা, বাকো, ইল্যাপ্স, লোলিয়াম্, মার্ক-ডাল্‌সিস্, * ওপি, প্রাথম, * ফস, সিকেলী, ট্র্যামো, ভাইপেরা ।

(ক) কটাভ কালবর্ণ জিহ্বা—ফস, ভাইপেরা ।

১০। কটাবর্ণ জিহ্বা—এট্রোপি, বেঞ্জোইন, ক্রোটেলাস্-হরিডাস্, কুপ্রা-এসি, ইলাটী, হাইয়স, আইয়ড্, কেলি-টার্ট, ওপিয়াম্, অক্স্যালি-এসি, * ফস, সিকেলী, ট্যারাক্সেসকাম্ ।

জিহ্বার অস্বাভাবিক অবস্থা ।

১১ । শুষ্ক জিহ্বা—একোন, এসিডাম-এসিট, ইথুজা, এগার-মাস্কে, এপিস, এলোজ, এমিগ্‌ডেলা-এমারা, * আর্জেন্ট-নাই, ** আর্স, এট্রোপি, * ব্যাপ্টী, * ব্রাই, ব্যারাই-কার্ব, ব্যারাই-মিউ, * বেল, বেঞ্জিনাম্, ব্রোমিয়াম্, ক্যাক্টা, ক্যাম্প-কস, ক্যাম্প, ক্যায়া, * ক্যামো, সিষ্টাস, কোরাল, ডায়োস্ক, * ডালক্‌মারা, ফেরা-মেটা, জেলস, গুয়ারি, হাইড্রো-সি-এসি, হাইওস, আইরড্, জ্যাটোফা, জুগল্যান্ড-সাইনিরিয়া, ক্যালমিয়া, ** কেলি-বাই, কেলি-টার্ট, লরোসি, ম্যানসিনেলা, মিউর-এসি, মার্ক-কর, গ্ৰাটামি, নাক্স-ম, ওপি, অক্স্যালিক-এসি, প্র্যাণ্টেগো, * ফস, প্লাস্‌ম, পালল, রিসিনাস্, পডো, ** হ্রাস্, ক্রমেজ-ক্রিস্পাস্, ষ্ট্যাফি, সালফ-আইওড, সালফা, সিকেলী, ট্যাবেকাম, ট্যারেণ্টুলা, টার্টার-এসি, থুজা, ভিরাট, জিহ্বাম্, জিজিয়া, জ্যাছোক্‌জিলাম ।

অরাদি যে কোন রোগে রোগীর জিহ্বা শুষ্ক দেখা যায়, তাহা ভাল অবস্থা নহে। শুষ্ক জিহ্বা সঙ্কটজনক অবস্থাজ্ঞাপক। এই অবস্থা দেখিলে স্ফটিকিংসক অতি সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করিতে থাকিবেন।

১২ । শীতল জিহ্বা—এসিটিক-এসিড, একোন, * এগার-ফেলো, এমোনি-কার্ব, আর্স, ব্যারাইটা-এসি, ক্যাল-কার্ব, ** কার্ব-ভ, ক্যাম্প, কার্বনিয়াম্-সালফ, কলচি, * কুপ্রাম-আর্স, * কুপ্রাম-সালফ, * কুপ্রা, গুয়ারিয়া, কেলি-ক্রোরিকাম, ক্রিয়েজো, মার্ক, গ্ৰাজ, ওপি, সিকেলী, অক্স্যালিক-এসি, * ভিরাট ।

১৪ । জিহ্বা ফাটা ফাটা—এলকোহল, * আর্স, এরাম-ট্রফো, বেল, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্প, কার্ব-ভেজি, কুপ্রা-এসি, * কেলি-বাই, মার্ক-কর, কেলি-আইওড, মার্ক-সল, গ্ৰাটাম-আর্স, প্লাস্‌ম, ফস, হ্রাস্, * স্পাইজি, সালফা ।

(ক) জিহ্বা অগ্রভাগে ফাটা ফাটা—* ল্যাক্স ।

১৪ । স্ফাল্টিনা অর্থাৎ আরক্ত জ্বরের সময় জিহ্বা ফাটিলে—এইল্যান্থাস্ ।

১৫। উষ্ণ জিহ্বা—একোন, এমোনি-কাব, এপিস, আস', ক্রোটন-টি, মার্ক-কর, ফাইটো, পালস, ট্রিকনিয়া।

১৬। জিহ্বা ভারী—এনাকা, বেল, কাব'-ভেজি, কলচি, গুয়ারিয়া, হাইয়স, * লাইকো, মিউর-এসি, থাট্রা-মি, প্রাশ্বাম, সিকেলী, ট্র্যামো।

১৭। কথা কহিবার সময় জিহ্বা ভারী—নাক্স-ভ।

১৮। জিহ্বা অত্যন্ত বড় বোধ হয়—একোন, আস', কলচি, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-নাইট্রিকাম, মোনইন, হাইড্রাটিস, * কেল-বাই, কেলি-আইয়ড, মার্ক-কর, ল্যাকাটিক-এসি, থাট্রা-আস', অগজ্যানিক-এসি, ফস্, প্রাশ্বাম, সিপি।

১৯। জিহ্বা মুখের বাহির হইয়া থাকে—(১) এবিসিহ, একোন, বেল, সিনা, ক্রোটেলাস, * কর্কউ (ধনুষ্ঠকার রোগে), হাইড্রোসি-এসি, হাইয়স, লাইকো, * মার্ক-কর, মার্ক-নাইট্রাস, মার্ক-প্রিসি-পিটোয়-কবার, নাক্স-ভ, ওপি, প্রাশ্বাম, ট্র্যামো, ট্রিকনিয়া, ট্যাবেকাম, ভাইপেরা।

২০। জিহ্বা মুখের বাহির করিতে অক্ষম—রোমিয়াম। ডাল-কামেরা, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ।

২০। জিহ্বা কম্পিত অবস্থা—এবিসিহ, এলকোহল, এলোজ, * বেল, ক্যান্ফ, ক্যাছা, কুপ্রাস'-আস', হেলে, হাইয়স, লোলিয়াম, মার্ক, ওপি, প্রাশ্বাম, সিকেলী, স্পাইজি, ট্র্যামো, ট্যাবেকাম, ট্যারাক্সেসকাম, ভাইপেরা।

২২। জিহ্বা যখন বহির্গত হয় তখন কাঁপে—মার্কউরিয়াস।

জিহ্বা সম্বন্ধে ডাঃ এলেন, বেল, হেরিং প্রভৃতি হবিজ্ঞ } :—
চিকিৎসকদিগের বিশেষ বহুদৃষ্টিভার কল।

২৩। জিহ্বায়ে জ্বালা বোধ—কাব'-এনি।

২৪। জিহ্বার অগ্রে জ্বালা, আহার করিলে উপশম বোধ—কাব'-এনি।

(ক) জিহ্বাতে জ্বালা—কলোসি, গামি-গা ।

২৫ । জিহ্বাগ্র ঈষৎ নীলবর্ণ ও ক্ষতযুক্ত—শ্রাবাডি ।

২৬ । „ শুষ্ক—হাস, খুজা ।

২৭ । জিহ্বাগ্র স্পর্শ করিলে ক্ষত স্থানের স্থায় বেদনা বোধ—** খুজা ।

২৮ । জিহ্বাগ্র রক্তবর্ণ—আস, হাস, ভিরাট ।

২৯ । „ „ এবং মধ্যভাগে মেটে রং—ল্যাকে ।

৩০ । শুষ্ক, ত্রিকোণাকৃতি রক্তবর্ণ—** হাস ।

৩১ । „ ক্ষতযুক্ত—ইন্ডিউ, **খুজা, কেলিকার্ব, শ্রাবাডি ।

৩২ । „ „ যেন অসংখ্য ফোঁস্কা উঠিয়াছে—শ্রাবাডি ।

৩৩ । জিহ্বাগ্রে বেদনা যেন ঘা হইয়াছে—ইন্ডিউ, কেলি-কার্ব ।

৩৪ । জিহ্বাগ্র ক্ষত ও বেদনায়ুক্ত—হিপা, *খুজা ।

৩৫ । „ „ এবং পার্শ্ব লাল—** ভিরাট, সিকেলী ।

৩৬ । জিহ্বা তালুতে লাগিয়া থাকে—** নাক্স-ম ।

৩৭ । „ হইতে রক্তস্রাব—হুরারী ।

৩৮ । „ *নীলাভ—** আস, কার্ব-ত ।

৩৯ । „ প্রশস্ত এবং পার্শ্বে খাঁজ-কাটা—কেলি-বাই; **মার্ক, পডো, হাস ।

৪০ । „ প্রশস্ত লক্লকে—ক্যাম্ফ, চিনি-সা ।

৪১ । „ অত্যন্ত প্রশস্ত—পালস্ ।

৪২ । জিহ্বার অগ্র হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত বোধ হয় যেন দৃষ্ট হইয়া গিয়াছে—সোরি ।

৪৩ । জিহ্বা পরিষ্কার—*এলুমি, ক্যাষ্টা, কষ্ট, **সিনা, ডিজি, জেলস, ডুসি, ফস, হাইয়স্, ইল্যাপ্স, ইগ্নে, *ইপিকা, ম্যাগ্নে-কা, *হাস, সাইলি ট্রামো, সাসা, .

৪৪। জিহ্বা পরিষ্কার, অগ্রভাগ শুষ্ক ও লালবর্ণ—সিকেলি-ক।

৪৫। ” পরিষ্কার বামদিকে, দক্ষিণদিকে অপরিষ্কৃত—
লোবিলিয়া, হ্রাস।

৪৬। জিহ্বা পরিষ্কৃত ও শুষ্ক—লাইকো।

৪৭। ” ” পুরাতন পীড়ায়—এপিস্।

৪৮। ” কখনই পরিষ্কৃত নহে—**আর্গি।

৪৯। ” অপরিষ্কৃত, কালবর্ণ, শুষ্ক, কর্দমের ন্যায়—আর্স,
হিপার, ল্যাংকে, মার্ক-ভ।

৫০। ” ” মেটে রং—আর্স, হাইয়স, ব্রাই, কেলি-বা, হ্রাস,
লাইকো, সালফা, সাইলি, ইলাটি।

৫১। ” ” কেবল মাঝে মাঝে একটি মেটে
রঙ্গের দাগ—আর্গি, ব্যাপটি, ইউপেটো-পারপি, আইড্।

৫২। ” ” মেটে রঙ্গের আভাযুক্ত শ্বেত—সোরি।

৫৩। ” ” মাঝে অপরিষ্কৃত সাদা—গ্রাবাডি, সিকেলি।

৫৪। ” অপরিষ্কৃত সাদা কোটিংযুক্ত—(১) * একোন, ইঙ্কিউ,
* এন্টি-ক্রু, এগার, এনাকা, ব্যারাই, ক্যালকে, কার্ব-ভ, ব্রাই, * বিস্মাথ,
চায়নি-সালফ, সিল্কোনা, ককিউ, সাইক্ল্যা, ডিজি, ফেরা, গ্রাফা, *ইউপেটো-
পারফো, ইপিকা, কেলি-কার্ব, লোবি, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ম্, প্লাণ্টেগো, পডো,
পলিপো, সোরি, * পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, স্পাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ভা, ভিরাট্রা;
(২) ক্যামো, চেলিডো, চায়না, কলোসি, জেলস, আইরিস্-ভা, কেলি-না,
ক্রিয়েজো, মেজি, লরোসি, মার্ক-ভ, নাক্স-ভ, ফস্, র্যাফে, সিকেলী, জিঙ্ক।

৫৫। জিহ্বা অপরিষ্কৃত, সাদা, পাশে শুষ্ক—ককিউলাস্।

৫৬। ” সাদা, পুরু ও থকথকে ছুঁলে ন্যায়—এন্টি-ক্রুড।

৫৭। ” ” অথবা পীতাভ মেটে—ভিরাট্রা।

৫৮। ” ” পুরু—**মেজি, পডো।

৫৯ । জিহ্বা সাদা সাদা সরের ন্যায় পদার্থে আবৃত—
এন্ট-টার্ট, সিল্কো, পডো ।

৬০ । ,, সাদা ময়লায় আবৃত—আর্নি, চায়না পডো ।

৬১ । ,, সাদা কোটিং, মধ্যে মধ্যে পরিস্কার লাল লাল
দাগ—হিপোমে, টারাক্সে ।

৬২ । ,, পীতবর্ণ ময়লায় আবৃত—ওপি ।

৬৩ । ,, শক্ত মিউকাসে আবৃত—ক্যাক্স ।

৬৪ । জিহ্বা সাদা, পালকের ন্যায়—**কল্টি ।

৬৫ । ,, ,, অপরিষ্কৃত দিবসে, সন্ধ্যার সময় লাল
ও পরিষ্কৃত হয়—**সালফা ।

৬৬ । ,, অপরিষ্কৃত সাদা অথবা পীতবর্ণ—ইন্ডিউ, আর্নি,
*নাইট্র-এসি, সালফা, *নাক্স-ভ, সোরি, পাল্‌স্ ।

৬৭ । ,, সাদা, মধ্যস্থলে, পাশে কাল কাল রেখা—পিট্রো ।

৬৮ । ,, সাদা দুই পার্শ্বে, লাল মধ্যভাগে—কষ্ট, ক্যামো ।

৬৯ । ,, অপরিষ্কৃত সাদা গাএ, এম্‌ সময় মধ্যে অগ্রভাগ
ও পার্শ্ব লাল—মাথে-মি ।

৭০ । জিহ্বা অপরিষ্কৃত, সাদা পার্শ্বে, মেটেবর্ণ মধ্যভাগে
আইয়ড, ফস্ ।

৭১ । ,, ,, মধ্যভাগে, পার্শ্ব লাল—ব্যাণ্টি, বেল, জেলস্ ।

৭২ । ,, ,, অগ্রভাগ ও পার্শ্ব লাল—সালফা ।

৭৩ । জিহ্বা পরিষ্কৃত সাদা অথবা কটাবর্ণ, পার্শ্ব লাল
মধ্যভাগ কাল—ফস ।

+ রাত্রি ১টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত সময়কে এ, এম, এম ও বেলা ১টা হইতে রাত্রি
১২টা পর্যন্ত পি, এম, পি M বলে ।

৭৪ । জিহ্বা পরিক্ষিত সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ মধ্যভাগে,
পার্শ্ব ফেঁ কাশে বা রক্তশূন্য—চিনি-সালফ ।

৭৫ । „ „ „ অত্যন্ত—*ব্রাই, ক্যাছা, কোলবাই,
নাক্স-ভ, সিকেলি ।

৭৬ । „ „ „ মধ্যস্থলে মেটেবর্ণ—ব্যাপটি,
ইউপেটো-পার্পি ।

৭৭ । জিহ্বার কেবল মধ্যভাগ অপরিক্ষিত—ফস ।

৭৮ । জিহ্বা অপরিক্ষিত সামান্য প্রকার—এরানিয়া-ডা ।

৭৯ । „ „ „ লুরু—ব্রাই, ক্যাছা, পলিপো ।

৮০ । „ „ পুরু, ময়লাযুক্ত—ফস ।

৮১ । „ হরিদ্রাবর্ণের পুরু, ময়লাযুক্ত—কেলি-বাই, পডো,
পলিপো, স্পাইজি ।

৮২ । „ হরিদ্রাভ মেটেবর্ণ মধ্যস্থলে, অগ্রভাগ ও
পার্শ্বদ্বয় উজ্জ্বল লাল—* ব্যাপটি ।

৮৩ । জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণের পুরু ময়লাযুক্ত, অগ্রভাগ লাল—
পলিপো ।

৮৪ । জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ—বোভি, সিড্রন্, ক্যামো, ট্যানা, ইউপেটো-
পার-ফো, * কেলিবাই, ** পডো, পলিপো, সিকেলী-ক ।

৮৫ । „ অপরিক্ষিত পীতাভ সাদা—আস', ক্যামো, সাইক্লা,
জেলস, ইপিকা, ত্রাট্ট-মি ।

৮৬ । „ ফাটা ফাটা—কুরারী, লাইকো, * স্পাইজি, কার্ব-ভ ।

৮৭ । „ শুষ্ক—**আস', আর্গি, কার্ব ভ, কষ্ট, ডালকা, ল্যাকে,
লাইকো, * ফস, পডো, *হাস, ট্র্যামো ।

৮৮ । „ „ চট্‌চটে—*কোনা ।

৮৯ । জিহ্বা শুষ্ক, প্রাণে জাগ্রত হওয়া মাত্র—ক্যালকে,
নাইটি-এসি ।

৯০ । জিহ্বা ফোস্কাপূর্ণ—ক্যামো ।

৯১ । জিহ্বাতে ফোস্কা ও তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা—ক্যাপসি,
কার্ব-এনি ।

৯২ । জিহ্বা, তাহা^র পাশে ফোস্কা ও তাহা লালায়ুক্ত—
কার্ব-এনি ।

৯৩ । „ পাতিল—ক্যাম্ফ, নচিন-সালফ ।

৯৪ । „ স্পর্শবোধ শূন্য—কলচি ।

৯৫ । „ চুলকানিযুক্ত—সিড্রন্ ।

.. ৯৬ । জিহ্বা বড়—পাল্‌স্ ।

৯৭ । „ বেদনায়ুক্ত—এপিস্ ।

৯৮ । জিহ্বার উপর যেন ম্যপ্ অর্থাৎ মানচিত্র অঙ্কিতের
ন্যায়—ল্যাকে, ** ত্রাট্রা-মি, কেলি-বাই, র্যানান-বাংলবো, ট্যারাক্সেসকাম্ ।

৯৯ । জিহ্বা পিংশেবর্ণ—* ফেরা, * ইপিকা, ** সিকেলী-ক ।

১০০ । জিহ্বা অবশ কতকভাগে—হাইয়স্ ।

১০১ । জিহ্বায় কাঁটাবিদ্ধবৎ বোধ—সিড্রন্ ।

.. ১০২ । জিহ্বায় কাঁটা কাঁটা-বিদ্ধবৎ প্রাতে বোধ হয়,
আহারান্তে আর থাকে না । সিড্রন্ ।

১০৩ । জিহ্বা বাহির করিতে কষ্ট—হাইয়স্, ল্যাকে, ট্র্যামো ।

১০৪ । „ কম্পনযুক্ত—ওপি ।

১০৫ । „ যেন একখণ্ড কাঁচা মাংস—এপিস্ ।

.. ১০৬ । „ ক্রমাস্থয়ে লাল ও সাদা দাগপূর্ণ—*এন্টি-টার্ট ।

: ১০৭ । „ লাল এবং শুষ্ক—বেল, ল্যাকে ।

১০৮ । জিহ্বা লাল—এপৌজ, বেল, 'ত্রাই, কলোসিস, লাইকো, **
হ্রাস, ট্র্যামো, * কেলি-বাই, * * থুজা, * টেরিবি, ভিরাট ।

১০৯ । জিহ্বা উজ্জ্বল লাল—কণ্ঠি, লাইকো ।

১১০ । „ গাঢ় লাল—কুরারী, ইল্যাপস, হাইয়স্ ।

১১১ । জিহ্বায় লাল লাল দাগ মাঝ পর্য্যন্ত—*আস, ফস-এসি ।

১১২ । জিহ্বা থস্‌থসে—ল্যাকৈ ।

১১৩ । জিহ্বা থস্‌থসে সাদা—এনাক ।

১১৪ । „ থস্‌থসে নহে (নিশ্বল)—*কেলি-বাই, * ল্যাকৈ ।

১১৪ । „ যেন গরম জলে পুড়িয়া গিয়াছে বোধ—
* ইক্কিউ, সাইমেক্স ।

১১৬ । „ মাড়ী ও তালু যেন দধ্ব বোধ হয়—সাইমেক্স ।

১১৭ । „ অগ্রভাগে যেন বোধ হয় চুল রহিয়াছে—
সাইলি ।

১১৮ । জিহ্বা অত্যন্ত স্পর্শবোধযুক্ত—গ্র্যাফ ।

১১৯ । „ ক্ষতযুক্ত—এপিস, ক্যাফা, মার্ক-ক, শ্রাবাড়ি, টেরিবি ।

১২০ । জিহ্বা ক্ষত কিন্তু কথা কহিতে কি বাহির করিতে
কোন কষ্ট বোধ হয় না—এপিস ।

১২১ । জিহ্বা হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়—ক্যাফ ।

১২২ । „ চট্‌চটে, হরিদ্রাবর্ণ—সিকেলী-ক ।

১২৩ । „ পিচ্ছিল—চেলি, পিটোল, ফস-এসি ।

১২৪ । „ শব্দ—কল্‌চি, কোনা, লাইকো, ** ভিরাট ।

১২৫ । „ „ ও বেদনায়ুক্ত—কোনা ।

১২৬ । জিহ্বা স্ফীত—সিকুটা, ডাল্‌কা, ** থুজা, * ট্র্যামো,
**ভিরাট, মার্ক-ভ ।

১২৭ । „ „ এবং কাল—ইল্যাপস ।

- ১২৮ । জিহ্বা দন্তের ছাপায়ুক্ত—বোলি, ** মার্ক-ভ ।
- ১২৯ । " ফুলা যেন শীতে অবশ-প্রায় হইয়াছে—ডাল্কা ।
- ১৩০ । " সঙ্কুচিত—*মিউর-এসি ।
- ১৩১ ১. " স্পর্শে বেদনাবোধ—এপিস, গ্র্যাফা ।
- ১৩২ । " অত্যন্ত কাঁপে—ক্যাম্ফ, ক্যান্সা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-ভ ।
- ১৩৩ । " বহির্গত করিতে কাঁপে—ল্যাকে ।
- ১৩৪ । " অত্যন্ত পুরু—ব্যারাইটা ।
- ১৩৫ । " খরখরে—হ্রাস ।
- ১৩৬ । " জিহ্বার পার্শ্বে ও অগ্রভাগে ফোস্কা-ফোস্কা তাহা অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনায়ুক্ত—এপিস, কার্ব-ভ, থুজা ।
- ১৩৭ । " ফোস্কা—সাইক্সা ।
- ১৩৮ । " অগ্রভাগে ফোস্কা—কার্ব-এনি, * ল্যাকে, লাইকো ।
- ১৩৯ । " জিহ্বা-পার্শ্বে ফোস্কা—কার্ব-এনি, থুজা, ** এপিস ।
- ১৪০ । " জিহ্বার প্যাপিলীগুলি (Papillæ) †—*এন্টি-টাট, বেল, মেজি, নাক্স-ম, ট্র্যামো ।
- ১৪১ । " " লাল ও উঁচু উঁচু—একেন, * এন্টি-টাট ।
- ১৪২ । " " উজ্জ্বল লাল এবং উঁচু উঁচু—** বেলেডোনা ।
- ১৪৩ । জিহ্বার প্যাপিলী উঁচু বড় বড়—মেজি ।

† নূতন অগ্রভাগের স্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল লাল লাল বাহা জিহ্বার উপরিভাগে বৃহৎবৃহৎ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে প্যাপিলী বলে । ইহা থাকার দরুণই জিহ্বার উপরিভাগ নির্দল নহে, অথচ কোমল, বন্ধুর ।

১৪৪। জিহ্বা অগ্রভাগ রক্তবর্ণ ত্রিভুজাকৃতি—** হ্রাস।

১৪৫। ” মধ্যভাগে এবং অগ্র পর্য্যন্ত লাল, শুষ্ক ডোরা—*ফস।

১৪৬। জিহ্বা উজ্জ্বল—এপিস, *ল্যাকে, কিলে, টেরিবি।

—০০—

মুখের আশ্বাদ ও তাহার পরিবর্তন, TASTE.

১। আশ্বাদের পরিবর্ত দেখিতে পাইলে—(১) একোন, এন্টি, আর্গি, আস', বেল, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককিউ, ইপিকাক, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স্, হ্রাস; ক্যাপ্‌সি, কার্ব'-ভ, হিপা, কেলি, গ্রাট্রাম্, গ্রাট্রা-মিউ, পিট্রো, ফস্, শ্রাবাই, সিপি, স্কুইল, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ্, ভিরার্ট; (৩) এসাফি, ক্যালকে, কুপ্রা, হগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউ, সাইলি, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফ-এসি, ট্যারাক্সেকাম্, ইত্যাদি কয়েকটা ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। তীক্ষ্ণ আশ্বাদ—চায়না।

৩। তিত্ত আশ্বাদ জন্ম—(১) একোন, ইউপে-পারফো, আর্গি, আস', **ব্রাই, ক্যালকে, ক্যামো, **চায়নি-সা, **চায়না, গ্রাট্রা-মি, **নাক্স-ভ, **পাল্‌স্, শ্রাবডি, সিপি, সোরি, সাইলি, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা; (২) এমোনি-কার্ব, কার্ব'-এনি কার্ব-ভ, কলোসি, কোনা, ড্রুসি, ফেরা, ইপিকা, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, টাটা, এন্টি-জু, ইলাটি, ডালকা, জেলস্, গ্র্যাফা, হিপা, থুজা, *কোল-কা, ব্যান্টি, এরানি।

৪। মুখ তিত্ত ও তৎসঙ্গে জিহ্বা পরিষ্কৃত—চিনি-সা।

৫। মুখ তিত্ত ও ঈষৎ মিষ্ট—মিনিয়াহিস্।

৬। মুখ তিত্ত কিন্তু কিছু আহার করিলে ভাল বোধ হয়—সালফা, **সোরি।

৭ । রক্তের ন্যায় আস্বাদ—(১) ইপিকা, *সাইলি, জিহ্বা ; (২) এলাম, এমোনি, ফেরা, কেলি, ছাট্টা-মি শ্রাবাইনা, সালফা ।

৮ । অঙ্গারের ন্যায় আস্বাদ—(১) সাইক্যামেন, পালস, নাক্স-ভ, র্যানান্, স্কুইল, সালফা ।

৯ । তত্ত্বজনক স্বাদ—(১) ** পালস, ** বেল, হাইয়স্ ।

১০ । পুঞ্জের ন্যায় স্বাদ—(১) মার্ক, ছাট্টাম, পালস ।

১১ । কর্দমের ন্যায় স্বাদ—(১) ক্যানাবিস, চায়না, ফেরা, হিপা, ইগ্নে, ফস, পালস, ষ্ট্যান্না ।

১২ । জলের ন্যায় এক প্রকার স্বাদ—(১) ব্রাই, চায়না, ক্যাপ্টি, পালস, ষ্ট্যাফি, * ক্যাপসি, ইপিকা, হ্রাস, সালফ ; (২) ইগ্নে, ছাট্টা-মি, একোন, এণ্টি, আর্গি, আস, বেল, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, ছাট্টা-মি, পিট্টো, ফস, ফস্-এসি, রুটা, ষ্ট্যান্না ।

১৩ । ডিম ইত্যাদি পচার ন্যায় মুখের স্বাদ—(১) একোন, ** আর্গি, কষ্ট, কুপ্রা, * গ্র্যাফা, মার্ক, পালস, হ্রাস, সালফা ; (২) বেল, ব্রাই, কার্ক-ভ, ক্যামো, কোনা, ছাট্টা-মি, নাক্স-ভ, পিট্টো, ফেরা, ফস, ফস্-এসি ।

১৪ । পচা স্বাদ—(১) ব্রোভি, ক্যামো, এনাকা, ** বেল, হিপা, হাই, হ্রাস, * নাক্স-ভ, পিট্টো, প্ল্যাণ্টা, পডো, ** আর্গি, ক্যাপ্টি, নাক্স-ভ, ভিরাট, ** সোরি, পালস, জেলস, ক্যাল্কে ।

১৫ । তৈলাদি স্নেহ পদার্থের ন্যায় স্বাদ—(১) এলাম, *এসাকি কষ্ট, * লাইকো, ম্যাগ্নে, পালস, হ্রাস, শ্রাবাইনা, * সাইলি, ভিরাট ।

১৬ । ঘামের ন্যায় স্বাদ—(১) নাক্স-ভ, ফস-এসি, পালস, সার্সা-ফ্রাস, ভিরাট, ষ্ট্যান্নো, সালফা ।

১৭ । তামাতে স্বাদ—(১) এগ্রাস, এমোনি, ক্যাল্কে, * ককিউ কুপ্রা, ছাট্টা-মি, ল্যাকে, নাক্স-ভ, হ্রাস ; (২) এলাম, কলোসি, লাসাফ্রা, সেনিগা, সালফা, জিহ্বা, মার্ক-কর, মার্ক-ভ, * হিপা, সার্স, * ইন্ডিউ ।

১৮ । স্বাদ লৌহের ন্যায়—(১) বগালকে ।

১৯। মণ্ডুর ত্যায় আঠা আঠা স্বাদ—(১) আর্গি, বেল, ক্যামো, চায়না, **পালস, ল্যাকে, ডিউ, লাইকো, ম্যাগে, থাট্টা-মি, (২) মার্ক, নাক্স-ভ, * পিট্টো, ফস, প্রাটী, হ্রাস।

২০। চর্বিবৎ আশ্বাদ—লাইকো।

২১। পচা তৈলের ত্যায় স্বাদ—(১) এলাম, এষু, এসাকি, ব্রাই, ক্যামো, *ইপিকা, গিউর-এসি, নাক্স-ভ, পিট্টো, পালস, সালফা, কার্ব-ভ।

২২। লবণাক্ত আশ্বাদ—(১) আস, কার্ব-ভ, *মার্ক, *ফস, ফস-এসি, পালস, *সিপি, জিঙ্ক; (২) চায়না, কুপ্রা, ল্যাকে, লাইকো, **থাট্টা-মি, গ্র্যাফা, আইয়ড, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, হ্রাস, সালফা, ভিরাট।

২৩। অন্ন আশ্বাদ—(১) এমোনি, বেল, ক্যালকে, চায়না, কেলি, মার্ক, থাট্টা-মি, ** নাক্স-ভ, হিপা, ফস, পডো, পালস, সালফা; (২) এলাম, কার্ব-এসি, * ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনা, কুপ্রা, * গ্র্যাফা, ইয়ে, * ল্যাকে, ** লাইকো, ম্যাগে-কা, ম্যাগে-মি, থাট্টা, নাইট্রি-এসি, সিপি, ট্যারাক্সে; (৩) ব্যাপ্টি, ভিরাট।

২৪। প্রত্যেক পদার্থের স্বাদই অল্পরূপে পরিবর্তিত হয়—
* ল্যাকে।

২৫। মিষ্ট আশ্বাদ—(১) বেল, ব্রাই, চায়না ডিজি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, * ফস, প্রাধা, * আবাডি, স্কুইল, ষ্টার্না, সালফা, (২) একোস; এলাম, এমোনি, * কুপ্রা, ফেরা, ইপিকা, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, হ্রাস, সার্সা, সালফ-এসি।

২৬। ঈষৎ মিষ্ট স্বাদ—(১) ইপিকা।

২৭। খাদ্রব্য তিক্ত আশ্বাদযুক্ত—(১) ** ব্রাই, কলোসি, ফেরা, হিপা, হ্রাস, সালফা, চায়না।

২৮। জল ব্যতীত সমস্তই তিক্ত—(১) একোন।

(ক) জল তিক্ত বোধ হয়—*আস।

২৯। ভোজন এবং পানের পর মুখে তিক্তস্বাদ—(১) আস, ব্রাই, * পালস, হ্রাস, নাইট্রি-এসি।

- ৩০ । ভোজনের পূর্বে ও পরে মুখ তিত্ত—কার্ব-ভ পালস ।
 ৩১ । জল এবং খাদ্যদ্রব্য তিত্ত—(১) চায়না, পালস ।
 ৩২ । সমস্ত পদার্থই তিত্ত—**বাই ;
 ৩৩ । আহারের পর মুখ পচাবোধ—হাস-টঙ্গ ।
 ৩৪ । খাদ্যদ্রব্যে অত্যন্ত লবণবোধ—কার্ব-ভেজি, সাল্ফার ।
 ৩৫ । খাদ্যদ্রব্য টক লাগে—ক্যালকে, চায়না, ক্যাপসি, লাইকো ।
 ৩৬ । আহারের পর মুখে টক আশ্বাদ—কার্ব-ভ, ককিউ স্ট্রাট-
 মি, নাক্স-ভ, পালস, সাইলি ।

৩৭ । দুগ্ধ আহারের পর মুখে টক আশ্বাদ—কার্ব-ভ, সাল্ফা ।

- ৩৮ । রুটি মিষ্ট বোধ হয়—মার্কিউরিয়াস ।
 ৩৯ । রুটি তিত্ত—ডিজি, ড্রিসি ।
 ৪০ । বিয়ার নামক মদ মিষ্ট বোধ হয়—পালস ।
 ৪১ । তামাক টক বোধ হয়—ষ্টাফি ।
 ৪২ । তামাক তিত্ত—ককিউলাস ।
 ৪৩ । তামাক খাইয়া বমি বমি ভাব হয়—ইপিকাক ।
 ৪৪ । তামাক খাওয়ার (ধূমপান) পর মুখ তিত্ত—**এনাকা,
 পালস ।

- ৪৫ । প্রাতঃকালে মুখ তিত্ত—আর্গি, পালস ।
 ৪৬ । ” মুখ পচা—হাস, সাল্ফা ।
 ৪৭ । ” মুখ টক—নাক্স-ভ, সাল্ফা ।
 ৪৮ । ” মুখ মিষ্ট—সাল্ফার ।

৪৯ । মুখে কোন স্বাদই অনুভব হয় না—(১)*বেল, লাইকো,
 *স্ট্রাট-মি, ফস্. *পালস, **পডো, সাইলি ; (২) এলাম, এমোনি-মিউ,

এনাকা, ক্যালকে, হিপা, হাইবুস, কেলি, ক্রিয়েজো,* ক্যাছা, ম্যাগ্নে-মি, নাক্স-ভ, সিকেলী, সিপি, ভিরাট ।

৫০ । পক্ষাঘাত ইত্যাদি স্নায়বীয় পীড়া হেতু মুখে স্বাদ না থাকিলে—বেল, হাইয়ন্স, লাইকো, ঝাট্রা-মি, নাক্স-ভ, সিপি, ভিরাট ।

৫১ । সর্দি ইত্যাদি লাগা হেতু কোন প্রকার স্বাদ অনুভব করিতে না পারিলে—(১) নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌কা ; (২) এলাম, ক্যালকে, হিপা, ঝাট্রা-মি, সিপি ।

লালা বা থুথু SALIVA.

লালা একটা গুরুতর বিষয় বটে । ইহার আশ্বাদন ও অগ্নাত্ত অবস্থা, ঔষধ-নির্ধারন সময়ে বিশেষ সহায়তা করে সন্দেহ নাই ।

আমি পাবনা থাকা কালে ডাক্তার জগৎচন্দ্র রায় এল্‌, এম্‌, এন্‌ মহাশয়ের নিউমেনিয়া নামক পীড়া জন্মিয়াছিল । তাঁহার এই পীড়ার জন্ত প্রথমতঃ যে কয়টা ঔষধ ব্যবহার করি, তাহা বিশেষ ফলোপদায়ক হয় না । তাঁহার থুথু অত্যন্ত লবণাক্ত বলিয়া তিনি অতিশয় বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; মুখের স্বাদও তৎসঙ্গে লবণাক্ত ছিল । দেখ! ” •

থুথুর এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া মার্কিউরিয়াস্-সলিউবিলিস্ নামক ঔষধ মনোনীত করিলাম । জগৎ বাবুর অগ্নাত্ত এধান প্রধান লক্ষণের মধ্যে :— কাশিবার সময় বুক ও মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ছায় ও তদ্রূপ কাশিতে অক্ষম ; গলার ভিতর সর্কদা বিড়বিড় ভাব, রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি ; থুথুর স্বাদ লবণাক্ত ; সামান্য জোরে কথা বলিতে দম-আটকার ছায় ভাব, দক্ষিণ কিম্বা বাম পার্শ্ব—উভয় পার্শ্বের কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে না পারিয়া প্রায়ই চিৎ অবস্থায় থাকিতেন ; ইত্যাদি লক্ষণদৃষ্টে, মার্কিউরিয়াস্-সলিউবিলিস্ নামক ঔষধই উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্ধারিত করিলাম ; এবং ইহার ৬ষ্ঠ ক্রম ২৩ মাট্রা দেওয়ার পর ঔষধে স্পষ্ট উপকার লক্ষিত হইতে লাগিল । পরে এই ঔষধ কিছুদিন ব্যবহার করায় পীড়ার উপশম হইয়া আসিল ।

এস্থলে আমি বলিতে কুণ্ঠিত হইব না যে, “থুথু লবণাক্ত স্বাদট” আমাকে যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া “মার্কিউরিয়াস-সালিউবিলিস” নামক ঔষধকে দেখাইয়া দিয়াছিল। আমি সেই নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভৈষজ্যতত্ত্ব হইতে ঐ রোগের অগ্ৰাণু প্রধান প্রধান লক্ষণ মিলাইয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং ইহা যে বন্ধুবর জগৎ বাবুর উপযুক্ত ঔষধ তাহাতে দৃঢ়নিশ্চয় হইলাম। এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা হাতে হাতে অতি আশ্চর্য্য ফলও পাওয়া গেল।

যাহা ইউক্ল, থুথু ইত্যাদি এক একটা বিশেষ পরিষ্কার লক্ষণ, ঔষধ-নির্দীচন সময়ে তোমাকে পথ-প্রদর্শন করিবে; এ কথা মনে রাখিয়া এই সামান্য থুথু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে শিথিল প্রযত্ন হইও না।

১। লীলা তিক্তস্বাদ—আস’, ব্যাপ্ট, ব্রাই, চেলি, কোকা, *কেলি-বাই, লাইকো, ম্যাগ্নে, ফাইটো।

২। লীলা রক্তময়—একোন, *আস’, ক্যান্ফ, সিকুটা-ভি, হাইয়স, ক্রিমাটা, জ্যাটোফা, জেলস, ক্যালি-আইও, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ত্রাট্টা-মি নাক্স-ভ, ওপি, সিকেলী, সাল্ফা, থুজা, ভাইপেরা, জিঙ্ক।

শ্রীধর বাগছীর পুত্র; বয়স দেড় বৎসর। ইহার প্রায় ছয় মাস হইল সময়ে সময়ে পাতলা রক্তবমন হয়, এই কথা তাহার পিতা বলেন; কলিকাতার বড় বড় এলোপ্যাথিক, চিকিৎসক’ মহাশয়েরা চিকিৎসা করিয়াছেন, কিন্তু রোগ আরোগ্য হইল না। এই রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসিলে অনেক অনুসন্धानে জানিলাম যে, রোগী যখন শুমাইয়া থাকে তখন জলবৎ পাতলা রক্তে বালিস ভিজিয়া যায়। তাহাতে আমার হৃদয়ঙ্গম হইল যে তাহার রক্তময় লীলা মুখ হইতে নির্গত হয়। বালক সেই লীলা গিলিয়া ফেলে এবং পরে তাহাই বমন হইয়া যায়। এই প্রকার বমন অর্দ্ধসের পরিমাণও কখন কখন হইত। এখানে বলা আবশ্যিক যে রোগীর গলা পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল; তাহার গলার কোন ক্ষত নাই যাহা হইতে রক্তস্রাব সম্ভব বোধ করা যাইতে পারে। পেটে ও পাকস্থলী-স্থানে বেদনা বা কোন অসুখ নাই যাহাতে রক্তস্রাব সন্দেহ হইতে পারে। বিশেষতঃ রোগীর স্বাস্থ্য ভালই ছিল; তাহাতেই উহা যে রক্তময় লীলা বমন এবং প্রকৃত রক্ত বমন নহে, তাহা স্থির করিলাম।

প্রথম সিকেলী ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বিতীয় তাহাতে সামান্য উপকার হইল; পরেসিকুটা ৬ষ্ঠ শক্তি কয়েক মাত্রা দেওয়া ত রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

৩। লালা জমাটো ও গন্ধ ভিনিগার মতের ন্যায়—চায়না।

৪। শীতল লালা—এসোরাম, সিষ্টা, মার্ক-কর, কাইটো।

৫। লালা দেখিতে কার্পাস তুলার ন্যায়—বার্বেরিস, নাক্স-ম, পাল্‌ম্‌।

৬। লালা মাখনের ন্যায় (কথা বলার পর)—সিড্‌ন।

৭। লালা অত্যন্ত নির্গত হয়—এম্পারেগাস, আস, বার্বেসিস, কোকা, হাইয়স, জ্যাবোরগাই, প্রাথম।

৮। লালার আশ্বাদ ভুক্ত দ্রব্যের ন্যায়—ফস্‌।

৯। লালার লৌহরূপ আশ্বাদ—**মার্ক, সিমি।

১০। ফেনাযুক্ত লালা—একোন, এসিটিক্‌-এসি, এপিস্‌, ব্রাই, ক্যানাই, কার্বলিক-এসি, ক্যান্ডা, ইয়ে, * কেলিবাই, ফস্‌-এসি, কাইজো, পিক্রি-এসি, শ্রাবাডি।

১১। লালা চক্‌চকে—ষ্ট্রামো।

১২। লালার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত—(১) এণ্টি-ক্রু, বেল, ক্যাল্‌কে-কা, * কার্ব-ভ, চায়না, * কলচি, * ডিজি, ডাল্‌কা, গ্র্যাটি, হেলে, হিপোমে, হাইড্রোফা, আইরিস্‌-ভা ** জেবেরেণ্ডা, জেট্টো, ** মার্ক-ভ, মেজি, * পালস, হিয়াম, স্যাবাডি, সেজু। (২) 'একোনাইটাম, ফেরাম, ইক্সিড্‌, খুজা, এগারিকাস-নাক্স, এলুমিনা, এম্ব্রা, এমোনি কার্ব, এণ্টি-টাট, এপিস, এপোসাই-নাম আর্জেন্ট-নাইট্রাস, আস, এরাম, এট্রোপি, অরাম-মেটা, ব্যাপটি, বেল, বোভি ব্রাই, ক্যাল-কার্ব, ক্যান্ডা, ক্যামো চেলিভো, চায়না, সিকুটা-ভি, চায়নি-সালফ, সিমিসি, কলচি, ক্রোটেলাস, ক্রোটন-ট, কুপ্রা, ডেকনি, ডিজি, ডায়োস্কো, ড্রুসি, ফেরাম-মেটা, গ্লোনইন্‌, হেলে, লিপার, হাইয়স, ইয়ে, আইয়ড্‌, * ইপিকা, কেলিবাই, কেলি-আইয়ড্‌, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, * মার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-আইয়ড্‌, মার্ক-নাইট্রা, মার্ক-সল, শ্রাজা, শ্রাট্রা-মি, *নাইট্রি-এমি নাক্স-ভ প্পি, অক্সাইডাম-এসি, ফস, কাইজো, প্র্যাটা, * পডো, পালম, হ্রাস, য়িসিনাস।

সিকেলী, সাইলি, স্পাইজি, ট্র্যামো, সালফা, সাফ-এসি, ট্যাবেকাম, থিয়া, ভিরাট, ভাইপেরা, জিক্স ।

১৩। লাল তামাটে-আশ্বাদযুক্ত—সিডন, ক্যামো, কেলি-বাই, লাইকো, ফাইটো, থুজা, ** মার্ক ।

১৪। লাল দুর্গন্ধময়—**মার্ক, পিটো, ভ্যালিরি, প্লাসাম, *ডিজি, হিপা, নাইটি-এসি, ।

১৫। রাত্রিতে লাল দুর্গন্ধময়—মার্ক-সল ।

১৬। লাল লবণাক্ত—(.) এমোনি-কাব, *এন্টিকুড, কলচি, ইল্যাপস, ডিজি, হাইয়স, * কেলি-বাই, আইয়ড, কেলি-আইয়ড, ল্যাকট-এসি, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, ** মার্ক-সল, ত্রাট্রা-কাব, ত্রাট্রা-মি, ট্র্যামো, সালফা, ভিরাট ।

১৭। চট্‌চটে লাল—ক্যাম্ফ, ম্লোনইন, মার্ক-সল, প্লাসাম, হ্রাস-টক্স ।

১৮। টক আশ্বাদযুক্ত লাল—এলাম, ক্যাল-কাব, ক্যাল-কস, কার্বনিয়াম-অক্সাইডাম, ক্রোটন-টি, ঠংগে, কেলি-বাই, লাইকো, ট্যারাক্সে, ত্রাট্রা-মি, পিটো, ফস, কস্-এসি, সিকেলী, সালফা, থুজা ।

১৯। লাল অত্যন্ত আঠার ন্যায়—এপিস, অর্জেন্টাম-নাইট্রাম, আস, ব্যাপ্টি, বেল, বার্কেরিস, সিনিসি, ক্রোটেলাস, ডিজি, কৈনা, ইল্যাপস, * কেলি-বাই, ত্রাট্রা-কাব, ফাইটো, সেনিগা, থিয়া, ** আইরিস-ভ, * মার্ক-স, * ক্যাম্ফ, মার্ক-ক ।

২০। লাল আঠাযুক্ত ও রজ্জুখণ্ডবৎ—কুপ্রা, ** কেলি-বাই, ট্যারাক্সে, আইরিস-ভ, মার্ক-সল ।

২১। কথা বলার সময় মুখের লাল অত্যন্ত আঠাযুক্ত হয়—সিড্রন ।

২২। লাল মিষ্টশ্বাদযুক্ত—এলুমিনা, অরাম, ক্যাসা, ক্যামো, চায়না, * ডিজি, হাইয়স, নাইটি-এসি, প্লাসাম, পালস, স্রাবাইনা, সিনি, থুজা ।

২৩। লাল ভাঙ্গী—আস, বেল, কার্ব-এসি, সিড্রন্, ক্রোটেলাস, ল্যাকনাছি, নাক্স ম, ওপি, ফাল্টো ।

২৪। মুখ দিয়া জল উঠা—পালস, জিক, এসিটাম্-এ ।

২৫। লাল হালুদ বর্ণ—সাইক্লো, জেলস, হাইড্রোফোবিন, লাইকো, মার্ক-কর, কাইটো, হিপোমে ।

২৬। লাল তৈলবৎ—কিউবেব ।

মুখগহ্বর Mouth.

১। মুখগহ্বরে এপার্শ্ব নামক ক্ষত—ইথু, আস, ব্যাপ্টি, ** বোরা, ক্যাল-কা, ক্যান্সা, ক্যাপসি, ডালকা, গামি-গা, হেল, হিপোমেনি, আইয়ড্, মাগ্নে-কা, ** মার্ক-ভ, * মিউর-এসি, শাট্রা-মি, নাইট্র-এসি, * সান'৷, সিপি, ষ্ট্যাকি, * সালকা' সালফ-এসি ।

২। মুখ চোকান—বেল, ** ষ্ট্র্যামো ।

৩। দন্তের মাড়া হইতে রক্তপাত—অর্জেন্টা-না, ব্যাপটি, কার্ব-ভেজি, মার্ক-ভ, ফস্-এসি, নাক্স-ভ, প্র্যাণ্টে, ষ্ট্যাকি, জিক ।

৪। মাটিতে ঘা—অর্জেন্টা-না, বোলি, জেলস ।

৫। মাটি রক্তপতনশীল—ডাকক', * মার্ক-ভ, নাট্রা-মি, নাইট্র-এসি, * ষ্ট্যাকি ।

৬। মাটি ক্ষীত—ক্যাল-কা, ক্যামো, জেলস, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, নাক্স-ভ, ফস্-এসি ।

৭। মাটি ক্ষীত যেন কালজলপূর্ণ—* ক্রিয়েজো ।

৮। মুখগহ্বর হইতে রক্তপাত—বোরা, * হিপোমে ।

৯। মুখ হইতে গুহদ্বার পর্যন্ত জ্বালা—** আইরিস্-ভ ।

১০। মুখ মধ্যে জ্বালা—এসাকি, হিপোমে, * আইরিস-ভ, জেট্রো, টেরাক্সে ।

১১। মুখের কোণে ক্ষত—শাট্রা-মি, নাইট্র-এসি, * এন্টিট্যাট,

১২ । মুখের কোণে ফুসুড়ি বা চর্ম্মোদ্ভেদ (ইরাপশন)—
হিপা, ইগ্নে, ** ঝাট্টা-মি ** নাক্স-ভ, * হ্রাস ।

১৩ । মুখগহ্বরস্থ ঝিল্লী, ফোঁকাশে বা রক্তশূন্য—*
ইউপোটো-পারফো, ** ফেরা । :

১৪ । মুখগহ্বর শুষ্ক—ইক্টিউ, এসাকি. বেল, ব্রাই, ক্যাল-কা,
ক্যাল-ফস, ক্যাস্, ক্যাম, কুপ্তা, ছিপোমে, জেট্টো, কেলি বাই, কেলি-ব্রো, মিউব-
এসি, ঝাট্টা-মি নাক্স-ম, ওপি. পালস, সিকেলী ।

১৫ । মুখগহ্বরে ফেশা—ফস-এসি ।

১৬ । „ „ উত্তাপ-যুক্ত অবস্থা—বোরা, কলচি ।

১৭ । মুখগহ্বর সাদা কোটিংযুক্ত কিন্তু স্থানে স্থানে পরি-
কৃত, কাল আভাযুক্ত লালবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সকল—টারাক্সে ।

১৯ । মুখ প্রসারিত—বেল ।

২০ । মুখ ক্ষতভাবাপন্ন—ব্যাপটি, * ক্যাস্, ডিজি ।

২১ । মুখে চট্‌চটে মিউকাস্—* ঝাট্টা-মি, ফস-এসি, 'পালস,
সিনা ।

২২ । মুখে, সত্ত্বঃ ক্ষত হওয়ার স্থায় বেদনা বোধ—* টেরাক্সে ।

জিহ্বা, লাল, স্বাদ এবং মুখগহ্বর

ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ তৈবজ্ঞা-ভঙ্গ ।

একোনাইটাম্—মুখ এবং জিহ্বা—প্রকৃতরূপে শুষ্ক হয়, অথবা শুষ্ক
হওয়ার স্থায় রোগীর নিকট বোধ হইয়া থাকে । জিহ্বা বোধ হয় যেন বড়
হইয়াছে । জিহ্বাতে জালা কিম্বা কিঁকিঁ ধরার স্থায় ভাব ও পোঁচানবৎ বোধ ।
জিহ্বায় সাদা অথবা হরিদ্রাভ-সাদা কোটিং । জিহ্বা কম্পিত এবং কখনও
কখনও তোতলার স্থায় কথা বলিয়া থাকে । জিহ্বা একপণ্ড শুষ্ক চর্ম্মের মত
বোধ হয় । জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ির স্থায় উঠিয়া থাকে । মুখ দিয়া লাল
পড়ে ।

স্বাদ—জল বাতীত সমস্তই তিক্ত বোধ হয়। পচা। মিষ্ট। পচা ডিবেঁয় হয়।

ইস্কিউলাস—স্বাদ—মিষ্ট। তিক্ত বোধ হইয়া পরে মিষ্ট বোধ হয়।
তামাটে স্বাদ।

জিহ্বা—সাদা, অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ যেন ক্ষত হইয়াছে এমন বোধ হয়। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা আরত্বাধীনে আনিতে পারে না।

এগারিকাস্—জিহ্বা—গুরু। সাদা কোটিংযুক্ত। গোলমরীচ জিহ্বার লাগিলে যেরূপ জালা হয়, তদ্রূপ জালা হইতে থাকে। জিহ্বা নির্গত হইবার কালে কাঁপিতে থাকে। কথা অসংযুক্ত।

ইল্যান্থাস্—জিহ্বা—*গুরু, ফাটা ফাটা এবং যেন ভাজা হইয়াছে। অত্যন্ত পুরু, সাদা কোটিং। মধ্যভাগ কটা র-বিশিষ্ট। সজল এবং সাদা কোটিং অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় লাল।

এলোজ—স্বাদ—তিক্ত। টক। ইংরাজী কালী অথবা লৌহের হয় স্বাদ। তামাটে স্বাদ।

জিহ্বায়—হরিদ্রাভ-সাদা কোটিং। জিহ্বা তিক্ত, গুরু, রক্তবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণের ক্ষত।

এলুমিনা—জিহ্বা—অপরিস্কার। হরিদ্রাভ-সাদা। জিহ্বা চুলকাইতে ইচ্ছা হয়। প্রাতে মুখ গুরু এবং সন্ধ্যার সময় লাল নিঃসরণ। মুখ ও জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

এম্ফ্রাগ্রিশিয়া—জিহ্বা—শ্বেতাভ-হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত।

মুখ—তিক্ত। হৃৎকপানের পর অন্ন আবাদ। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠার পর মুখ তিক্ত। মুখে দুর্গন্ধ। * র্যান্ডলা পীড়া।

এমোনি-মিউ—জিহ্বা—হরিদ্রাভ-কোটিংযুক্ত (হৃৎকের বর্ণবৎ হইলে—এণ্টিকুড্ নির্দেশিত হয়)। জিহ্বার অগ্রভাগে ফোঁস্কার হয় তাহাতে জালা।

এণ্টিকুড্—জিহ্বা—*হৃৎকের হয় সাদা কোটিংযুক্ত। *অথবা সাদা,

পুরুষদেয়ুত। পার্শ্বদ্বয় লাল ও ক্ষতের গ্রায় বেদনায়ুক্ত। অত্যন্ত লাল নিঃসরণ।

এন্টি-টার্ট—জিহ্বা—*লালবর্ণ দীর্ঘ ঝোঁরাবিশিষ্ট। *মধ্যস্থল অত্যন্ত লাল ও শুষ্ক। *মণ্ডের গ্রায় সাদা, পুরু ক্রৈদ। *অত্যন্ত পাতলা, সাদা কোটাং এবং তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ প্যাপিলী সমস্ত দৃষ্ট হয় এবং পার্শ্বদ্বয় লালবর্ণ থাকে। মহাআ হেরিং জিহ্বার এই কয়েকটা অবস্থা দৃষ্টে যখনই এন্টি-টার্ট ব্যবহার করিয়াছেন, তখনই তাহার আশ্চর্য্য ফল দেখিয়াছেন।

স্বাদ—লবণাক্ত, টক এবং তিক্ত কিম্বা পচা ডিম্বের গ্রায়। আহাৰ্য্য দ্রব্যের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। তামাকে কোন স্বাদ লাগে না।

এপিস্— জিহ্বা—শুষ্ক। জিহ্বার অগ্রভাগ লাল, মোটা এবং দেখিতে শুষ্ক ও চকচকে। জিহ্বা ফাটা ফাটা, ক্ষত অথবা ফুসুড়িময়। জিহ্বার প্রদাহ। সাদা কোটাং।

মুখ—গলা ও মুখের ভিত্তর উত্তাপ লাগিয়া (উত্তপ্ত তরল পদার্থের) পুড়িয়া যাওয়া। লাল ফোণাবৃত্ত ও আঠাময়।

আজেন্টা-মেটা—জিহ্বা—ক্ষত এবং জালাযুক্ত ফুসুড়িপূর্ণ। জিহ্বা শুষ্ক।

মুখ—মুখের ভিতর চটচটে আঠাযুক্ত লাল হেতু কথা স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। *মুখে দুর্গন্ধ।

আর্জেন্টা-মাইটি—জিহ্বা—জিহ্বাগ্র লালবর্ণ এবং বেদনায়ুক্ত; প্যাপিলীগুলি প্রবদ্ধিত এবং উচ্চ; মহাআ হেরিং, জিহ্বার এই কয়েকটা লক্ষণ এই ঔষধের প্রধান লক্ষণমধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। জিহ্বা শুষ্ক; কাষ্ঠের গ্রায় শক্ত; দাঁত এবং জিহ্বা উভয়ই কাল দেখায়; জিহ্বার মধ্যভাগে লাল দীর্ঘ রেখা দৃষ্ট হয়।

স্বাদ—ঈষৎ মিষ্টযুক্ত-তিক্ত, টক; তামাতে; কষায়; স্বাদশূন্য অবস্থা।

আর্নিকা—জিহ্বা—সাদা ক্রৈদযুক্ত; শুষ্ক এবং মধ্যস্থলে কটা রংবিশিষ্ট দাগ সমস্ত। শুষ্ক কিম্বা হরিদ্রাবর্ণের কোটাং। জিহ্বার এই কয়েকটা লক্ষণ অবলম্বনে অনেক সময়ে এই ঔষধ টাইফাস্ এবং রেমিটেন্ট ফিবারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুখ—শুষ্ক ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা ; *মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ হওয়া ইহার একটা প্রধান লক্ষণ ।

স্বাদ—তিক্ত ; পচা ; অথবা পচা ডিম্বের স্থায় ।

আর্সেনিক—জিহ্বা—*জিহ্বায় অত্যন্ত জ্বালা ; জিহ্বার মূলদেশের উপরিভাগে ও ভিতরে ক্ষীত ; *জিহ্বা, শুষ্ক এবং অনৈসর্গিকরূপে লাল ও তৎসঙ্গে অগ্রভাগস্থ প্যাপিলীগুলি অত্যন্ত বড় বড় ; *হীসকের রংবর্ণাশষ্ট । *জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় লালবর্ণ এবং তাহা দন্তের সন্নিহিত সংলগ্ন থাকে হেতু তাহাতে দন্তের ছাপ উদ্ভিয়া থাকে । *জিহ্বার গ্যাংগ্রিন অর্থাৎ পচন অবস্থা । *অত্যন্ত প্রদাহ-যুক্ত দাগ ও তাহাতে অগ্নির স্থায় জ্বালাবোধ । (ডাঃ হেরিং) । জিহ্বার উপরোক্ত কয়েকটা লক্ষণই মহাত্মা হেরিং এই ঔষধের অতি প্রধান এবং সর্বদা পরীক্ষিত লক্ষণের মধ্যে নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন । জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় সাদা এবং মধ্যভাগে লাল দাগ সমস্ত অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে । পুরু রক্তদা। পার্শ্বদ্বয় লাল । ঈষৎ সাদা । হরিদ্রাভ-সাদা, যেন সাদা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছে । কটা অথবা কালবর্ণ । জিহ্বা অসাড় যেন দৃঢ় হইয়া গিয়াছে । জিহ্বা এক খণ্ড চর্ম্মের স্থায় সম্পূর্ণ অচল এবং তৎসঙ্গে জিহ্বার স্বাদরহিত অবস্থা । মুখাভ্যন্তরে এবং জিহ্বাতে গ্যাপ্‌থি নামক ক্ষত । জিহ্বার মূল দেশ ক্ষীত ।

স্বাদ—কাঠের স্থায় শুষ্ক । ত্যক্তজনক । গলার ভিতর মিষ্ট বোধ । অন্ন । তামাটে তিক্ত ও পচা আশ্বাদ । আহাৰ্য্য দ্রব্যে অত্যন্ত লবণ বোধ । লবণ কম বোধ । টক বোধ ।

মুখের—*অভ্যন্তর শুষ্ক ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা । *মুখে গ্যাপ্‌থি নামক ক্ষত, তাহা লাল কিম্বা নীলাভ দেখায় । কথা বলিতে অক্ষম । অত্যন্ত লাল ; পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলে । লাল পরিমাণে কমিয়া আইসে । মুখের ভিতর ও জিহ্বাতে ফুসুড়ি দেখা যায় ।

ব্যাপিটসিয়া—জিহ্বা—ক্ষীত ও পুরু বোধ, এবং তক্ষণ কথা কহিতে কষ্ট হয় । জিহ্বার মধ্যভাগ হরিদ্রাবর্ণ । প্রথমতঃ জিহ্বা সাদা এবং তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ প্যাপিলী সমস্ত দৃষ্ট হয়, পরে মধ্যভাগ হরিদ্রাভ কটা রক্তের

হইয়া উঠে, পার্শ্বদ্বয় লাল এবং চক্চকে থাকে। শুষ্ক, এবং মধ্যভাগ কটাবর্ণ।

পাকস্থলী শূন্য শূন্য বোধসহ প্রাতে জিহ্বা কটাবর্ণ। কাল এবং কটাবর্ণের স্বেদাময়, এবং রক্তময় মল ও তৎসঙ্গে কটা জিহ্বা (টাইফয়েড্ এবং রেমিটেন্ট জরে এ প্রকার অবস্থা অনেক সময় দেখা যায়)। • জিহ্বা ক্ষত, ফাটা ও বেদনায়ুক্ত।

স্বাদ—তিক্ত এবং পাতল্যুভাবাপন্ন।

মুখে—দুর্গন্ধ। মুখগহ্বরে ক্ষত, অত্যন্ত লাল নিঃসরণ হয়। স্পষ্ট বিক-
সিত ক্ষত। ক্যাক্সামোরিস (প্লীহা মায়ুরিকি যা) ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত লাল
নিঃসরণ। দাঁতের মাড়ী সমস্ত আলগা। কোমল। কৃষ্ণমিশ্রিত লাল অথবা
বেগুনে রংবিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধময়। মুখ এবং জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক (জরে)।
নিশ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। লাল বহুল চট্টচটে এবং এক প্রকার পাতলা
স্বাদযুক্ত।

ব্যারাইটা কাব—জিহ্বা—অসাড়। কথা কহিবার ক্ষমতা নষ্ট।
জিহ্বার মধ্যভাগ কঠিন ও স্পর্শ করিলে জ্বালা বোধ। জিহ্বার বামপার্শ্ব
ফাটা এবং তাহাতে ক্ষতের দ্বারা বেদনা বোধ। জিহ্বার মধ্যভাগে, অগ্রে ও
নিম্নে ফুস্কড়ির দ্বারা উঠিয়া থাকে।

মুখ—পুনঃ পুনঃ খুঁ খুঁ ফেলা স্বভাব। নিদ্রাবস্থায় মুখ দিয়া লাল পড়া।
সমস্ত মুখের ভিতরেই ফুস্কড়ি। • • •

বেলেডোনা—স্বাদ—লবণাক্ত। টক। তিক্ত। দুর্গন্ধময়। কিছু
আহার বা পান করিবার সময় পচা স্বাদ বোধ হয়। কঠিন আঁহাদ টক লাগে।

জিহ্বা—ক্ষীত ও প্রদাহযুক্ত। প্যাপিলী সমস্ত ঘোর লালবর্ণ। জিহ্বার
অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় পাতলা লালবর্ণ। ততোলা কথা। বোধ হয় যেন
জিহ্বাগ্রে কোন ফুস্কড়ি উঠিয়াছে, এবং তাহা স্পর্শ করিলে জ্বালা হইয়া
থাকে। জিহ্বার মধ্যভাগ শুষ্ক এবং শীতল বোধ। জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা
ও পার্শ্বদ্বয় লাল, অথবা দুইটা সাদা ডোঁরাযুক্ত। জিহ্বার উপর সাদা আঠাযুক্ত
ক্রেদ, তাহা টানিলে স্ততার মত উঠে। শুষ্ক এবং ক্রেদযুক্ত। জিহ্বা চট্টচটে,
হরিত্রাভ-সাদা মিউকাসে আবৃত। লাল্য ঘন, চট্টচটে •ও সাদা এবং জিহ্বাতে
আঠাব দ্বারা লাগিয়া থাকে।

মুখ—মুখ শুষ্ক ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা। মুখের ভিতর গরম বোধ। লাল নিঃসরণের পরে মুখ শুষ্ক। প্রাতে মুখ আঠাযুক্ত ও তৎসঙ্গে শিরঃস্রাব।

বোরাক্স—জিহ্বা—শুক এবং রক্তবর্ণ ফুসুড়িপূর্ণ, জিহ্বা শক্তবোধ ও তাহাতে গ্যাপ্‌থি নামক ক্ষত।

মুখ—মুখের ভিতর এবং গালে গ্যাপ্‌থি নামক ক্ষত ও থাইবার সময় রক্তপাত হয়। সমস্ত শৈথিল্যিক বিলী দধেব হ্রাস এবং কুঞ্চিত বোধ হয়। শিশুর মুখ বেদনাযুক্ত। মাতৃস্তন পান করিতে দিলেই শিশু কঁদিয়া অস্থির হয়।

ব্রাইওনিয়া—স্বাদ—মিষ্ট। তিক্ত। ত্যক্তজনক তিক্ত। খাদ্য দ্রব্যের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। অভুক্ত অবস্থায় মুখ তিক্ত থাকে।

জিহ্বা—সাদা কোটায়ুক্ত। জিহ্বা কর্কশ। ফাটাফাটা এবং প্রায় কালবর্ণের আভাযুক্ত কটা। জিহ্বা শুষ্ক। অগ্রভাগ সজল। জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ি।

মুখ—মুখ এবং ওষ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক। জল পান করিলে আপাততঃ একটু ভাল বোধ হয়। মুখে সাবানের ফেনার হ্রাস থুথু। মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই, অথবা তৎসঙ্গে অত্যন্ত জলপান ইচ্ছা। মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। কাশির সঙ্গে দুর্গন্ধময় জঠর শ্লেষ্মা, কখনও বা মটর পরিমাণ ছানার টুকরার হ্রাস গোলাকার শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলা স্বভাব।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব—স্বাদ—তিক্ত, টক ও পচা।

জিহ্বা—সাদা কোটায়ুক্ত। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে জিহ্বা শুষ্ক। জিহ্বার নিম্নভাগের গ্রন্থি সমস্ত প্রবদ্ধিত। জিহ্বার অগ্রভাগে জালা; যেন কোন ক্ষত হইয়াছে এমন বোধ। গরম খাদ্য ও পানীয়তে জালা বৃদ্ধি। জিহ্বার পৃষ্ঠে, পার্শ্বে এবং অগ্রভাগে ক্ষত, তাহাতে আহাৰ করা ও কথা বলা নিতান্ত কষ্টকর। কথা অস্পষ্ট এবং কষ্টকর।

মুখ—মুখ আঠা আঠা। গালের ভিতর এবং জিহ্বাতে ছোট ছোট ফুসুড়ি। টনসিল গ্রন্থিতে হারিদাভ-সাদা ক্ষত। লাল—অগ্নয়ুক্ত।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা—স্বাদ—গাঢ় কিছু খায় তাহাই অত্যন্ত উপাদেয় ও সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয়।

মুখ—শুক, অথচ ভূষণ নাই । তোতলা কথা ।

ক্যাহারিস—স্বাদ—তিক্ত । অথবা আলকাতরাব ছায় ।

জিহ্বা—ক্ষীত এবং পুরু ক্রেনযুক্ত । জিহ্বার উপর পুরু ক্রেন । পার্শ্বদহ লাল । জিহ্বার মূলদেশের কতকভাগ ফোকাপূর্ণ ; কতকভাগ যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে । কম্পিত অবস্থা ।

মুখ—মুখের ভিতর লাল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোকাপূর্ণ । ক্ষত তাহাতে জ্বালা ও বেদনা । মুখ এবং তালুর পশ্চাভাগ পর্য্যন্ত শুক । মুখ, গলা ও পাকস্থলীতে পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত বেদনা ।

লালা—পরিমাণে অধিক স্বাদশূন্য, অথবা নিতান্ত ত্যক্তজনক মিষ্ট । তালু এবং আল-জিহ্বা অত্যন্ত লালবর্ণ । মুখের ভিতর ফেণার ছায় থুথু দৃষ্ট হয় । প্রাতঃকালে জাগরিত হইলে মুখের ভিতর রক্ত দেখা যায় ।

কার্ব-ভেজি—স্বাদ—লঘণাক্ত । আহারের পূর্বে এবং পরে মুখ তিক্ত । মুখ তিক্ত ও শুক ।

জিহ্বা—প্রদাহ হইয়া জিহ্বা শক্ত হইয়া উঠে । জিহ্বা ভারী, এবং কথা কহিতে কষ্ট বোধ হয় । জিহ্বা সাদা । হরিদ্রাবর্ণের আভাযুক্ত কটারঙ্গের কোটিং । জিহ্বা শুক, যেন তজ্জিত এবং কাটাফাটা । জিহ্বার অগ্রভাগ শুক । কোমল । জিহ্বা কাল হইয়া যায় ।

মুখ—মুখ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস শীতল । মুখের ভিতর গরম বোধ । লালার পরিমাণে অধিক । মুখ উষ্ণ । জিহ্বা অচল । লালার রক্তময় । দাঁতের মুসল হরিদ্রাবর্ণ । দাঁতের গোড়া আলগা ; এবং ক্ষতযুক্ত । নাক এবং মুখ দিয়া রক্তপাত ।

কপ্তিকামু—স্বাদ—তৈলের ছায় । পচা । তিক্ত ।

জিহ্বা—জিহ্বার অসাড় অবস্থা । কথা বলিতে অক্ষম । জিহ্বাগ্রে বেদনাযুক্ত ফুসুড়ি । জিহ্বার দুই পার্শ্বে সাদা ও মধ্যভাগ লালবর্ণ ।

মুখ—মুখ ও জিহ্বা শুক । মুখ ও গলার ভিতরে অত্যন্ত স্লেয়া ।

ক্যামোমিলা—স্বাদ—তিক্ত । টক । পচা চর্ম্মির ছায় । পচা ।

জিহ্বা—সাদা কোটিংযুক্ত । হরিদ্রাত ; অথবা পার্শ্বদহ সাদা এবং মধ্যভাগ লালবর্ণ ; লাল কাটাফাটা দাগযুক্ত । শুক, সাদা ও মধ্যে মধ্যে লাল দীপের ছায় দেখা যায় ।

সিনা—জিহ্বা—ঈষৎ কটা রংবিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ-কোটিং । ঈষৎ সাদা কোটিং ।

মুখ—মুখে ফেণাময় লাল, এবং বৃকের ভিতর ঘড়ঘড়ে কাশি ।

চায়না বা সিক্কোনা—স্বাদ—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ । প্রাতেকালে মুখ পচা । গলার ভিতর তিক্তবোধ । জলের দ্বায় স্বাদ । খাদ্য অত্যন্ত তিক্ত বা অত্যন্ত লবণাক্ত ।

জিহ্বা—সাদা । হরিদ্রাবর্ণ । পুরু রক্তবিশিষ্ট । প্রাতে জিহ্বা সাদা । শিশু রাত্রিতে অস্থির হয় । খাইতে চুচ্চা নাই । কাল । অথবা যেন ক্ষত ও দগ্ধ অবস্থার দ্বায় বেদনায়ুক্ত । জিহ্বার অগ্রভাগে জালা হইয়া লাল নিঃসরণ হয় । দিবারাত্রি লাল নিঃসরণ (পারদ ব্যবহারের অনেক বৎসর পর) । পাকস্থলীর দুর্বল অবস্থা ।

কল্‌চিকাম্—জিহ্বা—উজ্জল রক্তবর্ণ । ভারী এবং শক্ত ও অসাড় । কণ্ঠের সহিত মুখের বাহির করা যায় । কথা কহিতে অক্ষম (টাইফাস্ জরে) ।

কলোসিন্ধু—স্বাদ—খাদ্য এবং পানীয় পদার্থে তিক্তস্বাদ বোধ ।

জিহ্বায়—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ কোটিং । কর্কশ । জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ । জিহ্বার অগ্রভাগে জালা ।

কোনায়াম্—জিহ্বা—শক্ত । ক্ষীত এবং বেদনায়ুক্ত । কণ্ঠের সহিত কথা বলে ।

স্বাদ—তিক্ত । স্বাদশূন্য অবস্থা । অল্প পরিমাণ দুগ্ধপানমাত্রেই হঠাৎ উদর ক্ষীত হইয়া উঠে ।

কুপ্রাম্-মেটা—স্বাদ—মিষ্ট অথবা ঈষৎ মিষ্ট-তামাটে । মুখ—গুরু (মস্তিষ্কের রোগে) ।

জিহ্বা—লাল । শুষ্ক এবং কর্কশ । প্যাপিলী বড় বড় ; সাদা কোটিং হরিদ্রাভ, অথবা কটাবর্ণের কোটিং ।

ডিজিটেলিস—জিহ্বায়—সাদা কোটিং ।

স্বাদ—জলবৎ অথবা ঈষৎ মিষ্ট ও তৎসঙ্গে সর্বদাই মুখে জল উঠে ।

ডালকামেরা—স্বাদ—তিক্ত ।

জিহ্বা—চুলকাইতে থাকে । মুখ এবং জিহ্বা শুষ্ক । শুষ্ক এবং ক্ষীত

জিহ্বা। শীতল বাতাস অথবা শীতল জল লাগিলে জিহ্বা ও মাড়ী জড়তা প্রাপ্ত হয়।

মুখ—শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই।

ইউপেটো-পারফো—জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাভ-ক্রেদযুক্ত। স্বাদ তিক্ত।

ফেরাম মেটা—জিহ্বা—সাদা কোটিংযুক্ত।

মুখ—শুষ্ক প্রাতঃকালে। মুখে অত্যন্ত রক্তের আশ্বাদ।

ফ্লুওরিক-এসিড—জিহ্বা—অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় অত্যন্ত লাল; মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত, ঈষৎ সাদা ও শুষ্ক। জিহ্বার চতুর্দিকে গভীররূপে ফাটাকাটা এবং তাহাদিগের মধ্যে ক্ষতের ছায় দেখা যায়।

মুখ—ফোঁড়ের (Fauces) ভিতর শ্বেতা জমা হেতু নিজ্রাভঙ্গ।

জেলসিমিয়াম—জিহ্বা—হরিদ্রাভ-সাদা। জিহ্বায় কটা রংবিশিষ্ট পুরু ক্রেদ। প্রায় পরিষ্কার। পার্শ্বদ্বয় লাল ও মধ্য সাদা।

স্বাদ—পচা ও তৎসঙ্গে রক্তমিশ্রিত লাল। তিক্ত স্বাদ। নিশ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। কথা ভারী (যেন মাতালের ছায়, মস্তিষ্কের তলভাগে রক্তাধিক্য হেতু)।

গ্লোনইন্—স্বাদ—তিক্ত ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা। মসলার ছায়, মিষ্ট, গরম ও তৎপর চর্বির ছায় আশ্বাদ।

জিহ্বা—হৃৎকের ছায় সাদা বটে, কিন্তু কোন কোটিং নাই ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত মাথাবেদনা। অথবা সামান্য কোটিং। আহার করিতে পারেন না। হৃৎকল টাইফয়েড অবস্থা। জিহ্বা ক্ষীত এবং ক্ষতের ছায় বোধ হয়। জিহ্বায় থোচানবৎ বেদনা, কথাবার্তা বলিতে কষ্ট হয়, কারণ জিহ্বা এবং মস্তিষ্কের শক্তি নিস্তেজ।

মুখ—মুখে গাজলা উঠা ও কন্‌ভালশন্।

প্র্যাফাইটিস্—স্বাদ—অন্ন, লবণ, তিক্ত; ও পচা ডিমের ছায়।

জিহ্বায়—সাদাকোটিং। জিহ্বার নিম্নভাগে ঈষৎ ক্ষত।

মুখ—প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক। নিশ্বাস প্রশ্বাসে মূত্রের ছায় গন্ধ।

হেলিবোরাস—জিহ্বা—শুষ্ক। পান্ডু সাদা। টাইফয়েড ইত্যাদি

জরে শুষ্ক এবং রক্তবর্ণ। অঙ্গ বহির্গত হয় এবং দক্ষিণে ও বামে সঞ্চালিত হইতে থাকে। কম্পিত। অসাড় ও স্ফীত। ফুস্ফুড়িপূর্ণ। অগ্রভাগ গোটা গোটাময়।

মুখ—মুখ এবং তালু শুষ্ক, মুখ এবং নাসীতে ক্ষত।

হেলোনিয়াস—জিহ্বা—সাদা (বহুমূত্র রোগে)।

হাইড্রাস্টিস্—স্বাদ—গোলমরীচের শ্রায় অথবা জলের শ্রায়।

জিহ্বা—স্ফীত এবং দন্ত সকলের ছাপযুক্ত। সাদা কোটিং ও তন্নখের হরিদ্রাবর্ণের একটা ডোবার শ্রায় দৃষ্ট হয়। জিহ্বা যেন দৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, অথবা যেন খোলস পরিত্যক্ত অবস্থার শ্রায়, তৎসঙ্গে কৃষ্ণ-মিশ্রিত লালবর্ণ এবং প্যাপিলিগুলি প্রবর্ধিত।

মুখ—পারদ অথবা ক্লোরেইট্ অব্ পটাশ ব্যবহারের দক্ষণ মুখের ভিতর প্রদাহ ও ক্ষত (প্রস্রুতি এবং দুর্বল স্ত্রীলোকদের মুখে এইরূপ অবস্থা)।

হাইওসায়েমাস্—স্বাদ—পচা। অত্যন্ত কণ্ঠা বলে অথবা চুপ করিয়া থাকে।

জিহ্বা—লাল অথবা কটা রং, শুষ্ক, ফাটাফাটা কঠিন। একখানি দৃষ্ণ-লেদার (Leather) অর্থাৎ পরিকৃত চর্মের শ্রায় শুষ্ক খরখরে। সাদা। জিহ্বার প্যারালিসিস্। কণ্ঠের সহিত জিহ্বা বহির্গত হয়, এবং বাহির হইলে আর ভিতরে লইতে সামর্থ্য থাকে না।

লালা—লালা নিঃসরণ। লালা লবণাক্ত ও রক্তময়।

মুখ—মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

হাইপারিকাম্—জিহ্বা* সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত।

* অত্যন্ত তৃষ্ণা।

N. B. মেনিঞ্জাইটিস্ অর্থাৎ মস্তিষ্কের বিল্লির প্রদাহ রোগে জিহ্বার এই প্রকার অবস্থায় হাইপারিকাম দ্বারা ডাক্তার হেরিং অতি চমৎকার ফললাভ করিয়াছেন।

ইগ্নেসিয়া—স্বাদ—টক, অথবা চাখড়ির শ্রায়। খাইবার সময়ে অথবা কণ্ঠা বলিতে জিহ্বা দৃষ্ণে দংশিত হয়।

আইওডিরাম্—স্বাদ—লবণাক্ত। জিহ্বাগ্রে মিষ্ট

জিহ্বা—জিহ্বা শুষ্ক । কটাবর্ণ এবং শুষ্ক । পূৰ্ব্ব ক্লেদযুক্ত ।

লালা—পারদ ব্যবহারের পর লাল নিঃসরণ ।

মুখ—মুখ স্লেয়ায় পূর্ণ হইয়া থাকে । তাহাতে পচাগন্ধ, মুখ ধৌত করিলেও সে গন্ধ দূর হয় না । মুখে ক্ষত । মুখের ভিতর কুপ্ণামক ক্ষত হইতে যে প্রকার রক্ত নির্গত হয়, সেই প্রকার ঘন, কটাবর্ণের ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে । মুখের ক্ষত ভ্রমের রংবিশিষ্ট ।

ইন্দ্রিকাক—স্বাদ—তিক্ত । ঈষৎ মিষ্ট ও রক্তের মত । পচা তৈলের মত ।

জিহ্বা—পরিষ্কৃত । হরিদ্রা অথবা সাদা ফেঁকাসে । কথা কহিতে অনিচ্ছা । জিহ্বা শুষ্ক ।

কেলি-ব্রাইক্রোমিকাম—স্বাদ—তামাটে । ঈষৎ মিষ্ট । অন্ন । প্রাতে তিক্ত ।

জিহ্বা—প্রশস্ত অথবা পার্শ্ব যেন মোড়ান । জিহ্বায় যেন একগাছা চুল রহিয়াছে এরূপ বোধ । জিহ্বা পুরু । হরিদ্রাবর্ণ, পার্শ্বদ্বয় লাল এবং ছোট ছোট ক্ষতপূর্ণ । জিহ্বা শুষ্ক । লাল । ফাটা ফাটা জিহ্বার পার্শ্ব গভীর ক্ষত ।

মুখ ও লাল—মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক । জল খাইতে ভাল বোধ হয় । লালের বৃদ্ধি । তিক্ত । আঠা ও ফেণাযুক্ত । লবণের ঞায় স্বাদ ।

ল্যাকেসিসু—স্বাদ—টুক । প্রত্যেক জিনিসই টুক লাগে । জিহ্বা—জিহ্বা এবং কথা ভারী । সম্যক্ হাঁ করিতে পারে না । * জিহ্বা কম্পিত ও বাহির করিতে অতি কষ্টকর (ডিম্বথিরিয়া ইত্যাদি রোগে) । জিহ্বার এই লক্ষণকে ডাঃ হেরিং ল্যাকেসিসের একটি প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন । জিহ্বা বাহির করিতে গেলে কাঁপিতে থাকে । ক্ষীত এবং সাদা ক্লেদযুক্ত । প্যাপিলিগুলি বৃহৎ । অগ্রভাগ শুষ্ক, রক্তবর্ণ ও ফাটা । অগ্রভাগ লাল এবং মধ্যভাগ কটাবর্ণ । বন্ধারোগের শেষাবস্থায় মুখের ভিতর ক্ষত । তালুর বিস্তীর্ণ যেন উঠিয়া গিয়াছে এ প্রকার বোধ ।

ল্যাকোসিরোসাস্—জিহ্বা—শুক । কর্কশ । শুষ্ক এবং সাদা । শীতল ।

মুখ—মুখের ফিতর ফেণা উঠা (মূগীরোগে) । মুখ শুষ্ক ।

লাইকোপোডিয়াম—স্বাদ—অন্ন, তিক্ত এবং চর্ষিব ঞায় ।

জিহ্বা—* জিহ্বা সৰ্বেণে নির্গত হয় এবং এদিক ওদিক নড়িতে চড়িতে থাকে। জিহ্বা বিস্তৃত হইয়া রোগীর এক প্রকার বিশ্রী চেহারা হয়। এই দুইটা লাইকোপোডিয়ামের প্রধান লক্ষণ। এঞ্জিনা এবং ডিপথিরিয়া রোগে এই লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জিহ্বার কন্ডালশন্। জিহ্বা ভারী এবং কম্পিত। লাল ও শুষ্ক, পরে কাধ এবং কটা কটা হইয়া যায়। জিহ্বার কোন কোন স্থান বেদনায়ুক্ত ও ক্ষীত হইয়া উঠে। জিহ্বাগ্রে ফুসুড়ি দেখা যায়। জিহ্বার উপরে এবং নীচে ক্ষত

মুখ—মুখ এবং জিহ্বা শুষ্ক, অথচ তৃষ্ণা নাই।

মার্কিউরিয়াস—স্বাদ—তিক্র, মিষ্ট, লবণ, পচা, অথবা স্বাদশূন্য অবস্থা।

জিহ্বা—শুষ্ক। কঠিন। কাল কোটায়ুক্ত। লাল এবং শুষ্ক। লাল ও তৎসঙ্গে কাল দাগ ও জালা। জিহ্বা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। ভিজা এবং ক্লেদযুক্ত। অত্যন্ত পুরু কোটীং। মেটে হরিদ্রাবর্ণ। তৎসঙ্গে নিখাস প্রাচ্যসে দুর্গন্ধ। ক্ষীত। পাতলা লকলকে এবং দন্তের ছাপযুক্ত।

মুখ—মুখের ভিতর বড় বড় ফোকা। দাঁতের মাটি দিয়া রক্ত পড়ে। অত্যন্ত লাল নিঃসরণ। লাল দুর্গন্ধময় ও তাহার স্বাদ তামাটে। মুখে র্যাপ্‌থি নামক ক্ষত।

মার্ক-কর—জিহ্বা—ওষ্ঠ এবং জিহ্বা সাদা এবং সঙ্কুচিত। জিহ্বায় সাদা পুরু ক্লেদ অথবা শুষ্ক লাল অবস্থা। প্যাপিলিগুলি বড় বড়। মুখ—শুষ্ক ও অত্যন্ত তৃষ্ণা। মুখের ভিতর, গলায় অথবা মাটীতে ক্ষুধীল ঘা। গালের ভিতর এবং ওষ্ঠে র্যাপ্‌থি নামক ক্ষত ও তাহার চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ি সমস্ত দৃষ্ট হয়।

মার্ক-আইওডাইড্—জিহ্বা—জিহ্বার মূলদেশ উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ। অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় লাল।

মার্ক-আইয়ড্-ক্লোর—জিহ্বা—শুষ্ক এবং ভিজাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। জিহ্বা ক্লেদযুক্ত।

মিউরিয়োটিক্-এসিড্—স্বাদ—ডিষ্ট পচার ছায় ও তৎসঙ্গে লাল-নিঃসরণ। প্রত্যেক পদার্থ মিষ্ট লাগে।

জিহ্বা—সীসকের ছায় ভারী এবং কথা বলিতে বাধা জন্মায়। জিহ্বা শীর্ণ।

জিহ্বায় নীলবর্ণ ঘা । জিহ্বায় বৃহৎ ক্ষত, তাহার নিম্নভাগে কাল এবং ক্ষত-স্থান কুস্কুড়িপূর্ণ ।

লালা—অত্যন্ত লাল নিঃসরণ ।

ট্র্যাটাম্-কার্ব-জিহ্বা—গুরু । কথা কহিতে অনিচ্ছা । লাল নিঃসরণ বৃদ্ধি হয় ।

মুখ—মুখ এবং গলার ভিতর গুরু ও জলখাইতে ইচ্ছা ।

ট্র্যাটাম্-মিউ—স্বাদ-লবণাক্ত, ও তৎসঙ্গে গুরু জিহ্বা ও আহারে অরুচি । তিক্ত । উপবাস করিলে মুখে টক আনন্দ অথবা মুখ পচিয়া থাকে । জলের স্বাদ পচা । স্বাদশূন্য অবস্থা ।

জিহ্বা—গুরু বলিয়া যত কষ্ট প্রকাশ করে, কিন্তু জিহ্বা তত গুরু নহে । জিহ্বা ভারী এবং কথা কহিতে কষ্ট । শিশুরা গোপে কথা কহিতে শিখে । জিহ্বাতে নানচিত্রের স্থায় অঙ্কিত । *জিহ্বায় যেন একগাছা চুল পড়িয়া রহিয়াছে বোধ হয়, ইহা এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ । জিহ্বার অগ্রভাগে জালা । মুখ, ওষ্ঠ, বিশেষ জিহ্বা গুরু ; উপরের ওষ্ঠে রক্তবর্ণ ফোকা । *জিহ্বায় এবং মুখের মধ্যে কুস্কুড়ি ও ক্ষত, তাহাতে খাণ্ডদ্রব্য লাগিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়,

ইহাও এই ঔষধের একটা প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত । হার্পিস্ ।

নাইট্রিক্-এসিড্—স্বাদ-আহারের পর তিক্ত । অন্ন এবং তৎসঙ্গে গলার ভিতর জালা ।

জিহ্বা—সাদা, গুরু । লাল-নিঃসরণ-সহ হরিদবর্ণ কোটীং । গুরু এবং ফাটা ফাটা । উপদংশ রোগে অসমারুতি ক্ষত সকল জিহ্বার পার্শ্বে দেখা যায় । জিহ্বা সাদা এবং তাহাতে ক্ষত ; মুখে লাল ও দুর্গন্ধ । পারদের অপব্যবহারের পর মুখ ক্ষীত এবং ক্ষতযুক্ত হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী !

ন্যাক্স-মস্কেট—স্বাদ মেটে । চা-খড়ির স্থায় তিক্ত ।

জিহ্বা—গুরু এবং যেন অসাড় । ভূষণ রহিত । সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত, তাহার মধ্যে মধ্যে লাল খ্যাপিলি দেখা যায় । অবশ, শিশু বয়স হইয়াও কথা বলিতে অক্ষম । শিশুদিগের জিহ্বায় স্যাপথি নামক ক্ষত ।

মুখ—মুখ এবং গলা শুক অথচ তৃষ্ণা নাই ।

লালা—তুলার স্থায় ।

নাঈ—ভমিকা—স্বাদ—তিক্ত । টক ।

জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ পুরু কোটিংযুক্ত । কাল এবং কৃষ্ণ-মিশ্রিত রক্তবর্ণ পার্শ্বদ্বয় ফাটা ফাটা ।

মুখ—মুখের ভিতর প্রদাহ । গ্যাপ্‌থি নামক দ্রব । দাঁতের মুসলা স্বাভি-
রোগগ্রস্ত । জমাট রক্ত থুথুর সঙ্গে গড়ে । যেন মুখে কোন জিনিস রাখিয়া
কথা বলিতেছে বোধ হয় । মুখ শুক অথচ তৃষ্ণার প্রাবল্য নাই ।

ওপিয়াম্—জিহ্বা—অসাড়, কথা বলিতে কষ্টকর । জিহ্বা কম্পিত ।
অপরিস্কৃত, হরিদ্রাবর্ণের ক্রেনবিশিষ্ট যেন কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ মাখিয়া
রাখিয়াছে । কাল জিহ্বা । মুখ এবং জিহ্বায় ক্ষত । মুখ—শুক । লালার সঙ্গে
রক্ত নির্গত হয় । অত্যন্ত লালা নিঃসরণ ।

অক্জ্যালিক-এসিড্—জিহ্বা—ক্ষীত ও পুরু, সাদা কোটিংযুক্ত ।
সাদা কোটিং ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা ও বমনেচ্ছা । জিহ্বা ক্ষীত, বেদনায়ুক্ত, লালবর্ণ,
শুক ও তাহাতে জ্বালাবোধ । স্বাদ ও তৃষ্ণাহীনতা ।

মুখ—মুখের ভিতর জলের স্থায় লালা ।

ফস্‌ফরাস্—স্বাদ—তিক্ত । হৃৎপানের পর অল্প আশ্বাদ ।

জিহ্বা—শুক, অচল এবং কাল চটায়ুক্ত । ফাটা ফাটা । ভর্জিত অথবা
চক্‌চকে । শুক । সাদা কোটিংযুক্ত । খোঁচানবৎ বেদনা । হরিদ্রাভ কোটিং ।
কেবল মধ্যভাগে কোটিং দেখা যায় । মুখ—মুখে ও জিহ্বায় গ্যাপ্‌থি নামক
ক্ষত । মুখের ক্ষত হইতে সহজেই রক্তপাত হয় ।

লালা—লবণাক্ত অথবা মিষ্ট স্বাদ ।

ফস্‌ফরিক্-এসিড্—জিহ্বা—জিহ্বার মধ্যভাগে লাল ডোরা । টাইফয়েড্-
ইত্যাদি পীড়ায় জিহ্বা এবং ওষ্ঠ ফেঁকাসে বর্ণ । জিহ্বা এবং মুখে আঠায়ুক্ত স্লেমা ।
অজ্ঞাতসারে জিহ্বার পার্শ্বদন্তের দংশন হয় । মুখ এবং গলা শুক । জিহ্বার
উপর সাদা ভয়ের স্থায় কোটিং । উপদংশ রোগগ্রস্ত শিশুদিগের হাম উঠার পর
ক্যাস্‌মরিস হইলে এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী ।

ফাইটোলেঞ্চা—স্বাদ—ডামাটে ।

জিহ্বা—জিহ্বার অগ্রভাগ আঙনের মত অত্যন্ত লাল । হরিদ্রাবর্ণের কোটিং এবং গুচ্ছ । জিহ্বার মূলদেশে পুরু ক্রেদ । পায়দের ক্ষতের ত্রায় ছোট ছোট ক্ষত । অত্যন্ত লাল, কখনও তাহার রং হরিদ্রাবর্ণ । দক্ষিণদিকের গালের ভিতর ক্ষত, সেই দিকে কোন খাণ্ড দ্রব্য চুষিতে পারা যায় না । কাশিতে কাশিতে মুখ শুকাইয়া যায় ; পায়দ ব্যবহারের দরুণ দাঁতের গোড়া প্রদাহযুক্ত ও তাহা হঠাতে লাল নিঃসরণ ।

প্লম্বাম্—স্বাদ—মিষ্ট ।

জিহ্বা—গুচ্ছ, কটা রং বিশিষ্ট ও ফাটা ; হরিদ্রাবর্ণ অথবা সবুজবর্ণের কোটিং ।

পালমেটিল—স্বাদ—স্বাদশূণ্য অবস্থা ও তৎসঙ্গে সন্ধি । কোন বস্তুর স্বাদ ভাল লাগে না ।

মুখ—আঠা । সর্বদা মুখ ধুইতে ইচ্ছা । মুখ পচা মাংসের ত্রায় স্বাদবিশিষ্ট হইয়া প্রাতে বমনেচ্ছা হয় । আহার এবং পানের পর প্রায়ই মুখ তিক্ত ।

জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ এবং আঠাযুক্ত ক্রেদায়ত । গুচ্ছ, খরখরে, কিন্তু তৃষ্ণা নাই । জিহ্বা অত্যন্ত বড় ও প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয় । জিহ্বার পাশ্ব ক্ষতের ত্রায় বেদনাযুক্ত, এবং বোধ হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে ।

লালা—লালার স্বাদ মিষ্ট । থুথু তুলার ত্রায় এবং ফেনবিশিষ্ট ।

ইন্ডু র্যাডিক্যান্স্—জিহ্বা—হরিদ্রাবর্ণ অথবা কটা রঙের কোটাংযুক্ত । জিহ্বার অগ্রভাগ অত্যন্ত লাল ।

পডোফাইলাম্—স্বাদ—কোন স্বাদ নাই । অন্ন কি মিষ্ট বলিতে পারে না । প্রত্যেক বস্তুই টক বোধ হয় । জিহ্বা—সাদা ক্রেদযুক্ত ও তৎসঙ্গে পচা স্বাদ । সাদা, আর্দ্র, এবং তাহাতে দাঁতের ছাপ দেখা যায় । গুচ্ছ, হরিদ্রাবর্ণ । জাগ্রত হওয়া মাত্র জিহ্বা ও মুখ গুচ্ছ ।

লাল অত্যন্ত লাল নিঃসরণ ।

সেরিনাম্—স্বাদ—কোন স্বাদই পায় না ও তৎসঙ্গে সন্ধি । স্বাদ তিক্ত, কিন্তু আহার কিম্বা পান করিলে তাহা দূর হয় । মুখে পচা স্বাদ । বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিলে ভাল বোধ হয় ।

জিহ্বা—গুরু। অগ্রভাগ গুরু এবং দাহবৃত্ত। সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত। নিম্ন ওষ্ঠের ভিতরের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ি।

হাস-টক্স—স্বাদ—আহারের পর এবং প্রাতঃকালে পচা স্বাদ। তামাতে স্বাদ। খাদ্য দ্রব্য দ্বারা তিক্ত বোধ হয়।

জিহ্বা—গুরু, দীর্ঘ, কাটা ফটা। জিহ্বাগ্র ত্রিভুজাকৃতি রক্তবর্ণ। প্রায়ই একপার্শ্ব সাদা। হরিদ্রাভ। কটাবর্ণের ক্রোদাবৃত্ত। দাঁতের ছাপ দেখা যায়। জিহ্বা পরিস্কৃত। ক্রোদ নাই অথবা অত্যন্ত গুরু। উজ্জ্বল লালবর্ণ, দেখিতে যেন একখণ্ড গোমাংসের ছায়। গুরু কটাবর্ণের জিহ্বা যেন চর্মাবৃত বলিয়া বোধ হয়।

মুখ—গুরু এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। লাল রক্ত-মিশ্রিত এবং নিদ্রিতাবস্থায় মুখ হইতে নির্গত হয়। মুখ এবং গলার ভিতরে আঠাযুক্ত শ্লেষ্মা থাকে।

স্রাবাডিল—জিহ্বা—গুরু হরিদ্রাবর্ণ কোটিংযুক্ত। মধ্যস্থলে সাদা। জরের সময় জিহ্বা অর্দ্ধ হয়। যেন বহুসংখ্যক ফোঁস জিহ্বায় রহিয়াছে এরূপ বেদনা জিহ্বা মুখের বাহির করিতে পারে না (গলফত রোগে)। জিহ্বায় ও গলায় বেদনা; কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

সেপ্সাইনেরিয়া—জিহ্বা—সাদা।

স্বাদ—মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়।

সিকেনী—জিহ্বা—পাতলা অথবা সাদা হরিদ্রাভ-বটাবর্ণ। অথবা ঈষৎ কাল। কখন কখন গুরু হরিদ্রাভ-সাদাবর্ণের কোটিংযুক্ত। গুরু এবং আক্ষেপ যুক্ত; ক্রোদাবৃত্ত। মৃত ব্যক্তির জিহ্বার ছায় ফেঁকাসে। জিহ্বায় অত্যন্ত আঠা হেতু বলপূর্বক বহিনির্গত হইয়া পড়ে, এবং কথা অস্পষ্ট হইয়া যায়।

মুখ—গুরু, জল খাইলেও গুরুতা দূর হয় না। মুখ হইতে রক্ত-মিশ্রিত ফোঁস নিসৃত হয়।

সিপিয়া—মুখ—তিক্ত, লবণাক্ত ও পচা স্বাদ। আহারীয় দ্রব্যে অত্যন্ত লবণ বোধ হয়।

জিহ্বা—জিহ্বায় ফুসুড়ি। জিহ্বা সাদা কোটিংযুক্ত। মুখে দুর্গন্ধ।

সাইলিসিয়া—স্বাদ—মুখে উষ্ণ-পচার ছায় স্বাদ। রক্তের ছায় আবাদ অথবা ক্ষুধা ও স্বাদশূন্য অবস্থা। জিহ্বা—জিহ্বার উপরে যেন একগাছা

চুল রহিয়াছে একপ বোধ হয় । জিহ্বার উপরিভাগে কটাবর্ণের কোটাং । জিহ্বার একপার্শ্বে ক্ষত এবং তাহা হইতে পূঁজ নিঃসৃত হয় ।

স্পাইজিলিয়া—স্বাদ—পচা জলের গ্রায় আশ্বাদ । জিহ্বা—হরিদ্রাবর্ণের কোটাংযুক্ত । জালাযুক্ত কুস্কুড়ি । ফটা ফটা ।

স্পাইজিয়া—স্বাদ—গলার ভিতর তিক্ত ও মুখ মিষ্ট ।

জিহ্বা—কটা বর্ণ । শুষ্ক । মুখের ভিতর ও জিহ্বায় কুস্কুড়ি । হপিংকাশীতে গলা শুষ্ক হইয়া যায় ।

ব্যাকিসেগ্রিয়া—জিহ্বা—সাদা কোটাংযুক্ত । জিহ্বার পার্শ্বে বেদনা । মুখ—মুখ দিয়া অত্যন্ত জল উঠা ।

ট্র্যামোনিয়াম—স্বাদ—তিক্ত, সমস্ত খাওয়া খড়ের গ্রায় বোধ হয় ।

মুখ—তোতলা কথা, এমন কি কথা বলিতে মুখ একবার বামে, একবার দক্ষিণে সঙ্কুচিত হইতে থাকে ।

জিহ্বা—ঈদং গাদা এবং তন্মধ্যে সুন্দর রক্তবর্ণ ফুটনি ফুটনি দাগ । অগ্রভাগ অত্যন্ত লাল । শুষ্ক লাল । শুষ্ক এবং ভিজিত । ফেঁকাশে লাল এবং জিহ্বা সাদা সঞ্চালিত হইতে থাকে । স্ফীত এবং ক্রোদময় জিহ্বা । মধ্যভাগে হরিদ্রাবর্ণ । শুষ্ক । স্ফীত এবং জিহ্বা মুখের বাহির হইয়া বুলিয়া পড়ে ।

লালা—মুখ এবং গলা এত শুষ্ক যেন চক্চক্ করিতে থাকে । তৃষ্ণা । অত্যন্ত লাল নিঃসরণ ।

* জর এবং শীত হওয়ার সঙ্গে অত্যন্ত লাল নিঃসরণ হইতে থাকে । মহাত্মা হেরিং এইটিকে প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন ।

সাল্ফার—জিহ্বা—জিহ্বা সাদা । অগ্রভাগ এবং পাশ্বে রক্তবর্ণ (প্রায়ই উৎকট তরুণ পীড়ায়) । সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ, কটাবর্ণ, এবং শুষ্ক । প্রাচীন ব্যাধিতে প্রাতে জিহ্বা ক্রোদাবৃত, দিবাভাগে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায় । রক্তবর্ণ এবং অগ্রভাগ সাদা ।

মুখ—জরে এবং পারদ ব্যবহারের পর অত্যন্ত লাল নিঃসরণ । অত্যন্ত লাল নিঃসরণ এবং তজ্জন্ত বমনোদ্বেককারী স্বাদ । এমন কি তাহার সমস্ত অস্থখই যেন ঐ লাল হইতে হইতেছে একপ বোধ করে । মুখে দুর্গন্ধ (বিশেষ আহারের পরে) । মুখে ফোঁকা এবং ক্ষত ।

ট্যারাকসেকাম—স্বাদ—আহারের পূর্বে মুখ তিত্ত। মাখন এবং মাংস টক ও লবণাক্ত বোধ হয়।

জিহ্বা—লাল, জিহ্বাতে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। জিহ্বা সাদা কোটিং-যুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে তাহা পরিষ্কার হইয়া সেই স্থানে কৃষ্ণাভ লালবর্ণ দেখা যায় এবং তাহা স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়। জিহ্বা মার্শচিহ্নাক্রান্তের স্থায় দেখা যায়।

খুজা—স্বাদ—মিষ্ট। পচা ডিম্বে স্থায়। খাদ্য দ্রব্যে লবণ কম বোধ হয়। কুটি শুষ্ক এবং তিত্ত লাগে।

জিহ্বা—পুনঃ পুনঃ জিহ্বা দংশন করে। জিহ্বা সাদা কোটিংযুক্ত। বেদনা-যুক্ত ফুসুড়ি। তালুতে বেদনা এবং ঢোক গিলিতে কষ্ট বোধ হয়।

মুখ—মুখে ক্ষত, উহা দেখিতে গরমির ঘায়ের স্থায় (অত্যন্ত গায়দ ব্যবহারের পর)। গোটা গোটাময় জিহ্বা। য়্যাপ্থি নামক ক্ষতের ইহা একটা প্রধান ঔষধ।

ভিরোট্রাম—স্বাদ—তিত্ত। মিষ্ট। পচা।

জিহ্বা—শীতল এবং সঙ্কুচিত। ক্ষীত, শুষ্ক, ফাটা এবং লাল। সাদা এবং তৎসঙ্গে জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় ও অগ্রভাগ লাল। হরিদ্রাভ কটাবর্ণের ক্রেদযুক্ত। জিহ্বার পশ্চাদিকে কালবর্ণ। কথা আড়াইয়া যায়। জিহ্বা অত্যন্ত ভারী (বিশেষতঃ টাইফয়েড অবস্থায়)।

মুখ—শুষ্ক অথবা কেনপূর্ণ। মুখ দিয়া সর্বদা লাল উদ্গারণ হয়।

ভিরোট্রাম-ভিরিডি—জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ ও তন্মধ্যে লাল ডোরা ডোরা। মুখ—মুখ হইতে অতিরিক্ত লাল নিঃসরণ।

জিঙ্কাম—স্বাদ মিষ্ট। তিত্ত। তামাটে।

জিহ্বা—শুষ্ক, কথা কহিতে চায় না। জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ ক্রেদযুক্ত ও শুষ্ক (মস্তিস্কের পীড়ায়)। জিহ্বার বামভাগ ক্ষীত, তদ্রূপ কথা বলিতে বাধা জন্মায়। 'ফুসুড়িপূর্ণ'। অতিরিক্ত লাল নিঃসরণ। জিহ্বা সাদা কোটিংযুক্ত ও অত্যন্ত শীতল। পশ্চাদ্ভাগে হরিদ্রাভ-সাদা কোটিং।

জিহ্বাদির লক্ষণ সম্বন্ধে মন্তব্য ।

জিহ্বা ।

জিহ্বা মাংসপেশী দ্বারা নির্মিত এবং শৈল্পিক বিল্লী দ্বারা আবৃত । ইহাতে বহুসংখ্যক রক্তবহা নাড়ী ও শ্বাসু আছে । মুখগহ্বরস্থ লাল ও অত্যন্ত ক্ষরণ ইত্যাদি ইহাকে সর্বদা সিক্ত রাখিয়াছে, সুতরাং আমরা জিহ্বা হইতে যে অনবস্থা নাড়ীর অবস্থা জানিতে পারি এমন নহে, ইহা দ্বারা সার্বাস্থিক শারীরিক অবস্থা, শ্বাসু-বিধান ও মাংসপেশীর অবস্থা, রক্তবাহক যন্ত্র সকল এবং ক্ষরণকার্য (Secretion সিক্রীশন্) কি প্রকার ভাবে চলিতেছে তাহা অনেকাংশে স্পষ্ট জানা যাইতে পারে । জিহ্বা, উপবাস অবস্থায় অনেক সময় পাতলা স্বেতবর্ণ কোটিং দ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায় । অনেকের মুখব্যাদান করিয়া নিদ্রা যাওয়া হেতু জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায় ।

মুহ ও পীড়িত অবস্থায় জিহ্বার নিম্ন-

লিখিত পরিবর্তন দেখা যায় ।

{ ক) জিহ্বার বর্ণ ।

১ । বর্ণ স্বাভাবিক উজ্জ্বল লাল—দেহে রক্তাধিক্য হইলে হইয়া থাকে ।

২ । " মলিন—রক্তশ্রাব বা কোন দৌর্বল্যকর পীড়ায় ।

৩ । " নীল বা ক্লম্ব—ফুস্ফুস বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে ।

৪ । " অতি-উজ্জ্বল লাল—পাকস্থলী বা অন্ত্রের উত্তেজনা অবস্থা কিম্বা প্রদাহে সমস্ত জিহ্বা, অগ্রভাগ বা পার্শ্ব উজ্জ্বল লাল হয় ।

৫ । জিহ্বার বর্ণ সাদা ও অপরিষ্কৃত হইলে পাকস্থলীরও ঠিক ঐ অবস্থা জানিবে । কোষ্ঠবদ্ধেও জিহ্বার এই অবস্থা দৃষ্ট হয় ।

৬ । জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ—যকৃৎ ও পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ বুঝায় ।

৭ । " ফেঁকাশে—সার্বাস্থিক দুর্বলতা ও রক্তক্ষীণতা হইলে হইয়া থাকে ।

{ খ) জিহ্বার আয়তন ।

৮ । আয়তন বৃদ্ধি—জিহ্বার প্রদাহে পারদ সেবন দ্বারা লাল নির্গমন কালে আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । বৃহৎ, লক্ষ্যকে অথবা দস্তুর

চিহ্নযুক্ত হইলে সার্কান্সিক দুর্বলতা এবং পরিপাক যন্ত্রের প্রাচীন পীড়া জানা যায়।

৯। জিহ্বা ক্ষুদ্র এবং অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ—কোন উত্তেজনা হেতু এবং পাক-স্থলীর প্রাচীন প্রদাহ হইতে হইয়া থাকে।

১০। জিহ্বা প্রশস্ত ও কোমল—দোৰ্কাল্যকর পীড়ায়।

(গ) জিহ্বার উত্তাপ।

১১। জিহ্বা শীতল—কোল্যাপ্স বা অবসন্ন অবস্থায় (ওল্ডউঠা ইত্যাদি রোগে) প্রায়ই দেখা যায়।

১২। উষ্ণ জিহ্বা—রক্তাধিক্য, প্রদাহ এবং জ্বর ইত্যাদি অবস্থায় হইয়া থাকে। স্তম্ভপান করার সময় শিশুর মুখ উষ্ণ লাগিলে মাতা সহজে জানিতে পারেন সন্তানের জ্বর বোধ হইয়াছে।

(ঘ) জিহ্বার আর্দ্রতা।

১৩। জিহ্বা সর্কদা আর্দ্র থাকে—স্বাভাবিক অবস্থায়।

১৪। জিহ্বার শুষ্ক বা নীরস অবস্থা—অনেক সময় প্রদাহ এবং জ্বরে দেখা যায়। প্রথমে কোন পীড়ায় জিহ্বা ক্লেদ, মল কিম্বা কোটিং (fur. কায়) যুক্ত হইয়া ক্রমে নীরস, কর্কশ, দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে শরীরের নিতান্ত নিস্তেজতা, রক্তের অবিপ্লবিতা ও লালাকরণের অভাব বুঝায়। ইহা স্ক্রুট-অবস্থাজ্ঞাপক। চিকিৎসক তখন সাবধান হইয়া চিকিৎসক করিবেন। শুষ্ক জিহ্বা আর্দ্র হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমে পীড়ার উপশম জানিবে। প্রবল পীড়ায় জিহ্বার পার্শ্বদেশ আর্দ্র হইয়া ক্রমশঃ অগ্রভাগ স্থান আর্দ্র হয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে হ্রস্ব লম্বণ সকলের উপশম হইতে থাকে। এই জন্ত রেমিটেন্ট, টাইফয়েড, ইত্যাদি জ্বর ও অগ্রভাগ রোগে সর্কদা জিহ্বা পরীক্ষা করিবে।

(ঙ) কোটিং বা অপরিষ্কৃত অবস্থা।

১৫। সাদাবর্ণ কোটিং—জ্বরের প্রথম অবস্থায়, উৎকট প্রদাহ, বা বাতরোগে, দেখিতে পাওয়া যায়। হ্রস্ব জ্বরের শেষভাগে ঐ ক্লেদ পুরু ও কটা কিংবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে।

টাইফয়েড অবস্থায় জিহ্বা—মূল শুষ্ক, শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং রক্তের উপর

অপরিস্কৃত এক প্রকার কোটাং জন্মে, ইংরাজিতে তাহাকে সর্ডিস্ (Sordes) বলে। জিহ্বার এইরূপ অবস্থা হইলে, রক্ত দূষিত, ক্ষরণ (Secretion) সিক্রীশন সমূহের দোষ ও অস্ত্র হইতে ক্লেদ-নির্গমন বুঝায়।

১৬। ডিস্‌পেপ্সিয়া বা অজীর্ণ রোগে জিহ্বার অনেক প্রকার অবস্থা দেখা যায়। কখনও কখনও জিহ্বার মূলদেশ, কোটাংযুক্ত এবং অগ্রভাগ ও পার্শ্ব, পরিষ্কৃত ও লালবর্ণ। সমস্ত জিহ্বা লেপযুক্ত, কেবল মাঝে মাঝে পরিষ্কৃত। জিহ্বার উপরিভাগে লম্বাভাবে ফাটা ফাটা দেখা যায়।

১৭। অপরিমিত মত্তপায়ীদের জিহ্বা ফাটা ফাটা।

১৮। কোষ্ঠবদ্ধ হেতু জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ কোটাংযুক্ত হইতে পারে।

১৯। শীঘ্র শীঘ্র বা একেবারেই পীড়া আরোগ্য হইলে—জিহ্বার পার্শ্বদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমে লাল হইয়া পার্শ্বদেশ হইতে জিহ্বা পাতলা হইয়া আসে।

২০। জিহ্বার মধ্যস্থল বা মূলদেশ হইতে কোটাং উঠিয়া গিয়া ঐ স্থান উজ্জল লালবর্ণ হইলে শীঘ্র আরোগ্য হইবার সম্ভব নহে।

২১। একবার জিহ্বা কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়া পুনর্বার মলদ্বারা আবৃত হটলে পীড়ার পুনরাক্রমণ জানিবে, এবং এই জিহ্বার কোটাং শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া গিয়া উজ্জল ফাটা ফাটা ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা বুঝায়।

(চ) জিহ্বার ক্ষত ।

২২। শৈশবাবস্থায় জিহ্বার ও মুখের এক প্রকার সামান্য ক্ষতকে থ্রাস্‌থ্রাথ্রাস্‌ (Thrush) বলে। ক্ষয়কালেশের শেষাবস্থায় এবং আভ্যন্তরিক যজ্ঞ সমূহের পুরাতন পীড়ার জিহ্বায় নানা প্রকার ক্ষত হইয়া থাকে।

২৩। উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জিহ্বার অধঃপ্রদেশের পার্শ্বে ফাটা ফাটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হয়, এবং জিহ্বার উপরিভাগে সোরায়েসিসের ছায়া হইয়া এক প্রকার খেতবর্ণ অবস্থা হইয়া থাকে।

(ছ) জিহ্বার কম্পন ইত্যাদি ।

২৪। জ্বরাদি প্রবল পীড়ায় জিহ্বা কাঁপিতে থাকে। রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে অক্ষম হইলে শরীর নিতান্ত নিস্তেজ ও ক্ষয়বীর্য দুর্বলতা বুঝায়। মস্তিষ্কের পীড়াতেও এই প্রকার কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। টাইফাস

জরের প্রথম অবস্থায় কখন কখন রোগীর জিহ্বার কম্পন হয় ও তাহাতে কথা বলিতে পারে না, তখন ইহা একটা দ্রুত বলিয়া জানিবে। সার্বসঙ্গিক পক্ষাঘাতের পূর্বে জিহ্বার পেশী সমুদায় অবশ বা পক্ষাঘাতযুক্ত হয়। একদিকের পক্ষাঘাত (হেমিপ্লিজিয়া) ; জিহ্বা বহির্গমন সময়ে অনাক্রান্ত (স্থূহ) দিকেই বক্র হইয়া নির্গত হয়, ঠিক-সোজাভাবে নির্গত হইতে পারে না। স্থূহ-দিগের মাংসপেশী সকলের শক্তি প্রলুপ্ত থাকে। হেতু এই প্রকার ঘটে। কোরিয়া নামক রোগে জিহ্বা পুনঃ পুনঃ হঠাৎ বহির্গত হয় এবং হঠাৎ মুখাভ্যন্তরে যায়।

লালা ।

১। লালা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত—দন্তোদগম, গর্ভাবস্থা, দুগ্ধস্রব প্রদাহ, অতিরিক্ত আইওডিন, এন্টিমোনি, পারদ বা ডিজিটেলিস ব্যবহার, ইত্যাদি হেতু হইতে হইয়া থাকে ; হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক অবস্থায় (কুকুর শৃগাল দংশনে) ও মৃগী রোগে হইয়া থাকে, পারদ ব্যবহারের দ্রুত অধিক লালা নিঃসরণ হইলে তৎসঙ্গে দন্তের মাড়ী বেদনায়ুক্ত এবং শরীর জরভাবাপন্ন হয়।

২। লালা শুষ্ক—উৎকট সান্নিপাতিক রোগ এবং স্নায়বীয় অবসাদ অবস্থায় অনেক সময় লালা প্রায় ক্ষরণ হয় না, তদ্রূপই জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়।

আস্বাদ ।

১। স্বল্প আস্বাদ।—স্বাদ-উৎপাদক স্নায়ুর অসাড়তা হইলে স্বাদ পাওয়া যায় না। জিহ্বা শুষ্ক, পুরু কোটায়ুক্ত হইলে স্বাদের স্বল্পতা হয়।

২। স্বাদ তিক্ত জড়িত, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, অজীর্ণ, পিত্তাধিক্য অত্যন্ত মানসিক চিন্তা এবং অজ্ঞাত সামান্য কারণে মুখ তিক্তস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে।

৩। স্বাদ তিক্ত গলিত ডিম্ববৎ—কখন কখন অজীর্ণ রোগে হয়।

৪। " তাম্রবৎ—পারদ ব্যবহারে।

৫। " লবণবৎ—নিউমোনিয়া এবং ক্ষয়কাশাদিতে।

৬। " সিক্ত—স্নায়ুমণ্ডল, পরিপাকযন্ত্র, জরায়ু, ফুসফুস ইত্যাদির পীড়ায় সাধারণতঃ আস্বাদ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ওষ্ঠ । LIPS.

জিহ্বার স্রায় ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি করিলে শারীরিক, স্নায়বীয় ও রক্ত-সঞ্চালন কার্যের অবস্থা জানিতে পারা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় নীতের সময় অনেকের ওষ্ঠ ফাটিয়া যায়। রক্তাধিক্যে ওষ্ঠ উজ্জল রক্তবর্ণ; রক্তাল্পতায় ফেঁকাশে ও মলিন দেখা যায়। জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা ফাটা হইলে প্রায়শঃ ওষ্ঠও সেই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শৈশব অবস্থায় ওষ্ঠের যাপ্তি হইয়া থাকে। জরের সময় বা অন্যান্য পীড়ায়, কখনও অরাস্তে ওষ্ঠপ্রান্তে হার্পিস অর্থাৎ জরচূটো দেখা যায়। ঘোর সান্নিপাতিক ও বিকার অবস্থায় ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, ফাটিয়া যায় ও কখন কখন তাহা হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে বা রক্ত জমিয়া চটা বাধিয়া ওষ্ঠ এবং মাটিতে লাগিয়া যায়; এই প্রকার ওষ্ঠ, শারীরিক নিতান্ত নিস্তেজ অবস্থাজ্ঞাপক। কখনও উৎকট ছত্রহ রোগে ওষ্ঠের চর্ম মরিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া উঠিতে থাকে। নাসিকা ও ওষ্ঠ খোটা একটি তুল্লক্ষণ। এইক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে ঔষধ-নির্বাচন সময়ে ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করা নিতান্ত কর্তব্য।

ওষ্ঠের বর্ণ।

১। ওষ্ঠ নীলবর্ণ—* নর্কি-এসিট. ফস, * একোন, এসিট-এসি, এগাবি-মা, * এলুমি, জার্স, বেঞ্জো, কষ্ট, * সিকুটা-ভি, কুপ্রা-আর্স, জেলস, প্লোনই, হেলে, * আইডড, কেলি-ক্রো, মার্ক-ক, মস্কা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, অক্স্যালি-এসি, প্রাধা, ফস, সেন্টো, সিকেলী-ক, ষ্ট্রীক, টেবেকা, সিনা। (জরের নীতাবস্থায় আস)।

(ক) ওষ্ঠ ঈষৎ নীলবর্ণ—এগার, আর্স।

(খ) ,, শ্বেতাভ ঈষৎ নীলবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ সকল অন্তর্ভাগে দৃষ্ট হয়—মার্ক-সল।

(গ) ,, এবং মুখের অন্যান্য কোমলভাগ নীলাভ দেখায়। আর্জেন্টা-না।

(ঘ) ওষ্ঠ এবং নখ নীলবর্ণ—চায়নি-সা ।

২ । „ কটাবর্ণ (বিশেষতঃ অধর) ওলিয়েণ্ড ।

(ক) „ ঈষৎ কটাবর্ণ—সোরি, সালফ-এসি ।

(খ) „ ইহার লালবর্ণ ভাগে কটাবর্ণ ডোরা—আর্স ।

৩ । „ কৃষ্ণবর্ণ—একোন ।

(ক) „ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, মুখের চতুঃপাশ্বে—আর্স ।

(খ) „ কাল দাগ বিশিষ্ট—আর্স ।

(গ) „ ঈষৎ কালবর্ণ—চায়না ।

৪ । „ ফেঁকাশে বা রক্তশূন্য—** ফেরা-এসিটা, * লাইকো, মর্ফি-এসিট, ইউপেটো-পারফো, সিকেলি-ক, এগারি-মা, এলকোহল, এমিগডেলা, আর্স-হাইড্রোজিনি, ক্যাল-কা, ক্যান্থা, ক্যাম্প, কোকা, কল্‌চি, কফি, *হাইড্রোসি-এসি, * কেলিকার্ব, মার্ক-কর, ত্রাট্রা-মি, ওপি, অক্জেলি-এসি, প্রাশা, ফস, সালফ-এসি, ভ্যালি, ভিরাট ।

(ক) ওষ্ঠ ফেঁকাশে মধ্যাহ্নে—জেলস্ ।

(খ) „ „ সন্ধ্যাকালে—এলোজ ।

(গ) „ „ শয়ন অবস্থায়—থিরা ।

৫ । „ অত্যন্ত লাল—মর্ফি-এসিট, এলো, এমনি-কার্ব, আর্স, বেল, মার্ক-না, ফস, ষ্ট্র্যামো, ** সালফার সালফ-এসি ;

৬ । „ মুখের চতুর্দিকে হলুদবর্ণ—সিপি, এনিলিনাম্ ।

৭ । „ ফাটা ফাটা—এলো, এপিস, * আর্স, * বোভি, * ব্রাই, * ক্যাপসি, ক্যাল-কা, কার্ব-ভ, চেলি, চায়না, কলচি কোরাল, ক্রোটন-ট, গ্র্যাফা, হেমেমে, :: ইয়ে, হিপোমে, আইরিস্-ভ, কেলি-কার্ব, কেলি-আইয়ড্, ম্যাথে-মি, মার্ক-কর, মিনিয়াস্টি, মিউর-এসি, * হিপা, * ত্রাজা, ত্রাট্রা-মি, ওপি, প্রাশা, পিট্রো, হ্রাস-টক্স, সিপি, সাইলি, সালফ-এসি, * ভিরাট, জিক্স ।

- (ক) নিম্নোষ্ঠ ফাটা ফাটা ও জ্বালাযুক্ত—খাট্টা-কাব ।
 (খ) নিম্নোষ্ঠ মধ্যস্থলে ফাটা—ক্যামো ।
 (গ) উপরোষ্ঠ স্ফীত, ফাটা ফাটা ও তাহা হইতে
 সহজে রক্তপাত—কেলি-কাব ।
 (ঘ) নিম্নোষ্ঠ ফাটা ও বেদনায়ুক্ত—জিঙ্ক-মেটা ।
 (ঙ) উপরোষ্ঠ ফাটা ও জ্বালাযুক্ত—জিঙ্ক ।
 (চ) মুখের কোণে ওষ্ঠ ফাটা—ইউপেটো-পারফো, খাট্টা-মি,
 মার্ক-সল ।
 (ছ) নীচের ওষ্ঠ ফাটা ফাটা, বেদনায়ুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
 গুটিকা বামপার্শ্বে, নিম্নোষ্ঠ এবং মধ্যভাগে
 ফাটা ফাটা—পালস ।
 (জ) ওষ্ঠদ্বয় ফাটা—পালস ।
 (ঝ) উপরোষ্ঠের মধ্যভাগ লম্বালম্বিভাবে ফাটা ও
 তাহাতে বেদনা—খাট্টা-মি ।
 (ঞ) উপরোষ্ঠের টেরাভাগে ফাটা ও তৎসঙ্গে বেদনা—
 ফস-এসি ।
 (ট) শীতে ওষ্ঠ ফাটিলে—আর্গি, বোভি, কাব-ভ, কাব-এনি,
 কেলি-কাব, ম্যাগ্নে-মিউ, ওলিয়াম, গ্লেনাকা, ভিরাট ।
 (ঠ) নিম্নওষ্ঠ মধ্যভাগে ফাটা—ড্রুসি, ব্যারাইটা-কার্ক ।
 (ড) উপরোষ্ঠ ক্ষতযুক্ত ও ফাটা—জিঙ্ক ।
 (ঢ) ওষ্ঠ ফাটা ও তাহা হইতে রক্তপাত—এমোনি-কাব ।
 (ণ) ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, শুষ্ক, ফাটা ফাটা ও তাহা হইতে
 রক্তপাত হয়—জিন্সেপ ।

৮ । ওষ্ঠ শুষ্ক—একোন, ঠথ, এগার্নি না, এলো, এলুমি, ** এন্টি-
 ক্রুড, গ্যাংহেমিস, এন্টি-টার্ট, * আর্গি, * আর্জেন্ট-না, ব্যারাইটা-কাব, বার্বেরিস,
 * বেল, ** ব্রাই, * কোনা, ক্যানা-ই, কল্লনা-খাট্টা, ক্যালকে কাব ভ, ক্রোমিক-

এসি, সিমিসি, ককিউ, ড্রুসি, ইউপেটো, ক্যাগো, হেমামে, আইওড, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, কেলি-আইওড, ল্যাকে, লাইকো, মিনিয়াস্টি, মার্ক-আইওড, * নাক্স-ম, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফাইজো, ফাইটো, প্ল্যাণ্টা, গ্র্যাফা, মার্ক-সল, থুজা, পাল্‌স্, ভিরাট, জিঙ্ক, ** হ্রাস-টক্স, * সেক্স, ষ্ট্র্যামো।

- (ক) মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক—ভিরাট।
- (খ) শুষ্ক ওষ্ঠ এবং তাহা হইতে মৃত চর্ম উঠিয়া যাওয়া, এবং তাহা বেদনায়ুক্ত ও উ—ক্রিয়েজো।
- (গ) শুষ্ক ওষ্ঠ, তৃষ্ণা বা তৃষ্ণার অভাব—ক্যাফা।
- (ঘ) ওষ্ঠ শুষ্ক, চটচটে, অথচ তৃষ্ণা নাই—আর্জেন্টা-না।
- (ঙ) „ মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক—আর্জেন্টা-না।
- (চ) „ ও নাসিকার ধার শুষ্ক ও শঙ্করূপে—সালফা।
- (ছ) নাসী ও ওষ্ঠ শুষ্ক—ব্যারাইটা-কার্ব।
- (জ) ওষ্ঠ এত শুষ্ক যেন ভর্জিত হইয়াছে—আর্গি, ক্যামো, মার্ক।
- (ঝ) শুষ্ক ও ভর্জিত ওষ্ঠ তৎসঙ্গে চর্ম কুঞ্চিত—ম্যাগ্নেজি।
- (ঞ) শুষ্ক এবং যেন ভর্জিত ওষ্ঠ, এবং তাহাতে লোহিতাভ কালবর্ণের চটা পড়িয়া থাকে—হ্রাস-টক্স।
- (ট) ওষ্ঠ শুষ্ক অথচ প্রকৃত শুষ্ক নহে, অথবা তৃষ্ণার অভাব—নাক্স-ম।
- ৯। ওষ্ঠে “ক্রাস্ট” (Crust) বা চটা পড়া—ফস-এসি, এলুমিনা, মার্ক-সল।
- (ক) কটা ও হরিদ্রাবর্ণের চটায়ুক্ত ইরাপ্শান্ এবং তাহা পূঁজপূর্ণ ও বেদনামূল্য (নিম্নোষ্ঠ)—ফস-এসি।

(খ) নিম্নোষ্ঠে ক্রাফ্ট—এলুমি।

(গ) উপরোষ্ঠের ধারে হরিত্রাবর্ণের ক্রাফ্ট ও তাহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা—মার্ক-সল।

১০। ওষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যাওয়া—ক্যাসা, ক্যামো, মঙ্কাস, সালফ-এসি, এলুমি, এনাকা, এপিস, আস', * কোবান্ট, মেজি, প্লাষ্টা, প্লাটী, পালস্, হ্রাস-ভেনি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, এমোনি-কষ্টি, আইয়র্ড, ফস্।

(ক) নিম্নোষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যাওয়া—কেলি-কার্ব।

(খ) ওষ্ঠদ্বয়ের চামড়া উঠিয়া যাওয়া এবং অনেক দিন পর্যন্ত তাহা হইতে রক্তপাত ও বেদনা—প্লাটী।

(গ) মুখের বহির্দ্বারের চামড়া এরূপ ভাবে উঠিয়া যায়, যেন মাংস দেখা যায়—পালস্।

(ঘ) প্রত্যহ ওষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যায়, অথচ তাহাতে বেদনা ও মুখশুদ্ধতা নাই—প্লাষ্টা-এসিটা।

(ঙ) ওষ্ঠদ্বয়ের বেদনাযুক্ত—নাক্স-ভ।

(চ) ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও তাহাদের চামড়া উঠিয়া যায়—* * ব্রাই।

(ছ) ওষ্ঠের চর্ম উঠিয়া যাওয়া ও তাহাতে অত্যন্ত বেদনা—নাক্স-ভ।

১১। ওষ্ঠের ইরাপশান্ বা চর্মোদ্বেদ—হিপোমে, ইগ্নে, * * থাট্রা-মি, নাক্স-ভ, *হ্রাস।

(ক) ওষ্ঠের “জ্বর-টো” বা বিসর্পিকা, ইংরাজীতে ইহাকে “হার্পিস্” বা হার্পিটিক ইরাপশান্ বলে—ইহাতে সিপি, ফস্, সাস', স্কালফা, টেরিবি, *থাট্রা-মি, * আস', থাট্রা-কার্ব, কষ্টি, ম্যাগ্নে-কা—প্রধান ঔষধ।

(খ) উভয় ওষ্ঠেই হার্পিস্—সিপি।

(গ) মুখের বাম কোণে হার্পিস ও তাহাতে কৰ্ত্তন
এবং খোঁচানবৎ বেদনা—কস্।

(ঘ) উপরোষ্ঠে হার্পিস, তাহাতে সূচীবিন্ধবৎ বেদনা—
আর্গি, হিপার-সালফ; (২) অরাম, ফেরা-মেটা, মোনইন,
জ্যাট্রো, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ক্রিয়েজো. মেজি, নাইট্র-এসি,
জাট্রো-মি—প্রধান ঔষধ।

(ঙ) মুখের কোণে বড় বড় হার্পিস—সাল্ফা।

(চ) মুখের চতুর্দিকে রক্তবর্ণ হার্পিস—আস'।

(ছ) মুখের বাম কোণে হার্পিস ও তাহাতে চুল-
কান—কার্ব-ভেজি।

(জ) নিম্নোষ্ঠে “জ্বরচুটো”—কষ্ট।

(ঝ) মুখের সমস্ত নিম্নভাগে হার্পিটিক ইরাপ্শান্—
ম্যাগ্নে-কা।

১২। ওষ্ঠ অত্যন্ত চুলকায়—(১) ফেলি-কার্ব, থুজা, জিক্স-মেটা,
ম্যাগ্নে-কা, ক্যাল-কা, জাট্রো-কার্ব, বাবেরিস, এমোনি-কার্ব।

১৩। ওষ্ঠের অন্যান্য কয়েকটা গুরুতর অবস্থা।

(ক) ওষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যেন প্রায় অঙ্গারবৎ হইয়াছে—
সালফ-এসি।

(খ) ওষ্ঠ বিবর্ণ—মরফিয়া।

(গ) ” চক্ৰমকে ও দেখিতে সতেজ—এন্টি-টার্ট, এমোনি-
কষ্ট, এপিস, * আস', বেজো, চায়নি-সালফ, কুপ্রো-মে, জেলস, মর্ফি,
ওপি, অক্জ্যালি-এসি, প্লাস্কা, ফস, প্ল্যাণ্টা, সিকেলী, ট্রিক্লিনিয়া,
ট্যাবেকা, ভাইপেরা।

১৪। ওষ্ঠে “সডিস” নামক একপ্রকার ময়লাযুক্ত চটা-
পড়া বা মাঝড়ি—এট্রো, কেলি-নাসে, মার্ক-মিথি, জাজা।

দন্ত । TEETH.

দন্তের কয়েকটী লক্ষণ ঔষধ-নির্বাচন কার্যে আমাদের অনেক সাহায্য করে। শিশুদের দাঁত উঠিবার কালে নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এই সময় দন্ত উঠিতেছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। অজীর্ণ, অত্যন্ত মিষ্ট দ্রব্য বা অন্ন খাওয়া, পারদের অপব্যবহার, ও অধিক মত্তপান জন্ত “দন্ত-ক্ষয়” (কোসিস্) নামক রোগ হয়। টাইফয়েড্ জ্বর বা অত্যন্ত পীড়া এবং টাইফয়েড্ অবস্থায় দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও স্ফুটস্বক্ট হয়। নিদ্রা, বিকার, ক্রিয়া অত্যন্ত অবস্থায় রোগী, বিশেষতঃ শিশু দন্ত কিড়মিড় করিলে, তাহা এক প্রকার ক্রিমির সাধারণ লক্ষণ বটে, কিন্তু সকল সময় তাহা নহে; সর্দি, জ্বর, প্রবল প্রদাহ, কম্পজ্বর, মস্তিষ্কের পীড়া ও মস্তিষ্কের উত্তেজनावস্থা, অস্ত্রের উত্তেজনা, শিশুর দন্তোদগম, অল্পে ক্রিমি থাকা, এই সমস্ত কারণের যে কোন কারণে নিদ্রাবস্থায় দন্ত কিড়মিড় হইতে দেখা যায়। পিতা মাতার উপদংশ রোগ থাকিলে শিশুদিগের দন্তাগ্র করাতের মুখের ঠায় কাটা কাটা দেখায়।

১। দন্তে দুর্গন্ধ হইলে—কেলি-কার্ব ও প্রাশা-এসিটা প্রধান ঔষধ।

২। বর্ণের ব্যতিক্রম। (ক) দন্ত হলুদবর্ণ—* * লাইকো, এলো, আর্স, বেল, কোকা, * আইওড, মার্ক, প্রাশা, * * নাইট্র-এসি। * (খ) দাঁত কাল হইয়া যায়—মার্ক, মার্ক-সল, ফস্ সিপি, প্রাশাম্-মেটা। (গ) দন্তের রং কাল ভাস্কের ঠায়—মার্ক-সল। (ঘ) দন্ত অতি শীঘ্র কাল হইয়া যায়, অথবা পাশাপাশি ভাবে তাহাদের মধ্যস্থলে কাল কাল রেখা সকল দৃষ্ট হয়—*ষ্ট্যাফ, মিউর এঁসি। (ঙ)—কটাবর্ণ—মার্ক। (চ) হরিদ্রাভ-কটাবর্ণ—মার্ক, প্রাশা। (ছ) দাঁতগুলি সাদা—মিউর-এঁসি, সোলেনাম-নাই-গ্রাম। (জ) ভাস্কের ঠায় শব্দ—মার্ক, ফস। (ঝ) কৃষ্ণাভ-

ভস্মের ন্যায় বর্ণ—মার্ক-সল। (ঞ) অপরিষ্কৃত ভস্মের
ন্যায় বর্ণ—মার্ক।

৩। দন্তে “সডিস” বা অপরিষ্কৃত চটা—*আস, বেঞ্জোইন,
কিউবেব, কেলি-সায়ের, মার্ক-কর, অকজ্যালি-এসি, *ফস্, *প্রাষা,
সিকেলী-ক। *পিটো, *আর্গি, এলুমি, *এন্টি-টাইট।

N. B.—যে সমস্ত পীড়ায় দন্তে “সডিস” দেখিবে তাহাতে “সডিস” সম্বন্ধে
যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইল, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ
নির্দোষ করিবে। বিকার, সান্নিপাত ও অন্ত্রাশ্ম কঠিন অবস্থায়
দন্তে “সডিস” দেখা যায়, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) রক্তময় “সডিস”—প্রাণ্টা, সিকে।

(খ) গাড় কালবর্ণ “সডিস”—চ্যাবেকা।

N. B.—টাইফাস্ জ্বরে এবং “লো” রেমিটেন্ট জ্বরে, টাইফয়েড্ অবস্থায়
দন্তে রক্তময় ও গাড় কালবর্ণ “সডিস” দেখা যায়।

(গ) দন্তে হরিদ্রাবর্ণ “সডিস”—সাল্ফ্ এসি, * প্রাষা-
এসি, আইয়ড। (ঘ) দন্তে ভূগন্ধময় মিউকাসে আবৃত—
মেজি। (ঙ) কটাবর্ণ মিউকাস দন্তের উপর দেখা
যায়—*সাল্ফার।

৪। দন্ত শুষ্ক—এট্রোপি, মার্ক-আইয়ড-ফ্রেস, মার্ক-মিথি, *ট্যারেন্ট।

৫। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ বা দাঁত কিড়মিড় করা—*আস,
বেল, সিকু, কোনা, কুপ্রা-সাল্ফ, হাইয়স. *লাইকো, সিকেলী,
ভাজা, ওপি, প্র্যাণ্টে, *ফস্, পাল্‌স, একোন, এগারি-ফেলো, কাফি,
হাইয়স্, ভিরাট, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ, ক্যাস্টা, কলচি, কেলি-
কার্ব, মার্ক, নাক্স-ম, প্রাষা সোরি, এপিস, * ক্যানা-ইণ্ডি,
এন্টি-ক্লড, *সিনা।

(ক) নির্দোষস্থায় দাঁত কিড়মিড় করা—এগারি-মা, * সিনা,
শ্রাণ্টোনিন্, মার্ক-সল্, প্রাষা, * আস, * বেল, কারলস্-ব্যাড,

*ক্যানা-ইণ্ডি, গ্রাণেটাম্, প্লাণ্টে। (খ) রাত্রিতে দাঁত
কিড়মিড়—সোরি। (গ) দুই প্রহর রাত্রে দন্ত
কিড়মিড়—একোন। (ঘ) কন্ভালশন অবস্থায়
দাঁত কিড়মিড়—ক্যাল-কার্ব, কফি, ফেরা। (ঙ) রজ্জ-
স্বলার পর দন্ত কিড়মিড় করা—ভিরাট। (চ) অত্যন্ত
বেগে এবং ভয়ানকরূপে দন্ত কিড়মিড় করা—
প্লাষ্ট-এসিট। (ছ) দন্তে দন্ত চাপিয়া ও ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ
করিয়া দন্ত কিড়মিড় করা ও তৎসঙ্গে দুই হস্তে
মোচড়ান আক্ষেপ দেখা যায়; দাঁত কিড়মিড়
তৎসঙ্গে মস্তিষ্কের গোলযোগ; দন্ত কিড়মিড়
ও তৎসঙ্গে সমস্ত শরীর যেন ঝাঁকি দিয়া উঠিতে
থাকে—*ট্র্যামো

(জ) দাঁত কিড়মিড় ও তৎসঙ্গে দক্ষিণ বাহুর আক্ষেপ;
দন্ত-কিড়মিড় সহ মুখে ফেনা এবং তাহাতে পচা
ডিমের ন্যায় গন্ধ; দন্ত-ঘর্ষণ-সহ অত্যন্ত লাল
নিঃসরণ; দন্ত ঘর্ষণ এবং দাঁতের বেদনায় সা
(স্ত্রীলোক) নিদ্রা যাইতে পারে না—বেল—

৬। দাঁত ক্ষত—এমোনি-কার্ব, আস, ব্যারাইটা-কার্ব, বেল, মার্ক,
স্ট্রাট-মি, প্লাষ্ট, ফস, প্লাণ্টে, ** সিপি, ট্যাবেকা।

(ক) অতিশয় বেদনার পর দাঁতে ক্ষত হইলে—সিপি।

৭। দন্তোদগম কষ্টে ও গোঁগে হইলে—একোন, এণ্টি-ক্লড,
এপিস, * অর্জ, বেল, বোরা, ব্রাই, * ক্যাল-কার্ব, ** ক্যাল-ফস, কষ্ট,
** ক্যামো, সিনা, * ফেরা, হিপা হাইয়স, ইথে, *ক্রিয়েজো, * ল্যাকে,
লাইকো, * ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-সল, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, সোরি, ড্রিয়াম, সিপি,
**সাইলি, স্ট্রান্স, স্ট্রাকি, ট্র্যামো, সালফার সালফ-এসি, ভিরেটাম,—প্রধান
ঔষধ।

৮। দাঁতে বেদনা—একোন, ইক্লিউ, এগিস, আর্জেন্টা-না, *আস', বেল, ব্রাই, * ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ, ক্যামো চেলি, সিকুটা; কলোসি, * গ্র্যাফা, হেমামে, হিপোমে, হিপার, ফ্লুওর-এসি, হাইয়স, আইওড, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, ল্যাকনাস্টি, লাইকো, মার্ক-কর, মিউর-এসি, শ্রাজ্জা, * শ্রাট্টা-মি, ** নাইট্রি-এসি, *সিপি, হুডো, ফস্, ফাইটো, সাইলি, ট্র্যামো, ট্রিক্লিনিয়া, সাল্ফ-এসি, ট্যারেন্টু, ভিরাট, জিক্স ।

৯। শীতবোধ বা অশ্রু কোন কারণে দাঁতে দাঁতে খট্‌খট্‌ করিতে থাকে—এর্মান-কার্ক; আস', ক্যাল-কার্ব, ** ক্যাম্ফ, সিড্র, চায়না কাকি, **ল্যাকে, মার্ক-সল, শ্রাট্টা-মি, নাক্স-ভ, প্রাধা, ফস, স্পাইজি ।

১০। দাঁতে অতিশয় বোধশক্তি—*একোন, এলুমি, * ব্রাই, কলচি, * আর্জেন্টা-না, বোলি, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, * লাইকো, মার্ক-কর, **মার্ক-ভ, * শ্রাট্টা-মি। (ক) জলপান করিতে করিতে দাঁতে লাগে—**আর্জেন্টা-না, * থিরিডিয়াম্ ।

১১। দাঁতের গোড়া শিথিল—একোন, * আস', ব্রাই, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, কষ্ট, * কোনা, * চায়না, ড্রুসি, হিপা, হাইয়স, কেলি-কার্ব, ইয়ে, লাইকো, মাথে-কার্ব, মার্ক-কর, *নাইট্রি-এসি, *নাকস-ভ, ওপি, ফস, সিকেলি, সিপি, *সাইলি, সাল্ফার, ট্র্যাফি, ভিরাট ।

১২। দাঁত উঠিবামাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,—ক্রিয়েজো, ট্র্যাফি ।

১৩। দাঁতের মূলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মস্তকভাগ স্বাভাবিক থাকে—**থুজা ।

১৪। দন্তোদগমের প্রথম অবস্থা হইতেই দাঁতে ছোট ছোট কাল ফোঁটা বা রেখা দেখিতে পাওয়া যায় *—ক্রিয়াজো, * ট্র্যাফি ।

১৫। দাঁত দীর্ঘ বোধ—মার্ক-ভ ।

দন্তের মাটী । GUMS.

১। দন্তের মাটী হইতে রক্তপাত—এইল্যাহাস, *এলুমি, এগারি-মা, *এন্টি-জু, অজেন্টা-না, এপিস্, আস্, অরা, * ব্যারাইটা-কার্ব, বেল, বাবেরিস, বোভি, ক্যাল-কার্ব কাষ-ভেজি, সিষ্টাস, কোনা, ক্রোটো-ল্যাস্, ইউফর, হেমামে, হিপ্পা, ** আইয়ড, কেলি-কার্ব, কেলি-নাইট্রা, *ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-সল, জাট্রা-কার্ব * জাট্রা-মি নাকস,-ম, প্লাস্। ফস্. সিপি, জিঙ্ক, *এম্বা, **ম্যাগ্নে-মি।

(ক) মাটী হইতে সহজে কিম্বা কোন প্রকার চাপ লাগিলে রক্তপাত—*লাইকো, ফস্-এসি, ডালকা, *কার্ব-ভ, *গ্র্যাফা, ষ্ট্যাফি, **হিপা, **মার্ক, **সিপি, জিঙ্ক-মেটা, ক্যাল-কার্ব, ** (ষ্ট্যাফি, কতযুক্ত)।

(খ) মাটী হইতে রক্তপাত এবং মাটীর মাংসগুলি ফাঁক হইয়া থাকে—এন্টিজুড।

(গ) চুষন দিলে রক্তপাত—অরাম-মেটা, **নাইট্রি-এসি, বোভি, কার্ব-ভ।

(ঘ) দন্তমার্জন করিতে রক্তপাত—*এনাকা, গ্র্যাফা, *লাইকো কার্ব-ভ, অক্স্যালি-এসি, ফস-এসি, ষ্ট্যাফি, মার্ক-সল, ফস, জিঙ্ক।

(ঙ) থুথুর সঙ্গে রক্তপাত—সিপি, সালফার।

(চ) স্কার্ভি রোগগ্রস্তের মাটী। সহজে পাতলা রক্ত পড়িয়া থাকে—জাট্রা-মি, *নাইট্রি-এসি।

২। সাদা মাটী—ফেরা, ষ্ট্যাফি।

৩। দাঁতের মাটী স্থলীত—এগরি-মা, এলুমি, এম্বা, এমোনি-কার্ব, আস্, কেলি, বেল, বিসমার্থ, ক্যালি-কার্ব কাহ্যা, কার্ব-এনি, কণ্টি, স্ক্যামা, চায়না, সিষ্টাস, কোনা, কুপ্ৰা, গ্র্যাফা, হেমামে, আইওড্, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, মার্ক-সায়েনে, মার্ক-সল, মিউর-এসি, জাজা, জাট্রা-মি নাইট্রি-

এসি, নাক্স-ভ, ফস্, হ্রাস, সিপি, সাইলি, থুজা, সালফ-এসি, স্পাইজি, সালফার, জিঙ্ক, বোরাক্স।

(ক) মাটি স্ফীত এবং ক্ষতযুক্ত—থুজা।

(খ) মাটি, বায় টনসিল এবং গ্রীবদেশস্থ গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত—কেনি-কার্ব।

(গ) মাটি স্ফীত এবং তৎসঙ্গে মুচ্ছা—গ্র্যাকা।

(ঘ) পশ্চাদিকস্থ মাটির দাঁতের গোড়া স্ফীত বেদনায়ুক্ত এবং স্পর্শমাত্র বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি—হিপা।

(ঙ) প্রত্যেক রাতে মাটি স্ফীত হইয়া থাকে—মার্ক-সল।

(চ) মাটি স্ফীত এবং তৎসঙ্গে ওঠে ও জিহ্বায় ফুসুড়ি। মাটিতে য়াব্‌সেস্ বা ফোড়া হওয়ার ঞায় বৃহৎ ফুলা ও তৎসঙ্গে বেদনা—নাক্স-ভ।

(ছ) দাঁতের গোড়া শিথিল এবং স্ফীত—নাইট্-এসি।

(জ) দাঁতের গোড়া ও তৎসঙ্গে গাল স্ফীত—ক্যাল-কার্ব।

(ঝ) উপরের মাটির দাঁত স্ফীত এবং বেদনায়ুক্ত ও শীতল জল পানে ঐ পীড়িত স্থানে তাহার চতুর্দিকে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে—ব্যারাইটা-কার্ব।

(ঞ) ক্ষত দাঁতের গর্ভমধ্যে সামান্য স্ফীত অবস্থা, তাহাতে এবং মাটিতে অত্যন্ত বেদনা ও ভারবোধ—অবাইন।

(ট) মাটির বেদনাশূন্য স্ফীত অবস্থা—মার্ক সল।

(ঠ) মুখগহ্বরের অন্তর্দিকস্থ মাটিতে স্ফীত অবস্থা এবং তাহাতে গরম কি ঠাণ্ডা বস্তু লাগিলে জ্বালায়ুক্ত বেদনা—পালস।

(ড) দাঁতের মাটি অত্যন্ত উঁচু উঁচু ফুলো। কখনও তাহাতে বেদনা হয়—সিপি।

(ঢ) মাটী স্ফীত ও তাহাতে গরম বস্তু আহায়ে জ্বালা-
বোধ—সাইনিসিয়া ।

(ণ) দক্ষিণদিকস্থ নিম্নমাটী স্ফীত এবং তাহাতে চাপ
দিলে পুঁজ নির্গত হয়—সালফ-এসি ।

(ত) দাঁতের মূলদেশে ডুম্বুরের ন্যায় শক্ত ও স্ফীত
অবস্থা তাহাতে বেদনা—প্লাগা-এসি-টা ।

(থ) উপরোক্ত এবং মাটীর সম্মুখভাগে স্ফীত—লাইকো ।

—০০—

মুখমণ্ডল ।

মুখত্রী বা মুখচ্ছবি FACE.

পীড়া হেতু মুখমণ্ডলের বর্ণ ও আকৃতির অনেক পরিবর্তন দেখা যায় ।
এই পরিবর্তন যদিও একটি সামান্য লক্ষণ বটে, কিন্তু এতদ্বারা অনেক সময়
অতি উপযুক্ত ঔষধ নির্দ্ধাচিত হইয়া পড়ে । প্রধানতঃ মুখের বর্ণ, আকৃতি
এবং ভাব এস্থলে বিবেচ্য—

১ । মুখমণ্ডল পিংশেবর্ণ—(১) ** আস', ব্রাই, ক্যালকে, একোন,
* কার্ব-ভ, কুপ্রা, ক্যান্থা, ** চায়না, ** ফেরা, * ইপিকা, * ল্যাকে, ফস,
পালস্, ** সিপি, স্পাইজি, ** সালফা, ষ্ট্যান্না, টার্টা, ভিরেট্টা, * এলাম,
আর্গি, * ক্যান্ফ, ** সিনা, হেলে, * নাটট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ** ফস্-এসি,
হাস, সেবু, সিকে । (২) এণ্টি-জু, এপিস, আরজেন্টা-না, আর্গি, বিসমাথ,
বোরা, ক্যাল-ফস্, কলচি, কোনা, সাইক্ল্যা, ডিজি, ডাল্কা, ইয়ে, আইয়ড,
জ্যাট্টো, কেলি-বাই, মার্ক, মিউর-এসি, জাট্টা-মি, ড্রিয়াম্, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো,
সাল্ফা ।

২ । মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ—(১) ** একোন, আস', ** বেল, ** ক্যামো,
** ব্রাই, ** চায়না, ককিউ, হিপা, ** হাইয়স, আইয়ড, * ইয়ে, * মার্ক,
নাক্স-ম, ** ওপি, হাস, ষ্ট্র্যামো, নাক্স-ভ, সাল্ফা । * চায়না, ডাল্কা,
হাইয়স, ল্যাকে, পালস্, স্কুইল, টার্টা, ভিরেট্টা ।

২। (ক) মুখমণ্ডল উজ্জ্বল—একোন, ইথু, এমোনি-মি ** ব্যাপটি, ব্যারাই-কা, * বেল, ক্যাম্ফ, ক্যাল-কা, সিকুটা, ক্যাপসি, লরোসি, ফেরা, হাইয়স, ইথে, জেবোরেণ্ড, লাইকো, মার্ক-ভ, মিউর-এসি, নাক্স-ভ, ফস, ষ্ট্যানা, টেরিবি, জিক, * * ওপি, (শয়ন অবস্থায়—একোন) ।

৩। এক দিকের কপোল লাল, অন্য দিকের পিংশে—একোন, * ক্যামো, কলোসি, * ইথে, নাক্স-ভ, ভিরাট ।

৪। কপোলদ্বয় লালবর্ণ—একোন, * ক্যাপসি, ক্যামো, * চায়না, এমোনি-মি, ক্যামো, * ফেরা, লাইকো, * মার্ক, নাক্স-ভ, ফস, পালস, ষ্ট্যানা, সাল্ফ ;—ব্রাই, ক্যানা, ড্রিসি, ডাল্কা, আইয়ড্, কেলি, ট্র্যামো ।

৫। পুনঃ পুনঃ মুখমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তন—কখন পিংশে, কখন বা লাল—(১) একোন, * বেল, ক্যামো, সিনা, ক্রোকা, * ইথে, * নাক্স-ভ, * ফস, প্যাটি, * পালস, ভিরাট ; (২) * এলাম, * অরা, ক্যাপসি, কার্ব'-এনি, * চায়না, * ফেরা, গ্রাফা, হাইয়স, * মাথে-কার্ব, স্পাইজি, * স্কুইল, সাল্ফা-এসি ।

৬। মুখমণ্ডল নীলাভ রক্তবর্ণ—(১) একোন, এগ্না, ক্যামো, ** কুপ্ৰা, * ব্যাপটি, * ল্যাকে, পালস ; (২) * আর্স, অরা, ** বেল, ** ব্রাই, ক্যাম্ফ, কোনা, হিপা, হাইয়স, * ইথে, ইপিকা, মার্ক, সেম্বু, * ওপি, স্পজি, ভিরাট ।

৭। মুখমণ্ডল যুক্তাভ ব্রাউন (কটাবর্ণ) (১) * ব্রাই, হাইয়স, * নাইট্-এসি, ওপি, সিপি, ট্র্যামো, * সাল্ফ ; (২) * কার্ব'-ভ, ক্রিয়েজো, পালস, সিকেলী ।

৮। মুখমণ্ডল হরিদ্রাভ, জলটুসে, চক্চকে পাতলাবর্ণ—(১) আর্স, চায়না, ফেরা, * ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ ; (২) ব্রাই, কার্ব'-ভ, ক্রোকা, ক্রিয়েজো, নাইট্-এসি, ফস, সেম্বু, সিপি, * সাইনি ।

৯। মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ—কার্ব'-ভ, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লরো ।

১০। মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ—* কোনা, ** ফেরা, ** নাক্স-ভ, ** কুপ্ৰা, ** সিপি, ** সাল্ফ, ** জাপি, ** আর্স, ক্যাপসি, * চায়না, ** ইউপেটো-পারফা, ফেরা, ** স্ট্রাট্-মি, পিট্রো, হাল, * সিপি ।

(১০ ক) মুখমণ্ডল বহু দাগযুক্ত—* সিপি ।

(১০ খ) . ,, হরিদ্রাবর্ণ—*আর্স, কার্ভ-ভ, *ডিজি, ভিরেট্রা, কেলি-কা, * লেপ্টা, কেলি-বাই, নাক্স-ভ, * সিপি, মার্ক, নরোসি, আইওড, নাইট্রি-এসি ।

১১ । মুখমণ্ডল ঈষৎ নীলবর্ণ—(১) *আর্স, * বেল, * হাইয়স, * ওপি, কেলি-ব্রো, *ভিরেট্রা ; (২) একোন, এয়া, অরা, * ডিজি, * ব্রাই, * ক্যাম্ফ, টিনা, * কোনা, * কুপ্রা, হিপা, ল্যাকে, *লাইকো, সেবু, স্পঞ্জি-ষ্ট্যাকি, টাটা ।

১২ । চক্ষুর চতুর্দিকে নীলিমাময়—(১) *আর্স, চায়না, *ইপিকা, লাইকো, * নাক্স-ভ, ফস-এসি, * হ্রাস, * সিকে, ষ্ট্যাকি, ভিরেট্রা ; (২) * এনাকা, ককিউ, কুপ্রা, ফেরা, হিপা, ইথে, ফস, সিপি, সালফা ।

১৩ । চক্ষুর চতুর্দিকে পীতবর্ণ—* নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, স্পাইজি

১৪ । ,, ,,, হরিদ্রাভবর্ণ—* আর্স, ভিরেট্রা ।

১৫ । নাসিকার চারিধারে পীতাভবর্ণ—* নাক্স-ভ, সিপি ।

১৬ । নাসিকার উপর দিয়া কপোলদ্বয় পর্য্যন্ত পীতবর্ণ—
সিপিরা ।

১৭ । নাসিকা এবং মুখ পীতবর্ণ—* নাক্স-ভ, সিপি ।

১৮ । পীতবর্ণ বিশিষ্ট চিক (রগ বা টেম্পল প্রদেশ) দ্বয়—কষ্টিকাম্ ।

১৯ । মুখগহ্বর ঈষৎ নীলবর্ণ—* সিনা, কুপ্রা, ফেরা, * ষ্ট্যান্না ।

২০ । মুখমণ্ডলে নীলবর্ণ ছোট ছোট দাগ—* ফেরা, সিন কুপ্রা, ষ্ট্যান্না ।

২১ । ,, পীতবর্ণ দাগ সকল—কলচি, ফেরা, ষ্টাট্রা, সিচি কষ্ট, * নাইট্রি-এসি, * নাক্স-ভ ।

২২ । মুখমণ্ডলে লাল দাগ সকল—ক্যালকৈ, লাইকো, হ্রা ভাবাডি, সেবু, * সাইলি, সালফা ।

(২২ ক) কপোলদেশে সীমাবদ্ধ লাল দাগ সকল—** চায়না,
* ফেরা, * লাইকো, * ফস্, * সালফা।

২৩। মুখমণ্ডলে কাল চিহ্ন সকল—(১) ড্রুসি, গ্রাফা, থাট্রা,
* নাইট্র-এসি, সিলিনি, সালফা; (২) বেল; ব্রাই, * ক্যালকে, ডিজি, হিপা,
থাট্রা-মি, আবাডি, আবাইনা।

২৪। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল চক্চকে যেন তৈল মাখান—
(১) ম্যামে-কা, ** থাট্রা-মি, প্রাধা, * সিলিনি; (২) ব্রাই, চায়না, মার্ক, হ্রাস,
ষ্ট্র্যামো।

২৫। মুখ ও চক্ষু যেন বসিয়া গিয়াছে—(১) * আস', আর্গি,
* চায়না, ল্যাকে, নাক্স-ভ, * সিকে, এন্টি-টার্ট, * সিপি, ষ্ট্রান্না, ভিরাট;
(২) এনাকা, আর্জেন্টা-না, * ক্যাম্ফ, সিকিউ, ক্যাল-কা, ক্যাল-ফস, কলোসি,
কুপ্রা, ড্রুসি, ইয়ে, লরোসি, ফেরা, লাইকো, মিউর-এসি, ফস্, ফস-এসি, হ্রাস,
ষ্ট্র্যাকি, সালফা।

২৬। নাসিকাগ্র চোখা (তীক্ষ্ণ) এবং মুখ ও চক্ষু বসিয়া
যাওয়া—আস', চায়না, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, হ্রাস, ষ্ট্র্যাকি, ভিরাট।

(২৬ ক) নাসিকা ক্ষীতভাবাপন্ন অবস্থায়—বেল, * কষ্ট্রি,
* কেলি-কার্ব, * মার্ক-কর, * থাট্রা-মি, * ফস্-এসি, * পাল্ফ, * হ্রাস, * সিপি,
ব্যবহার দ্বারা ডাঃ গারেন্সি বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন।

২৭। মুখমণ্ডল দেখিতে মৃত্তক আয়—(১) * আস', চায়না,
ফস, ফস-এসি, সিকে, * ভিরাট; (২) * ক্যাসা, কার্ব-ভ, কুপ্রা, নাক্স-ভ।

২৮। মুখফুলো ফুলো (ক্ষীত)—(১) একোন, * আস', ব্রাই,
* ক্যামো, * চায়না, হাইয়স, নাক্স-ভ, ওপি, ফস, পাল্ফ, সেম্বু, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো,
সালফা; (২) আর্গি, আস', * বেল, * ফেরা, হেল, ইপিকা, কেলি-কা,
ইউপেটো-পা, ল্যাকে, হ্রাস, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, ব্যারাই-কার্ব, ষ্ট্রান্না,
ভিরেট্র।

২৯। চক্ষুর চতুর্দিকে ক্ষীত অবস্থা—আস', ফেরা, ফস্,
পাল্ফ।

(২৯ ক) চক্ষুর উপরিভাগ স্ফীত—এপিস, * * আস', বেল, * * ক্যামো, কেলি-কার্ব।

৩০। চক্ষুর নিম্নভাগ স্ফীত—* * এপিস, আস', চায়না, নাক্স-ভ, * * ফস, ভিরেট্টা, ব্রাই, ক্যালকে, সিপি।

(৩০ ক) কপোলদ্বয় স্ফীত ভাবাপন্ন—আর্গি, ** ক্যামো, ** পাল্‌স।

৩১। দেখিতে স্ফীতের ন্যায়—(১)। চায়না, নাক্স-ভ, ফস, সালফা; (২)। সিনা, ক্রেমা, ল্যাকে, পাল্‌স।

৩২। মুখমণ্ডলের চর্ম ঘোঁচান বা লোলিত—ক্যালকে, ** লাইকো, সিপি, ট্র্যামো।

৩৩। কপালের চর্ম ঘোঁচান ও (কুঞ্চিত)—(১) ক্যামো, হেল, ** লাইকো, সিপি, ট্র্যামো, সালফা; (২) এমোনি, ব্রাই, গ্রাফা, নাক্স-ভ, হ্রাস।

৩৪। মুখাকৃতি নিতান্ত বিকীর্ণ—(১) * আস', ** বেল, কষ্ট, ক্যামো, গ্রাফা, ** ইথু, হাইয়স্, ইথে, ইপিকা, ল্যাকে, নাক্স-ভ, ** ওপি, * সিকে, ** ট্র্যামো, ** ভিরেট্টা, (২) * ক্যাম্‌ফ, সিকিউ, ককিউ, * কুপ্রা, হাইয়স্, ** লাইকো, মার্ক, প্র্যাট্ট, পাল্‌স, হ্রাস, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, স্কুইল।

৩৫। মুখমণ্ডল শীতল—থেল, ক্যাল-কার্ব, * ক্যাম্‌ফ, কুপ্রা, ভিরেট্টা।

৩৬। „ „ কোল্যাপ্স অবস্থাপন্ন—ইথু, * ক্যাম্‌ফ।

৩৭। „ „ মৃত্তিকার বর্ণবিশিষ্ট—** আস', বোরা, ** চায়না, লাইকো, ** মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, সাইলি, ** ফেরা।

৩৮। মুখমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তনশীল—** বেল, ** ইথে, ** ফস, ** প্র্যাটে, ইথু, কুপ্রা।

৩৯। মুখত্রী বেকুবের ন্যায়—** ব্যাপ্‌টি, মার্ক-ভ, অ্যাজেন্টা না, ক্যাল-কর্ম, কষ্ট, লেপ্টা, সিপি।

৪০। „ „ আন্তরিক ব্যাকুলিতা প্রকাশক—ইথু, ক্যাম্‌ফ, কুপ্রা।

৪১। „ „ ভয়প্রকাশক—কোন।

৪২ । মুখশ্রী হতভাগ্যের ত্রায়—মেজি ।

৪২ । মুখটি হাঁ করিয়া থাকে—*বেল ।

৪৪ । চক্ষু অর্দ্ধনিমোলিত—পডো, ট্র্যামো, * সাল্‌ফা

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নাড়ী বা পাল্‌স ।

(PULSE.)

অনেক চিকিৎসক নাড়ীর গতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু নাড়ী সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা যে চিকিৎসকের একটা গুরুতর কার্য্য, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন ।

আমাদের দেশে “হাত দেখা” অর্থাৎ নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রোগের অবস্থা পরিচয় করা এবং তদনুযায়ী ঔষধাদি ব্যবহার করা বহুকাল প্রচলিত আছে ।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও অনেক সময় অনেক পীড়ায় নাড়ীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন । নাড়ীর গতি লক্ষ্য করিলে, হৃৎপিণ্ডের অবস্থা, শরীরের সাধারণ দৌর্ব্বল্য, কি সবলতা, জ্বরাদি পীড়ার উগ্রতা, জীবনী-শক্তির অবসন্নতা ইত্যাদি বহুবিধ অবস্থা অত্যান্ত লক্ষণসহ জানিয়া লইতে পারিবেন ।

নাড়ী সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্র নিম্নলিখিত কয়েকটা অবস্থা জ্ঞাত থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে ।

রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলির সমন্বয়ে মণিবন্ধ স্থানে তোমার অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে রেডিয়েল্‌ আর্টারীর অর্থাৎ ধমনীর স্পন্দন-গতি অনুভব করিতে পারিবে ; সচরাচর নাড়ীর গতি দেখিতে হইলে মণিবন্ধ স্থানেই দেখা হইয়া থাকে । শরীরের অন্তান্ত স্থানের মধ্যে যে সকল স্থানের ধমনী চর্ম্মের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী, সেই সকল স্থানেই স্পর্শ করিলে নাড়ী অর্থাৎ ধমনীর গতি অনুভব

করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ সুবিধা বিধায় মগ্নিবদ্ধ স্থানেই নাড়ী দেখা হইয়া থাকে। সেইজন্যই নাড়ী দেখার নাম “হাত দেখা” হইয়াছে।

১। স্পন্দন—নাড়ীর স্পন্দন অর্থাৎ প্রতি মিনিটে নাড়ী কতবার স্পন্দিত হয়, আমরা তাহার সংখ্যা গণিয়া দেখিয়া থাকি। স্বাভাবিক অবস্থায় সন্তোজাত শিশুর নাড়ী ১৪০ বার স্পন্দিত হয়; ১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত ১৩০ হইতে ৮০ বার; যৌবনে ৭০ বার, এবং বৃদ্ধাবস্থায় ৬০ হইতে ৬৫ বার নাড়ী প্রতি মিনিটে স্পন্দিত হয়।

রোগের উগ্রতা ও মৃদতা অনুসারে নাড়ীর এই স্পন্দন-গতিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

২। নাড়ীর বেগ—উপরে যে স্পন্দনের কথা উল্লেখ করা হইল, সেই স্পন্দন সঙ্গেই নাড়ীর নানাপ্রকার বেগ লক্ষিত হইরা থাকে; ইহাকেই ইংরাজীতে “নাড়ীর কুইকনেস্ quickness” বলিয়া থাকে।

(ক) নাড়ীর বেগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইলে তাহাকে তীক্ষ্ণনাড়ী বা শার্প পালস্ (Sharp pulse) বলিয়া থাকি।

(খ) নাড়ী ধীর গতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে Slowpulse “স্লোপালস্” বলিয়া থাকে।

৩। নাড়ীর আয়তন :—

(ক) নাড়ীর স্থগাবস্থা—কোন নাড়ী পূর্ণ অর্থাৎ ফুল (Full)।

(খ) কোন নাড়ী অত্যন্ত স্থূল অর্থাৎ লার্জ (Large), তাহাকে মোটা নাড়ীও বলা হইয়া থাকে।

(গ) নাড়ী সরু বা ক্ষুদ্র অর্থাৎ স্মল্ (Small)।

(ঘ) নাড়ী সূত্রবৎ অর্থাৎ থ্রেডী (Thready)।

৪। নাড়ীর শক্তি—এস্থলে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করতঃ মনোযোগ-পূর্ব্বক অনুধাবন করিলেই তাঁহা বুঝিতে পারিবে; দেখিবে কোন নাড়ী সবল, কোন নাড়ী দুর্বল, কোন নাড়ী বা লুপ্ত প্রায় কিংবা সম্পূর্ণ লুপ্ত। কোন নাড়ী স্পর্শে কোমল অথবা কঠিন বোধ হইবে; কোন নাড়ী অঙ্গুলি দ্বারা সম্ভবতঃ চাপিয়া ধরিলে, উহা চাপন অগ্রাহ্য করিয়া স্পন্দিত হইয়া থাকে। এই প্রকার

নাড়ীকে ইনকম্প্রেসিবল্ (Incompressible) পাল্‌স্ অর্থাৎ হুঁচাপ্য নাড়ী কহে ।

যদি তোমার অঙ্গুলি চাপে নাড়ী স্পন্দিত না হইয়া স্থগিত থাকে, তবে সে নাড়ীকে কম্প্রেসিবল্ (Compressible) অর্থাৎ চাপ্য নাড়ী বলা যায় ।

৫। নাড়ীর যতি :—

(ক) নাড়ীর হৃদয় (Rhythm) অর্থাৎ স্পন্দন-সমতা :—কোন নাড়ী রেগুলার (Regular) অর্থাৎ সম; ইহাদের গতি ও স্পন্দন সর্বদা একভাবে দেখিতে পাইবে। এই অবস্থার বিপরীত অবস্থা হইলেই অসম নাড়ী অর্থাৎ ইরেগুলার (Irregular) পাল্‌স্ বলিয়া থাকে ।

(খ) ইন্টারমিটেন্ট্ (Intermittent) অর্থাৎ পর্যায়যুক্ত বা ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ী—ইহাতে নাড়ী চলিতে চলিতে হঠাৎ কিছুকালের জন্ত থামিয়া থাকে, ইহাকে ভেকুগতি নাড়ী বলে ।

(গ) নাড়ীর অত্যাচ কয়েকটি বিশেষ অবস্থা :—(১) নাড়ী জ্যাকিং (jerking) বা অকস্মাৎ উল্লম্বনযুক্ত অর্থাৎ ঝাঁকি মারিয়া উঠে। (২) থ্রিলিং বা ট্রেমুলাস (Thrilling or Tremulous) ভাইব্রেটিং Vibrating অর্থাৎ কম্পমান নাড়ী। কম্পমান নাড়ী নিস্তেজ ও শব্দজনক অবস্থাজ্ঞাপক ।

এইক্ষণ নাড়ীর অবস্থাসারে কোন্ কোন্ ঔষধ উপযোগী তাহা নিয়ে লিখিত হইতেছে :—

(ঘ) ডাইক্রেটিক্ পাল্‌স্ (Dicrotic pulse) ডবল, দ্বিধ বেগযুক্ত বা দ্বিতরঙ্গিনী পাল্‌স্, উৎকট তরুণ জরাদি রোগে দেখা যায় (নাড়ী পরীক্ষা) পক্ষম থও দেখ ।

১। দুর্বল নাড়ী বা উইক্ (Weak) পাল্‌স্—* আর্দি, ডিঞ্জ,

* ক্যালমিয়া, * লোবিলিয়া, * সিক, * সেজু, * স্পাইজি, * ট্যাংকাম ও জিকাম প্রধান ঔষধ । এসিটিক-গ্রিস, * একোন, ইন্ডিউ, ইউকরাবি, ক্যাম্ফ, এলোজ, জার্স, এমোনি-মিউ, * এন্টিটার্চ, এরাম, ব্যাপটি, বেল,

ব্রাই, বাবেরিস, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যান্সা, সাইক্লোমে, সিড্রন, চায়না, সিমিসি, কোকা, ক্রোটন-টি, *কার্‌ভ-ভ, **ক্রিয়েজো, ***কেলি-কা, কেলি-ব্রো, ক্রোটেলাস, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আস', জেলস, গ্লোনইন, হে'মানে, এসিড-হাইড্রোসি, হাইয়স, আইয়ড, আইরিস-ভা, ল্যাকটিক-এসি, ল্যাকে, *লরোসি, *মার্ক-কর, মার্ক সল, *মিউর-এসি, নাইটি-এসি, *ওপি, ফস্, ফাইটো, রিসিনাস, অকজ্যালি-এসি, *সাইলি, ষ্ট্র্যামো, *ভাইপেরা। শ্রাজা, নাক্স-ভ, ফস্, ফেরা, ফস্-এসি, সিকে, *ট্যাবেকা, *ভিরেটাম-এলব ও ক্যাম্ফার এই কয়েকটা ঔষধ অধিকাংশ সময়েই দুর্বল নাড়ীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। সূত্রবৎ নাড়ী বা থ্রেডী (Thready) পাল্‌স—* একোন, এরাম, আর্গি, আস', বেল, ক্যাম্ফ, ক্যান্সা, কলচি, কুপ্রা, ডিজি, জেলস, * হেলে, হাইয়স, আইয়ড, শ্রাজা, ওপি, ল্যাকে, অকজ্যালি-এসিড, প্রাশাম, ফস্, ফাইটো, সাল্ফ-এসি, জিঙ্ক-মেটা, * টেরিবি।

৩। সফট পাল্‌স (Soft pulse) বা কোমল নাড়ী অর্থাৎ সহজে চাপ্য—এসিটিক-এসি, ইন্ডিউ, আস', এট্রোপি, * ব্যাপ্টি, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যান্সা, ক্যামো, চায়না, কুপ্রা, কোনা, ডিজি, ডালকা, ফেরা, * জেলস, গ্লোনইন, হে'মানে, হেলে, হাইয়স, হাইড্রোসি-এসি আইয়ড, লাইকো, মার্ক-সল, নাক্স-ভ, * ওপি, অকজ্যালি-এসি, * ফস্, প্রাশাম, ফাইটো, হ্রাস, সিকে, ষ্ট্র্যামো, পিকনি, * সাবাল, ভাইপেরা, জিঙ্কাম্।

৪। কম্পমান নাড়ী (Tremulous pulse)—(১) *আস', *ক্যাম্ফ, *ডিজি, *ল্যাকে, *স্পাইজ, প্রধান ঔষধ। (২) বেল, ক্যাক্টা, ক্রিয়েজো, হ্রাস, (৩) একোন, এটি-টার্টা, ক্যান্সা, ক্রোটেলাস্, * হেলে, মার্ক-কর। মার্ক-সল, ওপি, অকজ্যালি-এসি, প্রাশাম, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, ভ্যালিরি।

৫। নাড়ী ক্ষুদ্র (Small pulse) —একোন, * ফেরা, ইথু, *হেলে, *মিউর-এসি, * নাক্স-ম, * নাক্স-ভ, *ফস্, * জিঙ্ক-মেটা,—প্রধান ঔষধ। এলাম, এপিস, আর্গি, আস', এসাকি, এট্রোপি, * বেল, ক্যাম্ফ, ব্রাই, কুপ্রা, ক্যানা-শ্রাটা, ক্রোটন-টি, * ডিজি জেলস্, হাইয়স, আইয়ড, ল্যাকে, লিডাম, লরোসি, লাইকো, মার্ক-প্রিসি-ক, মার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-নাইট্রা, ফস-এসি, শ্রাটা-মি, নাইটি-এসি, ওপি, অকজ্যালি-এসি, পিটো, পডো,

রিসিনাস, * র্যাফেনাস, সিকে, ষ্ট্র্যামো, সালফ-এসি, ট্যানিক-এসি, * টেরিবি, জিঙ্ক-সাল্ফ, * ভিরাট ।

৬। নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট (Slow pulse) — (১) * একোন, * সিকুটা-ভি, * সিকে, ** ডিজি, ক্যালমিয়া সর্কপ্রধান ঔষধ । (২) ইথুজা, এগারি, এপোসাই-ক্যানা, আর্গি, আস', এসাকি, এট্রোপি, ব্যাণ্টি, বেল, বাবেরিস, ব্রোমিয়াম, ক্যাম্ফ, ক্যাফ্রা-ইণ্ডি, ক্যাফ্রা, চেলি, চায়না, চায়নি-সাল্ফ, কোকা, কফি, কলোসি, কুপ্রা, জেল'স্, * ম্লোনইন, হেলে, হাই-ড্রাষ্ট, হাইয়স, আইয়ড, আইরিস-ভাস', মার্ক-কর, মার্ক-মল, নাইটি-এসি, নাক্স-ভ, * নাক্স-ম, ওপি, অকজ্যালি-এসি, ফস্-এসি, হ্রাস-টক্স, সিকে, * সেল্, ষ্ট্র্যামো, ** ভিরাট ।

৭। বিলুপ্ত নাড়ী—(Pulseless) নাড়ী ডুবিয়া গেলে অর্থাৎ নাড়ী একেবারে না পাওয়া গেলে—(১) * একোন, এগার, এন্টি, ** আস', বেল, * ক্যাম্ফ, চেলিডো, চায়না, কলচি, * ক্রোটেলাস, * কুপ্রা-আস', হাইয়স, ডিজি, * এসিড-হাইড্রো'সি, ক্যালমিয়া, মার্ক-কর, শ্রাজা, * লরোসি, নাক্স-ভ, * ওপি, অকজ্যালি-এসি, পিট্রো, পডো, ফস্, ষ্ট্রি কনিয়া, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, টেরিবি, ট্যাবেকাম, * ভিরাট ; (২) ক্যাকটা, কোনা, ** কার্ব'-ভ, জেল'স, হেলে, ** জ্যাট্রোফা, মার্ক, * সাল্ফা, শ্রাণ্টোনিন্ ! (কন্ভাল্শনের সময় বিলুপ্ত নাড়ী হইলে * ওপিয়াম একটা প্রশস্ত ঔষধ ।

৮। নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত—সহজে অল্পভব হয় না—একোন, এগনাস, * আস', * এন্টি-টার্ট, এপি'স্, বেল, * ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, ক্রোটেলাস, জেল'স, ম্লোনইন, হেমামে, হেলে, এসিড-হাইড্রো'সি, * ইপিকা, লরোসি, কেলি-বাই, মার্ক-কর, শ্রাজা, ওলিয়েণ্ডা, ওপি, অকজ্যালি-এসি, ফস্, * ফস্-এসি, * রিসিনাস্, ট্যাবেকাম, থিয়া, ভাইপেরা ।

কন্ভাল্শনের সময় নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত হইলে—প্রধানতঃ ওলিয়েণ্ডা ও নাক্স-ভমিকাই ব্যবহৃত হয় ।

৯। আকৃঙ্কিত অর্থাৎ কন্ট্রাক্টেড (Contracted) নাড়ী—একোন, এসিটিক-এসি, এন্টি-টার্ট, আস', এসাকি, বিনমাথ, ক্যাল-কার্ব', ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যাফ্রা, সিনা, ক্রোট-টি, কল'চি, কুপ্রা-এসি, হাইয়স, আইয়ড,

কেলি-বাই, লরোসি, মার্ক, নাইটি-এসি, ওপি, অক্স্যালি-এসি. ফস, হ্রাস, সিক্‌, ট্রিক্‌নিয়া, সালফ-এসি, জিক্‌-মেটা।

১০। ডাইক্রোটিক নাড়ী বা দ্বিতরঙ্গিনী নাড়ী (Dicrotic pulse)—একোন, প্রাশ্বাম, এপোসাই, ক্যানাবিস, জিক্‌-সালফ। ট্রাইক্রোটিক্‌ (Trirotic) বা ত্রিতরঙ্গিনী নাড়ী (নাড়ী পরীক্ষা পঞ্চম খণ্ডে দেখ)।

১১। চঞ্চল নাড়ী—আস', এন্টি-টার্ট; আইয়ড, নাক্স-ভ, পিট্রো, হাইড্রোসি, কার্‌ফ, অক্স্যালি-এসি, ট্র্যামো।

১২। নাড়ী ঠিক—একোন, এলুমিনা, আস', * বেল, মার্ক, চায়ন্‌, সিক্‌-ক, ট্র্যামো, থুজা, ভাইপেরা, মার্ক-কর। (পেটে বেদনা থাকিলে—প্রাশ্বাম)।

১৩। উল্লম্বনভাবাপন্ন নাড়ী—এলকোহল, আস', এট্রোপি, বেঞ্জো-এসি, ক্যাম্‌ফ, ক্যানা-ই, ক্যাফা, চায়নি-সাল্‌ফ, ক্লোরোফরম, গ্লোনইন, ইউপেটো-পারফো, আইয়ড, শাজা।

১৪। নাড়ী ফুল (Full) অর্থাৎ মোটা ও পূর্ণা—এসিটিক্‌-এসি, ** একোন, ইক্‌উ-হি, এগার, এলকোহল, * এন্টি-টার্ট, এপিস্‌, এপোসাই, আর্নি, আস', এক্সি, এট্রোপি, * ব্যাপ্‌টি, ব্যারাইটা-কার্‌, বেল, বেঞ্জো-এসি, ব্রোমাইড, ব্রাই, ক্যাম্‌ফ, ক্যাফা, কার্বলি-এসি, সিড্রন, ক্যামো, চেলিডো, চায়নি সাল্‌ফ, সিমিসি, কফি, কল্‌চি, কলোসি, কোনা, ক্রোটেলাস্‌, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-আস', ডিজি, কুপ্রা-সাল্‌ফ, ডিজিটেলিস্‌, * জেলস্‌, হেলে, হাইয়স্‌, কেলি-বাই, মার্ক, * মেজি, শাজা, শাট্‌-মি, নাইটি-এসি, নক্স-ভ, * ওপি, অক্স্যালি-এসি, প্রাশ্বাম, পিট্রো, ফস্‌, ফস্‌-এসি, ট্র্যামো, সালফ-এসি, থিরা, * ট্যাবেকা।

§১ যাদবজ্ঞেয় কেরণী নামক কোন একটা ভ্রলোকের গুলাউড়া হয়। বহুসংখ্যক দান্ত হইতে লাগিল, ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ভেদ বন্ধ হইল না। মুখ ও চক্ষু হসিয়া গেল, কিন্তু দেখিলাম তখনও নাড়ী নিত্যও মোটা ও সবল বহিতেছে। এই লক্ষণ অবলম্বনে একোনাইট ৩য় শক্তি ২১০ মাত্রার বেওয়ার পরই ভেদের পরিমাণ কমিয়া আসিল, নাড়ীর গতিও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া রোগীর উপস্থিত অবস্থার বৈশিষ্ট্য ধাকা উচিত সেইরূপ হইল। এহলে নাড়ীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিলে রোগীর অবস্থা যে কি হইত তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

১৫। নাড়ী হার্ড (Hard) অর্থাৎ শক্ত বা কঠিন, অথবা ইনকম্প্রেসিবল (Incompressible) অর্থাৎ দুর্শ্চাপ্য হইলে—
ইফ্লিউ, এগার, এলকোহল, এমোনি-মিউ, এন্টি-ক্লড্, এন্টি-টার্ট, আস', এট্রোপি, * একোন, ব্যারাইটা-কার্ব, কুব'-এসি, * বেল, * ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, চায়না চেলিডো, সিমিসি, ককিউ, কোরাল, * কুপ্রা-এসি, ডিজি, জেল'স্, গ্লোনইন, হেমাগে, হাইয়স্, আইয়ড্, লাইকো, * মার্ক-প্রিসি-কুব'ার, মার্ক-কর, নাইট্রি-এসি, ওপি, অক্স্যালি-এসি, প্রাশ্বাম, পিট্রো, ফস, ফাইটো, মিকে, সেনিগা, ষ্ট্র্যামো, * সাল্ফা, * ট্রিকুনিয়া, ট্যাবেকাম্, ট্যারেণ্টু, থুজা, ভাইপেরা, জিঙ্কাম ।

১৬। র্যাপিড (Rapid) বা কুইক (Quick) অর্থাৎ দ্রুত গামী নাড়ী—* একোন, ব্রাই, আইড্, মার্ক, ফস্, হাইয়স্, ষ্ট্র্যানা, এগার, ইফ্লিউ, এইল্যাস্, * ইণ্ড, এলোজ, এলকোহল, এলাম, এমোনি-মি, এন্টি-ক্লড্, এপিস, আর্গি, * আস', এসফি, এন্টি-টার্ট, এট্রোপি, ব্যাপ্টি, * বেল, বেঞ্জো-এসি, বিসমাথ, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, কার্ব'-এসি, জেবোরেণ্ড, চায়না, * কল্চি, ক্রোটন-ট, কলোসি, কুপ্রা-এসি, ডিজি, জেল'স্, * হেলে, ইপিকা, ক্রিয়েজো, কেলি-ব্রো, কেলি-ব্রাই, লাইকো, মার্ক-কর, * মিউর-এসি, জাজা, জাট্রা-মি, ওপি, অক্স্যালি-এসি, প্রাশ্বাম, ফাইটো, * ফস, প্যাটি, * হ্রাস-টক্স, স্পঞ্জি, সিপি, ট্যারেণ্টু, ভ্যালিরি, ভাইপেরা, জিঙ্কাম ।

১৭। সবল নাড়ী অর্থাৎ ট্রুং (Strong) পাল্‌স—একোন, এলকোহল, এলোজ, এমোনি-কার্ব, এন্টি-টার্ট, এপিস্, আর্গি, আস', বেল, চায়না, কোকা, কোনা, ক্রোটন, জেল'স্, হাইয়স্, মার্ক-কর, ওপি, ফাইটো, ট্রিকুনিয়া, ষ্ট্র্যামো ।

১৮। অসম নাড়ী অর্থাৎ ইরেগুলার (Irregular) পাল্‌স—একোন, * এগার, এলোজ, এন্টি-টার্ট, এরাম, আর্গি, আস', এসফি, এট্রোপি, ব্যারাইটা-এসিটা, বেল, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, * সিমিসি, ককিয়া, কল্চি, * ডিজিটেলিন, কুপ্রা-এসি,

* ডিজি, স্ট্রোনইন্, হেমামা, হাইয়স্‌, * মার্ক কর, তাজা, * ওপি, অক্স্যালি-এসি, ফস্‌-এসি, ফাইটো, ফাইজো, হ্রাস-টক্স, * টিলিন্‌, * সাঞ্চাল্‌, * সেম্‌, ট্রিক্‌নিয়া, * ভিরাট্‌-এল্‌.ব।

১৯। নাড়ী ইন্টারমিটেন্ট্‌ (Intermittent) অর্থাৎ চলিতে চলিতে ক্ষণে ক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া যায় ইহাকে পর্যায়যুক্ত নাড়ী বলে—(১) * চায়না, * ডিজিটেলিস্‌, এবং * ভিরাট্‌ ইন্টারমিটেন্ট পল্‌স্‌ অতি প্রধান ঔষধ; তন্মধ্যে (২) * হিপার, * অট্রা-মি, * ফস্‌-এসি, * সিকেলী; (৩) এসেটেক্‌-এসি, একোন, এগার, এলোজ, এলাম, এমোনি-কার্ব, আস্‌, এমোনি-মি, এন্টি-টার্ট, এপোসাই, বেল, বিস্মাথ, ক্যান-ইণ্ডি, ক্যান্‌হা, কার্বলি-এসি, কার্ব-ভেজি, চায়না, চিনি মালফ, সিনে-বারিস, কফিয়া, কলচি, ক্রোটেলাস, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা, জেলস্‌, হাইয়স্‌, হেলে, ইগ্নে, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নাক্স-ভ, নরোসি, নাক্স-ম, ওপি, অক্স্যালি-এসি, নাইট্রি-এসি, প্লাম্বা, ফস্‌, সাল্‌ফা, ট্যাবেকা, সাল্‌ফ-এসি, ভিরাট্‌-ভি, থুজা, জিঙ্কাম।

২০। নাড়ী তীক্ষ্ণ (Sharp pulse)—আস্‌, কেলি-বাই, অক্স্যালি-এসি, ব্যাপ্‌ট ইত্যাদি।

২১। ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দের ন্যায় শব্দ নাড়ীতে শুনিতে পাইলে—এষে।

২২। চেউয়ের ন্যায় প্রতিবিশিষ্ট নাড়ী—হাইয়স্‌, সেম্‌-ইনেরিয়া।

২৩। “জার্কিং পাল্‌স্‌” (Jerking pulse) অর্থাৎ যে নাড়ী স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন ঝাঁকি মারিয়া উঠে—একোন, এমিল্‌-না, আস্‌, এরাম, ডিজিটেলিস্‌, ডাল্‌কা, জ্যাট্রো, প্লাম্বা, ম্যাথো, ডিজি।

২৪। নাড়ী পরীক্ষা পঞ্চম খণ্ডে দেখ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

মূত্র. URINE.

জিহ্বা, ঘর্ম্ম এবং পিপাসার ছায় মূত্রও ব্যাধিবিচার ও চিকিৎসা কার্যে একটা প্রধান সহায়। শারীরিক নানাবিধ পরিবর্তন হেতু মূত্রেও অনেক প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। মূত্রের নানাবিধ পরিবর্তনজ্ঞাপক-ঔষধ-বলী বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে ব্যাধি-চিকিৎসার সময় ঔষধ-নির্বাচন কার্যে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে।

মূত্রের প্রতিক্রিয়া REACTION.

অম্ল-প্রতিক্রিয়াযুক্ত মূত্র অর্থাৎ মূত্রে অম্লত্ব জন্মিলে, তাহা লিট্‌মাস্ (Litmus) নামক কাগজ সংযোগে পরীক্ষা করা হয়। লিট্‌মাস্ কাগজ অনেক বড় বড় ডাক্তারখানায় ও রাসায়নিক পদার্থ-বিক্রেতাদিগের দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। আমরা সহজ উপায়ে এইরূপে লিট্‌মাস্ প্রস্তুত করিয়া থাকি :—
ধবল বর্ণের এক খণ্ড কাগজে জবা পুষ্প ঘষিয়া লইলে, তাহা যখন শুষ্ক হইয়া উঠে তখন এই কাগজ এক প্রকার নীলবর্ণ দেখায়। ইহা শুধে “লিট্‌মাস্” কাগজের সমতুল্য, অম্লজনক পদার্থের সংস্পর্শ মাত্রই এই কাগজের নীলবর্ণ রূপান্তরিত হইয়া লালবর্ণ হয়। এই ক্রিয়াকে “অম্ল-প্রতিক্রিয়া” বলে। ইংরাজিতে ইহার নাম “এসিড্-রিয়াক্শন্।”

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, মূত্র ও অত্যাশ্রিত পদার্থের ক্ষারত্ব পরীক্ষা করিতে “টামেরিক” অর্থাৎ হলুদযুক্ত কাগজ ব্যবহৃত হয়। আমাদের সর্বদা ব্যবহার্য্য হলুদ দ্বারা একখানি ধবল বর্ণের কাগজ রং করিয়া লইলেই “টামেরিক কাগজ” প্রস্তুত হইল। লিট্‌মাস্ কাগজের ছায় ইহাও ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। এই কাগজ ক্ষারযুক্ত মূত্র এবং অত্যাশ্রিত যাবতীয় ক্ষার পদার্থ সংযোগে রক্তবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ পরিবর্তনকে “য়্যাল্‌কেলাইন্‌ রিয়াক্‌শন্‌” অর্থাৎ “ক্ষার-প্রতিক্রিয়া” বলিয়া থাকে।

মূত্র অথবা ক্ষত্র কোন পদার্থ লিট্‌মাস্ কিবা “টামেরিক” কাগজ ভিজাইয়া

যদি কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত না হয়, তবে সেই মূত্র বা পদার্থকে “নিউট্রাল” বলিয়া জানিবে ; অর্থাৎ তাহা অম্লও নয় এবং ক্ষারও নয় ।

১ । এসিড্ acid অর্থাৎ অম্লযুক্ত মূত্র হইলে—এল্ কোহল্, এলুমিনা, এপোসাই-ক্যানা, আক্সেণ্টা-নাই, আর্বি, এট্রোপি, বেঞ্জো-এসি, কার্বলি-এসি, কষ্ট্রি, ক্যামো, চেলিটো, সিমিসি, সিল্কোনা, কোকা, কলচি, কলোসি, কোপেবা, সাইক্ল্যা, ডিজি, ইলাটে, এরিজি, ফেরা-মে, হেলোনি, আইয়ড, কেলিবাই, কেলি-কার্ব, কেলি-ক্লো, লেপ্টা, মার্ককর, নাইট্রি-এসি, অক্স-এসি, ফস্, ফাইটো, পিক্রি-এসি, পাল্‌স, স্ট্রাণ্টোনিয়, সিপি, স্কুইল, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, টেলুর, * কার্ভুয়াস-মেরি ।

২ । য়ল্‌কালাইন্ Alkaline অর্থাৎ ক্ষারধর্মযুক্ত প্রত্নাবে :—এমোনি-কষ্ট্রি, * বেঞ্জো-এসি, ক্যাস্তা, * কার্বলি-এসি, চায়নি-সাল্‌ফ, * হাইয়স, কেলি-এসিটাম্, কেলি-কার্ব, মরফিয়াম্, পেছোরাম, প্লাসাম, স্ট্রাণ্টো, স্ট্র্যামো, ইউরেনিয়াম্, ওয়ায়েসবেডন্ ।

২ । নিউট্রাল Neutral ধর্মযুক্ত প্রত্নাবে—আর্বি, ক্যাস্তা, ইউপেটো-পারকো, * হাইওসায়েরমিনাম, হেলোলি, কেলি-কার্ব, ফস, প্লাস ।

মূত্রের গন্ধ SMELI..

৪ । মূত্রে-পচা ও বিরক্তিজনক গন্ধ থাকিলে—(১) আস্, কার্বলি-এসি, ডাল্‌কা, (২) মার্ক, নাইট্রি-এসি, স্ট্রাণ্টা-মি, পিট্রো, ফস্, ফস-এসি, পাল্‌স, স্ট্র্যানা, সাল্‌ফা, ভায়োলা-ট্রি, * ব্যাপ্‌টি, বোরা, ** ক্যাল্‌-কা, কার্ব-ভ, কলোসি, গ্র্যাফা, * সিপি, টেরিবি ।

৫ । ,, মৎশের ন্যায় গন্ধ হইলে —ওলিয়াম্-এনিয়ালি ।

৬ । ,, চিনির ন্যায় মিষ্টগন্ধ হইলে—ইথুজা, ফেরা, আইয়ড, কেলি-এসিটা ।

৭ । প্রীতিজনক গন্ধ হইলে—থ্রিয়াম ।

৮ । মূত্রে এমোনিয়ার ন্যায় (ক্ষারানি) গন্ধযুক্ত—

এলোজ, এমোনি-কষ্ট, **এসাকি, অরা, বেল, ব্রোমিয়াম, বাফো, ককাস-ক্যাষ্টা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস, পাল্‌স, ট্রান্‌শি, ট্যাবেকা।

৯। মূত্রে মশলার ন্যায় গন্ধযুক্ত হইলে—বেঞ্জো-এসি, কার্বলি-এসি, ইউপেটো-পাপু।

১০। „ বেঞ্জোইক-এসিডের ন্যায় গন্ধযুক্ত—হ্রিয়াম, ফ্লুওরিক-এসি।

১১। „ বিড়ালের মূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত—এক্সপি-টিউবারো, ক্যাজুপট, ভায়োলা-টি কালার।

১২। মূত্রে রসনের ন্যায় গন্ধ—কুপ্রা, অর্স, ফস।

১২। „ পেঁয়াজের ন্যায় গন্ধ—গামি-গা।

১৪। „ গন্ধ নাই—ক্যাম্‌ফ, ককাস, ড্রিস, গ্রাফাল, কেলি-সায়েনে, মেলাটোমা, টিলিয়া।

১৫। মূত্রে বিরক্তজনক দুর্গন্ধ—এন্টি-টার্ট, এক্সপি, * নাক্স-ভ, বেঞ্জো-এসি, ক্যাজুপট, ক্যালকার্ক, কার্বলি-এসি, চায়না, ক্রেমাটি, কলোসি, কুপ্রা, ডিজি, ডাল্‌কা, ফ্লুওর-এসি, হাইড্রাষ্ট, আইরিস-ভা, কেলি-ব্রোমাই, কেলি-আইয়ড্‌, ক্রিয়েজো, গ্রাট্রা কার্ব, **নাইট্রি-এসি, ওপি, পিট্রো, ফস, হ্রাডা, সিবো, সাল্‌ফা, ট্যাবেকা, ট্যারেণ্ট, ইউরেনিয়াম, ভায়োলা-টি।

১৬। মূত্রে নাসিকা বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় প্রথর গন্ধ—এলোজ, ** অর্স, অর্জেন্টা-নাই, এসাকি, এক্সপি, ** বেঞ্জো-এসি, বাফো, ** ক্যাল-কার্ব, ক্যাল ফস, ** ক্যাস্‌হা, ** কার্বলি-এসি, কার্ব-ভেজ, চেলিডো, ** হিপা, চায়নি-সাল্‌ফ, কোবাল্ট, ডিজি, ফ্লুওর-এসি, হাইড্রাষ্ট, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, ক্রিয়েজো, লিলিয়াম-টী, লাইকো, মার্ক-কর, গ্রাট্রা-মি, * নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, ফস, পিক্রি-এসি, সিপি, ট্র্যামো, টিলিয়া, থুজা, ভ্যালিরি, জিঙ্ক।

১৭। মূত্রে একটী পাত্রে কতক্ষণ পর্যন্ত থাকিলে ক্ষারগন্ধ—এম্বু।

১৮। „ ঘোড়ার চোঁচের ন্যায় গন্ধযুক্ত—নাইট্রি-এসি।

১৯। মূত্রে ঝাল সংযুক্ত গন্ধ—এমনোয়েকম, বোরাঙ্ক, ক্যালকে-ব্লু ওরেটা, কোবাল্ট, ষ্ট্র্যামো।

২০। ” বমনোদ্রেককারী গন্ধ (কয়েকদিন পর্য্যন্ত মূত্র, বোতলে কর্ক আঁটা থাকিলে যে প্রকার বমনোদ্রীপক হয়)
—জিঙ্কাম।

২১। ” তামাকের ন্যায় গন্ধ—নাইট্র-এসি।

২২। ” ধূনার ন্যায় গন্ধ—চেলিডে।

২৩। ” গন্ধ টক—গ্র্যাফা, নাইট্র-এসি।

মূত্রের বর্ণ COLOUR.

২৪। মূত্র কালবর্ণ—কার্বলি-এসি, কলচি, হেলে, আট্রা-মি,
(এরিজিরন-গাঢ়বর্ণের প্রভাব কিছুকাল পরে পরিষ্কার হইয়া উঠে।

২৫। মূত্র গাঢ়বর্ণ—(১) * বেঞ্জো-এসি, ইন্ডিউ-হি, আর্জেন্টা-নাই, এপিস, ক্যাল-কার্ব, ফ্যাছা, কার্বলি-এসি, *চায়না, **কলচি, ডিজি, ইউপেটো-পারফো, লিলিয়াম-টি, মার্ক-আইয়ড্, **মার্ক-সল, জ্যাবোরাও, ফস, পলিপো, হ্রাস, সিক্, **সিপি, ষ্ট্র্যাফি, (২) **একোন, **বেল, **ব্রাই, ভ্যালিরি, **এণ্টি, আর্গি, ক্যালকে, ডিজি, হেলে, হিপা, নাইট্র-এসি, টেরিবি, ইপিফা, পালস, সিলিনি, সাল্ফা।

২৬। ” ” তাহাতে কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ ভাসিতে থাকে—**হেলেবোরাস।

২৭। মূত্র মেটেবর্ণ বিশিষ্ট—এগার, আট্রা-মি, সার্সা, সিপি।

২৮। ” পাত্রে কতকক্ষণ থাকিলে মেটেবর্ণ—কেরা, ম্যাগ্নে, লরোসি।

২৯। মূত্রের বর্ণ পরিবর্তনশীল—বেঞ্জো-এসি।

৩০। মূত্রের বর্ণ মাংসের ন্যায় কিন্তু কিঞ্চিৎ পাতলা—
কলোসিহু।

৩১। মূত্র হরিদ্রাবর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ বিশিষ্ট—এন্ট-জুড, বেল,
কার্ডু-মেরিয়েনাস, কলচি, লরোসি, ম্যাথে, ফস, চেলি, ক্যাম্ফ।

৩২। ” লেবুর বর্ণ—এগার, এষু, ফিল, চেলিডো, ইথে,
লাইকো, ওপি, গ্রাটু-কার্ব, ট্যাবেকা, জিঙ্ক।

৩৩। ” মেহগ্নিকার্ণের বর্ণ—ইস্কিউ-হি, প্রাধা।

৩৪। ” বর্ণহীন বা দেখিতে জলবৎ—(১) এরাম-ট্র, বাবে-
রিস, ক্যানা-ইণ্ডি, ফ্লুওর-এসি, ক্যামো, হিপা, হুডো, সাসারী, (২) * এফোন,
* জেলস, এপিস, ইথুজা, এলকোহল, এলাম, এমোনি-কার্ব, এপোসাই,
আজেন্টাম, ব্রাই, বেল, এসাকি, ক্যাম্ফ, ক্যাছা, কার্ব-ভ, সিড্রন, চেলি,
সিমিসি, * ইউপেটো-পারফো, কলচি, ডিজি, মোনোইন্, হেলে, ফস, হাইয়স,
নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, অক্সাইড-এসি, পাল্‌স, **ফস-এসি, হিয়াম,
সিকে, সিপি, ট্যাবেকা, ভিরাট, প্র্যাণ্টে, ষ্ট্যানা, থুজা।

৩৫। মূত্র লালবর্ণ—একোন, * এলিয়াম-সিপি, বেল, ক্যাছা,
চেলিডো, কার্ব-ভ, গ্র্যাটি, মার্ক-সল, প্র্যাটি, সাল্‌ফ।

৩৬। ” (Sherry) এবং অন্যান্য হরিদ্রাভ -মতের
ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট—এলাম, আস, এপোসাই; বাবে-রিস, ক্যাক্টাস, ডিজি,
ক্যাম্ফ, চায়নি-সাল্‌ফ, ফেরা, কেলি-সায়ো, টেরিবিহু, লিডা, অক্স্যালি-এসি,
পলিগোনাম্।

৩৭। ” ধূত্রাবর্ণ—গ্রাটাম, হাইপোক্সফরিকাম, * হেলে,
** টেরিবি।

৩৮। ” সাদা রং বিশিষ্ট—এলিয়াম-গ্রাটা, এলুমিনা, এলাম,
এষু, এমোনি-কার্ব, আর্গি, ব্যাপ্‌টি, বেল, ক্যানা-গ্রাটা, * সিনা, ক্যাছা,
চেলিডো, চায়না, ডাল্‌কা, ফস-এসি, লাইকো, জ্যাটোফা, **ফস, **হাস,
ষ্ট্যানা।

৩৯ । মূত্র অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে সাদাবর্ণ—নাইট্র-এসি ।

৪০ । ,, যেন চাখড়ির ন্যায় কোন পদার্থ মিশ্রিত—
মার্ক-সল ।

৪১ । ,, কাফির রংবিশিষ্ট—(রক্ত মিশ্রিত হওয়া হেতু)
কেলি-নাইট্রাস ।

৪২ । ,, ঈষৎ সবুজ বর্ণ—বেল, বার্বেরিস, * ক্যাম্ফ, কার্কলি-
এসি, চায়না, ক্লস্, আন্টো, ইউডা ।

৪৩ । ,, সবুজবর্ণ—আর্স, চেলি, * ক্যাম্ফ, * প্লান্টা ।

৪৪ । ,, কটাবর্ণ—* আর্গি, লেপ্টা, ক্যামো, সিমিসি ।

৪৫ । ,, মূত্রে চা পাতার রং—(পাট্‌কিলে রং হইতে
এই বর্ণে পরিবর্তিত হইলে) চিমাফিলা ।

মূত্রের দৃশ্য ।

৪৬ । মূত্রের দৃশ্য ঘোলা—(১) * ইফিউ-হি, * এন্টি-টার্ট, * বেল,
* বেঞ্জো-এসি, বার্বেরিস, * কাস্টা, * কার্ব-ভ, চেলিডো, ** সিনা, * কার্ডু-
য়্যাস্-মেরি, চায়না, * ডাল্‌কা, হিপা, ** লাইকো, ** মার্ক-সল, * গ্রাট্রা-মি,
* নাইট্র-এসি, * নাক্স-ভ, ওপি, প্লাস্‌বা, ** আবডি ; (২) ** কোনা, এম্বা,
ক্যানা, ক্যাম্ফ, কষ্টি, ইগ্নে, ** ফস, পাল্‌স্, হ্রাস, ** সিপি ; (৩) বেল,
** ব্রাই, ** ক্যামো, ডিজি, ল্যাকে, পিট্রো, ** ফস্-এসি, প্লাস্‌বা, টেরিবি,
* আবাই, * সার্সা ।

৪৭ । মূত্রত্যাগের কিছুকাল পরেই ঘোলা হইয়া যায়—
এম্পুরেগাস, * এচেলি, লাইকো, সারাইটা-কার্ব, বার্বেরিস, গ্রাট্রা-কার্ব,
* হ্রাস, সাইলি ।

৪৮ । মূত্র শীতল হওয়া মাত্র ঘোলা হইয়া যায়—* কলোসি ।

৪৯ । ,, অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে ঘোলা হয়—এগার

এলোজ, এলাম, ** কষ্ট, সিমিসি, কলোসি, হিপা, নাইট্রি-এসি, ফস্, সাসা,
* সিপি, * থুজা, ভিরাট-ভি, (সাদাটে বোলা হয়—** সিনা, * ফস্-এসি)।

৫০। মূত্র ঘন—একোন, এমোনি-কষ্ট, আরাম-মে, বেঞ্জো-এসি,
বার্বেরিস্, ক্যাফা, ডিজি, ডাল্কা, আইরিস, আইয়ড, * মার্ক-কর, নাক্স-ভ,
ফস্, প্লাধা, * আবডি, সেনিগা, ট্র্যামো, থিয়া, ভিরাট, জিজি।

৫১। ,, ,, অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে পর—হিপা, *মার্ক-
সল্, ব্রাই, ফস্ এসি, এসিটিক-এসিড, কষ্ট, সিনা, গ্র্যাফা, মেজি, সাল্ফা,
সেনিগা, ভ্যালি।

৫২। ,, জলের শায় পাতলা—একোন, এগার, এল্ কোহল্,
এণ্ট-কুড, এণ্ট-টার্ট, আর্গি, বেল, *বিস্মাথ, ক্যানা, সিড্রন, *ককাস-ক্যাট্টা,
কারল্-সব্যাড্, চায়নি-সাল্ফ, সিমিসি, * ককিউ, * কলোসি, ডিজি, জেল্-স্,
হেলে, আইয়ড, কেলি-ব্রোমাইড, মার্ক, * ম্যারাম-ভি, মিউর-এসি, স্ট্রাট্রা-মি,
নাক্স-ভ, ওপি, ফস্-এসি, সিকে, ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, * থুজা, জিঙ্ক-এসিটাস্।

৫৩। মূত্র দেখিতে ঘোলের ন্যায়—এগার, হাইওসিওরোমিনাম্,
কার্ডুয়াস-মেরি।

৫৪। ,, দেখিতে দুধের ন্যায়—এগার, ক্যাক্সুট, ক্রেমাটস,
ডাল্কা, জেল্-স্, * হিপা, আইয়ড, মার্ক-কর। (প্রশ্রাবের শেষভাগ দুধের
স্বায়—কার্ব-ভেজি)।

৫৫। ,, কিছুকাল পাত্রে থাকিলে দুধের ন্যায়—সিনা।

৫৬। মূত্রে যেন খণ্ড খণ্ড শ্লেষ্মা ভাসে—(১) মার্ক-সল, সাইক্ল্যা,
ভ্যাগিরি, সার্সা, লরোসি, বার্বেরিস্, ব্রোমাইড, সিনা, মার্ক-কর;
(২) এষ্ট্রা, ইউরেনি, কেলি-আইয়ড্।

৫৭। মূত্র জেলির ন্যায় (কিছুকাল সংস্থিতির পর)—
কলোসিস্, * সিনা।

৫৮। ,, ডালের ঘূষের ন্যায়—নাইট্রি-এসি।

৫৯। ,, ফেনাযুক্ত—ল্যাকেসিস্।

৬০। ,, পূজের ন্যায়—** ক্রেমাটস, ** ক্যাফা।

মূত্র-সংশ্লিষ্ট পদার্থ ।

৬১ । প্রস্রাবে এলবুমেন অর্থাৎ অণুলাল থাকিলে—এবিস-
হিয়াম, এলকোহল, এমোনি-কষ্টি, ক্যাছা, এন্টি-টার্ট, কার্বলি-এসি, কুপ্রা-
সাল্ফ, মোনাইন, আইয়ডু, কেলি-ক্লোরিকাম, মার্ক-কর, মার্ক-সায়েনেটাস,
মিউর-এসি, অ্যাট্রা-মি, পিট্রো, * ফস্, * ফাইটো, পালস্, সিকে, টেরিবি,
সাল্ফ-এসি, ট্যাবেক্স, ইউরেনি ।

৬২ । মূত্রে গর্ভাবস্থায় এলবুমেন থাকিলে—মার্ক ।

৬৩ । „ এলবুমেনের স্থায় বড় বড় খণ্ড থাকিলে—স্ট্রকনিয়া ।

৬৪ । „ শর্করা থাকিলে—এলিয়াম-অ্যাট্রা, এমোনি-এসিটাম,
এমিল-নাইট্রা, আস্, ক্যান্ফ, কার্বনিয়াম-অক্সিজিনেসেটাম, কল্‌চি, কেলি-
নাইট্রাইট, মরফিয়া, পিট্রো, পিক্রি-এসি, প্রাষা, * ট্যারেণ্টুলা, টেরিবিছ,
** আস্, ইউরেনি-নাইট্রা ।

৬৫ । মূত্রে রক্তমিশ্রিত থাকিলে—(১) * আস্, * বেল, ** মার্ক-
কর, মিলেফো, প্রাষা, * সেনিসিও ; (২) এলোজ, আস্-হাইড্রোজিনি, এল-
কোহল, একোন, এম্বা, * এন্টি-টার্ট, অার্জেন্টা-নাইট্রা, বেঞ্জো-এসি, ** ক্যাছা,
কোনা, কোপেবা, কিউবেব, কুপ্রা-এসিট্রা, কুপ্রা-সাল্ফ, ফেরা, ইপিকা, কেলি-
ক্লোরিকাম, কেলি-আইয়ড, কেলি-নাইট্রাস, * মার্ক-কর, মার্ক-সল, মেজি,
ওপি, ** ফস্-এসি, অকজ্যালি-এসি, ফস্, ** পালস্, অ্যাবাড়ি, অ্যাণ্টো,
সিকেলী, ** সিপি, সাসা, স্কুইল, সাল্ফা-এসি, ট্যারেণ্টু, ** টেরিবিছ,
ইউভা, জিক ।

৬৬ । উত্তেজনার পর প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব—ফস্ ।

৬৭ । প্রস্রাবের প্রথম ভাগে রক্ত—কোনা ।

৬৮ । প্রস্রাবের পরক্ষণে রক্তস্রাব—* এন্টি-টার্ট, ক্যাছা,
* হিপা, * মেজি ।

৬৯ । প্রস্রাবে রক্তখণ্ড—ক্যাছা ।

৭০ । „ ইউরিনিফেরি-টার্ট্রের কাস্ট্ (Cast) অর্থাৎ

কিডনী মধ্যস্থ মূত্রক্ষরণকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলী সমস্তের অন্তর্ভাগ হইতে খোলসের ন্যায় পদার্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে নির্গত হইলে—গ্রাটাম-অস', ফস্, প্রাষাম্ । (তৎসঙ্গে এপিথিলিয়াম্ কোষচয় থাকিলে—প্রাষাম্) । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্বি কণার ন্যায় থাকিলে—ফস্ ।

৭১ । „ গ্র্যানিউল অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায়ুক্ত কাস্ট (Cast) থাকিলে—মার্ক কর, পিট্রো, ফস্, প্রাষা, সাল্ফ-এসি ।

ফস্ফেট্ ও অক্স্যাালেট্ ইত্যাদি সল্ট্ ।

(SALTS OF URINE.)

৭২ । ফস্ফেট্ (Phosphates) মূত্রে অধিকতররূপে বর্তমান থাকিলে—আর্গি, ক্লোরোফরম্, হাইড্রোম্যাগনেসিয়াম্, গ্রাটাম-অস', ফস্, ফাইজোজিগমা, পিক্রি-এসি, পাল্‌স্, আলিক্স-ইউরেনিয়াম্, আলিক্স-পারপ ।

৭৩ । প্রস্রাবে অক্স্যাালেট্‌স (Oxalates) থাকিলে—এমিল্-নাইট্রাই ।

৭৪ । ইউরেট্‌সের দানা প্রায়ে গায়ে লাগিয়া থাকিলে—আর্গি ।

৭৫ । 'ইউরেট্' (Urates) পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে—এমোনি-কষ্ট্রি, অরাম-মেটা, ক্যাছা, কেলি-অস', গ্রাজা, ফস্, পিক্রি-এসি, প্রাষা, ট্যাবেকা, ইউরেনিয়াম্, জিঙ্ক-মেটা ।

৭৬ । ইউরিক এসিড ও তাহার দানা বৃদ্ধি পাইলে—ফস্, প্রাষাম্, পিক্রি-এসি, পাল্‌স্, সাল্‌ফা, ট্যাবেকা ।

৭৭ । প্রস্রাবে বালুকার ন্যায় রেণু থাকিলে—এলিয়াম্, সিপা, * এমোনি-কার্ব, এরাম, অরাম, বেল, বেঞ্জোইন্, ক্যাছা, *চায়নি-সা, কার্ব-ভ, হিপোমে, লাইকো, মার্ক, নাইট্র-এসি, ** সার্সা, পাল্‌স্, * সিকেলী, সিলিনি, ট্যারেন্ট । (উজ্জল বর্ণের বালুকা স্তরে স্তরে থাকিলে) চিনি-সাল্‌ফ ।

৭৮। মূত্র লালবর্ণ বালুকাকণার গ্ৰায়—একোন, এলাম্, এপিস, আর্গি, আস্, বেল, * বাবে'রিস্, ক্যাক্টা, * চায়না, চিনি-সাল্ফ, কেলি নাইট্রা, * শ্রাট্রা-মি, ওলিয়াম্ জুনিপার, * ওসিমাম্, * ফস্, সিলিনি, * সিপি, * ভ্যালিরি। (মূত্রে দ্রব লালবর্ণ বালুকাকণার গ্ৰায়—লাইকো-পোডিয়াম্*)।

৭৯। „ সাদা বালুকা কণার গ্ৰায় ; তাহারা উত্তাপ দিলে নীচে পড়িয়া যায়—শ্রাট্রা-মি-আস্, সিনাপিস্-এল্‌ব।

৮০। মূত্রে হরিদ্রাবর্ণ বালুকাকণার গ্ৰায়—সিমিস, সাইলি।

৮১। „ লাইম বা চুণ থাকিলে—কার্বুয়াস্।

৮২। „ কার্বনেট অব্ লাইম্ থাকিলে—কার্ব'নিয়াম্-সাল্ফ।

৮৩। „ অক্সালেট্ অব্ লাইম্ থাকিলে—ত্রাচিম্‌টিস্; অক্স্যালি-এসিড, জিঙ্ক।

৮৪। মূত্রে ফস্‌ফেট্ অব্ লাইম্ অধিকরূপে থাকিলে—কার্ব'নিয়াম্-সাল্ফ, থিয়।

৮৫। „ চূণের জলের গ্ৰায় ইউরেট্ অব্ এমোনিয়া থাকা হেতু প্রস্রাব হইলে—কল্‌চিকাম্।

৮৬। প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে এমোনিয়ার দানা থাকিলে—আর্গি, আইয়ড্।

৮৭। „ ফস্‌ফেট্ অব্ এমোনিয়া থাকিলে—চায়না, সাল্ফ।

৮৮। „ ইউরেট অব্ এমোনিয়া থাকিলে—আস্, চিনিয়াম্-সাল্ফ, সিমিস, পাল্‌স, সাল্‌ফ-এসি, ইউরেনি, জিঙ্ক।

, —(০:০) —

মূত্রের পরিমাণ ।

৮৯। বহু পরিমাণে প্রস্রাব হইলে :—(১)*হেলোনি, ফস্-এসি, ইউরেনিয়াম্-নাই ; (২) আস্, বার্ব'নিস-ভা, কার্ব'ল-এসি, কার্ব'-ভ, কুপ্রা,

কুরারী, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লিথি-কার্ব, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, প্লাষা, পডোফা, রেটেনিয়া, সিকেলী, টেরান্টুলা, টেরিবিস্, কোপেবা, কিউবেব, কেলি-কার্ব, হ্রাস-রেডি, অক্স্যালি-এসি, **সিনা, ষ্ট্যানা ; (৩) এসিটিক-এসি, একোন, এম্ব্রাকোকালী, এন্টি-ক্লড, এন্টি-সাল্ফ, **এপিস, এলো, এপোসাই-ক্যানা, **আজেন্টা, আজেন্টাম-নাইট্রাস, এরাম-ট্রি, এম্বেপি, বিসমাথ, বেল, ক্যালকে-ফস্, কার্ব'-অক্সি, কষ্টি, চেলিডো, সিমিসি, কলোসি, কোনা, ডিজি, আইয়ড্, কেলি-নাইট্রা, কারলসব্যাড্, ল্যাক্টুকা, মার্ক-আইয়ড্-রুবাব, ম্যারাম্-ভি, মার্ক-সল, মঙ্কাস, **মিউর-এসি, ত্রাট্রা-কার্ব, ত্রাট্রা-সাল্ফ, প্ল্যাক্টাগো, সেম্ব, সিনিসিও, ***স্পাইজি, ষ্টাফি, ট্যাবেকা, থুজা, ভিরাট্. **ভাবেঙ্কা, ভাওলা-ট্রিক্লার, জিকাম, **হ্রাস, এথাস, ব্যারাইটা, ক্যান্হা, গুয়াইয়েকাম, ইগ্বে, ফস, সেনিগা ও ট্যারাক্সে ইত্যাদি ঔষধগুলি বিশেষ কলগ্রদ । (বহুমূত্র পীড়ার চিকিৎসা দেখ) ।

৯০ । মূত্র অল্প পরিমাণে হইলে :—(১) ইক্টিউ-হি, **এপিস, এপোসাই-ক্যানা, আর্গি, আজেন্টা-নাই, ক্যান্ফ, ব্রাই, *ক্যান্হা, কার্ডুয়ান্, **কল্টি, ডিজিটেলিন্, **ডিজি, ড্রুসি, গ্র্যাটি, কেলি-কার্ব, কুপ্রা, কেলি-নাইট্র, মিনিয়াস্টি, মার্ক-সল, **মার্ক-কর, ত্রাট্রা-মি, ত্রাট্রা-কার্ব, ত্রাট্রা-সাল্ফিউরিকাম্, নাইট্রিক্-এসি, **ওপি, পিট্রো, হ্রাস্, সেনিগা, **ষ্টাফি, বাবেরিস্ ; (২) **গ্র্যাফা, **হেল, **রুটা, *টেরিবিস্ ; (৩) একোন, আস, এরাম্, ব্রাই, কষ্টি, চায়না, ডাল্কা, হিপা, হাইয়স, কেলি-কার্ব, লাইকো, ল্যাকে, লরোসি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, প্লাষা, পাল্স, সাল্ফা, ভিরাট্-এলব ।

৯১ । মূত্র অল্পপরিমাণে ও তৎসহ বেদনা—এপিস ।

৯২ । পুনঃ পুনঃ বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ—বেল, বিসমাথ, ওলিয়েণ্ডা, হ্রিয়াম, স্কুইল, ট্যারাক্সে ।

৯৩ । রজনীতে বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ—এগুমি, এমোনি-কার্ব, এমোনি-মিস্, আজেন্টা-না, আস্, জিক-মেটা ।

বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ সম্বন্ধীয়
বিশেষ ঔষধসমূহ

ভিরেট্রাম—বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসঙ্গে নাসিকা হইতে বহু পরিমাণে স্লেয়া ক্ষরণ । বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগসহ পেট ডাকা ।

ক্ট্যাফি—পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রস্রাব ।

সাল্ফার—সর্বদা প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা ।

ষ্ট্র্যাছো—অসাড়ে বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ । বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসঙ্গে পেট গড়গড় করিয়া ডাকিতে থাকে ও পেটের ভিতর কাঁপিয়া উঠা ।

মার্কসল—প্রতি রাত্রে বহু পরিমাণে তিনবার মাত্র মূত্রত্যাগ, প্রত্যেক ঘণ্টায় বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ আরম্ভ সময়ে মূত্রনালীতে জ্বালা ।

মার্ক-প্রিসি—বহুমূত্র ও তৎসহ শরীর শীর্ণতা ।

নাইটি-এসি—বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ ।

ন্যাট্রা-সাল্ফ—বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তন্নিম্নে ইষ্টক-চূর্ণের জ্বায় তলানি পড়ে ।

অক্জ্যালি-এসি—বহু পরিমাণে পাতলাবর্ণবিশিষ্ট মূত্র ।

হ্য়াস্টক্স—প্রতি মিনিটে মূত্রত্যাগ ।

স্পাইজি—প্রতিরাত্রে বহু পরিমাণে বহুবার মূত্রত্যাগ, তৎসঙ্গে মূত্র-স্থলীতে চাপযুক্ত বেদনা বোধ এবং প্রস্রাব অন্তে তদুপশম বোধ ।

ফস্-এসি—পুনঃ পুনঃ ঘোলা রঙ্গের প্রস্রাব । বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ, তৎসঙ্গে মূত্রনালীতে কর্তনবৎ জ্বালা এবং পৃষ্ঠদেশে আক্ষেপযুক্ত বেদনা ।

প্লাস্ফাম্—অনৈকক্ষণ নিষ্ফল কোঁথ পাড়ার পর হঠাৎ মূত্রত্যাগ ।

টিউক্রিয়াম্—বহুপরিমাণে জলবৎ প্রস্রাব ।

বেলেডোনা—প্রাতে বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তৎসঙ্গে কৃষ্ণা, অম্পষ্ট দৃষ্টি ; রাত্রে অত্যন্ত প্রস্রাব ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ষ । অত্যন্ত প্রস্রাবসহ তীক্ষ্ণ বুভুক্ষা, এবং স্পর্শে গাত্র শীতল বোধ । পুনঃ পুনঃ এবং বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ । বহুপরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তৎসঙ্গে রক্ত-স্রাব । বহু পরিমাণে মূত্র-সহ ঘর্ষ ও উদরাময় ।

বিসমাথ্ এবং ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা—বহু পরিমাণে এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ ।

ক্যালকেরিয়া-ফস্—বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসহ অত্যন্ত ক্লান্তি ও দুর্বলতা।

ক্যান্সারিস—ঘণ্টায় ৬০ বার প্রস্রাব।

একোনাইট্—বহুমূত্র পীড়ায় চক্ষু বসিয়া যাওয়া এবং পল্লবের আক্ষেপ, অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ও তৎসঙ্গে রক্তময় তলানি। উদরাময় এবং পেট-বেদনা।

ইথুজা—বহু পরিমাণ জলবৎ প্রস্রাব।

এম্প্রাগ্রিশিয়া—অত্যন্ত প্রস্রাব ও কিডনী বা মূত্রপিণ্ড এদেশে বেদনা।

কফিয়া—রাত্রি ছই প্রহরের সময় বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

কোপেবা—মূত্রস্থলীতে অত্যন্ত ইরিটেশন্ অর্থাৎ উত্তেজনা।

কুপ্রা-এসিটা—পুনঃ পুনঃ অল্প মূত্রত্যাগ, তৎসঙ্গে মূত্রনালীতে কতের তার বেদনা বোধ।

ডিজিটেলিস—অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জলবৎ মূত্র বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগের পর মূত্রবদ্ধ ও তৎসঙ্গে বমন ও উদরাময় অত্যন্ত প্রস্রাব ও অবসন্নতা।

হেলিবোরাস—পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

ইগ্নে এবং হাইয়স—পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রস্রাব।

কেলি-হাইড্রোআইয়ড্—অত্যন্ত প্রস্রাব ও তৎসহ তৃষ্ণা।

ক্রিয়েজোট—পুনঃ পুনঃ রাত্রে প্রস্রাব।

কেলি-নাইট্রি—অত্যন্ত প্রস্রাব, তৎসঙ্গে নিউকাস তলানি ও ঈষৎ লাল মেঘবৎ তলানি এবং তৎসহ কখন কখন গুল্মদ্বারে চাপনবৎ বেদনা।

৯৪। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ—হেমো, ম্যাগ্নে-মিউ, মিনিয়াস্, মার্ক-সল, পিট্টো, ক্যান্সা।

অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ সম্বন্ধীয়
বিশেষত্বসমূহ } :-

সালফ্—সর্বদাই যেন প্রস্রাবের বেগ লাগিয়া রহিয়াছে।

এণ্টি-ক্লুড--পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ ।

আর্গি এবং ডিজি—পুনঃ পুনঃ জন্মবৎ অল্প পরিমাণে প্রস্রাব ।

ক্যান্সা—প্রতি মিনিটে, প্রস্রাব ।

ম্যাগ্নে-মি—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও তৎসহ মূত্রনালীতে জালা ।

ট্যাবেকাম্—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব এবং ইউরিথ্রাতে খোঁচানিবৎ বেদনা ।

• মূত্রত্যাগ বা মূত্র নিঃসরণ ।

৯৫ । পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ—(১) এগার, ** ইথু, ব্যারাইটা, * কোলা, * ক্যাছা, ** কষ্ট, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ** হ্রাস, স্কুইল, ** সিশা, ** ষ্ট্রাকি ; (২) ব্রাই, ককিউ, ** আর্জেন্টাম্, ক্যাক্টা, ফেরা, ফস্, ইথ্রে, ** ব্যারাইটা-কার্ব, কেলি-কার্ব, ক্রিয়েজো, ল্যাংকে, ** মার্ক, মিউর-এসি, ডাট্রা-কার্ব, ** নাইট্রাম্, * ফস্-এসি, * প্র্যাণ্টেগো, সিলিনি, স্পাইজি, থুজা ; (৩) ইকিউ, সিমিসি, এরিজি, ইউপেটো-পাপু, হাইড্রাট, পডো, সেমু, এণ্টি-ক্লু, এপিস্, বোরা, কলোসি, কোনা, ডিজি, লিলিয়াম-টি, নাক্স-ভ ।

৯৬ । প্রস্রাব কচিৎ অর্থাৎ কখন কখন হয়—(১) ** ক্যাছা ; (২) ** একোন, আর্গি, আস্, অরা, ক্যান্ধ, হিপা, হাইয়স, লরোসি, নাক্স-ভ, ওপি, প্রাষা, পাল্‌স, রুটা, ট্র্যামো ।

৯৭ । মূত্রে ফোঁটা ফোঁটা পড়ে—** ক্যাছা, সাল্‌ফা ।

৯৮ । মূত্রাভাব অর্থাৎ মূত্রের উৎপত্তি না হওয়া । বুভার অর্থাৎ মূত্রস্থলীতে মূত্র না থাকিলেই এই প্রকল্প হইয়াছে জানিবে । ইংরাজীতে ইহাকে “সাপ্রেস্ট্ ইউরিন” বলে ।

(১) এগালিকাস্ ফেলোইডিস্, কুপ্রা-এসিটাস, * ওপি, প্রাষাম্, সিকে ; (২) এইল্যাহাস, এমোনি-কষ্ট, * আস্, আর্জেন্টা না, * বেল, বিস্মাথ, ক্যাল্‌ক-সাল্‌ফ, ক্যান্ধ, ** ক্যাছা, কটি, ক্রোরোকরম্, কেনো, কুপ্রা-সাল্‌ফ, ডিজিটেলিন, লরোসি, হাইয়স্, আইয়ড্, * কেলি-বাই, * কেলি-ক্লো, কার্ব-ভ, * মার্ক-কর, মার্ক-সায়ের, মার্ক-নাইট্রা, সিকেলি, * সাইলি, ট্যাবেকা, টেরিবিছ,

ভাইপেরা, লাইকো, নাহট্ট-এসি, ফস্, পিট্টো, * ষ্ট্র্যামো, ** সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, ** টেরিবি, * এরাম্-ট্ট ।

৯৯ । মূত্রবন্ধ অথবা মূত্রাবরোধ । মূত্রস্থলীতে মূত্রসঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও বহির্গত হইতেছে না । ইংরাজীতে ইহাকে “রিটেনশন্‌ অব্‌ ইউরিন্‌” বলে । (১) ** ক্যাছা, * ষ্ট্র্যামো ; (২) একোন, ইক্সিউ-হি, এগার, এল্‌কাহল, * আর্স, এন্টি-টার্ট, ** আর্গি, এট্রুপি, বেল্‌, বাকো, ক্যাঙ্কপুট্‌, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, ক্যান্‌ফ, কষ্ট, ক্লোরোফরম্‌, সিকুটা-ভি, সিল্কোনা, ককাস, কফি, কল্‌চি, কলোসি, কোনা, কোপেবা, কুপ্রা-এসি, ডিজি, হাইয়স্‌, হাইড্রোসি-এসি, কেলি-ক্লোরি, কেলি-আইয়ড্‌, লিডাম্‌, মার্ক-সল্‌, মার্ক-কর, মার্ক সায়নে, মেজি, মরফিয়াম্‌, নারকোটিক্‌, ওপি, অক্স্যালি-এসি, ফস্‌, ফস্‌-এসি, ফাইটো, প্রাষা, রিসিনা, স্ত্রাবাইনা, সিকেলি, সিপি, ষ্ট্রানা সাল্‌ফ-এসি, ট্যারেন্টু ; (৩) হিপা, ** লাইকো, পাল্‌স, নাক্স-ভ, রুটা, ক্যাপ্‌সি, গ্রাফা, * ভিরেট্রম্‌, সাল্‌ফা । (মূত্রাবরোধ হেতু মূত্রস্থলী অত্যন্ত পূর্ণ—** ওপি) ।

১০০ । মূত্রাবরোধ ও মূত্র অত্যন্ত-দুর্গন্ধযুক্ত—বেঞ্জো-এসি ।

১০০ । (ক) শয্যায় মূত্রত্যাগ—বেল্‌, এমোনি-কার্ব, এসিড্‌, বেঞ্জোয়িক, ক্যাস্‌ক-ফস্‌ ।

মূত্রের উষ্ণতা ।

১০১ । মূত্র উষ্ণ এবং তদ্ব্যতীত জ্বালা হয় ।—(১) * এলোজ, * এপিস, * আর্স, * ক্যাছা, * কোনা, * হিপা, * কেলি কার্ব, * মার্ক, * ক্যামো, * লাইকো, * মেজি, * স্ত্রাট্রাম-সাল্‌ফিউরিকাম্‌, * হ্রাস্‌-টক্স ; (২) একোন, এগার, এলিয়াম-সিপা ; এলুমিনা, এলাম, এমোনি-কার্ব, এমোনি-মি, এপোসাই, আর্জেন্টাম্‌, অরা, বেল, বার্কেরিস, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যান্‌ফ, কষ্ট, চেলিডো, কোরাল, ক্রোটন, কুপ্রা-এসি, ডিজি, হেমামে, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লিলিয়াম্‌-টি, মার্ক-সাল্‌ফ, পিট্টো, স্ত্রাট্রা-কার্ব, ফস্‌, পিক্রি-এসি, ফার্সা, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, ভিরেট ।

১০২ । মূত্র উষ্ণ—সিমিসি, * ক্যামো, মার্ক-ভ ।

১০৩ । শীতল প্রস্রাব হইলে—নাইট্রি-এসি ।

১০৪ । অত্যন্ত উত্তেজনাজনক প্রস্রাবে—*হাস-টম, *বেঞ্জো-এসি ।

মূত্রের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি SPECIFIC GRAVITY বা আপেক্ষিক গুরুত্ব ।

১০৫ । মূত্রের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বৃদ্ধি হইলে—
এপোলাই-ক্যানা, আর্নি, এক্সেপিয়াম-ইনকরনেটা, ত্র্যাচিসটিস, ক্যাল-
কেরিয়া-মিউর, ক্যাস্কারিস, ককাস-ক্যাক্টাই, কল্চি, কলোসি, ডিজি,
ইলাটে, ইকুইসেটাম, ইরেক্থাইটিস, ইউপেটা-পারপু, ফেরা, হেলোনি,
আইয়ড্, জ্যাবোরাণ্ডাই, কেলি-এসিটাস, কেলি-ব্রোমাইড, মার্ক, মার্ক-
নাইট্রাস, মিচেলা, মরফিয়া, মাইরিকা, মিউর-এসি, থাটাম-আস, থাটাম-
নাইট্রিকাম, ফস্, ফাইটো, সেন্টোনি, থাপোনিলাম, থারাসিনিয়া, সেন্নিশিও,
সিপিয়া, সাল্ফ-এসি, টাবেকাম্, টেলুরিয়াম্, ট্রিফোলিয়াম্-প্র্যাটেনস,
ইউরেনিয়াম্, জিঙ্ক-মেটা, ইউভা ।

(ইউরিনোমিটার নামক যন্ত্রদ্বারা মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়) ।

১০৬ । মূত্রে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ন্যূন হইলে (মূত্রের
স্বাভাবিক অবস্থায় আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১০ হইতে ১০১৮
ধরা যায় । ১০১০ এর ন্যূন হইলেই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি
কম হইল বলিতে হইবে)—এলকোহল, ক্লোরোকরম, সিমিসি,
জুনিপার, মার্ক-কর, ইউরেনিয়াম, ভিরেটাম-ভিরিডি ।

মূত্রে সেডিমেন্টস্, SEDIMENTS বা তলানি ।

১০৭ । মূত্র কোন পাত্রে রাখিলে তাহার তলভাগে যাহা কিছু জমিয়া পড়ে, তাহাকে তলানি বা সেডিমেন্ট বলে ।

১০৮ । মূত্রে লালবর্ণের সেডিমেন্ট—এন্ট-জুড, গ্রাফা, লাইকো, ঝাট্টা-মি, ** সিপি ।

১০৯ । সাধারণতঃ মূত্রে সেডিমেন্ট থাকিলে—** ক্যাছা, ** কলোসি, **লাইকো, *** ফস্-এসি, ** পাল্‌স, সিপি, **ভ্যালিরি, ** জিঙ্ক ।

১১০ । মূত্রে ঈষৎ লালবর্ণের সেডিমেন্ট—(১) ** ক্যাছা, ঝাট্টা-মি, পাল্‌স, ভ্যালিরি ; (২) একোন, এম্বু, এন্ট, আর্গি, চায়না, ডাল্‌কা, ল্যাকে, * ভ্যালিরি, * সিপি, লাইকো, নাইট্‌-এসি, সাইলি স্কুইল ।

১১১ । ঈষৎ সাদা সেডিমেন্ট হইলে—(১) ** বার্বেরিস, বেঞ্জো-এসি, ক্যাল্‌-কার্ব, ক্যাছা, গ্রাফা, ** ফস্, ফাইটো, সিপি ; (২) ** হ্রাস, কলোসি, কলচি, কোনা, ইউপেটো-পারফো এবং পারপিউ, হিপা, ওলিয়েণ্ডা, পিট্টো, প্ল্যাণ্টেগো, স্পাইজি, সালফা, ফস্, এসি-ভ্যালিরি ।

১১২ । মূত্রে ময়দার চূর্ণের ন্যায় সেডিমেন্ট হইলে—ক্যাল্‌কে, গ্রাফা, মার্ক, ঝাট্টা-মি, ফস্-এসি, সালফা, টাটার্‌-এমিটিক্ ।

১১৩ । হরিদ্রাবর্ণের সেডিমেন্ট হইলে—(১) **বার্বেরিস, ** ক্যানো, ফস্, সাইলি, স্পাইজি, সালফ-এসি, ** জিঙ্ক ; (২) ক্যাছা, কুপ্রা, ল্যাকে, লাইকো ।

১১৪ । সেডিমেন্ট রক্তময়—(১) **ক্যাছা, হেমামো, নাক্স-ভ, ** ফস্-এসি, ** পাল্‌স, ** সিপি, সালফ-এসি ; (২) একোন, ডাল্‌কা, হেলো, লাইকো, ফস্, ** টেরিবিহ, ইউভা-আসাই, জিঙ্ক ।

১১৫ । খণ্ড খণ্ড পরদার ন্যায় সেডিমেন্ট হইলে—বার্বেরিস, ** ক্যাছা, মার্ক, ** মেজি, জিঙ্ক ।

১১৬ । মিউকাস বা গ্লেস্কার ন্যায় সেডিমেন্ট হইলে—(১)

চিমাফিলা, ডাল্কা, গ্ৰাট্টা-মি, ** পাল্‌স, ভ্যালিরি ; (২) এন্টি, এক্সেপ্টি, বাবেরিস, ব্রাই, কষ্ট, কলোসিস, কোনা, ইউপেটো-পারপিউ, মার্ক, গ্ৰাট্টা কার্ব, ফস-এসি, সার্সা, সেনিগা, সাল্‌ফ-এসি ।

১১৭ । সূত্রবৎ মিউকাসযুক্ত সেডিমেন্ট—ক্যানাবিস্,

ক্যাছা, মার্ক, ** মেজি, নাইট্রি-এসি, সেনিগা, টাটা-এ, পাল্‌স ।

১১৮ । বালুকা অথবা পাথর চূর্ণের ন্যায় সেডিমেন্ট—()

এন্টি, ক্যালকে, লাইকো, ফস, রুটা, * সার্সা, সাইলি, জিক ; (২) এস্ট্রা, আর্গি, চায়না, মিনিয়্যাসিস, গ্ৰাট্টা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, থুজা, পাল্‌স ; (৩) ক্যানা, পিট্রো, পডো, সিপি ।

১১৯ । লাল বালুকা চূর্ণ, প্রস্রাবান্তে বিছানার চাদরের উপরে দেখা যায়—** হাইয়স, * লাইকো ।

১২০ । পুঞ্জের ন্যায় সেডিমেন্ট—** ক্রেমাটিস, ক্যাছা ।

মূত্রত্যাগের পূর্ব, পর ও সমকালীয় এবং অত্যাশ্চর্য্য অবস্থা ।

১২১ । প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু প্রস্রাব হয় না অর্থাৎ নিষ্ফল প্রস্রাব চেষ্টা—(১) একোন, ** ক্যাছা, ** ডিজি, ** সার্সা ; আর্গি, ক্যাম্ফ, কলোসিস, হাইয়স, কেলি-কার্ব, নাক্স-ভ, ফস, ফস-এসি, প্রাষাম্, পাল্‌স, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা ।

১২২ । সাধারণতঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—ব্রাই, ** কষ্ট, ** ফেরা, ** ফস, ** নাক্স-ভ, ফস-এসি, ** পাল্‌স, ** সার্সা, * স্ত্রাবাই, ** সিলা, ** ষ্ট্র্যাকি, ** সাল্‌ফা ।

১২৩ । মূত্রত্যাগের পূর্বভাগে যন্ত্রণা—(১) বোভি, কলোসিস, লাইকো, * লিথি-কার্ব, নাক্স-ভ, পাল্‌স ; (২) আর্গি, ব্রাই, ডিজি, ফস-এসি, হ্রাস, সাল্‌ফা, টাটার-এমিটিক্

১২৪ । প্রস্রাবত্যাগ আরম্ভে যন্ত্রণা—ক্যাছা, ক্লেমা, মার্ক ।

১২৫ । প্রস্রাব করার সময় যন্ত্রণা—(১) কানা, *ক্যাছা, হিপা, লাইকো, মার্ক, ফস-এসি, পাল্‌স, থুজা ; (২) এসিটিক্-এসিড্, ক্লেমোটস, কল্‌চি, কোনা, ইপিকা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, সার্সা, ফস, সিপি, সাল্‌ফা, ভিরাট, টেরিবি, ইউপেটো-পাপ্ ।

১২৬ । যন্ত্রণাসহ মূত্রকৃচ্ছ, ইহাতে অল্প অল্প বা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নানাপ্রকার বেদনা ও যন্ত্রণাসহ হইয়া থাকে—
*এপিস, ** ক্যাছা, * ক্যাপসি, কলোসি, লিলিয়াম-টি, * * মার্ক-ক, মার্ক-ভ, নাক্স-ভ, সালফা, টাটা-এ, * টেরিবি, জিঙ্ক, *ক্যাল-কা ।

১২৭ । প্রস্রাবের স্রোত থামিবামাত্র যন্ত্রণা—ব্রাই, সাল্‌ফা, ক্যাছা, সার্সা ।

১২৮ । প্রস্রাব হওয়ার পরভাগে জ্বালা ও যন্ত্রণা—(১) * ক্যাছা, কলোসি, হিপা, মার্ক, থাট্রা-মি, সার্সা, থুজা ; (২) এনাকা, আইরিস-ভা, আর্গি, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যানাবিস্, * লিথি-কার্ব, ক্যাপসি, চায়না, কোনা, ডিজি, থাট্রা-কার্ব, নাক্স-ভ, পাল্‌স, রুটা, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা জিঙ্ক ।

১২৯ । মূত্রস্থলীতে একপ্রকার বেদনাসহ আক্ষেপ ও মূত্রত্যাগ জন্য বেগ দেওয়া, ইহাকে “মূত্র শূল” বলা যায়—
আর্গি, **মার্ক-কর, মার্ক-ভ ।

১৩০ । মূত্রত্যাগ করিবার সময় মাঝে মাঝে থামিয়া যায়,
—** কোনা ।

১৩১ । মূলত্যাগের আরম্ভে ফোঁটা ফোঁটা মূত্রত্যাগ—
কেলি-ব্রো ।

১৩২ । মূত্রত্যাগ কষ্টে—*ক্যাল-কা, ক্যাপ্‌সি, * ক্যাছা, নাক্স-ভ, জিঙ্ক, সার্সা ।

১৩৩ । ” অসাড়ে—এলোজ, বেল, ** কষ্টি, ক্যামো, হাইয়স্, ক্রিয়েজো, ** পাল্‌স, মার্ক-ভ, থাট্রা-মি, প্লাণ্টে, সিপি, সাইলি, - ** হ্রাস-টক্স ।

১৩৪ । মূত্রত্যাগ অসাড়ে রজনীতে মূত্রস্থলীর মুখের শিথিলতা হেতু—**সাল্ফা, প্র্যাণ্টেগো, * * বেল, কষ্টি, * * ক্লোরাল-
** হাইড্রোসি-এসি, ** পাল্‌স, ** হ্রাস-টক্‌স্, ** সাইলি ।

১৩৫ । কেবল মলত্যাগ সময়েই প্রস্রাব হয়—*এলাম ।

১৩৬ । প্রস্রাবত্যাগের পূর্বে চীৎকার করে—*লাইকো ।

১৩৭ । প্রস্রাবত্যাগ কালীন চীৎকার করে—*বোরা, সাসাঁ ।

১৩৮ । প্রস্রাব ত্যাগকালীন চিড়িকমার বেদনা—
* লিলিয়াম্-টি ।

১৩৯ । অত্যন্ত প্রস্রাবের বেগ—লিথিয়াম-কার্ব ।

১৪০ । প্রস্রাব আঠায়ুক্ত—**কলোসি ।

১৪১ । ,, লোঞ্জ বা ক্ষতোৎপাদক—সালফার ।

—০০—

চতুর্থ অধ্যায় ।

মল Stools.

মল সম্বন্ধে প্রধান প্রধান গীড়া ও

তাহাদের ঔষধ ।

(নিম্নলিখিত গীড়াসমূহের বিশেষ চিকিৎসা দেখ) ।

কলেরা Cholera বা ওলাউঠা—একোন, *আস, *ক্যান্‌ফ, *কার্ব-
ড, সিকুই, * কুপ্রা, ইউক্লিবি, জ্যাটো, ফস, ফস্-এসি, পডো, * সিকে, সাল্‌ফ-
থুজা, * ট্যাবেকা, * ভিরাট ।

কলেরা সিক্কা Cholera Sicca—অর্থাৎ একপ্রকার ওলাউঠা (কদা-
চিৎ দেখা যায়) যাহাতে বমন কিম্বা ভেদ না হইতেই রোগীর মৃত্যু হইয়া
থাকে । কলেরা পয়জন অর্থাৎ ওলাউঠা উৎপাদক বিষয়ে আভ্যন্তরিক প্রথরতাই

এই মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক উল্লেখ করেন। ইহাতে নিম্ন-লিখিত ঔষধগুলি নির্দেশিত হয়—

* কাম্ফ, কার্ব-ভ, * লরোসি, * ট্যাবেকা।

কলেরা ইন্ফ্যান্টাম Cholera Infantum অর্থাৎ শিশুদের ওলাউঠা—একোন, ইথু, এণ্টি-ক্রুড, * আস', * বেল, * বিসমাথ, ক্যাল-কা, * ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, কলচি, কলোসি, কলোস্ট্রাম, * ক্রোটন-টি, ইলাটে, গ্র্যাটি, * আইরিস-ভা, জ্যাটো, কেলি-বাই, কেলি-ব্রো, ক্রিয়েজো, * লরোসি, ফস, পডো, র্যাফে, সার্সা, সিকে, * সাইলি, সাল্ফা ট্যাবেকা, এণ্টি-টার্টা, থুলা, ভিরাট।

কলেরা মর্বাস অর্থাৎ সাংঘাতিক বা প্রাণনাশক ওলাউঠা—একোন, * এণ্টি-ক্রু, * আস', ক্যাম্ফ, কলোসি, * ক্রোটন-টি, * ইলাটে, ইউফরবি, * গ্র্যাটি, ইপিকা, আইরিস-ভা কেলি-বাই, ফস, ফস্-এসি, * পডো, র্যাফে, * সিকে, ট্যাবেকা, টার্টা-এমি, থুজা, * ভিরাট, * রিসিনাস।

ডায়েরিয়া অর্থাৎ উদরাময়—একোন, ইন্ডিউ, ইথু, এগার, এলো, এলুমি, এমোনি-মি, * এণ্টি-ক্রুড, এপিস, আর্গি * আস', এসাফি, এসারাম, এক্সেপ্টি, ব্যাপ্টি, ব্যারাইটা-কার্ব বেঞ্জো এসি, কেলি, বোরা, ব্রোমি, * ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাল-কার্ব, ক্যাল-ফস, ক্যাছা, ক্যাষ্টোর, কষ্টি, ক্যামো, চেলি, * চায়না, সিকুটা, সিনা, সিষ্টাস, ককিউ, কফি, * কলোসি, কোনা, কোপেবা, * কর্গাস-সার্সি, * ক্রোটন-টি, কিউবেব, সাইক্কা, ডিজি, ডায়োঙ্কো, * ডাল্কা, ফেরা, ব্রুওর-এসি, জেলস, গ্র্যাফা, গ্র্যাটি, * গামিগা, হিপা, হিপোমে, * হাই-ব্রস্, ইথু, আইয়ড্, ইপিকা, আইরিস-ভা, জ্যাবোয়াগা, কোলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-না, ক্রিয়েজো, ল্যাফে, লরোসি, লেপ্টা, লিলি-টি, লিথি-কার্ব, ম্যাগ্নে কা, * মার্ক-ভ, মেজি, মিউর-এসি, থাট্রা-কার্ব, থাট্রা-মি, থাট্রা-সাল্ফ, নাইট্রি-এসি, নিউফার, নাক্স-ম, নাক্স ভ, ওলিয়েণ্ডা, ওপি, অকজ্যালি-এসি, পিটো, ফস, ফস্-এসি, পিক্রি-এসি, প্যাটি, প্লাবা, * পডো, * সোরি, * পাল্ফ, র্যাফে, হ্রিয়াম, হ্রাডো, হ্রাস, ক্রমেজ, শ্রাবাডি, সেম্বু, সেম্বু, সিল্লা, সিকেলি, সিমি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, সাল্-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাক্সে, টার্টার-এমি, টেরিবি, থুবি, থুজা, ভিরাট, ডিক্কা, জিজিবার।

প্রাচীন উদরাময়—ইঙ্কিউ, এলুমি, এমোনি মি, এণ্টি-ক্রু, এপিস, আর্গি, * আস', এসারাম, বোরা, ব্রোমি, ব্রাই, * ক্যাল-কা, কষ্ট, * চায়না, সিষ্টাম, কলোসি, কৌনা, কোপেবা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, * গ্র্যাফা, * গামিগা, * হিপা, * আইয়ড, * কেলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-নাই, * ল্যাফে, লেপ্টা, লিথি-কার্ব, * লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মেজি, থাট্রা-কার্ব, থাট্রা-মি, * থাট্রা-সালফ, নাইট্রি-এসি, নিকোলাম, ওলিয়েণ্ডা, অক্সিজালি-এসি, পিট্রো, * ফস্, * ফস্-এসি, পডো, সোরি, পালস, র্যাফে, হুডো, রুমেক্স, সিপি, সাইলি, * সালফা, থুজা, ভিরাট।

শিশুদের উদরাময়—একোন, * ইথু, এলো, এমোনি-মি, * এপিস্, * অর্জেন্টা-না, * বেঞ্জো-এসি, আস', * বেল, বিসমাথ, বোরা, * ক্যাল-কা, * ক্যালকে-ফস, ক্যাছা, কার্ব-ভ, ক্যাষ্টোর, * ক্যামো, * চায়না, * সিনা কফি, * কলোসি, কলোষ্ট্রাম, কর্ণাস, * ক্রোটন-টি, * ডালকা, * গ্র্যাফা, ইলাটে, গামিগা, * হেলে, হিপা, ইথ্রে, ইপিকা, আইরিস-ভা, জ্যালাপ, কেলিবাই, ক্রিয়েজো, * লরো, ল্যাফে, ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভ, থাট্রা-কার্ব, থাট্রা-মি, নিকো-লাম, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, ওলিয়েণ্ডা, * পলিনিয়া, ফস্, ফস্-এসি, * পডো, * সোরি, পালস, র্যাফে, * থ্রিয়াম্, সিপি, সাইলি, ষ্টানা, * সালফা, সালফ-এসি, ভেরাট, জিঙ্ক।

আমাশয় রোগে—একোন, * ইথু, এলো, এলুমি, এপিস্, অর্জেন্টা-না, আর্গি, * আস', ব্যাপ্টি, * বেল, কেলি, * ক্যাছা, * ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, চায়না, * কলিচি, * কলোসি, কোপেবা, কিউবেব, কুপ্রা, ডালকা, ইলাটে, গামিগা, হিপা, হিপোমে, হাইড্রোফো, ইথ্রে, আইয়ড, ইপিকা, আইরিস-ভা, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, মার্ক কর, * মার্ক-ভ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস, পিট্রো, অক্সিজালি-এসি, সোরি, পালস, র্যাফে, * হুস, স্ত্রাবাডি, * সালফা, টাটার-এমি, * থুশি, ভিরাট, জিঙ্ক।

কোষ্ঠবন্ধ—ইঙ্কিউ, হিপা, ** ব্রাই ক্যাল-কা, কলিনজো, হাইড্রাট্রি, আইরিস, ল্যাফে, ** লাইকো, থাট্রা-মি, ** নাক্স-ভ, ওপি, ** প্লাফা, ** ককিউ, * পডো, ** সাইলি, সিপি, ** ষ্টাফি, ** সালফা, * ভিরাট, এলেট্রি, এলুমি, ব্যাপ্টি, বেল, ক্যাছা, কার্ব-ভ, কষ্ট, সিমিসি, কোনা, ইউ-

নিমিন্, জেলস্, গ্র্যাফা, কেলি-আইয়ড্, ক্রিয়েজো, মার্ক, মিচেল, নাইট্-এসি, ফস, প্লাটি, পাল্‌স, সাসাত্‌রা, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফ্-এসি, জিঙ্ক ।

মলের কাঠিন্য হেতু কোষ্ঠবদ্ধ—** (ব্রাই, মাগ্নে-মি, ওপি, প্লাবা, ভাবেস্কা ।)

অন্ত্রসমূহের কার্যকারিতা শক্তির অভাব হেতু কোষ্ঠবদ্ধ—
** (এলুমি, হিপা, কেলি-কার্ব, ষ্ঠাট্‌-মি, নাক্স-ভ)

মল STOOLS.

মলের দৃশ্য, প্রকৃতি ও স্বভাব ইত্যাদি ।

মলের অবস্থা পরিবর্তন, রোগের অবস্থা পরিবর্তনের বিশেষ জ্ঞাপক লক্ষণ । ওলাউঠা, উদরাময়, আমাশয় কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ যে প্রকার পীড়াই হউক না কেন, মলের প্রকৃতি ও তৎসঙ্গীয় লক্ষণচয় অহুসঙ্কান না করিয়' ঔষধ প্রয়োগ করিলে হোমিওপ্যাথিক মতে কোন ফল পাইবে না । সকল ওলাউঠাতেই আর্সেনিক, এবং সকল রক্তামাশয়েই একোনাইট এবং মার্ক-কর যে ঔষধ এমন নহে । মলের অবস্থা এবং স্বভাব ইত্যাদি সুনিপুণ ভাবে দৃষ্টি করিলে সহজেই ঔষধ নির্দ্বিগ্ন করিতে পারিবে ।

মলের প্রকৃতি ও বর্ণ ।

১। বিলিয়াস্ অর্থাৎ পিত্তময় মল—একোন, * ব্রাইও, ইথু, এগার, এলো, *আস', ক্যাক্টা, *কল্‌চি, **ক্যামো, চায়না, সিনা, কলোসি, * কর্গাস-সারসি, কিউবেব, ডায়োক্সে, ডাল্‌কা, ইপিকা, লেপটা, * ইউপেটো, পার্‌ফো, লিলিয়াম্-টি, মার্ক-ভ, ফস, সোরি, ** পালস, সাল্‌ফ্, ভিরাট, জিঙ্ক ।

২। মল রক্তময়—(১) * একোন, ব্যাপ্‌টি, * কেলি-বাই, **মার্ক-কর, মার্ক-ভ, *ফস, * ক্যাস্কা, *আর্গি, *ক্যাপ্‌সি, *কল্‌চি, **কলোসি ; (২) ইক্‌ডিউ, ইথু, এগার, এলো, এলাম্, **এপিস, আর্জেন্টা-না, * আস',

*বেল, বেঞ্জো-এসি, ব্রাই, ক্যাক্টা, * কাব'-এনি, ক্যাষ্টোর, কাব'-ভ, ক্যামো, চায়না, সিনা, কোপেবা, কিউবেব্, কুপ্রা, * ক্রোটোনাস, ডাল্কা, ইলাটে, হিপা, হিপোমেনি, গ্রাফা, হাইড্রোফোবিন্; ইগ্নে, **ইপিকা, আইরিস্, কেলি-নাইট্রা, ল্যাকে, ত্রাট্রা-মি, * লাইকো, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, ** নাক্স-ভ, পিট্রো, অক্সিজালি-এসি, প্লাষা, পডো, 'সোরি, ফাইটো, ** পাল্‌স, হ্রাস, শ্রাবডি, ** সিপি, সাইলি, সিকো, ষ্ট্যাকি, ** সাল্‌ফা, টাটার-এমি, থুসিডি, থুজা, ভিরাট, জিঙ্ক।

৩। মল রক্তময় এবং কাল—*ক্যাপ্‌সি, এলাম।

৪। রক্তমিশ্রিত তরল মলের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মল দণ্ড খড়ের ন্যায় দেখায় (টাইফয়েড্ এবং টাইফাস্ জ্বরে)
* ল্যাকে।

৫। মল রক্ত ডোরা ডোরার ন্যায়—*সাল্‌ফা, কল্‌চি, থুসিডি।

৬। মল পূঁজময় (১) * এগিস, * অর্গি; (২) আস', ক্যাল্‌কে-ফস্, আইয়ড্, ** মাকু'রিয়ান, ল্যাকে, লাইকো, পাল্‌স, সিকো, সাল্‌ফা, ** সাইলি।

৭। মল অণ্ডালপূর্ণ—ডায়োকো, ত্রাট্রা-মি।

(৭ ক) „পরিবর্তনশীল—(১৬ প্যারা দেখ) ক্যামো, কল্‌চি, ডাল্‌কা, পডো, পাল্‌স, সাল্‌ফা। (১২৪ প্যারা দেখ)।

মলের বর্ণ।

৮। মল কাল—*ব্রোসি, * সিনা, * সোবি, * ষ্ট্যানো, একোন, এগিস, এলাম্, আস', এক্সেপি, ক্যাক্স, কাব'-ভ, * ক্যাপ্‌সি, চায়না, সিন্ফুটা, কিউবেব্, কুপ্রা, হিপোমেনি, ফস, পাল্‌স, * সাল্‌ফা, * লেপ্টা * মার্ক-কর, ষ্ট্যানো, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, টাটার-এমি, ভিরেট্রা।

৯। „ব্রাউন বা কটা বর্ণ—(১) * অর্গি, গ্রাফা, * সোরি, * র্যাফে, * সিল্লা; (২) * ইক্সিউ, এলো অর্জেন্টা-নাইট্রা, * এগিস্ আস', * এসাকি, ব্যাপ্টি, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাক্স, ক্যাসা, কাব'-ভ, কার্ড-মেরিন।

চেলি, চায়না, কলোসি, কুওর-এসি, * ক্রোটন, গামিগা, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ক্রিয়েজো, লিলিয়াম-টি, লাইকো, * মার্ক-সল্, * মেজি, ম্যাগ্নে-কা, হ্রিয়াম্, হ্রাডো, * হ্রাসটক্স, শ্রাবাড়ি, * সিকেলি, সাল্‌ফা, * সিপি, টার্টার, এমি, ভিরাট, জিক্স, জিজিলার ।

১০ । মল চা-খড়ির ন্যায় বর্ণ--বেল, * ক্যাল্-কার্ব, পডো ।

১১ । মাখনের ন্যায় বর্ণ—আর্জেন্টা-নাইট্রা, ক্যাল্-কার্ব, * জেল্‌স ।

১২ । ,, গ্রে (Gray) অর্থাৎ প্রায় সাদা বা ভাস্কর্য ন্যায় বর্ণ--*কেলি-কার্ব, এলো, ক্যাল্-কার্ব, চেলি, মার্ক-ভ, শ্রাট্রা-মি, পিক্রি. এসি, ** (ক্যাল্-কার্ব, ডিজি, ল্যাকে, সিপি, স্পঞ্জি) ।

১৩ । মল সবুজ বর্ণ—(১) * ক্যাল্‌কে-ফস, * ডাল্‌কা, * ইলাটে, * হিপা, * ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভ * পলিনিয়া ; (২) * একোন, ইঙ্কিউ, ইথু, এগার, এলো, এলান্, এমোনি-মি, এপিন্ ** আস্, আর্জেন্টা-নাইট্রা, এসাকি, এক্সেল্পি, বেল, * বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাছা, ** ক্যামো, চায়না, গিনা, ব্যাপটি, কলোসি, ক্রোটন-টি, * কুপ্রা-এসি, * কুপ্রা, জেলস, গ্র্যাটি, ইপিকা, আইরিস-ভা, ক্রিয়েজো, লরোসি, লেপটা, শ্রাট্রা-মি, নাইট্রা-এসি, নাক্স-ভ, পিট্রো, ** পাল্‌স, ** ফস, ফস্-এসি, পডো, হ্রাস্, সিকেলি, ** সোরি, * ষ্ট্যান, সাল্‌ফা ** সাল্‌ফ-এসি, টার্টার-এমি, টেরেবিছ্, ভিরাট্ ।

১৪ । ,, লোহিতবর্ণ—(১) * সিনা, * হ্রাস ; (২) আর্জেন্টা, নাইট্রা, ক্যাছা, কলচি, গ্র্যাকা, মার্ক-ভ, সাল্‌ফা ।

১৫ । ,, শ্বেতবর্ণ—(১) ইঙ্কিউ, * এগারি-ফেলো, এন্টি-ক্লড্, বেল, * বেঞ্জো-এসি, * সিনা, ক্যাষ্টোর, * ডিজি, ডাল্‌কা, * হেলে, * হিপা, ** ফস, ফস্‌এসি ; (২) * এপিস, * ক্যাল্, কার্ব, ক্যাল্-ফস্, ক্যাছা, কষ্ট, * ক্যামো, চেলিডো, চায়না, * গ্র্যাফা, ককিউ, ইয়ে, * আইয়ড্, ইপিকা, * নাক্স-ভ. ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, পডো, * পাল্‌স, হ্রিয়াম্, * হ্রাস, সাল্‌ফা, * সিপি ।

১৬ । মলের বর্ণ নির্গম সময়ে সাদা দধির ন্যায় থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ বাতাসে থাকিলে সবুজবর্ণ হইয়া যায়—হ্রিয়াম্

১৭ । সাদা খণ্ড খণ্ড শস্যের ন্যায় বর্ণ—** ফস, কিউবেব্ ।

১৮ । সাদা চর্বিবর বাতির ন্যায় বর্ণ—*ম্যাগ্নে, কার্ব ।

১৯ । হরিদ্রাবর্ণ ।—(১) *এপিস, *চায়না, *কলোসি, *ক্রোটন-
টি *গামিগা, *হিপা, *হাইয়স্, *পডো ; (২) ইথু, *এসারাম, *এগার,
*এলো, এমোনি-মি, আজেন্টা-নাই, এসাকি, এস্কেপি, ব্যাপ্টি, বেল,
বোরাক্স, বোভি, ব্রোমি, ক্যাল-কার্ব, *কলোসি, ক্যান্থা, ক্যামো,
চেলিডো, কিকিউ, *কলচি, কলোষ্ট্রাম, *কিউবেব্, *কুপ্রা-সালফ, ডিজি,
ডায়োস্কো, ডাল্কা, ইউফর, জেলস, ফ্লোর-এসি, গ্র্যাটি, ইগ্নে, ইপিকা, *আই-
রিস-ভা, সাইক্ল্যা, জ্যাবোরাগা, কেলিব্রাই, *কেলি-আইয়ড্, *কেলি কার্ব,
ল্যাকে, লরোসি, লেপ্টা, *মার্ক-সালফি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-ভ,
থ্যাট্র-কার্ব, থ্যাট্রা-সালফ, নাক্স-ম, ওলিয়েগা, ফস্, *ফস্-এসি, পিক্রি-এসি,
প্রধা, পালস্, *র্যাফে, *হিয়াম্, হ্রাস, সেধু, সিপি, ষ্ট্যাফি, সালফা,
সাল্ফ-এসি, ট্যাবেকা, টাটার-এমি, থুজা ।

তরল মল ।

২০ । তরল মল—একোন, এরোনিয়া-ভা, আজেন্টা-না, আস,
এরাম্-টি, ক্যাল-কার্ব, কলচি, কলোসি, ক্রোটন-টি, কিকিউ, হাইয়স্,
ল্যাকে, থ্যাট্রা-মি, *হ্রাস, ভেনি, রিসিনাস, র্যাফে, সিনা, সাইলি, *এলোজ
কষ্ট, সিকুটা, কোনা, কফি, থ্যাট্রা-কার্ব, আবাডি, *** (ইথু, এপিস,
এন্টি-ক্রুড্, ক্যামো, চায়না, মার্ক, ফস, ফস-এসি, পালস্, হ্রাস-টক্স,
সালফা, ভিরাট্ ।

২১ । তরল মল কালবর্ণ—(১) *আস, *সিনা, *ষ্ট্র্যামো,
(২) একোন, কার্ব-ভ ।

২১ । ,, ,, ব্রাউন্ বা কটাবর্ণ—(১) গ্রাফা, সোরি, *র্যাফে,
*সিলা ; (২) আজেন্টা-নাই, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ভ, ফস্ ।

২৩ । তরল মল ঈষৎ সবুজবর্ণ—ইথু, ক্রোটন-টি, র্যাফে ।

২৩ । তরল মল ঈষৎ হরিদ্রাভ ভস্মবর্ণ—ইথুজা ।

২৫ । ,, ,, উদ্ নামক মৎস্যজীবী জন্তুর গায়ের বর্ণ-
বৎ—হুস ।

২৬ । ,, ,, কৃষ্ণলোহিতাভ বর্ণ—হুস ।

২৭ । ,, ,, লোহিতাভ পীতবর্ণ—লাইকো ।

২৮ । ,, ,, পীতাভ ধবল—নাইট্র-এসি ।

২৯ । ,, ,, -তরল মল পীতবর্ণ—(১) * ছাট্রাফ—সালফ, নাক্স-ম;
(২) ইথু, কলোসি, আইরিস-ভা, লাইকো, র্যাফে, হুস ।

মিউকাস MUCUS অর্থাৎ শ্লেষ্মাবৎ মল ।

৩০ । মিউকাস অর্থাৎ আম নির্গত হইলে—এসাকি, কাক্তা, চেলিডো, চায়না, সিনা, কলোসি, সাইক্যা, ডিজি, গ্র্যাফা, হাইয়স, আইরিস-ভা, লেপ্টা, ছাট্রা-কার্ব, নাইট্র-এসি, অক্স্যালি-এসি, পিট্রো, র্যাফে, হিরাম, সাইলি, ষ্ট্যাকি, টার্টার-এসি, ভিরাট্ ; ** (এসায়াম, ব্রাই, বোরাক্স, ক্যাপ্সি, ক্যামো, কলচি । প্রত্যেকবারই নানাবর্ণের মিউকাস দৃষ্ট হয়—নাক্স-ভ, ফস, পাল্‌স, সাল্‌ফার) ।

৩১ । আম (মিউকাস) রক্তমল—(১) একোন, * ইথু, * অর্স, * এলো, * ক্যাপ্সি, ক্যাঠোরি, * কলোসি, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, * অর্স, * এলো, * ক্যাপ্সি, ক্যাঠোরি, * কলোসি, * মার্ক-কর, মার্ক-ভ, * নাক্স-ভ ; (২) কার্ব-ভ, ক্যামো, ক্যাছা, কিউবেব, ইলাটে, গামি-গা, হিপা, হাইড্রোফো, ইথু, আইয়ড, আইরিস, নাইট্র-এসি, অক্স্যালি-এসি, পিট্রো, প্লাঘা, পডো, সোরি, পাল্‌স, হুস, সাল্‌ফা, থুসো ।

৩২ । আম ব্রাউন অর্থাৎ কটাবর্ণ—(১) * অর্স, কার্ব-ভ,
(২) ব্যাপ্ট, * নাক্স-ভ, গ্র্যাটিওলা, হিরাম, জিজিবার ।

৩৩ । ” কালবর্ণ—আর্জেন্টা-নাইট্রি, ব্যাপ্ট, বোলিটা ।

৩৪ । ” ফেনাযুক্ত মাতগুড়ের আয়—ইপিকা ।

৩৫ । ” ফেনাযুক্ত—* আইয়ড, সাইলি, সাল্‌ফ-এসি ।

৩৬। আম জেলির তায়—*এলোজ, *কল্টি, *হেলে, *কেলি-বাই, *হাস, এস্কেলি, পডো, সিপি।

৩৭। ,, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তগুলকণার তায়—বেল, ফস।

৩৮। ,, সবুজ বর্ণ—*ইথু, এপিস, আর্জেন্টা-নাইট্রা, আস, বেল, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যালকে-ফস, ক্যামো, কলোসি, ডাল্কা, ইপিকা), লরোসি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, শলিনিয়া, ফস, পাল্লস, সাল্কা, একোন, ইন্ডিউ, এগার, এমোনি-মি, *ক্যাসা, ইলাটে, শামিগা, হিপা, ক্রিয়েজো, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস-এসি, পডো, সোরি, হিয়াম্, হাস, সিপি।

৩৯। আম তরল—* লরোসি, টেরিবিছ।

৪০। ,, তরল সবুজ—লরোসি।

৪১। ,, ,, ও ফে'কাশে—কার্ব-ভ।

৪২। ,, লালবর্ণ—(১) *সিনা, *হাস; (২) আর্জেন্টা-নাইট্রা, ক্যাসা, কল্টি, গ্রাফা, ব্রাইকো, মার্ক-ভ, সাইলি, সাল্কা।

৪৩। ,, উলের (Wool) স্তূপের তায়—আর্জেন্টা-নাইট্রা, এসারাম্, ক্যাপ্সি, লাইকো।

৪৪। ,, শ্লেয়ার তায় ও পিচ্ছিল—(১) *আর্গি, *এপিস, *বেল, *বোরাক্স, ব্রোমি, *ক্যালকে-ফস, *কলোসি, **কর্ণাস-সার্সি, *মার্ক-কর, *মার্ক-ভ, নাক্স-ভ, হাস; (২) একোন, এগার, এলোজ, এমোনি-মি, ক্যাল-কার্ব, কার্ব-ভ, ক্যাপ্সি, আস, ক্যামো, সিকুটা, সিনা, ককিউ, কল্টি, ডাল্কা, ফেরা, গামি-গা, হিপা, ইথু, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ম, পিট্রো, পডো, হিয়াম, শ্রাবাডি, সিনা, সিকে, সিপি, ষ্ট্যাকি, সাল্কা, ট্যাবেকা, টার্টা।

৪৫। আম দড়ার তায়—* এসারাম্, * সাল্ফ-এসি।

৪৬। ,, অত্যন্ত আঠায়ুক্ত—* এসারাম্, * ক্যাপ্সি, ক্রোটন-টি, *হেলে।

৪৭। ,, পুরু বা ঘন—আইয়ড্।

৪৮। ,, স্বচ্ছ—(১) হাস; (২) এলোজ, কল্টি, কিউবেব্।

৪৯। আম জলবৎ—(১) আজেন্টা-নাইট্রা, আইয়ড্, (২) লেপ্টা।

৫০। „ সাদা—(১) * ক্যামো, * ককিউ, ডাল্কা, * হেলে, * আইয়ড্; (২) আস', বেল, ক্যাস্কা, কষ্ট, সিনা, ইলাটে, গ্রাফা, ইয়ে, ইপিকা, ফস্-এসি, পডো, পাল্‌স, ড্রিয়াম, সাল্‌ফা।

৫১। আম হরিদ্রাবর্ণ—এগার, * এপিস, * ক্যামো, * এসারাম্, * বোরাক্স, * কিউবেব, ব্রোমি, চায়না, ম্যাগ্নে-কা, হ্রাস, পাডা, পাল্‌স, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি :

—০০—

জলবৎ মল।

৫২। মল জলবৎ—(১) * একোন, * এসাকি, * বিস্মাথ, * ক্যাল্‌কে-ফস্, * কল্‌চি, কার্ব-ভ, * কোনা, গ্র্যাট্ট, * আইরিস্, * জ্যালাপা, * জ্যাট্রো, কেলি-বাই, কেলি-নাইট্রা, * পডো, * সিকে, * পাল্‌স, * সাল্‌ফা, ভিরাট; (২) এগারি, এলোজ্, এন্টি-ক্লড্, এপিস, এস্কেপি, ব্যাপ্ট, ব্যারিয়াম্-কার্ব, কলোসি, কুপ্রা, কোপেবা, ডিজি, ডায়েস্কো, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, গামিগা, হেলে, হিপা, হাইয়স্, ইপিকা, ল্যাকে, লেপ্টা, মার্ক-ভ, ষ্ট্রাট্রা-কার্ব, মেজি, ষ্ট্রাট্রা-মি, নাক্স-ম, ওলিয়েণ্ডার, ফস, হ্রাস্, সেম্ব, সার্সা, সাল্‌ফ-এসি, টাটার্‌-এমি।

৫৩। মল জলবৎ ও কাল—(১) * আস', * সোরি; (২) এপিস, এস্কেপি, ক্যাক্স, চায়না, কুপ্রা, কেলি-বাই, ষ্ট্রাট্রা-মি, ষ্ট্যানা, ভিরাট্।

৫৪। মল জলবৎ কাল ও তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ দাগ—এস্কেপি।

৫৫। মল রক্তময়—এলোজ্, ল্যাকে, পিট্রো, ভাবাডি।

৫৬। „ মাংস ধৌত জলের মত—(১) ফস্; (২) ক্যাস্কা, ** হ্রাস।

৫৭। মল ব্রাউন (Brown) অর্থাৎ কটাবর্ণ—(১) * আস',

* কেলিবাই ; (২) ক্যান্ফ, ক্যান্ফা, কার্ব-ভ, চেলিডো, চায়না, গামি-গা, ক্রিয়েজো, পিট্রো, কুমেক্স, সাল্ফা, ভিরাট্ ।

৫৮ । মল জলবৎ কর্দমের ণ্মায় বর্ণ—ক্যান্ফ-কার্ব, কেলি-বাই ।

৫৯ । „ পরিক্ষার (বর্ণশূন্য)—এপিস, সিকেলি ।

৬০ । মল ও তৎসঙ্গে খণ্ড খণ্ড পর্দার ন্যায় থাকে—

(১) * ভিরাট্ ; (২) কুপ্পা ।

৬১ । „ ফেনাযুক্ত—* ইলাটে, * গ্র্যাটি, * ক্লেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কার্ব ।

৬২ । „ সবুজবর্ণ—(১) গ্র্যাটি, * ম্যাগ্নে-কা, * শডো, পাল্ফ ; (২) ব্রাই, ক্যামো, কলোষ্ট্রাম, ডাল্কা, গামি-গা, হিপা, ইপিকা, আইরিস, ক্রিয়েজো, লরোসি, লেপ্টা, সাল্ফ, সাল্ফা-এসি, টেরিবিষ্ট, ভিরাট্ ।

৬৩ । „ „ ও তৎসঙ্গে সেগুলার ন্যায়—** ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভ ।

৬৪ । „ জলবৎ সাদা বর্ণ—(১) বেঞ্জো-এসি, * ক্যাষ্টোরি, চেলিডো, * ফস্, ফস্-এসি ; (২) * ডাল্কা, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভা ।

৬৫ । „ হরিদ্রাবর্ণ—(১) * এপিস, * ক্যান্ফ-কার্ব, * চায়না, * ক্রোটন-টি, সাইক্সা, * গ্র্যাটি, * হাইয়স, * জাট্রা-সাল্ফ, * ফস্-এসি, * হ্রাস, * থুজা ; (২) আস্, বোরাক্স, ক্যান্ফা, ক্যামো, ডাল্কা, ইউফরবি, ইপিকাক্, জ্যাবোরীয়াণ্ডা, কেলি-বাই, ফস, প্রাধাম্ ।

৬৬ । মল জলবৎ ঘোলের ন্যায়—* আইয়ড্ ।

ফিকাল বা বিষ্ঠাময় মল ।

N. B.—ভুক্ত দ্রব্য বিষ্ঠায় পরিণত হইলে তাহাকে (Fecal) “ফিকাল” বা

বিষ্ঠাময় মল বলে ।

৬৭ । মল বিষ্ঠাময়—একোন, এলুমিনা, ক্যান্ফাস্, কষ্ট, চেলিডো, চায়না, কফি, ডিজি, আইয়ড্, লরোসি, মিউন-এসি, অক্জ্যালি-এসি, হিহাম্ ।

৬৮। মল কালবর্ণ—(১) * ব্রোমি, লেপ্টা; (২) ক্যান্ফ, কিউবেব, সাল্ফা, ট্যাবেকাম, টাটার-এমি।

৬৯। মল ব্রাউন বা কটাবর্ণ—(১) * এসাফি; (২) ইঙ্কিউ, ব্রাই, কলোসি, ফ্লুওর-এসি, লিলিয়াম্-টি, লাইকো, মেজি, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, হ্রিয়াম্, ক্রমেক্স, টাটার-এমি, থুসোডি।

৭০। „ মাখনের ন্যায় বর্ণ—(১) * জেল্‌স; (২) ক্যাল-কার্ব, আজেন্টা-নাইট্র।

৭১। „ মেটেবর্ণ—* ব্যাপ্টি, কার্ব-ভ, নাক্স-ভ।

৭২। প্রথম ভাগ মেটে বর্ণ ও শেষ ভাগ সাদা—* ইঙ্কিউ।

৭৩। মল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যের দানার ন্যায়—থুসি।

৭৪। „ ভাস্কের ন্যায় বর্ণ—(১) * ডিজি, * কেলি-কার্ব; (২) ক্যালকে, পিক্রি-এসি।

৭৫। „ দেখিতে তৈলের ন্যায়—* আইয়ড্, পিক্রি-এসি, থুজা।

৭৬। মল থসথসে—ইঙ্কিউ, এলোজ, আর্গি, এসাফি, ব্যাপ্টি, বেল, ক্যালকে-ফস্, চেলিডো, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, আইরিস-ভা, ক্রিয়েজো, ল্যাংকে, লেপ্টা, পিট্রো, পডো, সিকে, জিঙ্ক।

৭৭। „ পাতলা—(১) * ব্যাপ্টি, * গামিগা, * হিপা, * লেপটা, * পিক্রি-এসি, * থাট্রা-সাল্ফ; (২) এগার, এলুমি, আস, ব্রাই, কার্ব-ভ, চেলিডো, ইগ্নে, আইরিস-ভা, নাক্স ভ, হ্রিয়াম্, ক্রমেক্স, সেম্, থুসি, জিঙ্ক।

৭৮। „ সাদা বর্ণ—(১) ইঙ্কিউ, * বেল, * পডো; (২) ক্যালকে-ফস্, ডিজি, লাইকো।

৭৯। „ হরিদ্রা বর্ণ—(১) * এগার, * এলোজ, এপিস, গামি-গা, * হিপা, * ফস্-এসি, * পডো; (২) এমোনি-মি, এসাফি, ব্যাপ্টি,

বোরাক্স, বোভি, ক্যাল-কার্ব, চেলিডো, ককিউ, কলোসি, ডিজি, ফ্লুওয়-এসি, জেলস, আইরিস্-ভা, ল্যাকে, পিক্রি-এসি, হ্রাস, টার্টার-এমি ।

অজীর্ণ মল ।

৮০ । মল অজীর্ণ—(১) *এন্টি-কুড, আর্জেন্টা-নাইট্রা, * ক্যালকে-ফস্ * চরয়না, *** ফেরা, *গ্রাফা; * হিপা, ** ওলিয়েণ্ডা, *ফস্, *ফস্-এসি, *পডো, সাল্ফা; (২) আর্নি, ইথু, এলো, আস্, ক্যামো, কলোসি, কোনা, ক্রেটিন্-টি, গামিগা, জ্যাবোর্যাণ্ডা, ক্রিয়েজো, লেপ্টা, নাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, নাইট্র-এসি, নাক্স-ম, ম্যাফেনাস্ ।

৮১ । মলে পূর্বদিনের খাদ্য বস্তু—** ওলিয়েণ্ডা ।

মলের দৃশ্য ।

৮২ । বোলের আয়—*আইরড্ ।

৮৩ । মলের মধ্যে তণ্ডুলাভ্যন্তরস্থ শাঁসের আয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ও চক্চকে কণা সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়—* কিউবেব্ ।

৮৪ । চর্বিবর বাতির আয়—ম্যাগ্নে-কার্ব ।

৮৫ । গরম জলে সাবান গুলিলে যেরূপ ছাকড়া ছাকড়া হয় সেই প্রকার মল—বেঞ্জোয়িক্-এসিড্ ।

৮৬ । তরল মলের নিম্নে ময়দার আয় গুড়া গুড়া তলানি বাঁ সেডিমেন্ট পড়ে—*পডো, ফস্-এসি ।

৮৭ । ইন্টেস্টাইন্ অর্থাৎ অন্ত্রের অভ্যন্তরভাগ ছুল্লিকা-দ্বারা টাচ্ছিয়া লইলে যে যে পদার্থ (মিউকাস, *কিঞ্চিং রক্ত, রক্ত-মিশ্রিত জল ও কখন কখন বর্ণশূন্য ক্লেদ ইত্যাদি) নির্গত হয়, মল তৎ-

সদৃশ দেখা যায়— (১) ** ক্যাছা ; (২) * কলোসি ; (৩) এস্কেপি,
ব্রোমি, পিটো ।

৮৮ । মল তৈলের ন্যায় দেখায়—*আইয়ড্, বোলিটাস্,
পিক্রি-এসি, থুজা ।

৮৯ । মল তেলার ন্যায় বা দলা দলা—(১) * এন্টিকুড্ ;
(২) এপিস্, কোনা, ডায়েস্টো-গ্র্যাফা, ইপিকা, কেলি-বাই, লাইকো, থুসো ।

৯০ । মেঘের মলের ন্যায় গুটি গুটি—** (লাকেক, মার্ক,
ম্যাগ্নে-মি, গ্রাট্টা-মি, ওপি, প্লাস্কা, সাল্ফা, ভাবেস্কা) ।

৯১ । পর্দার ন্যায়—*কল্‌চি ।

৯২ । ” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্দাখণ্ড সকলের ন্যায়—নাইট্রি-এসি,
* ভিরাট, কুপ্রা, কল্‌চি, অর্জেন্টা-নাইট্রি ।

৯৩ । ” পর্দার খণ্ড সকলের ন্যায় হইয়া মিউকাস্ ভাবে
নির্গত হয়—** মার্ক-কর ।

৯৪ । ” ফেনাযুক্ত—(১) * আর্গি, * বোরাক্স, * কলোসি,
* ইলাটে, * গ্র্যাটি, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, * সাল্ফা ; (২) বেজো-এসি,
বোলিট, ক্যাল-কার্ব, ক্যাছা, চায়না, আইয়ড্, ইপিকা, মার্ক-ভা, ওপি, পডো,
র্যাফে, হ্রিয়াম্, হ্রাস, সাইলি, সাল্ফ-এসি ।

৯৫ । মলে চাপ চাপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্ Wool সূতার
খণ্ডের মত ভাসিয়া বেড়ায়—ডাল্‌কা, সিকেলি, ভিরাট ।

৯৬ । ফার্মেন্টেড্ (Fermented) অর্থাৎ গাঁজলান্ বা
উৎসেচন যুক্ত মল—(১) * আর্গি, * ইপিকা ; (২) মেলি, হ্রিয়াম্,
হুডো, শ্রাবডি ।

— ৭ —

মলের গন্ধ ।

৯৭ । দুর্গন্ধ যুক্ত শরীরের ন্যায়—এস্কেপি, * কার্ব-ভ, * বিসমাথ,
* ল্যাকেক, ক্রিয়েজো, ট্র্যামো ।

৯৮। গন্ধ অল্প—(১) ** হিয়ারাম্, সাল্ফ; (২) * ক্যাল্-কার্ব, * কলোসি, কলোষ্ট্র, * হিপা, * জ্যালাপা, * ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভা; (৩) বেল, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ফস্।

৯৯। গন্ধশূন্য—**পলিনিয়া, * হাইয়স্, ড্রাস্, ইথু, এসারাম্।

১০০। গন্ধ পচা ছানার ন্যায়—*ব্রাই, * হিপা।

১০১। ,, পচা ডিমের ন্যায়—এস্কুপি, *ক্যাল্কা, **ক্যামো, * সোরি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এসি।

১০২। ,, পচা—* আস্, ** এসাফি, ** ব্যাপ্টি, বোরা, ব্রাই, ** কার্ব-ভ, * চায়না, * কলোসি, ইপিকা, নাইট্র-পসি, নাক্স-ম, * পডো, সিপি, সাইলি, * ষ্ট্র্যামো।

১০৩। ,, নিতান্ত বিরক্তিকজনক ও দুর্গন্ধময়—এগার, আর্জেন্টা-না, * আর্গি, এলো, এপিস, * আস্, ** এসাফি, এস্কুপি, **ব্যাপ্টি, বেল, * বেঞ্জো-এসি, ক্যাল্-কার্ব, ককিউ, সিকুটা, কফি, কল্চি, * কর্ণাস্-সার্সি, **গ্র্যাফা, গ্র্যাটি, গামি-গা, হিপোমেনি, আইয়ড্, ক্রিয়েজো, * ল্যাক, লেপ্টা, লাইকো, লিলিয়ান্-টি, লিথি-কা, মেজি, নাক্স-ভ, * ওপি, * ফস্-এসি, প্লাম্বা, * সোরি, ফস, নাইট্রি-এসি, ** ড্রাস্, রুমেক্স্, *সিলা, *সিকেলি, সিপি, *সাল্কা, টেরিবি, সাল্ফ-এসি, জিক্স।

মল নির্গমের অবস্থা ও বেগ।

১০৪। তীর বেগে বিরেচন হইতে থাকে—(১) **ক্রোটন্-টি, * গ্র্যাটি; (২) সিষ্টাস্, জ্যাবরাণ্ডাই, হুডো। (হঠাৎ সজোরে বিরেচন দেখ)।

১০৫। বোতল হইতে জল ঢালিবার সময় যে প্রকার ভাবে জল নির্গত হয় সেই প্রকার ভাবে বিরেচন হয়—(১) * জ্যাট্টোকা, * পডো, থুজা; (২) এলো; লেপ্টাণ্ডা।

১০৬। সর্বদা চুয়াইয়া চুয়াইয়া বিরেচন হইয়া থাকে—(১) **ফস্, ** থুসিডি, (২) *এপিস্; (৩) অক্জ্যালি-এসি, সিপি।

১০৭। অসাড়ে বিরেচন—(১) *চায়না, *ওপি, আর্গি, *হাইয়স্ ওলিয়েণ্ডা; (২) আর্জেন্টা-নাইট্রা, আস', বেল, ব্রাই, ** এলো, ক্যাল্-কাব', কাম্ফ, কাব'-ভ, সিনা, কল্‌চি, কোপেবা, কিউবেব', ডিজি, ফেরা, জেল্‌স, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, কেলি-কাব', ল্যাকে, লরোসি, ত্রাট্রা-মি, ** ফস্-এসি, অক্স্যালি-এসি, ** ফস্, প্লাস্কা, * সিকে, সোরি, হ্রাস, **ভিরাট্।

১০৮। অসাড়ে মল নিগমন (কাশিবার সময় কিংবা হাঁচি-বার সময়)—*সিলা।

১০৯। অসাড়ে মলনিঃসরণ ও তৎসঙ্গে গৃহদ্বার অর্দ্ধ উন্মীলিত—** এপিস্।

১১০। অসাড়ে মলনিঃসরণ বাতকর্মের সঙ্গে—* * এলো, * ওলিয়েণ্ডা, * * ফস্-এসি, একোন, ইয়ে, কেলি-কাব', পডো, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্।

১১১। অসাড়ে মলনিঃসরণ প্রস্রাব করিবার সময়—এলো, মিউর্-এসি, সিলা, সাল্‌ফার।

১১২। অসাড়ে মলনিঃসরণ প্রত্যেকবার সঞ্চালনে—* এপিস্।

১১৩। অসাড়ে মলনিঃসরণ নিদ্রাবস্থায়—(১) * * আর্গি; (২) ব্রাই, কোনা, হাইয়স্, পাল্‌স।

১১৪। কষ্টে মল নিগমন—(১) * এলুমিনা; (২) ক্যাল্‌কে-ফস্, জেল্‌স, হিপা, রোরি, সাইলি, ষ্ট্যানা।

১১৫। কেবল দাঁড়াইলে অতি কষ্টে মল নির্গত হয়, অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে—কষ্ট।

১১৬। প্রস্রাব করার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় মল নির্গত হওয়া অসম্ভব—এলুমিনা।

১১৭। হঠাৎ সজোরে বিরেচন—(১) * এলো, * ক্যাল্‌কে-ফস্, * ক্রোটন-টি, * গ্র্যাটি, * গামি-গা, * জ্যাট্রো, *ফস্, *পডো, *সাল্‌ফা;

(২) আর্জেন্টা-নাই, ক্যাপ্সি, সিকুটা, সিষ্টা, সাইক্সা, জ্যাবোরাণ্ডা, কেলি-বাই, লেপ্টা, ছাট্টা-মি, ছাট্টা, সালফ, র্যাফে-ড্রডো, সিকে, সিপি, থুজা, (তীরবেগে বিরেচন দেখ) ।

মলের বার ও পরিমাণ ।

১১৮ । পুনঃ পুনঃ বাহি হয়—(১) *আস', *ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, ক্যামো, কুপ্রা, *ইলাটে, *মার্ক-কর, *মার্ক-ভ, *নাক্স-ভ, *পডো ; (২) একোন, এপিস, আর্জেন্টা-নাইট্রা, আর্নি, ব্যাপ্ট, বেল, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাল-কার্ব, ক্যাছা, ক্যাষ্টো, চায়না, সিকুটা, সিনা, ককিউ, কল্টি, কলোসি, কিউবেব, ডাল্কা, গ্র্যাটি, গামি-গা, হেলে, হাইরস্, ইপিকা, আইরিস্-ভা, কেলি-বাই, সোরি, পাল্‌স, হ্রাস, সেধ, সিকে, সিপি, টাটার-এমি, টেরিবিছ, থুশ্বি, ভিরাট্ ।

১১৯ । হঠাৎ বাহির বেগ হয়—ক্যাম্ফ, কুপ্রা, *সিকেলি ।

১২০ । পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও বিরেচন—(১) *এন্টি-জুড্, আর্জেন্টা-নাই, *নাক্স-ভ ; (২) আস', ব্রাই, সিনা, কেলি-কার্ব, ক্যাক্, ফস, হ্রাস, সালফা, জিঙ্ক ।

১২১ । বহু পরিমাণ তরল মল—(১) *এসফি, *বেঞ্জো-এসি, *ক্রোটন-টি, *ইলাটে, *জ্যাটে, *পলিনি, *পডো, *থুজা, *ভিরাট্ ; (২) ইথ, আর্নি, আস', ব্রাই, ক্যাক্টা, কেলি-কার্ব, ক্যাম্ফ, চায়না, কল্টি, কলোসি, কোপেবা, কিউবেব, ডায়েক্সো, গামি-গা, আইওড, আইরিস্-ভা, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, লেপটা, লিলিয়াম্-টি, ম্যাথে-কা, ছাট্টা-মি, নাক্স-ম, ফস, প্রাছা, র্যাফে, হ্রাস, কমেজ, সিকে, টারাক্স, টাটার-এমি, টেরিবিছ ।

১২২ । অল্প পরিমাণ মল—(১) *আস', *বেল, *ক্যাপ্সি, *মার্ক-কর, মার্ক-ভ, *নাক্স-ভ ; (২) একোন, এলো, আর্জেন্টা-নাই, আর্নি, এসারা, ব্যাপ্ট, ক্যাছা, ক্যামো, কল্টি, কলোসি, ক্রোটন-টি, ডাল্কা, মেজি, ওলিয়েণ্ডা, পাল্‌স, হ্রাস, সিকে, ষ্টানা ।

মলের অত্যন্ত লক্ষণ।

১২৩। মল করোসিভ্ (Corrosive) অর্থাৎ এ প্রকার তীব্র যে, যে স্থানে লাগে সে স্থানে লোম্ছা উঠিয়া যায় বা ক্ষতের ন্যায় অবস্থা হয়—(১) * আস, * গ্র্যাফা, মার্ক-ভা, * সাল্ফা ; (২) একোন, এলুম্, এন্টিক্রুড, আর্জেন্টা-নাই, ব্যাপ্টি, ক্যাস্কা, চায়না, কল্টি, কলোসিস, গ্যামি-গা, আইরিস্-ভা, ক্রিয়েজো, লেপ্টা, ত্রাট্-মি, নাক্স-ভ, ওপান্দিয়া, ফস্, পাল্‌স, হ্রিয়াম্, ষ্ট্র্যাকি, ভিরাট্।

১২৪। মল পরিবর্তনশীল—**সাল্ফা, *পাল্‌স, ক্যামো, কল্টি, ডাল্‌কা, পডো। (এই সংখ্যাদিগের ৭ ক দেখ)।

১২৫। উষ্ণ মল—(১) * একোন, * ক্যাল্‌কে-কস, * ক্যামো, * সাল্ফা ; (২) এলো, সিষ্টাস্, ডায়েস্কো, ফস্, ষ্ট্র্যাকি।

১২৬। মলের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুমি থাকিলে—** (ক্যাল্‌কাব, চায়না, সিনা, ইগ্নে, সাল্ফা, ম্যাবাম্-ভি)।

১২৭। ,, ,, বড় বড় কুমি থাকিলে—** (সিনা, **ত্ৰাবাড়ি, চায়না, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফা)।

১২৮। ,, ,, ফিতার ন্যায় কুমি থাকিলে—** (ক্যাল্‌কা, গ্র্যাফা, প্র্যাটি, পাল্‌স, সাইলি, সাল্ফা)।

১২৯। মল নির্গমনের সঙ্গে পেট বেদনা না থাকিলে—(১) * ব্যাপ্টি, * বিসমাথ্, বোলিটা, * বোরাক্স, * ফেরা, * হিপা, * হাইয়স্, * ফস-এসি, ** পডো, * সিনা ; (২) এপিস্, আর্জেন্টা-নাই, * আস্, ক্যাস্ফ, ক্যামো, চায়না, ক্রোটন্-টি, ককিউ, কলোসিস্, কল্টি, জ্যাবোরাগু, কেলি-ব্রোমি, কেলি-কার্ব, * লাইকো, * ফস্, ত্রাট্-মাল্ফ, হ্রাস্, * ষ্ট্র্যামো, ক্রমেক্স, ভিরাট্, রিসিনাস্।

১৩০। উদরাময় সহ পেট বেদনা থাকিলে—** (একোন, মার্ক, হ্রিয়াম্, হ্রাস্-টক্স)।

ষ্টমাক্ STOMACH অর্থাৎ পাকস্থলী ।

১ । পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ—(১) * আস', * কল্‌চি, ক্রোটম্-টি, * সিকেলি; (২) বিস্মাথ, ক্যাম্ফ, ক্যামো, সিকুটা, জ্যাট্রা, শ্রাবাড়ি, ট্যাবেকা ।

২ । „ শূন্য ২ বোধ—পিট্রো, ফস, * সিপি, ষ্টানা, * সাল্‌ফা ।

৩ । „ পূর্ণ বোধ—* লাইকো, আর্নি, ব্যারাইটা-কার্ব, সাইক্লো, নাক্স-ম ।

৪ । „ কামড়ান বেদনা—* লিথিয়াম্-কার্ব, শ্রাট্রা-কার্ব, সাইলি ।

৫ । „ অত্যন্ত বেদনা—(১) * লাইকো, (২) ব্রোমি, আর্স', ককিউ, কলোসি, কুপ্রা, ইলাটে, আইয়ড, জ্যাট্রো, ষ্টাফি, জিঞ্জি ।

৬ । „ চাপ বোধ—বিস্মাথ, ক্যাম্ফ, কষ্ট্রি, ক্রোটন্-টি, ইলাটে, হিপি, শ্রাট্রা-কার্ব, পিক্রি-এসি, ভিরাট্রি ।

৭ । পাকস্থলী হইতে মুখ পর্যন্ত ক্ষত বোধ—* ট্যারেক্সে, নাক্স-ম ।

৮ । পাকস্থলীতে স্পর্শে বেদনাবোধ—(১) * লাইকো, (২) ইলাটে, অক্জ্যালি-এসি ।

৯ । „ আক্ষেপ—* কুপ্রা, * ককিউ, জ্যাট্রো, ব্রোমি ।

১০, ক । পাকস্থলী স্থীত—* লাইকো, শ্রাট্রা-কার্ব ।

—(০:০)—

উদর । ABDOMEN.

১০ । উদরে জ্বালা—* আস', এপিস, আর্জেন্টা-নাই, ক্যাস্টা, কার্ব-ভ, কল্‌চি, স্নিক্‌, * আইরিস্-ভা ।

১১ । „ বেদনা—এলো, * চায়না, * কলোসি, * কুপ্রা, * ডায়েক্সো, * ইপিকা; * থুবি, ভিরাট্রি, জ্যালাপা, ক্রিয়েজো, সিকেলি, ইন্ডিউ, এলান্, আর্জেন্টা-না, এসাফি, ব্রাই, ক্যাল-ফস, ক্যাম্ফ, ক্যাস্টা, সেকুটা, ককিউ, কফি, কল্‌চি, ক্রোটন্-টি, ইউফেবি, ক্রিউরেব, গামি-গা, আইরিস্-ভা, কেলি-বাই,

কেলি-ব্রো, কেলি-না, ল্যাকে, লরো, মার্ক-ভ, শ্রাট্টা-কা, শ্রাট্টা-সাল্ফ. অক্স-জ্যালি-এসি, পডো, পাল্‌স, হ্রাস, ষ্ট্যানা, টেরিবি ।

১২ । উদরে মোচড়ান বেদনা—** ডায়েস্টো ।

১৩ । ,, আক্ষেপযুক্ত বেদনা—কুপ্রা, ল্যাকে, ওপান্সিয়া ।

১৪ । ,, কর্তনবৎ বেদনা—একোন, আর্গি, * বেল্, ক্যামো, * চায়না, সিনা, * কলোসি, কোনা, কিউবেব্ ডাল্‌কা, ইলাটে, আইয়ড্, * জ্যালাপা, লেপ্টো, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পাস্কা, হ্রিয়াম্, * হ্রাস, শ্রাবাড়ি, সিনা, সাল্‌ফা ।

১৫ । পেট কামড়ান—এলো, এমোনি-মি, বেল্, ফেরা, কলোসি, কোনা, কর্ণাস-সার্সি, চায়না, সিনা, ক্যামো, সিকুটা, ডাল্‌কা, * ইপিকা, * জ্যালাপা, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কা, মেজি, নাক্স-ভ, প্র্যাণ্টে, পিট্টো, শ্রাব্, হ্রাস, সাল্‌ফা, থুর্ষি ।

১৬ । উদর স্ফীত—(১) *আস', *ক্যাল্-কার্ব, *কার্ব-ভ, *চায়না, *গ্রাফা, *শ্রাট্টা-সা, *লাইকো, *নাক্স-ম, *সাইলি, *নিকোলান্, ** টেরি-বিস্থ, শেষোক্তটি সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ; (২) একোন, এলো-এপিস, আর্গি, এসাফি ইত্যাদি । (উদরস্ফীতির বিস্তৃত চিকিৎসা দেখ) ।

১৭ । উদরে কল্কল্ শব্দ—(১) *এলো, *জ্যাট্টো ; (২) *এসা-রাম, গামি-গা, জিঙ্ক ।

১৮ । উদরের মধ্যে গব্ গব্ বা গড়মড় শব্দে ডাকিতে থাকে—(১) *লাইকো, (২) ইক্টিউ, এলো, আর্গি, এসারাম্, বোভি, ক্যাল-ফস, ককিউ, কলোসি, কর্ণাস-সার্সি, সাইক্সা, গামি-গা, আইরিস্-ভা, জ্যাট্টো, ম্যাগ্নে-কা, ওলিয়েণ্ডা, নাটট্রি-এসি, কস্-এসি, প্র্যাণ্টে, পাল্‌স, শ্রাবাড়ি, সিকে, সাইলি, জিঙ্ক, জিজিবার ।

১৯ । উদরস্পর্শে বেদনা বোধ—(১) **এপিস্ ; (২) *কলোসি, * কলোসি, * ল্যাকে ; (৩) একোন, এলো, বেল্, ক্যাস্কা, ক্রোটন্ট, কুপ্রা, নাক্স-ভ, ভিন্নাট, গামি-গা, মার্ক-কর, ক্রিয়েজো, টেরিবি, থুর্ষি ।

২০ । হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে চাপ দিলে বেদনা বোধ—আল্‌মেন্টা-নাই, কষ্ট, ট্যাবেকা ।

২১ । দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে বেদনা—ব্যাপ্তি, বোলিটা, মার্ক-ভা, থাট্টা-সাল্ফ ।

২২ । হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে কাশিতে, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতে, হাসিতে, ইহার উপর চাপ দিয়া শয়নে বা কেবল চাপ দিলে এবং চলিয়া বেড়াইবার সময় বেদনা—সোরিনাম্ ।

২৩ । শীতল জল পান হেতু বাম হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে বেদনা—থাট্টা-কার্ব ।

২৪ । নিষ্ফল বাহির বেগ—কর্ণাম-মার্সি, থাট্টা-সাল্ফ ।

২৫ । বাতকর্ম্ম হইতে থাকিলে—এমোনি-মি, বোভি, * কার্ব-ভ, * চায়না, কিউবেব, গ্র্যাটি, কেলি-কার্ব, ল্যাফে, * থাট্টা-সাল্ফ, * নিকোলাম্, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, ওলিয়েণ্ডা, ফস্-এসি, আবাডি, মিপি, সাইলি, জিজ্জি ।

২৬ । বাতকর্ম্ম শীতল—কোনা ।

২৭ । ,, উষ্ণ—ককিউ, ষ্ট্যাকি ।

২৮ । ,, নির্গত হয় না—** র্যাফে ।

২৯ । ,, দুর্গন্ধময় ও ত্যক্তজনক—এলো, আণি, চায়না, ককিউ, কোনা, লিথি-কার্ব, থাট্টা-কার্ব, * থাট্টা-সাল্ফ, * নিকোলাম্, ওলিয়েণ্ডা, ফস, পিট্রো, প্র্যাণ্টে, সোরি, হুডো, সেজু, সাসা, মিপি, সাইলি, সিলি, ষ্ট্যাকি, সাল্ফ ।

৩০ । বাতকর্ম্ম পচাগন্ধযুক্ত—* কার্ব-ভ, ওলিয়েণ্ডার ।

৩১ । বাতকর্ম্মে অজীর্ণ ভুক্তবস্তুর গন্ধ—* লাইকো, থাট্টা-সাল্ফ, সাইলি ।

৩২ । ,, রসনের গন্ধ—* এগারিকাস্ ।

৩৩ । যকৃৎ স্ফীত—* চায়না, নাক্স-ভ, লরোসি ।

৩৪ । যকৃৎ বেদনায়ুক্ত—ডিজ্জি, থাট্টা-সাল্ফ ।

৩৫ । প্লাহা স্ফীত—* চায়না, আইয়ড্ ।

গুহদ্বার ও সরলান্ত্র । Anus & Rectum.

৩৬ । মুখ হইতে গুহদ্বার পর্যন্ত জ্বালা—**আইরিস্-ভা ।

৩৭ । গুহদ্বার মধ্যে ক্লৃত ও পূর্ণ বোধ—ইঙ্কিউ ।

৩৮ । গুহদ্বারের অভ্যন্তর এবং চতুর্দিক লালবর্ণ—

৩৯ । গুহদ্বারের মুখ উদ্ঘাটিত অর্থাৎ হাঁ (Open) করিয়া থাকে—**ফসফরাস্ ।

৪০ । গুহদ্বারের ভিতর চুলকান—ইঙ্কিউ ।

৪১ । গুহদ্বার হইতে মল চোয়াইতে থাকে—(১) **ফস্, (২) *এপিস্, *সিপি, *থুশ্বি ; (৩) অবজ্যালি-এসি ।

৪২ । গুহদ্বারে আক্ষেপযুক্ত বেদনা—ফেরা ।

৪৩ । গুহদ্বার হইতে মৎস্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধযুক্ত তরল মল চোয়াইতে থাকে—*ক্যাল্-কার্ব ।

৪৪ । সরলান্ত্রে যেন কিছু হাঁটিয়া বেড়ায় এরূপ বোধ—ক্যাল্-কার্ব ।

৪৫ । ,, কর্ভন এবং চিমুটি কাটার ন্যায় বেদনা—এলো ।

৪৬ । ,, অত্যন্ত শুষ্কবস্থা—ইঙ্কিউ ।

৪৭ । ,, পূর্ণ থাকা বোধ—ইঙ্কিউ ।

৪৮ । ,, উত্তাপ এবং চুলকানি বোধ—ইঙ্কিউ, এলো ।

৪৯ । সরলান্ত্রে খোঁচানি বেদনা—নিউফার ।

৫০ । গুহদ্বার ও সরলান্ত্র বহির্গত হওয়া অর্থাৎ হালিস্ বা হাড়িস্ বাহির হওয়া—ক্রোটিন্-টি, ব্রাই, কল্-চি, *ইথ্রে, **মিউর্-এসি, *পডো, সিপি, সাল্-ফ, এন্ট-ক্রু, ক্যান্সা, ডাল্-কা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, মেঞ্জি, প্ল্যান্টা, সিকুটা, আইরিস্-ভা; *মার্ক-ভ । হাড়িসের নামান্তর (গোণ্ডল) ।

৫১ । হালিস্ বহির্গত হইয়া আর ভিতরে যায় না ।—
মেজি ।

৫২ । সরলান্ত্রস্থ মিউকাস্' বিল্লী স্বীত বোধ হয় ।—
ইঙ্কিউ ।

(পশ্চাৎ লিখিত উদর ও ঙ্গুদ্বারের
বিস্তারিত লক্ষণ দেখ ১।) } :—

১। উদর ।

(ক) মলত্যাগের পূর্বে ।

৫৩ । পেট ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা—আর্স ।

৫৪ । পেটে কলিক্ অর্থাৎ শূলের ন্যায় বেদনা—(১)
**কলোসিস, **ডায়েস্কো ; (২) *বেল্, *ক্যামো, *হ্রিয়াম্, *ভিরাট্ ; (৩)
এলো, এলুসি, এমোনি-মি, আর্জেন্টা-নাই, এক্সেপ্টি, ব্যাপ্টি, ব্রাই, ক্যাক্টা,
ক্যাস্, ক্যাপ্টি, চায়না, কল্চি, জেল্, গ্র্যাফা, গামি-গা, ইপিকা, কেলি-
নাই, লাইকো, মিউর্-এসি, নাইট্-এসি, অক্জ্যালি-এসি, ফস্, পডো, পাল্,
টেরিবিছ, জিক্, জিজ্জিবার ।

৫৫ । ,, কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—আর্স ।

৫৬ । ,, কর্তনবৎ বেদনা—(১) ** কলোসিস ; (২) আই-
রিস্-ভা, * জ্যালাপা, * ম্যাগ্নে-কা, * টার্টার-এমি ; (৩) একোন্, ইঙ্কিউ,
এগার, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, মার্ক-কর, সিকে ।

৫৭ । পেট ফাঁপাবোধ ও পুট্পাট্ শব্দ করা—
* আর্গি, * লাইকো ।

৫৮ । ,, কামড়ান—বেল্, সোরি ।

৫৯ । ,, গরম বোধ—বেল্ ।

৬০। পেটের বাম দিকে বেদনা—*থুশি।

৬১। পেটে খোঁচান বেদনা—(১) *গামি-গা, *কেলি-কাৰ্শ, ম্যাগ্নে-কা, *ভিরাট্; (২) ইথু, এগার, বেল, ক্যালক-কস্, ক্যাস্, সিনা, মার্ক-ভা, পিটো, শ্বাবাডি, জিঞ্জিবার।

৬২। পেটের ভিতর গড়্গড়্ করিয়া ডাকা—(১) ইক্কিউ, *জাট্রা-সাল্ফ, *পালস; (২) এপিস্, এগার, এস্কেপি, চেলিডো, আইরিস্-ভা, ল্যাফে, লেপ্টা, মিউর-এসি, জাট্রা-মি, ফস্, শ্বাবাডি, সিকে, সাল্ফা, টাটার-এমি, থুজা।

৬৩। পেটে মোচড়ান বেদনা—কষ্ট, অক্জ্যালি-এসি, ষ্ট্র্যামো।

(খ) মলত্যাগের সময় উদর।

৬৪। পেটে শূলের ন্যায় বেদনা—(১) *কলোসি; (২) এগার, এগুমি, এসাফি, ব্যাপ্টি, ক্যাস্, এস্কেপি, ক্যামো, ক্রোটন-টি, ইপিকা, লাইকো, মোজ, মিউর-এসি, ম্যাগ্নে-কা, অক্জ্যালি-এসি, পডো, পিটো, হুয়াম্, হ্রাস, ট্যাবেকা, টাটার-এমি।

৬৫। " কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—সাল্ফা।

৬৬। " আক্ষেপযুক্ত বেদনা—আইরিস্-ভা।

৬৭। " কর্তনবৎ বেদনা—(১) *এলোজ, *কলোসি; (২) একোন, এগার, ক্যাপ্সি, চেলিডো, গামি-গা, আইয়ড্, আইরিস্-ভা, জ্যালাপা, মার্ক-ক, মার্ক-ভা, সিকে, হ্রাস।

৬৮। " টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—প্লাষা, পডো।

৬৯। " পেটের ভিতর দিয়া অগ্নিশ্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয়—এস্কেপি।

৭০। পেটে কামড়ান—(১) *থুশি; (২) এপি, প্যাণ্টেস, বোভি।

৭১। পেটে খোঁচানবৎ বেদনা—এগার, *ভিরাট্, মার্ক-ভা, ক্যাছ।

৭২। ” গড়্ গড়্ করিয়া ডাঁকা—চেলিভো, কর্গাস্।

৭৩। পেটের বামপার্শ্বে বেদনা—থুষ্টি।

—•—

মলত্যাগের পর উদর।

৭৪। পেটে জ্বালা—বোলিটা, কেলি-বাই, জ্বাভি।

৭৫। ” শূলের ন্যায় বেদনা—এমোনি-মি, এক্কেপি, ডায়েকো, পাল্‌স্, হিয়াম।

৭৬। ” কর্তনবৎ বেদনা—(১) **কলোসি; (২) *লেপ্টা; (৩) আস্, কেলি-নাই, মার্ক-কর, মার্ক-ভা, পডো, হিয়াম, ষ্ট্যাকি।

৭৭। ” শূন্য বোধ—* ভিরাট্, সাল্‌ফ-এসি, ফস্।

৭৮। ” খোঁচান বেদনা—কেলি-কার্ব, মার্ক-ভা।

৭৯। ” পেটের ভিতর দুর্বল বোধ—(১) *ফস্; (২) ডায়েকো, সেপ্টা, পডো, সাল্‌ফ।

২। গুহদ্বার।

(ক) মলত্যাগের পূর্বে।

৮০। গুহদ্বারে জ্বালা—ওলিয়েণ্ডা।

৮১। গুহদ্বার সঙ্কোচিত বোধ—প্লাধা।

৮২। হারিস্ বা হালিস্ বাহির হওয়া—পডো। (৮৮, ৯৫ দেখ)।

৮৩। গুহদ্বারে ভারবোধ—ক্যাষ্টাস্।

(খ) মলত্যাগের সময় গুহদ্বার ।

৮৪ । গুহদ্বারে কামড়ান—লাইকো ।

৮৫ । গুহদ্বারে জ্বালা অথবা গরম বোধ—(১) একোন, * এলো, **আস' ; (২) ক্যাস্থা, *ক্যাপ্টো ; (৩) কার্ব-ভ, ব্রাই, কষ্ট, ক্যাপ্টাস্, গামি-গা, **আইরিস্-ভা, ল্যাকে, লাইকো, মিউর-এসি, ত্রাট্রা-কার্ব, ওপি, পিক্রি-এসি, জিক্ ।

৮৬ । " চুলকান—সাল্ফা ।

৮৭ । " বেদনা—অক্জ্যালি-এসি, * প্ল্যাস্থা, ক্যাস্থা, মিউর-এসি ।

৮৮ । গুহদ্বার বাহির অর্থাৎ হালিস্ বাহির হওয়া—ব্রাই, কল্‌চি, *ইথ্রে, নিউর-এসি, * পডো, সিপি, সাল্ফা । ইহার মধ্যে পডো ও ইথ্রে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । (৮২, ৯৫, ২৯ দেখ) ।

৮৯ । গুহদ্বারে চিড়িক মারিয়া উঠা—*মিউর-এসি, এগাস্থ, চায়না, কেলি-কার্ব, পিক্রি-এসি ।

(গ) মলত্যাগের পর গুহদ্বার ।

৯০ । গুহদ্বার কামড়ান বোধ—* ক্যাস্থা ।

৯১ । " জ্বালা—(১) ** আস', **আইরিস্-ভা, (২) *এলো, *ক্যাস্থা, *ক্যাপ্টো, *গামি-গা, *কেলি-কার্ব, *মার্ক-ভা, *থুবি, (৩) বোভি, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, সিকুটা, কলোসি, হেলে, কেলি-কার্ব, লরোসি, লিলিয়াম্-ট, ম্যাথ্-কা, ত্রাট্রা-সাল্ফ, পিক্রি-এসি, সাইলি, সাল্ফা, টাটার, এমি, টেরিবিস্ ।

৯২ । গুহদ্বার সঙ্কুচিত—*ইথ্রে, ল্যাকে ।

৯৩ । " চুলকান—(১) *মার্ক-ভা ; (২) কার্ব-ভ, ষ্ট্যফি, এলো ।

৯৪ । গুহ্বদ্বারে খোঁচাবৎ বেদনা—আইরিস্ ভাস' ।

৯৫ । গুহ্বদ্বার নিগত বা হালিস্ বাহির হওয়া—(১) * পডো,
* থ্রুধি ; (২) আস , এসারাম্, সিপি, সাল্ফা । (৮২, ৮৮ দেখ) ।

৯৬ ৷ গুহ্বদ্বারে চিড়িক-মার্স বেদনা—(১) * ক্যাছা , * গামি-
গা ; (২) এগার, হেলে, নাক্স-ম, পাল্‌স, সাল্ফা ।

৯৭ । পেটে টিপি দিলে বেদনা বোধ—(১) ** মিউর-এসি ;
(২) * গামিশা , * মার্ক-ভা ; (৩) এলুমি, এন্টি-ক্লুড্, এপিস্, ক্যামো, নাক্স-
ভ, নাইট্র-এসি, পডো, সাল্ফা ।

৯৮ । গুহ্বদ্বারে ছল ফুটানের স্থায় বেদনা—(১) * ক্যাছা ;
(২) কেলি-মাইট্র ।

৯৯ । ,, ভারবোধ—* এলোজ ।

(নিম্নলিখিত আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখ)

মলত্যাগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ ।

(ক) মলত্যাগের পূর্বাবস্থায় ।

(পূর্বোক্ত উদর'ও গুহ্বদ্বার দেখ)

১ । পৃষ্ঠদেশে বেদনা—ব্যাপ্‌টি, সিকুটা, * নাক্স-ভ, পাল্‌স ।

২ । তলপেটের দুই পার্শ্বে বেদনা—গ্যাট্রা-সাল্ফ ।

৩ । উপরোক্ত স্থানে টিপিলে বেদনা—গ্যাট্রা-সাল্ফ ।

৪ । শিরঃপিণ্ড—অক্স্যালি-এসি ।

৫ । অন্ত্রসমূহে জ্বালা—এলোজ ।

৬ । অন্ত্রসমূহের ভিতর তরল পদার্থ যেন গল্‌গল্‌ শব্দে
চলিয়া বেড়াইতেছে—* পডো ।

৭। অগ্নসমূহের ভিতর খোঁচান বেদনা—* এলোজ।

৮। নাভির চতুর্দিকে বেদনা—(১) * এলো, এমোনি-মি ;
(২) ক্যাপ্‌সি, ফ্লুওর-এসি, নাক্স-ভ, অক্‌জ্যালি-এসি।

৯। গুহদ্বারের অভ্যন্তরে যেন একটা সিপি আটকান
রহিয়াছে এরূপ বোধ—** এলোজ।

১০। রেষ্ঠাম্ অর্থাৎ সরলাস্ত্র বোধ হয় যেন তরল পদার্থে
পূর্ণ রহিয়াছে—** এলো।

১১। হঠাৎ পেটে তীরবিদ্ধের ন্যায় বেদনা—এপিস্।

১২। টিনেস্মাস অর্থাৎ কৌথপাড়। থাকিলে—*মার্ক-কর,
মার্ক-ভ, বোলিটাস।

১৩। বাহির বেগ—(১) * এলো, ** সিষ্টাস, * কলোসি,
* গামিগা, * কেলি-বাই, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, * নাক্স-ভ, * হ্রিয়াম্, * সাল্‌ফা ;
(২) আর্গি, ক্যাছা, কল্‌চি, ল্যাকে, ফস, হ্রাস্, জাবাডি।

১৪। নিষ্ফল বাহির বেগ—*নাক্স-ভ।

১৫। হঠাৎ বাহির বেগ—(১) ** সাল্‌ফা ; (২) * সিষ্টাস,
* লিলিয়াম্-টি ; (৩) সিকুটা, পিট্টো, ফস, পডো।

১৬। বাহির বেগ হইলে আর সম্বরণ করিতে পারে না—
* এলো, সাল্‌ফা, সিকুটা, সিষ্টা।

১৭। প্রস্রাব করিতে বাহির বেগ—হ্রিয়াম্।

১৮। বাহির পূর্বে অত্যন্ত বাতকর্ম্ম হওয়া—(১) * এলো,
আর্কেটা-নাইট্রা ; (২) এসাকি, জেলস্।

১৯। শীত বোধ—* মার্ক-ভ, আস্, ব্যাপ্‌টি, বেঞ্জো-এসি, ডিজি,
মেজি, ফস্।

২০। উষ্ণতামিশ্রিত শীতবোধ—* মার্ক-ভ।

২১। ঘর্ম্ম—(১) * থুসি ; (২) একোন, বেদ, ডাল্‌ফা,
মার্ক-ভ।

২২ । প্রস্রাবের উদ্বেগ—হিরাম্ ।

২৩ । বম্বন—আস', ইপিকা ।

—oo—

(খ) মলত্যাগকালীন 'আনুষঙ্গিক লক্ষণ ।

২৪ । পৃষ্ঠে বেদনা—**ইঙ্কিউ, এমোনি-মি, *নাস্ত-ভ, পাল্‌স ।

২৫ । মূত্রস্থলীতে প্রস্রাবের বেগ—(১) ** মার্ক-কর ; (২)

* ক্যাস্‌হা, * লিলিয়াম্-টি, *ষ্ট্যাকি ।

২৬ । অন্ত্রসমূহে খেতলে যাওয়ার আয় বেদনা—

* এপিস ।

২৭ । নাভির চতুর্দিকে বেদনা—ফ্লুওর-এসি, কেলি-ব্রাই ।

২৮ । সরলান্ত্রে জ্বালা—(১) * আস' ; (২) এলো, এলাম্, এমোনি-মি, বোরাক্স, ক্যাপ্সি, ডায়েস্কো, কোনা, গ্র্যাফা, সাল্‌ফ্-এসি ।

২৯ । রেষ্ঠাম্ অর্থাৎ সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়ে (হালিস বাহির হওয়া)—* (১) *ইগ্নে ; (২) এন্টি-ক্লুড, ক্যাস্‌হা, ক্রোটন-টি, ডাল্‌কা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, মেজি । (২৩ ও ৮৮ দেখ) ।

৩০ । সেক্রামে জ্বালা—ক্যাপ্সি ।

৩১ । বেদনা—*ইঙ্কিউ ; (২) পডো ।

৩২ । কোঁথপাড়া থাকিলে—(১) ** মার্ক-কর, ** মার্ক ভ ; (২) এলো, * আস', * বেল্, * কলচি, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, * নাস্ত-ভ, * হ্রাস, * ট্যাবেকা, * থুস্বি ; (৩) একোন, ইঙ্কিউ, এলুমি, এমোনি-মি, আর্জেন্টা-নাই, ব্যাপ্‌টি, এস্‌ক্লুপি, ক্যাপ্সি, কালোগি, কোনা, ডায়েস্কো, গ্র্যাফা, হাইড্রোকো, কেলি-নাই, ল্যাংকে, লরোসি, লিলি-টি, স্ট্রাটা-কার্ব, স্ট্রাটা-সাল্‌ফ, ওপি, পিট্রো, পডো, প্রাষা, সাল্‌ফা, টাটা-এমি, জিঙ্ক ।

৩৩ । মূত্রস্থলীতে অতি মূত্রবেগ থাকিলে—লিলিয়াম্-টি, *ষ্ট্যাকি ।

৩৪ । বেদনা উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে—**হাস ।

৩৫ । ইউরথ্রা অর্থাৎ প্রস্রাবের দ্বারে জ্বালা থাকিলে—
কলোসিস ।

৩৬ । বাহির বেগ—(১) * ক্যাছা, * গামি-গা, * কেলি-বাই,
* মার্ক-কর, * মার্ক-ভ ; (২) এলো, এপিস, আর্জেন্টা-নাই, আর্নি, বেঞ্জো-এসি,
সাইক্লো, ম্যাথো-কা, নাক্স-ম, অক্জ্যালি-এসি, হাস, থুসি ।

৩৭ । প্রস্রাবের বেগ—* এলুমি, এলো, সিকুটা ।

৩৮ । অসাড়ে মূত্রত্যাগ—* এলুমি, কেলি-ব্রোমি ।

৩৯ । বমন—(১) ইপিকা ; (২) * ভিরাট্ ; (৩) আস', ব্রাই,
ডাল্কা, মার্ক-ভ ।

৪০ । শীতে কম্প—পাল্‌স, ভিরাট্ ।

৪১ । শীতবোধ—(১) আস', * মার্ক-ভ ; (২) কল্‌চি, কোপেবা,
ইপিকা, লাইকো, হিরান্, সিকে, সাল্‌ফা, থুসি ।

৪২ । শীত উদ্ভাপসহ—মার্ক-ভ ।

৪৩ । নিদ্রাবেশ—এই ।

৪৪ । উদ্ভার—ক্যামো, ডাল্কা, মার্ক-ভা, ষ্ট্যানা ।

৪৫ । অবসন্নতা—সিকে, * ভিরাট্ ।

৪৬ । বাতকশ্ম—** আর্জেন্টা-নাইট্রা, * এগার, এলো, * গামি-গা,
* থ্যাট্রা-সাল্‌ফ, একোন, এসাফি, লরোগি, পডো, সাস'প্যারি, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক ।

৪৭ । দুর্গন্ধময় বাতকশ্ম—(১) * ক্যাল্‌কে-কস, * ফস-এসি ;
(২) ইক্‌উ, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যাষ্টারি, ডায়েস্কো, আইরিস্-ভা ।

৪৮ । অত্যন্ত শব্দশালী বাতকশ্ম—* আর্জেন্টা-নাই, থুজা ।

৪৯ । সমস্ত উষ্ণ—অক্জ্যালি-এসিড্ ।

৫০ । মস্তকের সম্মুখভাগে শীতল ঘর্ম্ম—* ভিরাট্ ।

৫১ । ঐ স্থানে উষ্ণ ঘর্ম্ম—* মার্ক-ভা ।

৫২ । শৃঙ্খার বা বগনেচ্ছা—(১) * ইপিকা, * ভিরাট্ ; (২) এগার,
আর্জেন্টা-নাই, আস', বেল্, ক্যামো, চেলিডো, কলোসিস, ক্রোটন-টি, গ্র্যাটি,
হেলেন, মার্ক-ভা, নাইট্র-এসি, ওপাসিয়া, সাইলি, সাল্‌ফা, টার্টার-এমি ।

৫৩। ঘর্ম্ম—একোন, বেগ, ক্যামো, ক্রোটন্-টি, ডাল্কা, মার্ক-ভা, ষ্ট্র্যামো, থুসি।

৫৪। ঘর্ম্মশীতল—*ভিরাট, মার্ক-ভা, সাল্ফা।

৫৫। শাখা সমস্তে শীতল ঘর্ম্ম—*গামি-গা।

৫৬। উষ্ণ ঘর্ম্ম—সাল্ফা।

৫৭। চীৎকার করা—*মার্ক-ভা, কল্চ, হিয়ারাম্।

৫৮। কামেচ্ছা উদ্দীপ্ত—থ্যাট্রা-কার্ব, থ্যাট্রা-সাল্ফ।

৫৯। পাকস্থলীতে জ্বালা—হিগোমেনি।

৬০। স্বাদ ন্যাকারজনক—ক্রোটন্-টি।

৬১। দুর্বলতা—হাইড্র, প্ল্যাটে।

(গ) মলত্যাগের পর আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

৬২। আনন্দ পূর্ণ—বোরাক্স, থ্যাট্রা-সাল্ফ।

৬৩। শীত বোধ—ক্যাফা, গ্র্যাটি, মেজি।

৬৪। নিদ্রালুতা—(১) ইথু, ব্রাই, কল্চি, *নাক্স-ন ; (২) কল্চি, সিকে, সিপি, টেরিবি, ভিরাট ; (৩) ইথু, এলো, *আস, চায়না, বিস্মাথ, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাফা, লিলিয়াম্-টি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পিক্রি-এসি, পডো।

৬৫। মুচ্ছা—(১) *এলো, *কোনা, *সার্স ; (২) ফস্, ভিরাট ; (৩) ক্রোটন্-টি, লেপ্টা, মার্ক-ভা, টেরিবিছ।

৬৬। অবসন্ন অবস্থা—*কল্চি, ইথু, এলো, আস, বিস্মাথ, চায়না, *কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাফা, লিলি-টি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পিক্রি-এসি, পডো, সিকেলি, *সিপি, *টেরিবি, *ভিরাট।

৬৭। অর্শ হইতে রক্তস্রাব—*এলো, *ব্রোমিন।

- ৬৮ । অর্শ হইতে কাল রক্তস্রাব—গ্যাকে, *মিউর-এসি।
- ৬৯ । অত্যন্ত ক্ষুধা—*পিট্রো, লেপ্টা।
- ৭০ । থিট্‌থিটে স্বভাব—নাইট্র-এসি।
- ৭১ । জানুতে দুর্বল বোধ—থ্রুসি।
- ৭২ । ন্যাকার—(১) *কষ্ট; (২) একোন, ক্রোটন-টি, কেলি-বাই; অক্জ্যালি-এসি, জিজি।
- ৭৩ । ন্যাকার ও তৎসঙ্গে শুষ্ক উর্কি—কেলি-বাই।
- ৭৪ । হৃৎকম্পন—আর্স, কোনা।
- ৭৫ । ঘর্ম্ম—একোন, আর্স।
- ৭৬ । ,, কপালে—ক্রোটন-টি।
- ৭৭ । ,, শীতল—এলো।
- ৭৮ । ,, ,, মুখমণ্ডলে—সাল্‌ফা।
- ৭৯ । ,, ,, পদে—সাল্‌ফা।
- ৮০ । ,, ,, কপালে—**ভিরাট্‌, মার্ক-ভা।
- ৮১ । ,, উষ্ণ—*মার্ক-ভা।
- ৮২ । পেটের বেদনা. কৌথপাড়া এবং বাহ্যিক বেগ উপশম বোধ হয়—(১) *কলোসি, নাক্স-ভ, **গামিগা, *ড্রাস; (২) একোন, ইন্ডিউ, এলো, এলুমি, আর্স, এসাকি, ক্যালকে-কস্‌, ক্যাছা, ক্যামো, কল্‌চি, হেলে, গ্রাট্রা-সাল্‌ফ, টার্টার-এমি। এই অধিকারে গামি-গাটি, সর্কোৎ-কুই ওষধ
- ৮৩ । শীতাত্তের ন্যায় শরীর কম্পন—*ক্যাছা।
- ৮৪ । ,, ,, ,, জলপানের পর—ক্যাপ্‌সি।
- ৮৫ । কৌথপাড়া ক্ষান্ত হওয়া মাত্র নিদ্রা—**সাল্‌ফা, কল্‌চি।
- ৮৬ । মলত্যাগের পরই বোধ হয় যে আরও অধিক মল নিগতি হইবে—নাক্স-ভ।

- ৮৭ । যকৃৎ স্থানে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ—বোলিটাস ।
- ৮৮ । নাভির চতুর্দিকে বেদনা—*লেপ্টা, এলো ।
- ৮৯ । যকৃৎ স্থানে চাপ দিলে বেদনা—ক্রোটন-টি ।
- ৯০ । সরলান্ত্রে জ্বালা বোধ—*আস', *টেরিবিহু, এমোনি-মি, শ্রাবাড়ি ।
- ৯১ । „ গরম-বোধ—এপিস্ ।
- ৯২ । „ অত্যন্ত কৰ্ভনবৎ বহুক্ষণস্থায়ী বেদনা—*নাইটি-এসি ।
- ৯৩ । সরলান্ত্রে বহির্গত হইয়া পড়া—*মার্ক-ভা ; (২) এন্টি-ক্লুড', সিকুটা, ক্রোটন-টি, ইয়ে, আইরিস্-ভা । (৩৯ দেখ) ।
- ৯৪ । পাকস্থলীতে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ—বোলিটাস ।
- ৯৫ । „ চাপবোধ—ক্রোটন-টি ।
- ৯৬ । কোঁথ'পাড়া—(১) **মার্ক-কর, **মার্ক-ভা ; (২) *বেল, *ক্যাপ্সি, *ক্যাস্, *কল্টি, *ইয়ে, *কেলি-বাই, *ম্যাগ্নে-কা, *হ্রিয়াম্, *সালফা, *থুসি ; (৩) এমোনি-মি, ব্যাপ্টি, বোলিটা, বোভি, ইপিকা, ল্যাকে, ফস, প্লাস্, হ্রাস্, টার্টার-এমি ।
- ৯৭ । তৃষ্ণা—* ক্যাপ্সি, ডল্কা ।
- ৯৮ । বাহ্যিক অতৃপ্তিকর বেগ—(১) *ইথু, *মার্ক-কর, মার্ক-ভা, নাক্স-ভা ; (২) ব্যারা-কার্ব, সিকুটা, ক্রোটন-টি, ডিজি, ল্যাকে, লাইকো, পিট্রো, হ্রিয়াম্ ।
- ৯৯ । মুখ দিয়া জল উঠা—*কষ্ট ।
- ১০০ । দুর্বলতা ও অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থা—(১) *ভিরাট্, *থুসি ; (২) আস', বোভি, ক্যাল-কার্ব, *কোনা, কার্ব-ভা, ইপিকা, মেজি, থাট্রা-মি, পিট্রো, সিপি, থুজা ।

যে যে অব্যাবহার পেষ্টের অস্থখ ও তৎসঙ্গীয় উপসর্গের

বৃদ্ধি ও উপশম হয় ।

(ক) রুদ্ধি ।

- ১। অন্ন বস্তু আহারে—(১) * এন্টি-ক্রুড্, * ফস-এসি, * সাল্ফ ; (২) এলো, এপিস, আস, ব্রোমি, কল্‌চি, ল্যাকে ।
- ২। তরুণ রোগাক্রমণের পর—* কার্ব-ভ, * চায়না, * সোরি ।
- ৩। বেলা দ্বিপ্রহরের পর—(১) চায়না ; (২) এলো, বেল, বোরাক্স, ক্যাল-কার্ব, ডাল্‌কা, লরোসি, লেপ্টা; টেরিবিষ্ট; জিঙ্ক ।
- ৪। „ ৪টা হইতে ৬টা—কার্ব-ভ ।
- ৫। „ „ „ ৮টা—হেলে, * নাইকো ।
- ৬। „ ৫টা „ ৬টা—ডিজ ।
- ৭। রুদ্ধ বয়সে—(১) ওপি ; (২) এন্টি-ক্রুড্ ।
- ৮। বায়ু প্রবাহের মধ্যে থাকিলে—(১) ** ক্যাপ্সি ; (২) একোন ; (৩) নাক্স-ভ ।
- ৯। একদিন পর একদিন রুদ্ধি—এলুমি, চায়না, ফ্লুওর-এসি, নাইট্র-এসি ।
- ১০। ক্রোধের পর—একোন, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ভ, কলোসি ।
- ১১। 'শরৎকালে—(১) * কল্‌চি ; (২) ব্যাপ্‌টি, ইপিকা ।
- ১২। স্নানের পর—ক্যাল-কার্ব, সার্সা ।
- ১৩। শীতল জলে স্নানের পর—এন্টি-ক্রুড্ ।
- ১৪। প্রাতঃকালে আহারের পর—* খুজা, আর্জেন্টা-নাই, বোরাক্স ।
- ১৫। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর—আস ।
- ১৬। বাঁধা কপি আহারের পর—ব্রাই, পিট্রো ।
- ১৭। সর্দি লাগার পর—* সেস্থ ।
- ১৮। মনস্তাপের পর—এলো, ব্রাই, ক্যামো, ষ্ট্যাকি ।

১৯। সূতিকাগৃহে—(১) ফস, * সোরি, সিকে, * ষ্ট্র্যামো ;
(২) ক্যামো, হিয়াম্, থুশি।

২০। শৈশবাবস্থায়—*ক্যাল্কে-ফস্, * ক্যামো, ইপিকা, নাক্স-ম,
হিয়াম্, সিপি, সাইলি, সাল্ফ-এসি।

২১। স্তূলকায় শিশু—**ক্যাল্-কার্ব।

২২। শিশুদের ব্রন্সারক্স জোড়া না লাগিলে—(১)
* ক্যাল্-কার্ব, * ক্যাল্কে-ফস্, সাইলি, সাল্ফা ; (২) * এপিস্, মার্ক-ভ ;
(৩) ইপিকা।

২৩। মহামারী ও ওলাউঠার সময়—কুপা, ক্যাম্ফ।

২৪। ওলাউঠার আক্রমণের পর—সিকে।

২৫। কাকি আহ্বারের পর—ক্যাছা, * সাইক্লা, * সিষ্টা, ব্লুওর-
এসি, ইগে, অকজ্যালি-এসি, থুজা।

২৬। শীতল পানীয় সেবনে—* আস্, পাল্‌স, এন্টিকুড,
ব্রাই, নাক্স-ম, হ্রাস, সাল্ফ-এসি।

২৭। শীত বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু—* একোন্, এলো, আস্,
বারাইটা-কা, * বেল, * ব্রাই, ক্যাম্ফ, * কষ্ট, ক্যামো, চায়না, কফি,
* ডাল্‌কা, ইলাটে, গ্র্যাফা, ইপিকা; থাট্রা-কার্ব, নাক্স-ম, নাক্স ভ, সাল্ফা, জিঙ্ক।

২৮। খাদ্য দ্রব্য আহ্বারের পর—এন্টিকুড, লরোসি, লাইকো।

২৯। কোষ্ঠবদ্ধের পর—এলুমি।

৩০। আর্দ্রগৃহে বাস জন্য—থ্যাট্রাম সাল্ফ, টেরিবিহ।

৩১। দিবাভাগে বৃদ্ধি—(১) * পিট্রো ; (২) এমোনি-মি,
ব্যাপ্ট, ক্যাছা, সিনা, ককিউ, গামি-গা, হিপা, কেলি-নাই, মাগ্নে-কা, থ্যাট্রা-মি,
থ্যাট্রা-সাল্ফ, সিনা।

৩২। শিশুদের দন্তোদগম সময়ে—(১) * ক্যাল-কার্ব,
* ক্যাল্-ফস্, হিয়াম্, পডো, ক্যামো, * কলোসি, সাল্ফ-এসি, * ক্রিয়েজো,
ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-ভ, জিঙ্ক, নাক্স-ম, * মোরি, * সিপি, * সাইলি, ম্যাগ্নে-

কা, সাল্ফা, ইথু, এপিস; আর্জেন্টা-না, মার্সা, বেঞ্জো-এসি, বোরা, চায়না, হেলে, জেল্‌স, ইয়ে, ইপিকা।

৩৩। মধ্যাহ্ন আহারের পর—এলুমি, এমোনি-মি, নাক্স-ভ, নাইট্রি-এসি।

৩৪। পানীয় সেবনের পর—(১) * আর্জেন্টা-নাই; (২) আর্স, *ক্রোটন টি, *থুশি; (৩) ক্যাপ্সি, কলোসি, সিকে।

৩৫। ভোজনের পর—(১) **ক্রোটন-টি; (২) আর্স।

৩৬। ইরাপশানু অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাত বসিয়া যাওয়ার পর—(১) **সাল্ফা; (২) * লাইকো, হিপা, মেজি।

৩৭। সন্ধ্যায় সময় বৃদ্ধি—(১) * বোভি; (২) এলো, ক্যায়া, কটি, কল্‌চি, ল্যাঙ্কে, জেল্‌স, মিউর্-এসি, পিক্রি-এসি, টেরিবিহু।

৩৮। বসন্তাদি রোগ বসিয়া যাওয়ার পর—* ব্রাই, পাল্‌স, চায়না।

৩৯। বসন্ত, হাম ইত্যাদি পীড়ার সময় বৃদ্ধি—আর্স, চায়না, সিনা, টাটার-এমি।

৪০। টাইফয়েড জ্বরের সময় বৃদ্ধি—(১) * আর্স, *ক্যাপ্‌টি * হাইয়স, ল্যাঙ্কে, মিউর্-এসি, * নিউকার,, * ওপি, * হ্রাস, ট্র্যামো। (২) এলুমি, বেল, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, টেরিবিহু, ভিরাট।

৪১। হেকটিক বা পূয়জ্বরে—এসারাম।

৪১। ভয়প্রাপ্ত হওয়ার পর—(১) ** জেল্‌স; (২) * ওপি, (৩) ইয়ে।

৪৩। ফলাদি আহারের পর—(১) *চায়না, *সিষ্টা, *কলোসি, পাল্‌স; (২) আর্স, ক্যাল-ফস, একোন, ক্রোটন-টি, ল্যাঙ্কে, বোরা, ম্যাগ্নে-কা, থুশি, মিউর্-এসি, হুডো।

৪৪। ফল ও দুগ্ধ একত্র পানের পর—পডো।

৪৫। আহারীয় দ্রব্য পরিবর্তনের পর—নাক্স-ভ।

৪৬। পচা দ্রব্য আহারের পর—আর্স, কার্ব-ভ।

২২ । প্রস্রাবের উদ্বেগ—হ্রিয়াম্ ।

২৩ । বম্বম—আস', ইপিকা ।

—০০—

(খ) মলত্যাগকালীন আনুষঙ্গিক লক্ষণ ।

২৪ । পৃষ্ঠে বেদনা—**ইঙ্কিউ, এমোনি-মি, *নাস-ভ, পাল্‌স ।

২৫ । মূত্রস্থলীতে প্রস্রাবের বেগ—(১) ** মার্ক-কর; (২)

* ক্যাস্‌হা, * লিলিয়াম্-ট, *গ্যাকি ।

২৬ । অন্ত্রসমূহে খেতলে যাওয়ার ত্রায় বেদনা—
* এপিস ।

২৭ । নাভির চতুর্দিকে বেদনা—ফ্লুওর-এসি, কেলি-ব্রাই ।

২৮ । সরলান্নে জ্বালা—(১) * আস'; (২) এলো, এলাম্, এমোনি-মি, বোরাক্স, ক্যাপ্সি, ডায়েস্কো, কোনা, গ্র্যাকা, সাল্‌ফ-এসি ।

২৯ । রেষ্ঠাম্ অর্থাৎ সরলান্ন বহির্গতি হইয়া পড়ে (হালিস বাহির হওয়া)—* (১) *ইথ্রে; (২) এন্টি-ক্রুড, ক্যাস্‌হা, ক্রোটন-ট, ডাল্‌কা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, মেজি । (২৩ ও ৮৮ দেখ) ।

৩০ । সেক্রামে জ্বালা—ক্যাপ্সি ।

৩১ । ,, বেদনা—*ইঙ্কিউ; (২) পডো ।

৩২ । কোঁথপাড়া থাকিলে—(১) ** মার্ক-কর, ** মার্ক-ভ; (২) এলো, * আস', * বেল্‌, * কলচি, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, * নাস-ভ, * হ্যাস, * ট্যাবেকা, * থুবি; (৩) একোন, ইঙ্কিউ, এলুমি, এমোনি-মি, আর্জেন্টা-নাই, ক্যাপ্ট, এসপুপি ক্যাপ্সি, কলোগি, কোনা, ডায়েস্কো, গ্র্যাকা, হাইড্রোফো, কেলি-নাই, ল্যাকে, লরোসি, লিলি-ট, থাট্রা-কার্ব, থাট্রা-সাল্‌ফ, ওপি, পিট্রো, পডো, প্লাষা, সাল্‌কা, টাট্রা-এমি, জিঙ্ক ।

৩৩ । মূত্রস্থলীতে অতি মূত্রবেগ থাকিলে—লিলিয়াম্-ট, *গ্যাকি ।

৩৪ । বেদনা উরু পর্যন্ত প্রসারিত হইলে—**হাস ।

৩৫ । ইউরিথ। অর্থাৎ প্রস্রাবের দ্বারে জ্বালা থাকিলে-

৩৬ । বাহির বেগ—(১) * ক্যান্সা, * গামি-গা, * কেলি-বাই, *মার্ক-কর, *মার্ক-ভ ; (২) এলো, এপিস, আর্জেন্টা-নাই, আর্নি, বেঞ্জো-এসি, সাইক্ল্যা, ম্যাথ্রো-কা, নান্স-ন, অক্স্যালি-এসি, হ্রাস, থুশি ।

৩৭ । প্রস্রাবের বেগ—* এলুমি, এলো, সিট্রা ।

৩৮ । অসাড়ে মূত্রত্যাগ—*এলুমি, কেলি-ব্রোমি ।

৩৯ । বমন—(১) ইপিকা ; (২) *ভিরাট্ ; (৩) আস', ব্রাই, ডাল্কা, মার্ক-ভ ।

৪০ । শীতে কম্প—পাল্‌স, ভিরাট্ ।

৪১ । শীতবোধ—(১) আস', * মার্ক-ভ ; (২) কল্‌চি, কোপেবা, ইপিকা, লাইকো, ডিয়াম, সিকে, সাল্‌ফা, থুশি ।

৪২ । শীত উত্তাপসহ—মার্ক-ভ ।

৪৩ । নিদ্রাবেশ- ব্রাই ।

৪৪ । উদগার—ক্যানো, ডাল্কা, মার্ক-ভা, ষ্ট্যানা ।

৪৫ । অবসন্নতা—সিকে, *ভিরাট্ ।

৪৬ । "বাতকশ্ম"—**আর্জেন্টা-নাইট্রা, *এগার, এলো, *গামি-গা, *গ্যাট্রা-সাল্‌ফ, একোন, এসাফি, লরোমি, পডো, সার্সাপ্যাডি, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক ।

৪৭ । দুর্গন্ধময় বাতকশ্ম—(১) * ক্যাল্‌কে-কস, * কস-এসি ; (২) ইঙ্কিউ, ব্রাই, কার্ব ভ, ক্যাষ্টারি, ভায়েকো, আইরিস্-ভা ।

৪৮ । অত্যন্ত শব্দশালী বাতকশ্ম—*আর্জেন্টা-নাই, থুজা ।

৪৯ । সমস্ত উষ্ণ—অক্স্যালি-এসিড্ ।

৫০ । মস্তকের সম্মুখভাগে শীতল ঘর্ম্ম—*ভিরাট্ ।

৫১ । ঐ স্থানে উষ্ণ ঘর্ম্ম—*মার্ক-ভ ।

৫২ । শৃঙ্খার বা বগনেচ্ছা—(১) *ইপিকা, *ভিরাট্ ; (২) এগার, আর্জেন্টা-নাই, আস', বেল্, ক্যানো, চেলিডো, কলোসি, ক্রোটন-ট, গ্র্যাটি, হেল্, মার্ক-ভা, নাইট্র-এসি, ওপাফিয়া, সাইলি, সাল্‌ফা, টার্টার-এমি ।

৫৩। ঘর্ম্ম—একোন, বেল, ক্যামো, ক্রোটন্-টি, ডাল্কা, মার্ক-ভা, ঝ্যামো, থুশি।

৫৪। ঘর্ম্মশীতল—*ভিবাট, মার্ক-ভা, সালফ।

৫৫। শাখা সমস্তে শীতল ঘর্ম্ম—*গামি-গা।

৫৬। উষঃ ঘর্ম্ম—সালফ।

৫৭। চীৎকার কঁরা—*মার্ক-ভা, কলচি, হিয়াম্।

৫৮। কামেচ্ছা, উদ্দাপ্ত—খাট্রা-কার্ব, খাট্রা-সাল্ফ।

৫৯। পাকস্থলীতে জ্বালা—হিপোমেনি।

৬০। স্বাদ নাকারজনক—ক্রোটন্-টি।

৬১। দুর্বলতা—ইঙ্কউ, প্যাটে।

(গ) মলত্যাগের পর আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

৬২। আনন্দ পূর্ণ—বোরাক্স, খাট্রা-সাল্ফ।

৬৩। শীত বোধ—ক্যাফা, গ্র্যাটি, মের্জ।

৬৪। নিদ্রালুতা—(১) ইথু, ব্রাই, কলচি, *নাক্স-ম ; (২) কল্চি, সিকে, সিপি, টেবিরবি, ভিবাট ; (৩) ইথু, এলো, *আস, চায়না, বিস্মাথ, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্রাফা, লিলিয়াম্-টি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পিক্রি-এসি, পডো।

৬৫। মূচ্ছা—(১) *এলো, *কোনা, *সাসা ; (২) ফস্, ভিবাট ; (৩) ক্রোটন্-টি, লেপ্টা, মার্ক ভা, টেবিরবিহ্।

৬৬। অবসন্ন অবস্থা—*কলুচি, ইথু, এলো, আস, বিস্মাথ, চায়না, *কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্রাফা, লিলি-টি, নাইট্রি-এসি, ফস, পিক্রি-এসি, পডো, সিকেলি, *সিপি, *টেবিরবি, *ভিবাট।

৬৭। অর্শ হইতে রক্তস্রাব—*এলো, *ব্রোমিন্।

৬৮ । অর্শ হইতে কাল রক্তস্রাব—ল্যাকে, *মিউর-এসি।

৬৯ । অত্যন্ত ক্ষুধা—*পিটো, লেপ্টা।

৭০ । থিট্‌থিটে স্বভাব—নাইট্র-এসি।

৭১ । জানুতে দুর্বল বোধ—থ্রি।

৭২ । ন্যাকার—(১) *কষ্ট; (২) একোন, ক্রোটন-টি, কেলি-বাই, অকজ্যালি-এসি, জিজি।

৭৩ । ন্যাকার ও তৎসঙ্গে শুষ্ক উর্কি—কেলি-বাই।

৭৪ । হৃৎকম্পন—আর্স, কোনা।

৭৫ । ঘর্ম্ম—একোন, আর্স।

৭৬ । ,, কপালে—ক্রোটন-টি।

৭৭ । ,, শীতল—এলো।

৭৮ । ,, ,, মুখমণ্ডলে—সাল্‌ফা।

৭৯ । ,, ,, পদে—সাল্‌ফা।

৮০ । ,, ,, কপালে—**ভিরাট্‌, মার্ক-ভা।

৮১ । ,, উষ্ণ—*মার্ক-ভা।

৮২ । পেটের বেদনা, কোঁথপাড়া এবং বাহ্যিক বেগ উপশম বোধ হয়—(১) *কলোসি, নাক্স-ভ, **গামি-গা, *হ্রাস; (২) একোন, ইফিউ, এলো, এলুসি, আর্স, এসাকি, ক্যালকে-ফস্‌, ক্যাছা, ক্যামো, কল্‌চি, হেলে, গ্লাট্টা-সাল্‌ফ, টার্টার-এমি। এই অধিকারে গামি-গাটি, সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

৮৩ । শীতাত্তের ন্যায় শরীর কম্পন—*ক্যাছা।

৮৪ । ,, ,, ,, জলপানের পর—ক্যাপ্সি।

৮৫ । কোঁথপাড়া ক্রান্ত হওয়া মাত্র নিদ্রা—**সাল্‌ফা, কল্‌চি।

৮৬ । মলত্যাগের পরই বোধ হয় যে আরও অধিক মল নির্গত হইবে—নাক্স-ভ।

- ৮৭ । যকৃৎ স্থানে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ—বোলিটাস ।
- ৮৮ । নাভির চতুর্দিকে বেদনা—*লেপ্টা, এলো ।
- ৮৯ । যকৃৎ স্থানে চাপ দিলে বেদনা—ক্রোটন-ট ।
- ৯০ । সরলান্ত্রে জ্বালা বোধ—*আর্স, *টেরিবিস্ত, এমোনি-মি, শ্রাবাডি ।
- ৯১ । ,, গরম বোধ—এপিস্ ।
- ৯২ । ,, অত্যন্ত কঠিনবৎ বহুক্ষণস্থায়ী বেদনা—*নাইটি-এসি ।
- ৯৩ । সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়া—*মার্ক-ভা ; (১২) এন্টি-ক্রুড, সিকুটা, ক্রোটন-ট, ইয়ে, আইরিস্-ভা । (৩৯ দেখ) ।
- ৯৪ । পাকস্থলীতে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ—বোলিটাস ।
- ৯৫ । ,, চাপবোধ—ক্রোটন-ট ।
- ৯৬ । কোঁথুপাড়া—(১) **মার্ক-কর, **মার্ক-ভা ; (২) *বেল, *ক্যাপ্সি, *ক্যাস্কা, *কল্টি, *ইয়ে, *কেলি-বাই, *ম্যাগ্নে-কা, *হ্রিয়াম্, *সালফা, *থুস্টি ; (৩) এমোনি-মি, ব্যাপ্টি, বোলিটা, বোভি, ইপিকা, ল্যাকে, ফস, প্লাস্কা, হ্রাস্, টার্টার-এমি ।
- ৯৭ । তৃষ্ণা—*ক্যাপ্সি, ডাল্কা ।
- ৯৮ । বাহ্যিক অতৃপ্তিকর বেগ—(১) *ইথু, *মার্ক-কর, মার্ক-ভা, নাক্স-ভা ; (২) ব্যারা-কার্ব, সিকুটা, ক্রোটন-ট, ডিজি, ল্যাকে, লাইকো, পিটো, হ্রিয়াম্ ।
- ৯৯ । মুখ দিয়া জল উঠা—*কষ্ট ।
- ১০০ । দুর্বলতা ও অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থা—(১) *ভিরাট্, *থুস্টি ; (২) আর্স, বোভি, ক্যাল্ কার্ব, *কোনা, কার্ব-ভ, ইপিকা, মেজি, থাট্রা-মি, পিটো, সিপি, থুজা ।

যে যে অব্যাবহায় পেটের অহৃৎ ও তৎসঙ্গীয় উপসর্গের

বৃদ্ধি ও উপশম হয় ।

(ক) বৃদ্ধি ।

- ১ । অন্ন বস্তু আহারে—(১) * এন্টি-ক্রুড্, * ফস-এসি, * সাল্ফ ; (২) এলো, এপিস, আস্, ব্রোমি, কল্‌চি, ল্যাক্ ।
- ২ । তরুণ রোগাক্রমণের পর—* কার্ব-ভ, * চায়না, * সোরি ।
- ৩ । বেলা দ্বিপ্রহরের পর—(১) চায়না ; (২) এলো, বেল্, বোরাক্স, ক্যাল-কার্ব, ডাল্‌কা, লরোসি, লেপ্টা; টেরিবিষ্ট, জিঙ্ক ।
- ৪ । „ ৪টা হইতে ৬টা—কার্ব-ভ ।
- ৫ । „ „ „ ৮টা—হেলে, * লাইকো ।
- ৬ । „ ৫টা „ ৬টা—ডিজি ।
- ৭ । বৃদ্ধ বয়সে—(১) ওপি ; (২) এন্টি-ক্রুড্ ।
- ৮ । বায়ু প্রবাহের মধ্যে থাকিলে—(১) ** ক্যাপ্সি ; (২) একোন ; (৩) নাক্স-ভ ।
- ৯ । একদিন পর একদিন বৃদ্ধি—এলুমি, চায়না, ফ্লুওর্-এসি, নাইট্র-এসি ।
- ১০ । ক্রোধের পর—একোন, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ভ, কলোসি ।
- ১১ । শরৎকালে—(১) * কল্‌চি ; (২) ব্যাপ্‌টি, ইপিকা ।
- ১২ । স্নানের পর—ক্যাল-কার্ব, সার্সা ।
- ১৩ । শীতল জলে স্নানের পর—এন্টি-ক্রুড্ ।
- ১৪ । প্রাতঃকালে আহারের পর—* থুজা, আর্জেন্টা-নাই, বোরাক্স ।
- ১৫ । অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর—আস্ ।
- ১৬ । বাঁধা কপি আহারের পর—ব্রাই, পিট্রো ।
- ১৭ । সর্দি লাগার পর—* সেশু ।
- ১৮ । মর্নস্তাপের পর—এলো, ব্রাই, ক্যামো, ষ্ট্যাফি ।

১৯। সূতিকাগৃহে—(১) ফস, * সোরি, সিকে, * ঠ্র্যামো ;
(২) ক্যামো, হ্রিয়াম্, থুশি।

২০। শৈশবাবস্থায়—*ক্যাল্কে-ফস্, * ক্যামো, ইপিকা, নাক্স-ম,
হ্রিয়াম্, সিপি, সাইলি, সাল্ফ-এসি।

২১। স্কুলকায় শিশু—**ক্যাল্-কার্ব।

২২। শিশুদের, ব্রহ্মরত্ন জোড়া না লাগিলে—(১)
* ক্যাল্-কার্ব, * ক্যাল্কে-ফস্, সাইলি, সাল্ফা ; (২) * এপিস্, মার্ক-ভ ;
(৩) ইপিকা।

২৩। মহামারী ও ওলাউচার সময়—কুপ্রা, ক্যাম্ফ।

২৪। ওলাউচার আক্রমণের পর—সিকে।

২৫। কাকি আহারের পর—ক্যাছা, * সাইক্সা, * সিষ্টা, ফ্লুওর-
এসি, ইথ্রে, অকজ্যালি-এসি, থুজা।

২৬। শীতল পানীয় সেবনে—* আর্স, পালস, এন্টিক্লড,
ব্রাই, নাক্স-ম, হ্রাস, সাল্ফ-এসি।

২৭। শীত বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু—* একোন্, এলো, আর্স,
ব্যারাইটা-কা, * বেল, * ব্রাই, ক্যাম্ফ, * কটি, ক্যামো, চায়না, কফি,
* ডাল্কা, ইলাটে, গ্র্যাফা, ইপিকা, অ্যাট্রা-কার্ব, নাক্স-ম, নাক্স ভ, সাল্ফা, জিঙ্ক।

২৮। খাদ্যদ্রব্য আহারের পর—এন্টিক্লড, লরোসি, লাইকো।

২৯। কোষ্ঠবদ্ধের পর—এলুমি।

৩০। আর্দ্রগৃহে বাস জন্য—অ্যাট্রাম সাল ফ, টেরিবিহ।

৩১। দিবাভাগে বুদ্ধি—(১) * পিট্রো ; (২) এমোনি-মি,
খ্যাপ্টি, ক্যাছা, সিনা, ককিউ, গামি-গা, হিপা, কেলি-নাই, ম্যাগ্নে-কা, অ্যাট্রা-মি,
অ্যাট্রা-সাল্ফ, সিল।

৩২। শিশুদের দন্তোদগম সময়ে—(১) * ক্যাল-কার্ব,
* ক্যাল্-ফস্, * হ্রিয়াম্, পডো, ক্যামো, * কলোসি, সাল্ফ-এসি, * ক্রিয়েজো,
ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-ভ, জিঙ্ক, নাক্স-ম, * স্লোরি, * সিপি, * সাইলি, ম্যাগ্নে-

কা, সাল্‌ফা, ইথু, এপিস; আর্জেন্টা-না, মাসার্স, বেঞ্জো-এসি, বোরা, চায়না, হেলো, জেল্‌স, ইথো, ইপিকা ।

৩৩। মধ্যাহ্ন-আহারের পর—এলুমি, এমোনি-মি, নাক্স-ভ, নাইট্রি-এসি ।

৩৪। পানীয় সেবনের পর—(১) * আর্জেন্টা-নাই ; (২) আর্স, *ক্রোটন টি, *থুসি ; (৩) ক্যাপ্সি, কলোসি, সিকে ।

৩৫। ভোজনের পর—(১) **ক্রোটন-টি ; (২) আর্স ।

৩৬। ইরাপশানু অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাদক বসিয়া যাওয়ার পর—(১) **সাল্‌ফা ; (২) * লাইকো, হিপা, মেজি ।

৩৭। সন্ধ্যায় সময় বৃদ্ধি—(১) * বোভি ; (২) এলো, ক্যাশা, কটি, কল্‌চি, ল্যাকে, জেল্‌স, মিউর্-এসি, পিক্রি-এসি, টেরিবিষ্ট ।

৩৮। বসন্তাদি রোগ বসিয়া যাওয়ার পর—* ব্রাই, পাল্‌স, চায়না ।

৩৯। বসন্ত, হাম ইত্যাদি পীড়ার সময় বৃদ্ধি—আর্স চায়না, সিনা, টার্টার-এমি ।

৪০। টাইফয়েড জ্বরের সময় বৃদ্ধি—(১) * আর্স, *ব্যাপ্‌টি * হাইয়স, ল্যাকে, মিউর্-এসি, * নিউফার,, * ওপি, * হ্রাস, ট্র্যামো । (২) এলুমি, বেল, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, টেরিবিষ্ট, ভিরাট ।

৪১। হেক্‌টিক বা পূয়জ্বরে—এসারাম ।

৪১। ভ্রমপ্রাপ্ত হওয়ার পর—(১) ** জেল্‌স ; (২) * ওপি, (৩) ইথো ।

৪৩। ফলাদি আহারের পর—(১) *চায়না, *সিষ্টা, *কলোসি, পাল্‌স ; (২) আর্স, ক্যাল-ফস, একোন, ক্রোটন-টি, ল্যাকে, বোরা, ম্যাগ্নে-কা, থুসি, মিউর্-এসি, হুডো ।

৪৪। ফল ও দুগ্ধ একত্র পানের পর—পডো ।

৪৫। আহারীয় দ্রব্য পরিবর্তনের পর—নাক্স-ভ ।

৪৬। পচা দ্রব্য আহারের পর—আর্স, কার্ব-ভ ।

৪৭। শোকার্ত হওয়ার পর—* কলোসি, জেন্স, * ইয়ে, ফস্-এসি।

৪৮। সূর্য বা অমু্যুতাপে কাৰ্ণ-ভ।

৪৯। বরফের কুল্পি খাওয়ার পর—(১) * আস', * কাৰ্ণ-ভ, * পাল্‌স, ডাল্‌কা।

৫০। হঠাৎ আনন্দের পর—* কফি, ওপি।

৫১। মাংস আহারের পর—* পাল্‌স, কষ্ট, ফেরা, সিপি, লেপ্টা, ক্যাল্‌কা।

৫২। রজস্বলা হওয়ার পর—গ্র্যাফা।

৫৩। ,, ,, পূর্বে—* বোভি, সাইলি, ভিরাট্‌।

৫৪। ,, উপস্থিত সময়ে—(১) * বোভি; (২) এমোনি-মি, ভিরাট্‌।

৫৫। পারদ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহারের পর—(১) * হিপা; (২) নাইট্‌-এসি, সাস', ষ্টাফি।

৫৬। দুগ্ধপানের পর—(১) * ক্যাল্‌কাৰ্ণ, * ছাট্‌টা-কাৰ্ণ, * নিকো, * সাল্‌ফ; (২) ইথু, আস', ব্রাই, কোনা, কেলি, লাইকো, নাক্স-ম * সিপি।

৫৭। প্রাতঃকালে বুদ্ধি—(১) * বোভি, * ব্রাই, * কেলি-বাই, লাইকো, * ছাট্‌টা-সাল্‌ফ, * ফস্ * পডো, * রুমেক্স, * সাল্‌ফা; (২) এলুমি, ইথু, এগার, কেলি-কা, সোরি, এন্টি-কুড্‌, আর্জেন্টা-না, এপিস্, আইয়ড্‌ ক্যাক্টা, আইরিস্-ভা, লিলিয়াম্-ট, মিউর-এসি, কোপেবা, সিষ্টা, নাইট্‌-এসি, নাক্স-ম, কেলি-না, ডায়েক্সো, নাক্স-ভ, থুবি, থুজা, অক্জ্যালি-এসি, ফস্-এসি, জিঙ্ক্‌।

৫৮। গাত্রোথানের পূর্বে বুদ্ধি—এলো, বোরা, চায়না, সিকু, নিউকান্‌, সোরি, * রুমেক্স, ** সাল্‌ফা।

৫৯। গাত্রোথানের পর বুদ্ধি—ইথু, এগার, ছাট্‌টা-সাল্‌ফ, সোরি।

৬০। গাত্রোথানের পর কিছুকাল চলিয়া বেড়াইলে বুদ্ধি—** ব্রাই, লেপ্টা, ** ছাট্‌টা-সাল্‌ফ।

৬১। চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি—এলো, এপিস, * বোরা, আর্গি, বেল, ** ব্রাই, কল্‌চি, কলোসিস, ক্রোটন-ট, ইপিকা, মার্ক-কর, জাট্রা-মি-অক্জ্যালি-এসি, হ্রিয়াম, ট্যাবেকা, ভিরাট্।

৬২। অশুভ সংবাদ শ্রবণে বৃদ্ধি—জেলস্।

৬৩। রাত্রিতে বৃদ্ধি—(১) * আস, চায়না, * নাক্স-ম, পডো, সোরি, * পাল্‌স, * সাল্‌ফা; (২) একোন, কল্‌চি, এলো, এন্ট-ক্লড্, আর্জেন্টা-না, বোতি, ব্রাই, ক্যাফা, চেলিডো, কল্‌চি, হাইয়স, ইগ্নে, ক্যাপ্সি, গ্র্যাফা, আইরিস্-ভা, জ্যানাপা, কেলি-কা, ডার্ক্‌কা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, মার্ক-ভা, ট্যাবেকা, হাস, ভিরাট্।

৬৪। দুই প্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি—আর্জেন্টা-না, আস, সিকুটা, আইরিস্-ভা, কেলি-কা, লাইকো, * সাল্‌ফা।

৬৫। রাত্রিজাগরণ হেতু বৃদ্ধি—নাক্স-ভ।

৬৬। নিদ্রিষ্ট সাময়িক বৃদ্ধি (ঠিক নিদ্রিষ্ট একই ঘণ্টায়)
জ্বাভি, খজা।

৬৭। প্রত্যেক বার নিদ্রিষ্ট সময়ের একঘণ্টা করিয়া
গৌণে বৃদ্ধি—স্কুওর-এসি।

৬৮। বৎসরের ঠিক একই সময়ে—কেলি-বাই।

৬৯। প্রতি চতুর্থ দিবসে—জ্বাভি।

৭০। ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে—একোন।

৭১। নিউমোনিয়া পীড়ার সময়—টাটার-এ।

৭২। গোল আলু আহারের পর—এলুমি, সিপি।

৭৩। গর্ভাবস্থায়—এন্ট-ক্লড্, লাইকো, পিট্রো, ফস, সিপি, সাল্‌ফা।

৭৪। কুইনাইনের অণুব্যবহারের পর বৃদ্ধি—ফেরা; হিপি।

৭৫। বাতের পীড়ার সময়—হ্রিয়াম্।

৭৬। স্ক ফিউলা ধাতুবির্শিষ্ট ব্যক্তির—(১) * ক্যাল্-কার্ব, ক্যাল্-ফস্; (২) এসাফি, ব্যারা-কার্ব, কষ্ট, মার্ক-ভ, সেম্, সাইলি, সাল্‌ফা।

৭৭ । নিদ্রার পর—(১) ** ল্যাকে ; (২) বেল, ব্রাই, পিক্রি-এসি, জিঙ্ক ।

৭৮ । নিদ্রার সময়—*সাল্ফার ।

৭৯ । ডিম্ব, মৎস্য এবং মাংসাদির গন্ধে—*কল্টি ।

৮০ । অতিরিক্ত মত্তপান হেতু—(১) *নাক্স-ভ ; (২) আস, টাটার্-এমি, * জিঙ্ক ।

৮১ । বসন্ত কাল্লে—* ল্যাকে, সার্সা ।

৮২ । গ্রীষ্মকাল্লে—(১) * ব্রাই, পডো, ; (২) একোন, এলো, এন্টিকুড, আইরিস্-ভা, ম্যাগ্নে-কা, ভিরাট্ ; (৩) ইথ, কেলি-বাই ।

৮৩ । প্রথর সূর্যোত্তাপে—ক্যাফ, এগার ।

৮৪ । মিষ্ট দ্রব্য খাইলে—(১) * আর্জেন্টা-নাই ; (২) মার্ক-ভা ; (৩) ক্যাল্-কার্ব, ক্রোটন-টি, থুসি ।

৮৫ । তাত্রকূট বা তামাক পানে—ক্যাগো, ইথের, পাল্‌স ।

৮৬ । গোল আলু খাইলে—* এলাম ।

৮৭ । ভ্যাকসিনেশন বা গো-বীজে টীকা দেওয়ার পর—সাইলি, * থুজা ।

৮৮ । গরম খাদ্য আহ্বারের পর—*ফস্ ।

৮৯ । গরম গৃহে বাস হেতু—(১) ** পাল্‌স ; (২) আইয়ড্ ; (৩) এপিস্ ।

৯০ । স্তন্যপান পরিত্যাগের পর—আর্জেন্টা-নাই ।

(খ) উপশম ।

১ । খোলা বাতাসে উপশম বোধ—* পাল্‌স, আইয়ড্ ডায়েক্সো ।

২ । শরীর গুটাইয়া থাকিলে—(১) * কলোসি ; (২) এলো, বেল্ ব্রাই, ক্যাক্টা, চায়না, আইরিস্-ভা, পিটো, পডো, হিয়াম, হ্রাস্, সাল্ফা ।

৩ । কান্ধি খাইলে—* কলোসি, ফস্ ।

৪ । ঠাণ্ডা প্রয়োগে—পাল্‌স, সাইক্সা, লাইকো ।

৫ । শীতল স্থানে থাকিলে—** পাল্‌স ।

৬ । শীতল পানীয় সেবনে—** ফস ।

৭ । উষ্ণ " সেবনে—চেলিডো ।

৮ । খাওয়ার পর—(১) * ব্রোমি, * চেলিডো, * হিপা, * লিথি-কার্ব, * লাইকো, * পিটো, * প্রুজা ; (২) আর্জেন্টা-নাই, গ্র্যাটি, জ্যাবোরেণ্ডা, আইয়ড, প্ল্যাণ্টেগো, সেসু ।

৯ । উদগারের পর—(১) * আর্জেন্টা-নাই, ; (২) গ্র্যাটি, হিপা, লাইকো ।

১০ । বাতকর্ম্ম হইলে—এলো, আর্গি, ক্যাল্‌কে-ফস্ গ্র্যাটি, হিপা, কেলি-নাই ।

১১ । ঠাণ্ডা দ্রব্য আহারে উপশম—** ফস ।

১২ । শয়ন কবিতা থাকিলে—মার্ক-ড, স্তাবাড ।

১৩ । পেটের উপর চাপ দিয়া শুইয়া থাকিলে—(১)

* কলোসিস ; (২) হ্রাস ।

১৪ । দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে—ফস ।

১৫ । গরম দুগ্ধ পানে—ক্রোটন-টি ।

১৬ । চাপ দিলে—এসাকি, ক্যাষ্টো, * কলোসিস, গামি-গা ।

১৭ । বিশ্রামের সময়ে—* ব্রাই, ইপিকা ।

১৮ । নিদ্রার পর—এলুমি, ক্রোটন-টি, * ফস ।

১৯ । বমনের পর—এসারাম্ ।

২০ । উষ্ণ প্রয়োগের পর—(১) * নাক্স-ম ; (২) এলুমি, ক্যাষ্টো, পডো, হ্রাস ।

২১ । শীতল জল পানে—(১) * ফস ; (২) কুপ্রা ।

২২ । মৃদু পানে—চেলিডো, ডায়স্কো ।

২৩ । গরম বস্ত্রাবৃত থাকিলে—*সাইলি ।

সাধারণ (GENERAL) আনুষঙ্গিক লক্ষণ ।

অর্থাৎ মলজনিত ও অন্ত্রান্ত পীড়ার আনুষঙ্গিক শারীরিক কয়টা উপসর্গ ও লক্ষণ ।

১ । গাত্রে কাপড় রাখিতে চায় না—**ক্যাম্ফ, **সিকে ।

২ । সমস্ত শরীর দলিত হওয়ার ন্যায় বেদনা—এমোনি-মি,
* আর্গি, * ব্যাপ্টি, গামি গ্ল, হিপা, মার্ক, ষ্ট্যাফি ।

৩ । কোল্যাপ্স বা অবসন্নাবস্থা—* অর্স, * ক্যাম্ফ, * ভিরেট্রা,
* ক্যাফা, * কার্ব-ভ, * সিক্কে, * লরোসি, * ট্যাবেকা ।

৪ । টাঁস ধরা—(১) **কুপ্রা ; (২) * জ্যাট্রো, * পডো, * সিকে,
* সালফা, * ভিরেট্রা ; (৩) ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, ককিউ, ইউক্লর, আইরিস-ভা,
ফস্-এসি ।

৫ । অত্যন্ত বেদনাদায়ক দন্তোদগম—ক্রিয়েজো ।

৬ । অত্যন্ত দুর্বল অবস্থা—(এমন কি রোগী একবারে শয্যা-
শায়ী হইয়া পড়ে)—* অর্স, ব্যাপ্টি, বেঞ্জো-এসি, বিসমাথ, বোলি, * ক্যাম্ফ,
* কার্ব-ভ, চায়না, কল্টি, কোনা, কর্গাস্-সার্সি, কুপ্রা, সাইক্ল্যা, ডাল্কা, ইলাটে,
আইরিস-ভা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, মার্ক-কর, মার্ক-ভ, মেজি, মিউব্-এসি, নিউফার,
পিক্রি-এসি, * সিকে, * সিপি, সালফ্-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাক্সে, টাটা-এমি,
টেরিবি, * থুজা, * ভিরাট্ ।

৭ । মুচ্ছা ও দুর্বলতা—* অর্স, ক্যাম্ফ, ককিউ, লরো, ইউ-
ক্লর, * নাক্স-ম, মার্ক-কর, লেপ্টা, ওপি, * ট্যাবেকা, * ভিরাট্, জিক্ ।

৮ । দাঁড়াইলে মুচ্ছা যায়—**একোন, **ব্রাই, ওপি, থুবি ।

৯ । বহু বিরেচন সত্ত্বেও দুর্বলতা বোধ হয় না—
**ফস্-এসি ।

১০ । শরীর অবসন্ন অথচ উষ্ণ—**বিসমাথ ।

১১ । গ্যাণ্ডস্ অর্থাৎ গ্রন্থি সমস্তের বিবৃদ্ধি—(১) * কাল-
কার্ব, ব্যামাইটা-কার্ব, * ক্যাল-ফস্, * সিষ্টা, * মার্ক-ভা, * ষ্ট্যাফি, * সালফা ;
(২) এসাফি, ষ্ট্যাফা, হিপা, মিউব্-এসি, ফ্রাট্রা-মি, নাইট্র-এসি ।

১২। হাইড্রোকোফালইড্ অর্থাৎ মস্তকে জল সঞ্চয় হই-
বার সম্ভাবনা হইলে—(১) *ক্যাল্কে-ফস্, *চায়না, *সাল্ফা, *জিঙ্ক;
(২) ইথুজা, এপিস্, ক্যাল্-কার্ব, ইপিকা, কেলি-ব্রোমি, ফস্।

১৩। জণ্ডিস্ বা কামল—(১) *চেলিডো, *ডিজি; (২) বোলিটা,
কোনা, মার্ক-ভা, নাক্স-ভা, পডো।

১৪। অস্থির অবস্থা—(১) *একোন, *আর্স, *ক্যান্থা, * কার্ব-ভ,
* কুপ্রা, * আইয়ড্, কেলি-ব্রোমি, * ড্রাস্, (২) ব্যাপ্টি, আর্জেন্টা-না,
বেল, হিয়াম্, ডাল্কা, জ্যালাপা, ক্রিয়েজো।

১৫। মলত্যাগের পর গাত্রে যেন বিষ্ঠা লাগিয়া আছে
এরূপ গন্ধ—সাল্ফা।

১৬। গাত্র ধৌত করিলেও দুর্গন্ধ—**সাল্ফা, **সোরি।

১৭। শরীরে টক্ গন্ধ—* হিপা, * ম্যাগ্নে-কা, * হিয়াম্,
* সাল্ফ-এসি।

১৮। ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ—ক্যান্ফার।

১৯। ক্ষীণ গ্রীবাদেশ—**গাট্রা-মি, সার্স।

২০। ক্ষীণ শরীর—এপিস, * আর্জেন্টা না, * আর্স, বোরা,
* ক্যাল্-কা, ক্যাল্-ফস্, চায়না, * ফেরা; গামি-গা, ** আইয়ড্, ক্রিয়েজো,
লাইকো, গাট্রা-মি, নাইট্র-এসি, নাক্সভ, পিটো, ফস্, ** সার্সাপে, সিপি,
* সাইলি, সাল্ফা, * থুজা।

২১। গ্ল্যান্ডস্ (Glands) অর্থাৎ গ্রন্থি সমূহ স্ফীত—
*এসাকি, ব্যারাইটা-কার্ব, ক্যাল্-কা, ক্যাল্-ফস্, সিষ্টা, গ্র্যাফা, হিপা, মার্ক-ভ,
মিউর-এসি।

২২। সমস্ত শরীরে শোথ—*এপিস্, আর্স্, চায়না।

২৩। জলোদরী (এসাইটিস্)—*এপিস্, * আর্স্, চায়না।

২৪। শরীরের একদিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনি নৃত্য
করিতে থাকে—*হেলে।

২৫ । শরীরের স্থানে স্থানে আপনি রক্ত জমা হইলে—
আর্গি, সার্সা, *সাল্ফ-এসি ।

২৬ । আক্ষেপ (কন্ভালশন্স)—*ইথু, *বেল, ক্যাছা, কার্ব-
ত, * ক্যামৌ, সিকুটা, *সিনা, কুপ্রা, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, লরোসি, ওপি,
ট্যাবেকা, * জিঙ্ক ।

২৭ । ,, দন্তোগন সময়ে—ক্যাল-কার্ব, ইগ্নে, জিঙ্ক ।

২৮ । ,, একটী মাত্র অঙ্গের—ইগ্নে

২৯ । শরীর কম্পন (বাতব্যাধি রোগ প্রস্তের ন্যায়)—
কেলি-ব্রোমি ।

৩০ । সমস্ত শরীর রোগীর নিকট বোধ হয় যেন কাঁপি-
তেছে অথচ কোন প্রকার কম্পন দেখা যায় না—* সাল্ফ-এসি ।

৩১ । বিছানা হইতে গড়িয়া পড়া অভ্যাস—**মিউর্-এসি ।

৩২ । অলস অগ্নিবের ন্যায়—*বেল, * নাক্স-ম, *ওপি ।

৩৩ । অল্প সমূহের গতি (পেরিস্টল্টিক্ গতি) অধো-
দিকে না হইয়া উর্দ্ধদিকে হইতে থাকে—**এসাকি ।

৩৪ । তোতলা—মার্ক-ভ ।

৩৫ । হাইতোলা—ক্যাষ্টৌ, ইলাট, প্ল্যাণ্টা, পডো, * টার্টার-এমি,
* ষ্ট্যাফি ।

৩৬ । হঠাৎ চাৎকার করিয়া উঠা—*এপিস, * হেলে ।

৩৭ । ধীরে বা গোঁণে কথা কহিতে শিথৈ—জাট্রা-মি ।

৩৮ । মাংসপেশীগুলিও নিতান্ত কোমল—পডো ।

মলকুচ্ছ বা কোষ্ঠবদ্ধ ।

ইহা একটা লক্ষণ বা উপসর্গমাত্র । হোমিওপ্যাথি মতে ইহার আরো-
গ্যার্থে এ প্রকার ঔষধই কার্যকারী যাহার সহিত শারীরিক ক্রিয়া উপস্থিত
পীড়ার ও অস্বাভাব উপসর্গের লক্ষণ সমূহ মোটামুটি ভাবে একা থাকে ।

১। এই অধিকারে—(১) ইন্ডিউলস, ব্রাইও, *ক্যাল্কে, চেলোন, কলিজো, হাইড্রাট, আইরিস, ল্যাকে, লাইকো, ঝাট্রা-মি, *নাক্স-ভ, ওপি, *প্র্যাণা, *পডো, সিপি, সাইলি, ষ্টাফি সাল্ফা) *ভিরেট্রা, (২) এলোট্রি, *এলাম, ব্যাপ্টি, বেল্, ক্যানা, কাহ্লা, কাব'-ভ, কষ্ট, চিমাকি, সিমিসিফি, কোনা, ইউনিমিন, জেলস্, *গ্র্যাফা, কেলি, ক্রিয়েজো, মার্ক, মিচেল, নাইট্র-এসি, ফস্, প্র্যাটি, পাল্‌স, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফ-এসি, ও জিক্স প্রধান ঔষধ ।

২। অতি সত্ত্বর বাহি করাইবার দরকার হইলে—(১) ইন্ডিউ, ব্রাই, নাক্স-ভ, পডো, ওপি ; (২) ক্যানা, কলিজো, হাইড্রাট, ল্যাকে, মার্ক, প্র্যাটি, পাল্‌স, সাল্‌ফা ।

৩। কোষ্ঠবদ্ধ স্বভাবসিদ্ধ হইলে—(১) ব্রাই, *ক্যাল্কে-কা, কষ্ট, কলিজো, কোনা, *গ্র্যাফা, ল্যাকা, লাইকো, *সিপিয়া, *সাল্‌ফা ।

৩। „ অতিরিক্ত বিরেচক ঔষধ ব্যবহারের পর অথবা উদরাময়ের পর—নাক্স-ভ, ওপি, এন্টি, ল্যাকে, কুটা ।

৪। „ যে সমস্ত ব্যক্তি সর্বদা উপবেশন অবস্থায় থাকে তাহাদের—(১) এলোজ, ব্রাই, নাক্স-ভ, সাল্‌ফা ; (২) লাইকো, ওপি, প্র্যাটি ।

৫। „ মাতালের—ক্যাল্কে, ল্যাকে, *নাক্স ভ, ওপি, সাল্‌ফা ।

৬। „ বৃদ্ধদের ; অথবা “পর্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ—(১) এলোজ, এন্টি, ওপি, ফস্ ; (২) ব্রাই, ক্যাল্কে, ল্যাকে, হ্রাস, কুটা ।

৭। „ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের—নাক্স-ভ, ওপি, সিপি, এলাম, ফস্, ব্রাই, লাইকো ।

৮। „ নবপ্রসূতির—এন্টি, ব্রাই, নাক্স-ভ, প্র্যাটি ।

৯। „ স্তন্যপায়ী বালকের—(১) ব্রাই, নাক্স-ভ, ওপি ; (২) এলাম, লাইকো, সাল্‌ফা, ভিরাট্ ।

১০। „ গাড়িতে ভ্রমণ করা হেতু—প্র্যাটি, এলাম, ওপি ।

১১। কোষ্ঠবদ্ধ সীসক সেবন দ্বারা বিষাক্ত হওয়া হেতু—
এলাম্, ওপি, প্রাণী ।

১২। বাহির অত্যন্ত কোণ অথচ বাহি হয় না—(১)
ক্যাপ্‌সি, কোনা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, সিপি, সাল্‌ফা ; (২) আর্গি,
বেল, ক্যালকে, কার্ব-ভ, কষ্ট, ককিউ, গ্রাফা, ইগ্নে, কেলি, ছাট্রা, ছাট্রা-
মিউ, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স্, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্, জিঙ্ক্ ; (৩) কলিজো,
জেল্‌স্, হাইড্রাষ্ট, পডো ।

১৩। কোষ্ঠবদ্ধ, বাহির বেগ মাত্র নাই এবং অন্ত্র
সমস্ত অসাড়—(১) এলাম্, চায়না, **ওপি, ছাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ষ্ট্যাফি,
খুজা, ভিরাট্ ; (২) এনাকা, আর্গি, ব্রাই, কার্ব-ভ, ককিউ, গ্রাফা, ইগ্নে,
লাইকো, ছাট্রা, ম্যাগ্নে-মিউ, নাক্স-ম, ওপি, পিট্রো, হুড, রুটা, সিপি, সাইলি,
সাল্‌ফা ; (৩) ইঙ্কিউ, হাইড্রাষ্ট, কাইটো, পডো ।

১৪। মল অত্যন্ত কঠিন—(১) এমোনি, *এক্টি, ব্রাই,
*ক্যালকে, কার্ব-ভ, কোনা, গুয়াই, ল্যাকে, ওপি, ম্যাগ্নে-মিউ, *প্রাধা,
*সিপি, সাইলি, *সাল্‌ফা ; (২) এলাম্, কার্ব-এনি, কষ্ট, কেলি, *লাইকো,
ম্যাগ্নে-কা ; *মার্ক, *নাক্স-ভ, পিট্রো, হ্রাস্, রুটা, স্পজি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফিউ-এসি,
খুজা ; (৩) ইঙ্কিউ ।

১৫। ভেড়ার নাদির ন্যায় গুটি গুটি মল—(১) এলাম্,
*ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ওপি, সিপি, *সাইলি, সাল্‌ফা ; (২) এমোনি, ব্যারাই,
কার্ব-এ, কষ্ট, গ্রাফা, কেলি, *ল্যাকে, নাক্স-ভ, পিট্রো, প্রাধা, ষ্ট্যানা,
সাল্‌ফ-এসি, খুজা, ভারবিনা ।

১৬। মল অত্যন্ত মোটা (বড় ছাড়)—* ব্রাই, *ক্যালকে,
কেলি, নাক্স-ভ, গ্রাফা, অরা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফিউ-এসি, খুজা,
ভিরাট্, জিঙ্ক্ ।

১৭। মল অত্যন্ত সরু—কষ্ট, *গ্রাফা, হাইয়স, মার্ক, *মিউর-
গিস, ছাট্রা, পাল্‌স্, সিপি, ষ্ট্যাফি ।

১৮। মল অত্যন্ত অল্প পরিমাণ—(১) এলাম্, আর্গি, *ক্যালকে,

গ্র্যাফা, লাইকো, ত্রাট্রা, ম্যাথে-রিউ, নাক্স-ভ, সিপি, *সাইলি, সাল্ফা ;
(২) অর্গি, ব্যারইটা, ক্যামো, চায়না, ল্যাক্স, রুটা, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক ।

কোষ্ঠবদ্ধ সম্বন্ধে
বিশেষ নৈষজ্যতত্ত্ব ।

} ! —

ইস্কিউলাস্-হিপ্—সর্বদা বাহির বেগ কিন্তু বাহি হয় না । মল বৃহদায়-
তন; শুষ্ক, কঠিন, কাল, এবং নির্গমনে কষ্টকর, কিন্তু শেষ ভাগের মল স্বাভাবিক
মলের ত্রায় । মল পরিত্যাগের পর গুহপ্রদেশ মুক্তভাবে বুঁজিয়া যায় এবং
তথায় জ্বালা করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত এই ভাব হইতে দেখা যায় ।
মলত্যাগের পর হারিস বাহির হয় এবং তৎসঙ্গে পৃষ্ঠদেশে বেদনা । গুহদ্বার
শুক, গরম, ও আঁটিয়া যাওয়ার ত্রায় অবস্থায়ুক্ত এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্যে ছোট
ছোট কাঠি (কাঠশলাকা) সমূহ পূর্ণ রহিয়াছে । তল ও উপর পেটে দপ্‌দপানির
ত্রায় বেদনা বোধ । দুর্গন্ধ বাতকর্ষ । প্রস্রাব গাঢ়বর্ণ, ঘোলা এবং নির্গমনে
কষ্টকর । কটদেশে অত্যন্ত বেদনা ।

এলোজ—বৃদ্ধদের কোষ্ঠবদ্ধ । যে ব্যক্তি হাইপোকণ্ড্রিয়ায়ুক্ত এবং বসিয়া
থাকিয়া জীবন কষ্টন করিতেছে । গুহপ্রদেশ গরম, ক্ষতযুক্তের ত্রায় এবং ভারী
বোধ । উদরাময়ের ত্রায় মলেব বেগ । গুহদ্বারের ভিতর বোধ হয় যেন সিপি
প্রবেশ করাইয়া রাখিয়াছে এবং তৎসঙ্গে গরম বাতকর্ষ নির্গত হয় ।
অসাড়ে কঠিন মলত্যাগ ।

এলুমিনা বা এলাম্—সরল অন্ত্রের অর্থাৎ রেঙ্কটমের অসাড় অবস্থা ;
অত্যন্ত অধিক পরিমাণ মল সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত বাহির বেগ কিছা ইচ্ছা হয়
না । রেঙ্কটম্ এত অসাড় যে অত্যন্ত কোমল মল পরিত্যাগেও অতিশয় বেগ
দিতে হয় । মল এত কঠিন যে, নির্গমন সময়ে, গুহদ্বার হইতে রক্তপাত
হইয়া থাকে । প্রত্যেকবার বাহির বেগের সঙ্গেই প্রস্রাব হইয়া থাকে ।
প্রত্যেকবার মল পরিত্যাগের পরই গুহদ্বারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনা থাকে ।
মুখ শুষ্ক, জিহ্বা লালবর্ণ । অন্ত্রসমন্বয়ের প্রক্ষেপণী গতির (Peristaltic action)
অভাব হেতু বৃদ্ধ এবং দুর্বলদিগের মলত্যাগে অত্যন্ত বেগ দিতে হয় । মল
কঠিন, গুটিকাবৎ, অল্প পরিমাণ (গ্র্যাফা দেখ) ।

এম্মু-গ্রিসিয়া—পুনঃ পুনঃ বাহির বেগ কিন্তু বাহি হয় না এবং তাহাতে সা (স্ত্রীলোক) অস্থির হইয়া যায়। এই সময় নিকটে যদি কেহ উপস্থিত থাকে তবে তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। পেটের ভিতর ঠাণ্ডা বোধ।

এম্মোনি-মিউ—মল কঠিন এবং পরিত্যাগের সময় খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। (* ম্যাগ্নে-মি) এবং তজ্জন্ত অত্যন্ত বেগ দিতে হয় ও শেষে কোমল মল নির্গত হয়।—মল চকচকে শ্লেষ্মা (মিউকাস) দ্বারা আবৃত থাকে এবং তৎসঙ্গে পৃথক মিউকাস পড়িতে থাকে। অগ্রে মল কঠিন ও বৃহৎ নির্গত হইয়া পর-ক্ষণে কোমল মল পড়ে (দ্বিপরীত—এনাকা)।

এনাকার্ডিয়াম—অনেক দিন পর্য্যন্ত বাহির উদ্বেগ হয় বটে, কিন্তু কিছুই পড়ে না। বাহির বেগ হয়, কিন্তু বসিলে বাহির বেগ চলিয়া যায়, এবং বাহি হয় না। *সরল অস্ত্র অঙ্গাঙ্গের দ্বারা বোধ হয়, এবং তাহার ভিতর যেন সিপির দ্বারা প্রবেশ করিয়া আছে (নাক্স)। মলত্যাগের সময় গুহ্বার হইতে বহুপরিমাণে রক্তস্রাব।

এণ্টিক্লুড—বৃদ্ধের পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোঠবদ্ধ (ব্রাই, *ফস)। মল কঠকর, কঠিন এবং বৃহদাকার অজীর্ণ গন্ধবিশিষ্ট বাত-কর্ম্ম। গ্রীষ্মের উত্তাপে কোঠবদ্ধ। নবপ্রসূতির কোঠবদ্ধ। এ প্রকার বোধ হয় যেন বহুপরিমাণ মল নির্গত হইবে কিন্তু কার্য্যের বেলায় কেবল মাত্র বাতকর্ম্ম হইয়া যায়, অবশেষে সামান্য কঠিন মল পড়ে।

এপিস-মেলিফিকা—পুরাতন কোঠবদ্ধ ২ সপ্তাহের মধ্যে একবার মাত্র কোঠবদ্ধ হয়। কঠিন, কঠকর এবং বৃহদাকার মল। পেট খোঁচানি এবং বোধ হয় যেন কিছু কসিয়া ধরিয়াছে। *অত্যন্ত বেগ দিলে বোধ হয় যেন কিছু ছিড়িয়া যাইবে। পেটে চাপ দিলে বেদনা (ব্রাই, নাক্স)।

আর্গিকা—পেটে কোন চোট লাগিয়া *অত্যন্ত কোঠবদ্ধ হইলে।

এসাক্রিটিডা—অত্যন্ত কোঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে অর্শ এবং পেটে অশ্বেপ্যুক্ত বেদনা সর্বদা বাহির উদ্বেগ ও তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন গুহ্বার দিয়া কিছু ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। শ্লেষ্মার দ্বারা পদার্থ নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে মল দেখা যায় না।

অরাম্—কঠিন, বড় বড় গুঁটি গুঁটি মল। ঋতুর সময় কোষ্ঠবদ্ধ অর্শ এবং তৎসঙ্গে গুহদ্বার হইতে শ্লেষ্মার গায় ফ্ররণ।

ব্যাপ্টিসিয়া—যকৃতের কঙ্গেচশন্ অবস্থার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ। মধ্যাহ্নের পর অর্শে বন্ধনা।

বেলেডোনা—কোষ্ঠবদ্ধ সহ মাথায় রক্তাধিক হওয়া স্বভাব।

ব্রাইওনিয়া—গ্রীষ্মকালের কোষ্ঠবদ্ধ। মল ত্যাগ করিবার ইচ্ছা মাত্র নাই। সামান্য ক্ষুধা। আহারান্তে পাকস্থলীর উদ্বেগ। পেট ফাঁপা। অন্ত্র-সমূহে অল্প কিম্বা অধিক বেদনা। পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং দুর্বলতা। কায়িক শ্রমে এই অবস্থায় বৃদ্ধি। মল বৃহদায়তন, কঠিন, নির্গমন সময়ে কষ্টকর এবং তৎসহ হারিশ্ বাহির হইয়া পড়ে ও জ্বালা অনুভব হয়। শিরঃপিড়া হওয়ার স্বভাববিশিষ্ট, খিট্খিটে এবং জ্বক। বাতগ্রস্ত ধাতুবিশিষ্ট। অন্ত্র সমস্তের প্রক্ষেপণী-গতি (Peristaltic action) মৃদুমান্দ এবং তাহা হইতে সিক্রিশন্ বা ফ্ররণ।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব—দন্তোদগম সময়ে বালকের মল চা খড়ির ঢেলার গায় দেখায়। প্রথম অবস্থায় কঠিন মল তৎপরে কোমল ও সর্ব্বশেষে তরল মল। মলে ভিড় পচার গায় গন্ধ। পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ। এবং টকগন্ধবিশিষ্ট ফেনাযুক্ত পাতলা মল অসাড়ে নির্গমন। মলত্যাগের পর মুছা। গুহদ্বার হইতে মৎস্তের গাত্রের গন্ধের গায় গন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার রস নির্গত হয়। সরল অন্ত্রের নিম্নভাগে ভারবোধ। প্রাতঃসময়ে অস্থির নিজা। মল কঠিন বৃহৎ এবং কখনও আংশিকজীর্ণ (হিপার)।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস—কিছু পানীয় সেবনের পর বাহির উদ্বেগ হয়, কিন্তু কেবল শ্লেষ্মার গায় কিঞ্চিৎ মাত্র মল নির্গত হয়। পেটের ভিতর গরম বোধ

কার্ব-এনি—সন্ধ্যার সময় গুহদ্বারের ভিতর অত্যন্ত জ্বালা। নিফল বাহির চেষ্টা। দুর্গন্ধময় বাতকন্দ। পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং পেটের ভিতর একরূপ বোধ হয় যেন বেগ দিয়া বাহি বাহির করিবার ক্ষমতা নাই।

কার্ব-ভ—কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে একরূপভাবে যেন বাহি হইবে কিন্তু

কেবল মাত্র বাতকর্ষ হইয়া যায়। বাহির উদ্বেগ হইয়া কোমল মল নির্গত হয় এবং তাহাতে বেদনার লাভ হইয়া যায়। কঠিন মল, তাহার শেষ দিকের উপরিভাগে মিউকাস্ এবং রক্ত দেখা যায়। মলত্যাগের পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উদর যেন শূন্য শূন্য বোধ হয়।

কপ্তিকাম্—শিশুর কোঠিবন্ধ ও তৎসহ বিছানায় প্রস্রাব। মলদ্বারের গুহ অবস্থা। মলত্যাগের সময় অত্যন্ত বেদনা হেতু শিশু বাহি চাপিয়া রাখে। মল-নাড়িকঠিন, কোমল যেন চর্কি-মাখান, এই সঙ্গে মুখেও চর্কির আশ্রয় অনুভূত হয়। দাঁড়িয়া বাহি করিলে সহজে বাহি হয়। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল বাহির বেগ ও তৎসহ বেদনা, অস্থিরতা এবং মুখ রক্তবর্ণন (কঠিন সরু মল—*ফস্)।

চেলিডোনিয়াম্—ভেড়ার নাদীর স্থায় মল (* প্রাণা, রুটা) যকৃতে এবং সিকাম্প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা। পেটকাঁপা এবং তাহাতে গলগল শব্দ। পুনঃ পুনঃ বাতকর্ষ। গুহদ্বারের ভিতর যেন কিছু হাটিয়া বেড়ায় এবং চুলকায়। প্রস্রাব লাগবর্ণ।

ককিউলাস্—বাহি করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু অস্ত্রের প্রক্ষেপণ-গতির অভাব। অতি কষ্টে একদিন অন্তর একদিন কঠিন মল। গুহ দ্বারে দৃঢ়রূপে আঁটিয়া ধরার স্থায় বেদনা। বসিতে পারে না; ছই প্রহরের পর বৃদ্ধি।

কলিঞ্জোনিয়াম্—মলবদ্ধ ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত পেটকাঁপা; গুহদ্বারে গরম বোধ ও চুলকান; পোটাল কন্জেচশন্সহ মলবদ্ধ; স্বভাবসিদ্ধ মলবদ্ধ।

কলোসিস্ত্—পণীর থাওয়ার দরুণ সময় সময় মলবদ্ধ।

ক্রোকাস্—বয়স্হদিগের অথবা বালকের অত্যন্ত দুর্দম্য মলবদ্ধ; এই-রূপ অবস্থা পোটাল কন্জেচশন্ হইতে উদ্ভূত হয়। গুহদ্বারের বাম ভাগে চিড়িকমারার স্থায় বেদনা। মলের সঙ্গে কাল আঁস আঁস রক্ত। গুহদ্বারে অসহ্য মোঁচড়ান বেদনা।

ইউফরবিয়া—অঙ্গসংহের রক্তাধিক্য হেতু মলবদ্ধ। মল কঠিন, কষ্টে নির্গত হয়। গুহদ্বারে চুলকাইলে পর এক প্রকার গঁদের আঠার স্থায় নির্গত হয়।

ফেরাম্-এসিটিকাম্—পুরাতন মলবদ্ধ । নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা ও তৎসঙ্গে রক্তক্ষীণতা । মুখমণ্ডল এবং মস্তক হইতে যেন উত্তাপ নির্গত হয় ; কিন্তু তৎসঙ্গে হস্তপদ শীতল । সমস্ত দিনেই যেন বাহির বেগ লাগিয়া রহিয়াছে । বমনেচ্ছা । মুখ বিষাদ । শীতল জল পান করিতে ভাল লাগে না ।

গ্র্যাফাইটিস্—মলবদ্ধ ও তৎসঙ্গে গুহদ্বারের ঝিল্লী শুষ্ক । ফিস্ফুরা-এনাই অর্থাৎ গুহদ্বার ফাটা । কঠিন গুটিকার শ্রায় মল অতি কষ্টে অনেক বেগের পর নির্গত হয় । ঐ গুটিকাগুলি অত্যন্ত দুঃখ এবং শ্লেষ্মাময় স্ত্রবদ্বারা সংযুক্ত (এলাম্)। প্রত্যেকবার বাহির পর সাদা মিউকাস্ কিছু পরিমাণ নির্গত হয় । হারিশ্ বাহির হওয়া । গুহদ্বার চিরিয়া যাওয়া । ক্ষতের শ্রায় এবং চিড়িকুমারার শ্রায় বেদনা । হার্পিস্ উঠার স্বভাব বিশিষ্ট ।

হাইড্রাষ্টিস্-ক্যানা—শিরঃপীড়া এবং অর্শসহ মলবদ্ধ । মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত গুহদ্বারে বেদনা । পেটে বেদনা ও গরম বোধ ও তৎসহ মুচ্ছা । মলবদ্ধই সকল পীড়ার মূল ।

আইরিস ভার্সিকালার্—মলবদ্ধের গরেই অত্যন্ত জলের শ্রায় উদরাময়, পেটে বেদনা ও পেট ফাঁপা । অর্ধ কপালে শিরঃপীড়া । স্নায়বীয় ধাতুবিশিষ্ট ।

আইণ্ডিয়াম্—কাল, কঠিন, গুটিগুটি মল (গ্র্যাফা) । পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং সাদা বর্ণের উদরাময় ।

কেলি-বাইক্রোমিকাম্—কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে জিহ্বা ময়লাপূর্ণ ও হাত পা ঠাণ্ডা । অল্প পরিমাণ শুষ্ক গুটিগুটি মল এবং তাহা নির্গমনে গুহদ্বারে জ্বালা যন্ত্রণা । কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে গুহদ্বার যেন সরল অস্ত্রের ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছে । অত্যন্ত কষ্টে কঠিন মল নির্গত হয় । প্রত্যেক তৃতীয় মাসে নির্দিষ্ট সাময়িক মলবদ্ধ ।

কেলি-কার্ব—মলবদ্ধ । বৃহদায়তন মূল, নির্গমনে অত্যন্ত কষ্টকর সরল অস্ত্রের অসাড়তা হেতু মল উপরে সরিয়া যায় (এলুমি, ইয়ে) । মল বহির্গত হইবার এক কিস্তা দুই ঘণ্টা পূর্বে অত্যন্ত উদ্বেগ হয় ।

মলত্যাগের সময় রক্তপূর্ণ শিরাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে খোঁচান ও জ্বালা হয়। বৃদ্ধদিগের শরীর স্থূল হইতে থাকিলে। (যুবকদিগের স্থূল শরীর—ক্যালক-কা)।

ক্রিয়েজোট—মল কঠিন এবং অত্যন্ত বেগ দিলে বহির্গত হয়। সরল অস্ত্রে জিলিক্ দেওয়া বেদনার শ্রায় হইয়া বামদিগের গ্রয়েনে (কুচকিতে) প্রসারিত হয়। জরায়ুর ক্যান্সার আদি দূষিত ক্ষতরোগে সঙ্কুচিত রেক্টাম্।

ল্যাক-কপিনিনাম্—পুষ্টিজনক মলবদ্ধ; পুনঃ পুনঃ মলত্যাগে ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে সরল অস্ত্রে চিড়িক্‌মারা বেদনা। মল অতি বৃহৎ, কঠিন কর্কশ, ও সাদাপানি রং বিশিষ্ট, তাহা বেগ দিয়া নিৰ্গত করিবার ক্ষমতা নাই। প্রত্যাহ অতি অল্প পরিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ হয় না।

ল্যাকেসিস্—নিষ্ফল বাহির চেষ্টা সহ কোষ্ঠবদ্ধ। পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠ-বদ্ধ এবং উদরাময়। অত্যন্ত দুর্গন্ধনয় স্থূল। সরল অস্ত্র সঙ্কুচিত অথবা বোধ হয় যেন তাহাতে কোন সুপি ঢুকিয়া রহিয়াছে। বাহির অত্যন্ত বেগ ও যন্ত্রণা হয় বটে কিন্তু বাহি হয় না। গুহদ্বারে দপদপানি বেদনা, বোধ হয় যেন কেহ হাতুড়ির আঘাত করিতেছে। হারিশ্ বাহির হওয়া এবং তাহা ফুলিয়া থাকা। চেষ্টা করিলেও ঢেকুর উঠে না।

লাইকোপোডিয়াম্—উদর বাম্পপূর্ণ। বাহি যাঁইবার নিতান্ত ইচ্ছা কিন্তু ক্ষমতা নাই ও তৎসঙ্গে এমন বোধ হয় যেন সরল অস্ত্র এবং গুহদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। মল অল্প, বোধ হয় তাহার অধিকাংশ যেন অনেক দূরে রহিয়াছে এবং তৎসহ উদরভ্যন্তরে যন্ত্রণাদায়ক বায়ু। অল্প কঠিন মল পরিভাগ করিবার পর পেরিনিয়াম্ প্রদেশে সঙ্কোচনভাবাপন্ন বেদনা। মগদ্বারে সন্ধার সময় চুলকান এবং বেদনা। গুহদ্বারে কণ্ডু, তাহা স্পর্শে বেদনা। উদর মোটা এবং রক্তাধিক্যযুক্ত, তৎসঙ্গে অধিক বম্বন্ধ ধনী এবং ভদ্রলোকদিগের মূলবদ্ধ এবং মলত্যাগের ইচ্ছা মাত্র নাই। পেট ডাকা। আহারান্তে নিদ্রালুতা (ফস্)।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব—মলবদ্ধ। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল বাহির চেষ্টা ও তৎসহ অল্প মাত্রায় মল নিৰ্গত হয়, কিম্বা কেবল মাত্র বাতকর্ষ হইয়া

যায় । গুহদ্বারে এবং সরল অস্ত্রে চিড়িক্কারাবৎ বেদনা এবং তৎসঙ্গে বৃথা বাহির চেষ্টা ।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউ—কঠিন গুটির গ্রায় কষ্টকর মল বহির্গত হইবার সময় খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে (* এমনি-মি) । ভেড়ার নাদীর গ্রায় মল ; তাহার উপরে রক্ত এবং মিউকাস দেখিতে পাওয়া যায় । অত্যন্ত বেগে অল্প বাহি কিস্বা বাতকর্ষ মাত্র হইয়া যায় ।

মার্কিউরিয়াস্—মলবদ্ধ । মল আঠাবুক্ত অথবা অত্যন্ত বেগে দিলে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে । সর্বদা নিষ্ফল বাহির চেষ্টা । রাত্রে অবস্থা মন্দ । বাহির পর হারিশ্ বাহির হয় । মল ক্ষুদ্রায়তন । "মুখ বিশ্বাস কিন্তু তাহাতে কচির অভাব হয় না ।

মেজিরিয়াম্—অত্যন্ত বেগের সহিত কঠিন মল কাল গুটিকাকারে বাহির হয়, কিন্তু তাহাতে বেদনা বোধ হয় না । মলত্যাগের পূর্বে অত্যন্ত বাতকর্ষ হয় । মলত্যাগের সময় হারিশ্ বাহির হয় এবং তৎসঙ্গে গুহদ্বার এত সঙ্কুচিত হয় যে পুনরায় হারিশ্কে স্বস্থানে স্থাপিত করা কষ্টকর হইয়া উঠে ।

ন্যাট্রা-মি—অত্যন্ত মলবদ্ধ । শরীর সামান্য সঞ্চালনে নিতান্ত উদ্বেগ-জনক ঘর্ম্ম হয় । মলত্যাগ কষ্টকর । কিসুরা-এনাই অর্থাৎ মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়া, তৎসহ রক্তস্রাব এবং নিতান্ত ক্ষতের গ্রায় বেদনা । মলত্যাগের পর গুহদ্বার বোধ হয় যেন পাকিয়া উঠিয়াছে । তলপেটে এবং মূত্রস্থলীর উপর ভার বোধ, এবং হাঁটলে তাহার বৃদ্ধি হয় । সরল অস্ত্রের অসাড়া তা হেতু মলবদ্ধ । চর্ম্ম সহজে উত্তেজিত (irritated) হয় । মন ক্ষুধা । মল কঠিন কষ্টকর, এবং খণ্ড খণ্ড । গুহদ্বারের আক্ষেপ । সর্দিলাগা স্বভাব । সর্দিলাগার পরে বিখাজ (Eczema কাউর) এবং অন্ত্রায় চর্ম্মোৎপাত দেখা যায় । ঝিল্লী সমস্ত শুষ্ক এবং উত্তেজনাযুক্ত । শরীর ক্ষীণ ।

ন্যাট্রা-সাল্ফ্—কঠিন গুটির গ্রায় মল, তাহাতে রক্তের দাগ দেখা যায় এবং এই মল নির্গমনের পূর্বে গুহদ্বারে চিড়িক্কারা বেদনা হইয়া থাকে । কোমল মলও অতিকষ্টে নির্গত হয় । অতি দুর্গন্ধময় বাতকর্ষ নির্গত হইয়া থাকে ।

নাইট্রিক্-এসিড—মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু সামান্য মল নির্গত হয়,

বোধ হয় যেন সরল অস্ত্রে মল বাধিয়া রহিয়াছে, নির্গত হইতে পারিতেছে না। নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা। মলত্যাগের সময় সরল অস্ত্র বোধ হয় যেন কাটিয়া গেল। মল, শুষ্ক, কঠিন, কষ্টকর এবং অসম। মলত্যাগের পর জ্বালা। 'গুহ্বদ্বারে সন্ধেচিন্তাবাপন্ন বেদনা এবং যন্ত্রণায়ুক্ত হারিশ্ বাহির হওয়া। উদ্বেষ্টমলবদ্ধ।

নাক্স-ভমিক্কা—পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা। অস্ত্র সমস্তের প্রক্ষেপণী অসম এবং আক্ষেপযুক্ত হওয়ায় মলবদ্ধ। (এই প্রকার মলবদ্ধ অস্ত্রের অসাড়া তা হেতু নহে)। মল বৃহৎ, কঠিন এবং কষ্টে নির্গত। গুহ্বদ্বার সঙ্কীর্ণ বোধ হয় (সিলিবদ্ধবৎ-এনাকা)। মল, কাল, কঠিন, এবং রক্তের দাগযুক্ত। পোটাল সারকুলেশনের (যকৃৎ ইত্যাদির রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত)। অর্শ। পর্যায়ক্রমে উদরাময় ও মলবদ্ধ। মল ত্যাগের পর আরাম বোধ। পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্রত্যাগ। • পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের চেষ্টা (ব্রাই, লাইকো)। কন্ড্রায়রোপে সর্বদা উপবেশন অবস্থায় দিন কঠন (ব্রাই, লাইকো, সিপি)। অধিক ঔষধ সেবন।

ওপিয়াম্—সমস্ত পরিপাক-বস্ত্র-পথের ঝিল্লী সকল হইতে রস ক্ষরণ না হওয়ার দরুণ মুখ হইতে গুহ্ব পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান যেন শুষ্ক। সরল অস্ত্রের অসাড়া তা হেতু মলবদ্ধ কিন্তু তৎসঙ্গে উদরের মধ্যে কোন বোধাবোধ নাই। মল সমস্ত একত্রীভূত হওয়া হেতু কোন অসুবিধা বোধ করে না। মৎস্বভাবিত হুলকায় জ্বালোক এবং শিশুর মলবদ্ধ। মীসক-বিষাক্ত হেতু মলবদ্ধ। মল কঠিন, কাল, গোল গোল (প্লাস্কা)। ভয়প্রাপ্তি হেতু মলবদ্ধ। ক্ষুদ্রান্ত্রের আক্ষেপযুক্ত গতিতে আবদ্ধ হইয়া মল এই প্রকার আকৃতি প্রাপ্ত হয়। পেট ভার এবং তাহাতে আঘাত লাগার স্থায় বেদনা; মস্তকে রক্ত দাবিত। শিরঃ-পীড়া এবং অনিদ্রা। অস্ত্র সমস্ত অসাড়া।

ফস্ফরাস্—মলবদ্ধ। মল সরু, লম্বা, পাতলা ও শুষ্ক, নাতিকৌমল্য কঠিন অথবা কুকুরের বিষ্ঠার স্থায় শক্ত, কষ্টে নির্গত হয় (কষ্টে নির্গত—কষ্ট)।

ফাইটোলেক্কা—নিত্যন্ত দুর্বল-শরীরী লোকের হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা এবং নাড়ী পর্য্যায়যুক্ত অর্থাৎ ইন্টারমিটেন্ট, মাংসপেশী শিথিল একরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অথবা বৃদ্ধের মলবদ্ধ।

প্যাটিনা—দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা হেতু অথবা সীসক-বিষাক্ততা হইতে কোষ্ঠবদ্ধ। পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত বেগের সহিত অতি অল্প বাহি হয়। মলত্যাগের পর পেটের ভিতর শীত এবং দুর্বল বোধ হয়। মল বোধ হয় যেন গুহ্বদ্বারে আটকিয়া রহিয়াছে।

প্যান্থাম—অন্ত্র সমস্তের প্যাণ্ড সকল হইতে অল্প পরিমাণে রস ক্ষরণ এবং মাংসপেশীর অসাড় অবস্থ্য হেতু মলবদ্ধ। মল শক্ত হওয়া হেতু আটকিয়া থাকে। মল শক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকৃতির হয়। দেখিতে ভেড়ার নাদীর শ্রায় (চোল, কটা)। গুহ্বদ্বার কেনাযুক্ত ও সঙ্কুচিত। পুনঃ পুনঃ পেট বেদনা।

পডোফাইলাম—শিরঃপীড়া এবং পেটকাঁপা সহ কোষ্ঠবদ্ধ। মল কঠিন, শুষ্ক ও কষ্টে নির্গত হয়। সামান্য বেগ দিলেই হারিশ বাহির হয়, তৎপশ্চাৎ মল ও স্বচ্ছ মিউকাস্ দৃষ্ট হয়; সময় সময় তাহাতে রক্তও মিশ্রিত থাকে। প্রাতে সমস্ত কষ্টের বৃদ্ধি। পৃষ্ঠদেশে দুর্বল ও বেদনাযুক্ত।

পাল্‌সেটিলা—অত্যন্ত মলবদ্ধ। বমনেচ্ছা। মুখ প্রাতে বিষাদ এমন কি না ধুইয়া থাকিতে পারে না; পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু এই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। মল বৃহদায়তন, কঠিন এবং পৃষ্ঠদেশে অতি বেদনা ও মলত্যাগের অত্যন্ত বেগ; কুইনাইন সেবন হেতু পর্যায় জ্বর গুপ্ত হইয়া থাকিলে যদি এই সকল অবস্থা হয় তবে পাল্‌সেটিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পর্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ উদরাময় (এন্টিক্রুড্, ব্রাই, * ফন্)।

কুটা—ভেড়ার নাদীর শ্রায় কঠিন অল্প অল্প মল। *পুনঃ পুনঃ বাহির বেগ ও তৎসঙ্গে হারিশ বাহিব হওয়া (ইমে, নাক্স-ভ)। মলদ্বার বহির্গত হওয়া হেতু মলত্যাগ নিতান্তই দুর্বল।

র্যাটানিয়া—গুহ্বদেশ শুষ্ক এবং গরম এবং তাহাতে ছুরিকাঘাতের শ্রায় বেদনা। নিষ্ফল বাহি করিবার বেগের সঙ্গে গুহ্বদ্বারে রক্তপূর্ণ শিরাগুলি দেখা যায়।

রোবিনিয়া—মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু তাহাতে বাতর্ক্য মাত্র হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্র বায়ুপূর্ণ। অল্পতাপন্ন (য়াদিডিটি (Acidity যুক্ত)।

সিলিনিয়াম্—মল এত কঠিন এবং এ প্রকার আবদ্ধ যে, কোন কৌশল না করিলে নির্গত হয় না। মল চুণের শ্রায় স্ফস্ফ স্ফস্ফ স্ফস্ফ।

সিপিয়া—নিম্নলি বাহির চেষ্টা তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র মিউকাস নির্গত হয় । অত্যন্ত বেগের সহিত সামান্য পরিমাণ ভেড়ার নাদীর শ্রায় পতিত হয় । গর্ভাবস্থার কোষ্ঠবদ্ধ । কোমল বাহি হইতেও কষ্ট বোধ হয় । বাহির সময় হারিশু বাহির হওয়া । গুহ্বারে চাপ বা ভার বোধ, মলত্যাগের পরও তাহা দূর হয় না ।

সাইলিসিয়া—মল শক্ত তেলার শ্রায় অনেক দিন পর্য্যন্ত সরল অন্ত্রে আবদ্ধ থাকে, এবং সরল অন্ত্রের প্রক্ষেপণী শক্তির অভাব ও তাহাতে ক্রতের শ্রায় বেদনা বোধ । গুহ্বারে চিড়িকুমার বেদনা । শতুর সময় এবং পূর্বে মলবদ্ধ । অত্যন্ত বেগের সহিত মল নির্গত হইতে হইতে কঠাৎ পুনরায় উঠিয়া সরিয়া পড়ে । নরম মলও অতিকষ্টে নির্গত হয় । পেট অত্যন্ত ডাকে ও ফাঁপে ।

সাল্ফার—অত্যন্ত মলবদ্ধ (বিশেষ হাইপোকণ্ডিয়া বা অর্শযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে) । পুনঃ পুনঃ বাহির বেগ এবং তৎসঙ্গে পেট ফাঁপা ও অজীর্ণ দ্রব্যের গন্ধযুক্ত বাতকর্ম্ম । মল কঠিন এবং গুটিকাকার । মন এবং শরীরের অপ্রসন্নাবস্থা । বাহির প্রথম ভাগে বেগ দেওয়া এত কষ্টকর যে, রোগী ঐ বেগ সংবরণ করিতে বিশেষ বাধ্য হয় ।

ভিরেটাম-এলবাম্—সরল অন্ত্রের অসাড় অবস্থা হেতু অতি উত্তম-রূপে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়াও ভাল বাহি হয় না । জীবনী শক্তির সাধারণ অবসন্নতা । হিমাদ । মলত্যাগের পর সামান্য পরিশ্রমে ও মানসিক উত্তেজনায় সমস্ত শরীরে অথবা কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, অস্থিরতা এবং তাহাতে পিংশে বর্ণ হইয়া উঠে ।

কোষ্ঠবদ্ধ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক উপদেশ—চিনিসহ ইসপগুল্ এক সিকি পরিমাণ এবং শাক, দ্রুথ, বিম্বফল, পেঁপে আদি নানাবিধ ফল ও বুট, ভিল ইত্যাদি প্রাত্যাহিক জল খাবার সময় খাইলে কোষ্ঠ প্রত্যাহ পরিষ্কার থাকিবে । প্রতি রাত্রিতে মূত্র জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া তৎসহ দ্রুথ মিশ্রিত করিয়া খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে ; অর্শাদি রোগে এই পথ্য নিত্যন্ত উপকারক ।

বালাকালে আমার নিজেরই কোষ্ঠবদ্ধ পীড়া ছিল, বাহ্যিক বেগ হইত না। পাঁচ সাত দিনেও পায়খানায় যাইতাম না। পিতৃদেব ৬ প্রাণধন দেবশর্মা ইহা জানিতে পারিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, “তোমার কোষ্ঠের বেগ হউক বা না হউক তুমি প্রাতে গাত্রোত্থান মাত্র পায়খানায় যাইবে”। আমি তাঁহার সেই উপদেশ প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলাম। ৬৭ দিন মধ্যে কোন ফল পাইলাম না; তৎপর হইতে আগনি কোষ্ঠের বেগ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে লাগিল। এখনও আমার সেই ভাবে প্রতিদিন প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়; অভ্যাস এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, প্রাতে গাত্রোত্থান মাত্রই পায়খানায় যাইতে হয়।

আহারের পর পায়খানায় যাওয়ার অভ্যাস ভাল নহে, তাহাতে গ্রন্থী দোষ জন্মে। পূর্ণ উদরে কোঁথিলে মস্তিস্কের কোন ধমনী ফাটিয়া এপোপ্লেক্সিস (Apoplexy) হইতে পারে। প্রাতে পায়খানায় যাওয়ার নিয়মই সর্বোৎকৃষ্ট।

গ্লিসিরিণের পিচ্কারী—বাহ্যিক নিত্যন্তই ফোঁপ খোলসা হয় না, তাহার গুহ্যদ্বারে গ্লিসিরিণের পিচ্কারী দিলে অতি সহজেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার লিলিয়াহ্যালও এজন্ট পিচ্কারী যোগে গ্লিসিরিণ ব্যবহার করিতে বলেন। আমি কাঁচের ছোট পিচ্কারী দ্বারা দুই মাসের শিশুর গুহ্যদ্বারে এক ড্রাম পরিমাণ গ্লিসিরিণ দিয়া অতি অল্প সময়ে ও সহজে বাত্মি করাইয়াছি। গাটাপার্চার ষ্টোটে লিগান Glycerine Syringe নামক এক প্রকার পিচ্কারী আছে তদ্বারা এই কার্য অতি সহজেই হয়। বাজারেও অল্পদামে কুঁচের পিচ্কারী পাওয়া যায়; অর্দ্ধ ঔন্স পরিমাণ পিচ্কারী হইলে তদ্বারা কি ছোট কি বড় সকলকেই পিচ্কারী দেওয়া যায়। বয়স্কদিগকে বাহ্যিক করাইতে হইলে অর্দ্ধ ঔন্সের অধিক গ্লিসিরিণ দরকার হয় না। দক্ষিণ হস্তে পিচ্কারী দ্বারা, গুহ্যদ্বারে গ্লিসিরিণ প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাম হস্তের দুইটা অঙ্গুলি দ্বারা গুহ্যদ্বারের মুখটি ১০-১২ মিনিট চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে বাহ্যিক বেগ প্রবল হইয়া সহজে খোলসা বাহ্যিক হয়। এতাদৃশভাবে ধরিয়া রাখিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে গ্লিসিরিণ সহজে বাহ্যিক হইবে না এবং গুহ্যদ্বারের মধ্যে থাকিয়া উত্তেজনা জন্মাইবে। বাবু অমরনাথ দত্তের পুত্র বয়স দুই মাস তাহার অতীত

কোষ্ঠবদ্ধ ছিল, আমি তাহাকে মধ্যে মধ্যে ছুই বা দেড়ড্রাম মাত্রা মিসিরিণের পিচ্কারী দিতাম এবং সপ্তাহে একদিন মাত্র ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্বের ৩ শক্তির ডইটি করিয়া ক্ষুদ্র বাটিকা খাইতে দিতাম । এক মাসের মধ্যে আপনা হইতেই পরে তাহার স্বাভাবিক কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে লাগিল ।

— ০০ —

কুমি ।

শৈশব, যৌবন এবং বৃদ্ধি সকল অবস্থাতেই কুমির উৎপাত লক্ষ্য করা যায়, কেবল মাত্র শিশুদিগেরই যে কুমিঘটিত অসুখ হইবে তাহা নহে ; তবে অল্প বয়সে কুমির অত্যাচার অত্যন্ত বয়স অপেক্ষা অধিকতররূপে দেখা যায় । কুমি-প্রসূদিগের যে কোন পীড়াই হউক, কুমির উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ না করিলে অল্প কোন ঔষধে ফল পাওয়া যায় না, অতএব কেবল কুমি রোগের জন্তই যে কুমির ঔষধ প্রয়োজনীয় তাহা নহে, এ কথা চিকিৎসকমাত্রেরই স্মরণ থাকা উচিত । আবার এক্ষণে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, অনেক উৎকট রোগের সময় যদি কুমি নির্গত হইয়া পড়ে, তখন অনেক চিকিৎসক ও রোগীর আত্মীয় মনে করেন এবার রোগী নির্মুখ হইল, তাহার কোন ভয় নাই ; এই বিবেচনায় প্রকৃত চিকিৎসায় শৈথিল্য করিয়া থাকেন । কিন্তু এ প্রকার করা নিতান্ত অনভিজ্ঞতার কৰ্ম্ম । অনেক স্থলে এতাদৃশ শৈথিল্যের দক্ষণ অনেক রোগী নষ্ট হয় । এতাদৃশ সঙ্কটস্থলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে । প্রকৃত লক্ষণ অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে তাঁহাদের কখনই অকৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই ।

১ । থেড্‌-ওয়ার্ম বা সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুমি থাকিলে—

(১) একোন, এলি-শ্রাটা, **সিনা, কুপ্ৰা, ফেরা, মার্ক, **শ্রাবাডি ;

(২) ক্যাল্‌-কা, হিপা, *সাল্‌ফা ।

২ । গ্যাসক্যারাইডিস্ অর্থাৎ কেঁচোর মতন কুমির জন্ম—

(১) একোন, বেল, *চয়না, **সিনা, ডিজি, *ফেরা ; (২) এসারা,

*ক্যাল্‌-কা, গ্র্যাফা, ইয়ে, মার্ক, নাক্স-ভ, শ্রাবাডি, স্পাইজি, *স্ট্রাণ্টোনি,

ট্র্যামো, ষ্ট্যানা, সাইগি, ভ্যালিরিয়ানা, ম্যারুম্-ভি, ভিরাট্‌-এল্‌বাম, *সাল্‌ফা ।

৩। টেপ্ ওয়ারম্ অর্থাৎ ফিতার ন্যায় কৃমি হইলে—

- (১) *ক্যালকা, *গ্রাফা, *প্লাটি, *পালস্, *স্ত্রাবাডি, সাইলি, **সাল্ফা ;
 (২) কার্ব'-ড, নাক্স-ড, পিট্রো, ফস্ ; (৩) এম্ব্রা, আসে, চায়না, *ইগ্নে, কেলি,
 ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ত্রাট্রা-মি, স্ত্রাবাডি, ষ্ট্যানা, ভিরাট্, প্রধান ঔষধ ।

ডাঃ হেরিং এক কৃষ্ণপক্ষে দুই মাত্রা সাল্ফার ও অত্র কৃষ্ণপক্ষে এক মাত্রা
 মার্ক প্রয়োগ করিয়া কৃমি চিকিৎসায় বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন ।

এই সমস্ত কৃমি নির্গতকরণ উদ্দেশ্যে কুসো (Kousso), ফিলিক্স-মাস,
 ডালিমের শিকড়ের ছালের কাথ ও লাউয়ের বীচির কাথ অনেকে ব্যবস্থা করেন ।

কৃমি সম্বন্ধে
 বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব । } :—

একোনাইট—অস্ত্রে বেদনা । সমস্ত পেট স্ফীত এবং নাভিপ্রদেশ
 শক্ত । নিম্নলি বাহির বেগ, অথবা সামান্য স্লেয়ার ত্রায় পদার্থ নির্গত হয় ।
 নকার ; মুখে জল উঠা ; গুহদ্বারের চুলকানি এবং খোঁচানির দরুণ রাত্রে
 অস্থিরতা (মার্ক) এবং তৎসঙ্গে জ্বরবোধ । শিশুর অত্যন্ত ভয় এবং
 ব্যাকুলতা, এমন কি ভয়ে শয্যায় শয়ন করিতে চায় না ।

এপোসাইনাম্—ভয়ানক হাঁচি, তৎসঙ্গে নাক চুলকান । অত্যন্ত
 বমন ইচ্ছা ও বমন । পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ চুলকান । কেঁচোকৃমি ।

অার্জেন্টাম্-নাইট্রাট্রা—নাভিপ্রদেশে এবং যকৃৎদেশে সাময়িক বেদনা
 ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও মিউকাস বমন । অনিয়মিত ঋতু এবং প্রায়ই ঘন,
 কাল, জমাট রক্ত নির্গত হইয়া থাকে । মুখমণ্ডলের বর্ণ কঁচাকাশে ।

এস্ক্রিপিয়াস্-সিরি—জিহ্বা সাদা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, বমনেচ্ছা,
 অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ও বাহির বেগ এবং অধিক ক্ষুধা । পুরুষাঙ্গের
 অগ্রভাগে চিরিক্‌মারিয়া উঠা । কেঁচোকৃমি ।

বেলোডোনা—নিদ্রালুতা । নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠা ; দন্ত কটুকটু করা ।
 অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ অথবা মূত্রকচ্ছ । তিথ্যাকৃষ্টি । মূত্রস্থলীতে কৃমি
 নড়া চড়া বোধ ।

ক্যাল-কার্ব-শিরঃপীড়া ; চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ ; ফেঁকাশে এবং ফুলো ফুলো মুখমণ্ডল ; তৃষ্ণা । উদর মোটা এবং ক্ষীত । নাভির চতুর্দিকে বেদনা (সিনা) । উদরাময় । সঞ্চালনে সহজেই ঘর্ম হয় । ক্রফিউলা ধাতুবিশিষ্ট ।

চায়মা—পেট বেদনা, রাত্রো এবং আহারের পর বৃদ্ধি । মুখ দিয়া জল উঠা । পাকস্থলীতে চাপবোধ এবং বমনেচ্ছা । সমস্ত শরীর দুর্বলতায় কাপিতে থাকে । কুমি নির্গত হয়, নাকখোঁটা অভ্যাস, উদরক্ষীতি (*সিনা) ।

সিকিউটা—পুনঃ পুনঃ হিকা এবং ক্রন্দন । গ্রীবাদেশে বেদনা । আক্ষেপসহ মস্তক পশ্চাৎদিকে টানিতে থাকে এবং হস্ত কম্পন ।

সিনা—অস্থির নিদ্রা ; হই চক্ষু ঘূর্ণায়মান । চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ । তির্যাক্ দৃষ্টি । কণিনিকা বা পিউপিল প্রসারিত । সর্বদা নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ ও নাক চট্‌কান বা নাকখোঁটা । সর্বদা খাইতে ইচ্ছা (স্পাইজি) । নাসিকা হইতে রক্তপাত । মুখমণ্ডল ফেঁকাশে এবং শীতল, অথবা লাল এবং উষ্ণ । আহারে অনিচ্ছা অথবা অত্যন্ত ক্ষুধা । বমনেচ্ছা ও বমন । নাভি-প্রদেশে বেদনা । উদর শক্ত এবং ক্ষীত । কোষ্ঠবদ্ধ । রাত্রিতে শুষ্ক কাশি । অরবোধ । হস্তপদ এবং মস্তকের কন্ডালশন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুমি হেতু গুহ্বদ্বার চুলকান । প্রস্তাব কিছুকাল থাকিলে চূণের জলের মত সাদা হয় ।

ডলিকস্—কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে উদরক্ষীতি । শয়নকালে অত্যন্ত তাত্তজনক কাশি এবং শয়নের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাশির তাত্ততা থাকে । সমস্ত শরীর অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে ।

ইউফরুবিয়া—অক্ষুধা অথবা কোন সময় অত্যন্ত ক্ষুধা । অরবোধ । অপরিষ্কৃত জিহ্বা । শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধময় । মলবদ্ধ অথবা উদরাময় । উদর ক্ষীত, ক্ষীণ শরীর, থিট্‌গিটে স্বভাব ও অনিদ্রা ।

ফেরাম—মুখমণ্ডল ফেঁকাশে । গুহ্বদ্বারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুমি হেতু চুলকাইতে থাকে (বিশেষতঃ রাত্রো) । অসাড়ো মূত্রত্যাগ ।

ফিলিক্স-মাস্—পেট কামড়ান, এবং অস্ত্রের ভিতর শলাকাবিন্ধের ভ্রায় বেদনা, মিষ্টদ্রব্য খাইলে বৃদ্ধি । অক্ষুধা । অপরিষ্কৃত জিহ্বা । মুখমণ্ডল ফেঁকাশে চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ । নাকচুলকান । থিট্‌গিটে এবং অবাধ্য স্বভাব ।

ইগ্রেসিয়া—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি হেতু গুহদ্বার চুলকান। কন্ভালশন, তৎসঙ্গে জ্ঞানশূন্য এবং কিছুকালের জন্তু কথা বলিতে অক্ষম।

কুসো (Kouso)—অজীর্ণ। আলস্ত। অনিদ্রা। দুর্বলতা ও তৎসঙ্গে মুচ্ছা। অত্যন্ত শীতল বর্ণ। ক্ষীণ শরীর। পেটকাঁপা। কোষ্ঠবদ্ধ।

লাইকোপোডিয়াম—গ্রন্থিসমূহে বেদনা, এবং আড়ষ্টতাব। পুরাতন ইরাপশন বা চর্ম্মোৎপাত। মুখমণ্ডল মলিন, ফেঁকাসে ও মেটেবর্ণ। পেটকাঁপা। যেন 'পেটের ভিতর কিছু বেড়াইয়া বেড়াইতেছে।' কোষ্ঠবদ্ধ।
*প্রস্রাবের নিম্নে লাল বালুকাবৎ পড়ে।

মার্কিউরিয়স—সর্বদা আহার করিবার জন্তু পেটকের ছায় ইচ্ছা, কিন্তু অত্যন্ত আহার করিয়াও ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্বল হয়। দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস। গুহদ্বার চুলকান। যোনির মুখভাগে প্রদাহ। বড় বড় কৃমি। গুহদ্বারের বহির্ভাগে কৃমি। হারিশ্ নির্গত হইতে দেখা যায়। (ষ্ট্যানা)।

পডোফাইলাম—শিশুদিগের শিরোলুপ্তন, (অস্ত্রের গোলযোগ মস্তিষ্কে সিম্প্যাথিটিক ন্নায়ু দ্বারা প্রতিভাত হয়)। রাত্রিতে দাঁত কট্ কট্ করা, অত্যন্ত লালাক্ষরণ। মুখে দুর্গন্ধ। জিহ্বা বৃহৎ এবং প্রশস্ত, মধ্যভাগে লেইয়ের ছায় অপরিষ্কার ময়লা। উদগারে ভুক্তদ্রব্য টকসংযুক্ত হইয়া উঠে। উদর ক্ষীত। বেদনায়ুক্ত উদরাময়, তৎসঙ্গে চীৎকার এবং দাঁত কড়্ কড়্ করা। প্রল্যাপ্সাস এনাই অর্থাৎ হারিশ্ বাহির হওয়া।

পিউনিকা-গ্র্যানোটাম—মাথা বোরা। কণিনিকা প্রসারিত। হলুদবর্ণ শরীর। দাঁত কট্ কট্ করা, মুখে জল উঠা; ক্ষুধা পরিবর্তনশীল। উদগারে মুখ ভরিয়া জল উঠা। বমন। 'পাকস্থলীতে যেন কিছু বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। পেট ক্ষীত, বেদনায়ুক্ত হৃৎকম্পন, আক্ষেপ, মুচ্ছা, রাত্রি পেটবেদনা।

সেটোনিন্—অনেকে সিনার পরিবর্তে সেটোনিন্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা ইহার ১ম ও ৩য় বিচূর্ণ ব্যবহার দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছি।

স্ট্রাবাডিল—বড় বড় কৃমিবমন। 'গলার' ভিতর কৃমি রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়। কৃষ্ণ এবং শুষ্ক বমন বা কিতার ছায় বৃহৎ কৃমি থাকিলে নাভিতে জ্বালা, ছিদ্রকরার স্থানে ব্যথা এবং মোচড়ান। মুখে জল উঠা।

ঠাণ্ডা লাগিলে শীত বোধ । পেট খাল্ দিয়া পড়া বোধ । কুমি হইতে অত্যন্ত
দ্রাব্যবীয় লক্ষণ ।

স্পাইজিলিয়া—প্রতিদিন প্রাতে জল খাওয়ার পূর্বে ত্বকার ভাব,
কিছু খাইলে বা বমনের পর স্নহ বোধ । কণিনিকা প্রসারিত । তিথ্যকৃষ্টি,
মুখ-ফেঁকাশে, নাকের ভিতর গুরু গুরু করিয়া উঠা । বোধ হয় গলা বাহিয়া
যেন কুমি উঠিতেছে । আহ্বারের পর অথবা যাহা কিছু আহ্বার করিয়াছে
তাহা বমন করিলে স্নহ বোধ, তৎসঙ্গে পাকস্থলী হইতে টুক্ উদগার, পেটে
বেদনা, রাত্রে গুরু কঠিন কণি । অত্যন্ত হৃৎকম্পন । মুখ পিংশে ও চক্ষুর
চতুর্দিক হলুদবর্ণ (লাইকো, ক্যাল-কা) ।

সাইলিসিয়া—কুমিজনিত পেটবেদনা, তৎসঙ্গে মলবদ্ধ অথবা কঠিন
মল । হস্তদ্বয় হলুদবর্ণ, নখ নীলবর্ণ অথবা লালভ । রক্তসংযুক্ত মল । পেট
কাঁপা ও গড়মড় করিয়া পেট ডাকা ।

সাল্ফার—নাকের ভিতর গুরু গুরু করে । গুহদ্বারে গুরু গুরু করে
ও খোঁচায় । কেঁচোর ত্রায় বড় কুমি এবং ফিতার ত্রায় কুমি । আহ্বারের
পূর্বে ত্বকার, আহ্বারের পর অজ্ঞানভাব । রাত্রে অস্থিরতা । বেলা ১১টার
অত্যন্ত ক্ষুধা । সমস্ত শরীর দুর্বলবোধ । পুনঃ পুনঃ অস্থির ও দুর্বল অবস্থা ।
গুহদ্বারে লোনছা বা ঘসড়িয়া যাওয়ার ত্রায় অবস্থা বোধ হয় । গাত্রে এক
প্রকার চর্ম্মোৎপাত (পাস্টিউলার ইরাপশন) ।

স্ট্যানাম্—মানসিক জড়তা । মুখমণ্ডল ফেঁকাশে । চক্ষু বসিয়া যাওয়া
সঞ্চালন করিলে মুখমণ্ডল দিয়া যেন অগ্নিশিখার ত্রায় নির্গত হয় । পেট-
বেদনা, চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ । নিশ্বাস দুর্গন্ধনয় । অত্যন্ত ক্ষুধা,
কিন্তু সন্ধ্যাকাল ব্যতীত অল্প সময় উপযুক্ত পরিমাণ আহ্বার করিতে পারে না ।
আহ্বারের পর বমনেচ্ছা । বহুপরিমাণ জলবৎ বর্ণহীন প্রস্রাব । অস্থিরতা ।
নিদ্রাবস্থায় শিশু কৌকায় অথবা ভীতি প্রকাশ করে । মিউকাস্‌সহ বড় বড়
কুমি নির্গত হয় (*লাইকো, মার্ক) ।

টেরিবিম্বিনা—গুহদ্বারে খোঁচান এবং জ্বালা, বোধ হয় যেন কুমি
হাটিয়া বেড়াইতেছে । ফিতার ত্রায় কুমির খণ্ড সকল নির্গত হয় । শীতল

জল দিলে গুহ্বারের জ্বালা নিবারণ হয়। অঙ্গসমূহের উত্তেজিত অবস্থা। অত্যন্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। বাহ্য কিছু খায় একেবারে গলাধঃকরণ করে। উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইলেও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। দুর্গন্ধময় শ্বাসপ্রশ্বাস। দম্বদ্ধ হওয়ার শ্রায় বোধ। থক থক করিয়া গুহ্ব কাশি। আক্ষেপ এবং কন্‌ভাল্শন, রাত্রিতে অনিদ্রাবস্থা। ভীত হইয়া যেন চাঁৎকা করিয়া উঠে। একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে; শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সকল মোচড়াইতে থাকে।

টিউক্রিয়াম্।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির দরুণ গুহ্বদ্বারে অত্যন্ত চুলকান।

কৃমি সম্বন্ধে
আনুষঙ্গিক চিকিৎসা

} :-

ইউরোপীয় খাদ্যীরা কৃমিগ্রস্ত বালকদিগের গুহ্বদ্বারে রাত্রিতে শয়নকালে চর্বি দিয়া রাখেন; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কৃমি হাঁটিয়া আপনা হইতেই বহির্গত হইতে থাকে।

কেহ কেহ কোয়াসিয়ার জল অর্থাৎ ইনফিউসন্‌ সহ' কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা গুহ্বদ্বারে পিচ্কারী করিতে উপদেশ দেন। কোয়াসিয়ার জল বয়স্কের জন্ত ১ ওন্স ও শিশুদের জন্ত অর্ধ ওন্স দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশীয় কবিরাজেরা জয়ন্তী পুষ্পের পত্রদ্বারায় রুটী প্রস্তুত করিয়া সেই রুটী দ্বারায় পেটের উপর সেক্‌ দিতে ব্যবস্থা করেন। কেহ কেহ এই রুটী দ্বারা পেট আবৃত করিয়া তদুপরি একখানি বস্ত্র ভাঁজ করিয়া স্থাপন করেন, এবং তাহা ব্যাণ্ডেজ দ্বারা পেটে বাঁধিয়া রাখিয়া থাকেন। অন্ন জ্বালের উপর তাওয়া রাখিয়া তাহাতে জয়ন্তীর পত্র ছড়াইয়া দিয়া হস্তদ্বারা আস্তে আস্তে চাপ দিলেই সুন্দর রুটীর শ্রায় আকার প্রাপ্ত হয়। তাহাকেই জয়ন্তীর রুটী বলে। এই প্রকার রুটী বাঁধিলে পেটে এক প্রকার কোমেন্ট্‌ করা কার্যের ফল হইয়া থাকে। তদ্বারা উদরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের স্রুক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হয়। উদরে কৃমি না থাকিলেও ইহাতে কৃমি উৎপাদনের কারণ ও তজ্জনিত লক্ষণসমূহের অনেক উপকার হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউন্‌ বলেন "ইণ্ট্যাস্টাইন সমূহের টিসু-মেটামরফিসিস্" অর্থাৎ

“অস্ত্রের নির্ভ্রামক পদার্থের ধ্বংস” ও পরিবর্তন হইয়া কুমির উৎপত্তি হইয়া, থাকে। এই প্রকার জয়ন্তীর রুটি পেটের উপর বাধিলে উক্তরূপ টিসুধ্বংস সম্বন্ধে অনেক উপকার হয়।

আমাদের দেশীয় চিকিৎসকেরা অপরিষ্কৃত গুড়, চিনি, কলা, ইত্যাদি পদার্থ, কুমিধাতুগ্রস্ত বালককে খাইতে নিষেধ করেন। অপরিষ্কৃত এবং সর্বদা উদ্ভাটিত অবস্থায় রক্ষিত চিনি, গুড় ইত্যাদিতে মক্ষিকা সকল ডিম্বপাত করিয়া রাখে, তদ্বারা এক প্রকার কুমির উৎপত্তি হয়; এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন এবং সেই অন্তই তাঁহারা এই প্রকার মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া অবিহিত বিবেচনা করেন।

কুমিসম্বন্ধে করেকটা
উপসর্গের চিকিৎসা।

} :—

গুহদ্বার চুলকাইলে—ইথে, ম্যারাম্-ভি, সালফা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—মার্ক।

লালপড়া ও বমনেচ্ছা—ফেরা।

রাত্রিকালে স্পেজম বা আক্ষেপ—ভেলিরি।

আভ্যন্তরিক উত্তাপবোধ ও উদরের উপরিভাগে বেদনা
—নাস্ত-ভ।

রাত্রিতে পেট বেদনা, লাল নিঃসরণ, আক্ষেপ, উত্তেজনা
কম্প—চায়না, ভেলিরি।

কন্ভাল্‌সন্ বা আক্ষেপ—বেল, ক্যামো, হাইয়ন্স, ইথে ট্র্যামো।

বিভীষিকা দর্শন—বেল।

কুমিগ্রস্ত ধাতুবিশিষ্ট হইলে—ক্যাল্‌-কা, সাইলি, * সাল্‌ফা
মার্ক।

ফ্লেটুলেন্স বা পেট ফাঁপা ।

("উদর" দেখ) ।

১ । এই অধিকারে—(১) এসাফি, * চায়না, নাক্স-ভ. পাল্‌স, *আর্স, **টেরিবি, সাল্‌ফা ; (২) ইন্ডিউ, অরাম্বি, বেল, ক্যাক্টা, *কার্ব-ভেজি, সীষ্টা, ককিউ, কষ্ট ; (৩) এক্সোপি, এগ্‌নাস্, ব্যাপ্টি, ক্যাল্‌কে, ফস্, ক্যাপ্‌সি, কলোফাই, কলিঞ্জো, কলোসি, ফেরা, জেল্‌স, * গ্র্যাফা, আইরিস্, ল্যাকে, * লাইকো, ঝাট্রা-মিউ, নাইট্র-এসি, *নাক্স-ম, ফাইটো, কলেক্‌স, সেল্‌, জিক ও ভিরাট ।

২ । যদি অন্ত্রায় আহারের হেতু পেট ফাঁপে তবে—
(১) চায়না ; (২) ব্রাই, সিপা, লাইকো, পিট্রো ; (৩) এলো, ক্যাল্‌মিয়া, মিলিফোলি, পাল্‌স, সিপি ও ভিরাট দেওয়া যায় ।

৩ । মত্বাদি সেবনের পর পেট ফাঁপিলে—(১) নাক্স-ভ ; (২) চায়না, ককিউ, ফেরা ও ভিরাট দিলে উপকার হয় ।

৪ । শূকরের নাংস, চর্বি, ঘৃত বা তৈলাক্ত পদার্থ আহা-
রের দরুণ পেট ফাঁপিলে—(১) চায়না, কল্‌চি, * পাল্‌স ; (২) কার্ব
ভেজি, ঝাট্রা-মিউ ।

৫ । পেট ফাঁপা অত্যন্ত গুরুতর হইলে—ইন্ডিউ-হি, এগার,
* কার্ব-ভ, * চায়না, সীষ্টা, কলিঞ্জো, * কর্ণাস্, জেল্‌স, 'নেফাল্‌, * গ্র্যাফা,
ক্যাল্‌মিয়া-ল্যা, ল্যাকে, * লাইকো, নাইট্র-এসি * নাক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি,
প্লাষ্টা, সেল্‌, ষ্ট্যাফি, পাল্‌ফা, * টেরিবি ।

৬ । পেট ফাঁপার দরুণ নিতান্ত কষ্ট ও উত্তেজিত হইলে—
ক্যাপ্‌সি, *কার্ব-ভ, * চায়না, ল্যাকে, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, * ফস্, পাল্‌স,
সাল্‌ফা দেওয়া উচিত ।

৭ । অজীর্ণবশতঃ পেট ফাঁপিলে—(১) কার্ব-ভ, কষ্ট,
* সিপা, * চায়না, * সীষ্টাস্, কোনা, গ্র্যাফা, হিপার আইওড্‌, ক্যাল্‌মিয়া,
ল্যাকে, লাইকো, ঝাট্রা-মিউ, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, স্নাইলি, ও সাল্‌ফার
প্রয়োগে উপকার দর্শে ।

৮। প্রাতঃকালে পেট বেদনা বোধ হইলে—এগাম্, এসাকি, ব্যারাইটা, ক্যাক্টা, কার্ব-এ, কষ্ট, ক্যামো, নেফাল, জাট্রা-মিউ, নাইট্র-এসি, নাস্ত-ভ ও ফস।

৯। পেট গড়মড় করিয়া ডাকিতে থাকিলে—এগা, এণ্টি, আণি, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাস্ত, কার্ব-ভ, কলোফাই, কষ্ট, চায়না, কমোক্সাডি, জেলস, হেল, ইয়ে, আইরিস্, লাইকো, জাট্রা-মিউ, নাক্স ভ, ফস্, ফাইটো, ফস্-এসি, পাল্‌স, সার্সা, সিপি, সাল্‌ফ ও ভিরাট্ প্রয়োগ করিবে।

১০। অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকিলে—ইক্টিউ-হি, এগা, ক্যাস্ত, কার্ব-ভ, কষ্ট, চায়না, সিষ্টা, কর্নিজো, কর্ণাস, জেলস, নেফাল, গ্রাফা, হেল, ক্যালমিয়া, লাইকো, ম্যাথ্, মার্ক, নাইট্র-এসি, ওলিয়েন্, ফস্, প্লাধা, সেলু ও ভিরাট্।

১১। বায়ুনিঃসরণে গন্ধ না থাকিলে—এথ্রা, বেল, কমো-ক্সাডি, কার্ব-ভ এবং লাইকো ব্যবহারে উপকার হইবে।

১২। „ অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে—অর্গনি, আস্, এসাকি, কালক্, কার্ব-ভ, চায়না, কর্ণাস্, গ্রাফা, আইরিস্, জ্যামা, ফাইটো, প্লাধা, সোলি, পাল্‌স, সেলু, সাইলি ও সাল্‌ফ।

১৩। „ সামান্য দুর্গন্ধ থাকিলে—আণি, আস্, কার্ব-ভ, ইয়ে, আইরিস, ওলিয়েন্, পাল্‌স এবং সাল্‌ফ।

১৪। „ পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধ হইলে—আণি, ক্যামো, কফি, সাল্‌ফ, এণ্টি-টার্ট, টিউক্রিয়ন্।

১৫। বায়ুনিঃসরণ গরম—একোন্, এলোজ, ক্যামো, ফস্, ষ্টাকি, জিঙ্ক, কার্ব-ভ, চায়না ; এবং শীতল বায়ুনিঃসরণে কোনা প্রয়োগ করিবে।

১৬। „ রক্তনের গন্ধবিশিষ্ট—এগা, এসাকি, মস্তা, ফস্।

১৭। „ অল্প গন্ধবিশিষ্ট—আণি, ক্যালক্, ক্যামো, হিপার, ম্যাথ্-কা, মার্ক, জাট্রা-মিউ, সিপি, সাল্‌ফ।

১৮। „ অত্যন্ত শব্দকর হইলে—কষ্টিকম্, ল্যাঙ্ক, মার্ক, স্কুইল, টিউক্রি এবং জিঙ্ক শেওয়া যায়।

পেটফাণা সূচকে
বিশেষ ভেদ্যাত্ত

} :-

কাৰ্ব'-ভেজি—অন্ন এবং পচা উদ্ভিদ। পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহের বায়ুপূর্ণবস্থা। বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ। হৃৎপিণ্ডের অন্ত্যন্ত স্পন্দন অর্থাৎ বৃদ্ধি ফড়ফড়ানি। সজল অথচ উষ্ণ দুর্গন্ধময় বাতকর্ষ। পেট গড়গড় করিয়া ডাকা; দুর্গন্ধময় অথবা একেবারে গন্ধশূন্য বায়ুনিঃসরণ হওয়া। নানাবিধ উপকরণযুক্ত খাদ্যদ্রব্য নিয়ত আহারের দরুণ এই পীড়ার উৎপত্তি।

ক্যামোমিলা—অন্ন অথবা সাধারণ বাতাসের ত্রায় উদ্ভিদ। ঢাকের ত্রায় পেট ফাঁপিয়া উঠা। সর্বদা অন্ন পরিমাণে অর্থাৎ (অযথেষ্টরূপে) (Insufficiently—প্রয়োজনাপেক্ষা অল্প পরিমাণে) বায়ুনিঃসরণ হওয়া। সময় সময় পেটে শূল বেদনার ত্রায় বোধ হইতে থাকে। হাইপোকণ্ড্রিয়াম প্রদেশে অর্থাৎ পঞ্জরের নিম্নভাগে বায়ু স্তম্ভিত হইয়া বক্ষের মধ্যে তীর ছুটার ত্রায় বেদনা উপপাদন করে।

চায়না—উদর ক্ষীত, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা; উদ্ভিদ ভুক্তদ্রব্যের গন্ধ বিশিষ্ট অথবা তিক্ত; বিশেষতঃ ভোজনের পর পাকস্থলী হইতে অল্পময় গ্লেয়ার ত্রায় পদার্থ (গ্যাসট্রিক জুস Gastric Juice) উঠিতে থাকে। অন্ত্রসমূহের মধ্যে অত্যন্ত * গাঁজলান বা উৎসেচন অবস্থা (Fermentation) হয়। পেট এমনি আঁটয়া পূর্ণ হয় যে উদ্ভিদ হইলেও কিছুমাত্র আরাম পাওয়া যায় না। অপরিপাক বশতঃ বিশেষতঃ ফল খাওয়া কিম্বা মত্তপানহেতু পেটের ভিতর টাশিয়া টাশিয়া বেদনা উপস্থিত হয়।

ককিউলাস্—পেট ডাকিতে থাকে। অপরিপাক বশতঃ পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে; রাত্রিতে ফাঁপা ও বেদনা বৃদ্ধি পায়। কসিয়া ধরার ত্রায় বেদনা। তলপেটের দিকে ভারবোধ ও পেটের উর্দ্ধদিকে বমনের ত্রায় ভাব হইতে থাকে। তলপেটের দুই পার্শ্বে এমন বোধ হয় যেন সমস্ত ঠেলিয়া বাহির হইবে। ঘন ঘন অল্প পরিমাণে মলত্যাগ ও তৎসঙ্গে বায়ুনিঃসরণ।

ল্যাকেসিস্—উদ্ভিদে আরাম বোধ হয়। পাকস্থলীর উপরে টিপি-দিলে বেদনা লাগে। পেট ফাঁপা ও তাহাতে এমন বেদনা যে কোন প্রকার ভার সহ হয় না। অন্ত্রবদ্ধ বায়ুর জন্ত পেট ফাঁপা।

লাইকোপোডিয়াম্—পেট গল্ গল্ করিয়া ডাকা। বিশেষতঃ বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াম প্রদেশে। অন্ত্রের বিশেষ কোন স্থানে বায়ু আক্ক হইয়া

ফুলিয়া উঠে । নিয়মিকে সূত্রস্থলী ও রেক্টামের (Rectum) উপর ও উর্দ্ধে, উপর পেট ভার এবং পূর্ণতা বোধ । পেট ফাঁপা এবং পা শীতল অবস্থাপন্ন ।

নাক্সাভমিকা—বুক এবং মস্তকের দিকে ভারবোধ । কোষ্ঠবদ্ধ ও পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা । অল্প-বদ্ধ বায়ু কর্তৃক পেট ফাঁপা এবং প্রাতে ও আহারের পরে রোগীর অবস্থা খারাপ হয় ।

পালস্টিলা—পেট ফাঁপা ও বেদনা ; সন্ধ্যা রাত্রিতে আহারের পর ও রাত্রিতে বৃদ্ধি । উপর পেটে ভারবোধ । বায়ু এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয় ।

সিপিয়া—ভালরূপ পিত্তক্ষরণের অভাবে পেট ফাঁপা । সামান্য আহারেই পেট ফাঁপিয়া উঠা । শয়ন করিলে পেট ডাকিতে থাকে । দুর্গন্ধময় বাতকর্ষ হয় ।

সাল্ফেট অবু এনিলিন—অত্যন্ত পেট ফাঁপা ; আহারে অনিচ্ছা । মুখ বিষাদ ; কোষ্ঠবদ্ধ ; ফল, লাইল ও কপি ইত্যাদি খাইয়া পেট ফাঁপিলে এই ঔষধে অতি উপকার দর্শে ।

সাল্ফার (Sulphur)—পেট ফাঁপা ; উদর প্রসারিত, পুনঃ পুনঃ পেট ডাকা ; উদ্গার এবং বাতকর্ষে অস্বাভাবিক । কোন চর্মরোগ গুণ্ডভাবে বসিয়া গেলে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ ফল হয় ।

উদ্গার ইত্যাদি ।

(উদ্গার, বুকজ্বালা, পাকস্থলীতে জ্বালা, গলা বাহিরা শুষ্কত্বা উঠা ইত্যাদি) ।

১ । এই সমস্ত অধিকারে—(১) আর্গি, ব্রাই, ক্যালকে, কার্ক-ভ, কোনা, ইয়ে, মার্ক, লাইকো, ছাটো-মি, নাস্ত-ভ, ফস, হাস, সিপি, সাল্ফা, ভিরেট্রা ; (২) এমোনি, আর্গি, কর্ব-এনি, কষ্ট্রি, ককিউ, গ্রাফা, ছাট্রা, সাইলি, ষ্টাফি, টাটা, ভ্যালি ; (৩) এলাম, এম্ব্রা, এন্টি, বেল, ক্যানা, ক্যাফা, ক্যাপ্সি, চায়না, সিনা, সিকিউটা, ক্রোকা, সাইক্সা,

ড্রিস, গ্র্যাফা, কেলি, মেজি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, হুডো, শ্রাবাডি, সার্সা-প্যারি, ষ্টানা, সালফ-এসি, থুজা ; (৪) ইক্টিউ, হিপো, ডায়ের্কা, হাইড্রাষ্ট, পাল্‌স প্রধান ঔষধ ।

২ । পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত উদগার উঠা—(১) * আর্গি, * বেল, * ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্ট, ককিউ, * কোনা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, * মার্ক, * আট্রা-মি, * নাক্স-ভ, * ফস, পাল্‌স, * হ্রাস সিপি, ষ্টাফি, * সাল্‌ফা, * ভিরেট্রা ; (২) এলাম, এষা, এমোনি-মি, এন্টি, ক্যাল্‌কে, * কার্ব-এনি, চায়না, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, ইথে, লাইকো, মিউর-এসি, পিট্রো, শ্রাবাডি, সার্সা-প্যারি, সাইলি, স্পঞ্জি, ষ্টানা, সাল্‌ফ-এসি, থুজা, ভ্যালি ; (৩) ইক্টিউ, ব্যাপ্ট, কলোসি, ইউপেটো-পারফো, আইরিস, পডো ।

৩ । উদগার উঠিতে বেদনাবোধ—ককিউ, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস, শ্রাবাডি, সিপি ।

৪ । উদগার উঠিবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা—এষা, আর্জেন্টা-নাই, কার্ব-এনি, কষ্ট, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়ন্স, ইথে, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ম, ফস, প্রাষা, পাল্‌স, হ্রাস, সাল্‌ফা, জিক্ ।

৫ । উদগারাদিকারে—ইথু, * এন্টি-ফু, * আর্গি, * ককিউ, * কোনা, * ব্রাই, * বেল, * কার্ব-ভ, চায়না, সাইক্যামে, ডায়ের্কা, ইপিকা, আইরিস্‌ভ, পাল্‌স, আট্রা-মি, মার্ক, * নাক্স ভ, * ফস, সাল্‌ফ-এসি, ল্যাকে, লাইকো, প্রান্টা, কমে, হ্রাস-ট, ভিরাট্, সাল্‌ফার, সার্সা, জিক্ ।

৬ । উদগার তিল্ত—এমোনি-মি, ইথে ।

৭ । ” কোন যানে উঠিয়া চলিবার সময়—ক্রিয়েজো ।

৮ । ” অত্যন্ত কষ্টকর এমন কি তাহাতে দম্ব বন্ধ হও-
য়ার ন্যায় হইয়া উঠে—* আর্জেন্টা-না ।

৯ । ” দুর্গন্ধময়—আর্গি, এসাকি, কার্ব ভ, গ্র্যাফা, সোরি, সিপি, এন্টি-টার্ট ।

১০ । উদগার উচ্চৈঃ শব্দে—* আর্জেন্টা-না, কার্ব-ভ ।

১১ । উদগার পচা তৈলের ন্যায়—*এসাকি, *কার্ব-ভ, *গ্র্যাফা, *স্বাবাডি ।

১২ । উদগার ডিম পচার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট—*আর্গি, *সোরি, *এন্টি-টার্ট ।

১৩ । ,, টক্—আর্গি, হিপা, কেলি-কা, ছাট্টা-কা, ছাট্টা-সা, পিক্রি-এসি, পডো, স্বাবাডি, সিপি, সাইলি, সালফা, জিঙ্ক ।

১৪ । ,, টক্ জলের ন্যায়—*নিকোলাম ।

১৫ । হিকা—ইথু, কার্ব-ভ, সিকুটা, *এমোনি-মি, *সাইক্ল্যা, *ম্যারাম্-ভি, *হাইয়স্, *ইমে, জ্যাবোয়াগা, *নাকস্-ভ, ট্যাবেকা । (অজ্ঞাত বথাস্থানে হিকার বিস্তারিত বর্ণনা দেখ) ।

১৬ । উদগারসহ জল উঠিয়া মুখ পূর্ণ হয়—* (আস, বেল, ব্রাই, ক্যাল-কা, কার্ব-ভ, লাইকো, *মেজি, ছাট্টা-কা, ছাট্টা-মি, নাক্স-ভ, প্যারিস্, পিটো, ফস্, হ্যাস্, স্বাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্রাকি, সালফা) ।

১৭ । কিছু যেন গলা বাহিয়া উঠে—* (এসাকি, মার্ক-ক, প্র্যাটা) ।

১৮ । উদগারে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ-বোধ হয়—এমোনি, এন্টি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্ট, চার্ননা, কোনা, লাইকো, ছাট্টা-মি, ফস, পালস, সাইলি ।

১৯ । গলা বাহিয়া ভুক্তদ্রব্য উঠা—(১) আর্গি, ব্রাই, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, নাক্স-ভ, ফস, পালস, সার্সা, সালফা, সালফ-এসি, টাটা ; (২) এন্টি, বেল্, ক্যালকে, ক্যানা, কোনা, ডুসি, হিপা, ইমে, লাইকো, মার্ক, ছাট্টা-মি, প্রাঘা, ষ্ট্রাকি, ভিরাট, জিঙ্ক ।

২০ । গলা বাহিয়া অপরিশুদ্ধ ভুক্তদ্রব্য উঠা—(১) ব্রাই, ক্যামো, কোনা, ইমে, ল্যাকে, ফস ; (২) এমোনি-মি, ক্যাম্ফ, ম্যাগ্ন-মি, মেজি, সালফা ।

২১ । টক্ উদগার উঠিলে—(১) ক্যালকে, ক্যামো, চার্ননা, লাইকো, নাক্স-ভ, ফস, সালফা ; (২) এমোনি, আস, বেল, কষ্ট, ফেরা, গ্র্যাফা,

ইথে, ইপিকা, ত্রাট্রা-মি, ফস-এসি, পাল্‌স, ষ্ট্যানা, সাস'৷, থুজা, ভিরাট ;
(৩) হাইড্রাট, আইরিস, ফাইটো, রোবিন্‌, পডো ।

২২ । বুকজ্বালা এবং মুখ দিয়া জল উঠা—(১) এমোনি, ক্যাল্‌কে, চায়না, ক্যানা, ক্রোকা, লাইকো, ত্রাট্রা-মি, নাক্স-ভ, সাল্‌ফা ;
(২) ক্যাপ্‌স, কার্ব'-এনি, কার্ব'-ভ, কষ্টি, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, হিপা, ইথে, আইওড্‌, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস, পাল্‌স, শ্রাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাকি, সাল্‌ফ-এসি ;
(৩) আইরিস, পডো ।

বমন এবং বমনেচ্ছা ।

১ । বমন অধিকারে—এলটোন, একোন, *ব্রাই, *ইথু, *এন্টি-ক্রুড, আর্গি, **আস', ব্যাপ্‌টি, *ক্যামো. বেল্‌, ক্যাম্‌ফ, কার্ব'-ভ, সিকুটা, ক্যাক্টা, *ককিউ, কলোসি, কোপে, **কুপ্রা, ডায়েস্কো, ইলাট, **ফেরা, গামি-গা, হিপোমে', আইওড, **ইপিকা, *আইরিস্‌-এ, জ্যালাপা, কেলি-বা, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, লাইকো, মিউর-এসি, **ত্রাট্রা-মি, পিট্রো, নাক্স-ভ, প্রাশা, লেন্টা, জ্যাবোরাগা, শ্রাবাডি, *সিনা. সাস'৷, সিনা, *সিকে, সিপি, *সাইলি, সাল্‌ফা, *টার্টার-এমি, *ভিরাট, *পাল্‌স, ট্র্যামো, থুজা, **ইউ-পেটো-পারফো, *ড্রুসি ।

২ । বমনের পরই নিদ্রা হয়—*ইথু, *কুপ্রা ।

৩ । বমনভাব ও ন্যাকার উপশম হইয়াও অনবরত বমন হয়—এন্টি-ক্রুড ।

৪ । বমনের পর হস্ত কম্পন ও মুচ্ছা—*এন্টি-টার্ট ।

৫ । রক্তবমন—ঈরাজীতে ইহাকে হিমাটিমেসিস বলে । ইহাতে
(১) *একোন, এলো, **আর্গি, *আস', **ফেরা, হাইয়স্‌, **ইপিকা, নাক্স-ভ ; (২) এমোনি, *বেল্‌, ব্রাই, ক্যাসা, *কার্ব'-ভ, কষ্টি, চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মেজি, প্রাশা, পাল্‌স, সিকেলি, *ফস, সাল্‌ফা, ভিরাট্রা-এল্‌বা ; (৩) ক্যাক্টা, ইরিজি, ইরিজিয়াম্‌, *হেমমে, ক্রমেজ, সেলু, ভিরাট্রি-ভি হেওরা বায় ।

৬ । বিষ্ঠাবমন—এপো-মফিয়া, বেল, নাক্স-ভ, **ওপি, সাল্ফা, একোন, ব্রাই, প্রাধা, থুজা ।

৭ । কালবর্ণের বিকৃত রক্ত বমন—(১) এলায়, * আস', ক্যাল্কে, চায়না, ভিরাট, * হেল; (২) ইপিকা, নাক্স-ভ, সাল্ফা ইত্যাদি ।

৮ । অঙ্গীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন—(১) ** ইউপেটো-পারফো, * ইপিকা, ** ফেরা, * পাল্‌স, ক্যামো, * এন্টি-ক্রুড্, সাল্ফা, * ভিরাট; (২) ** অ্যুস', ক্রোটন-টি, কলোসি, ডিজি, হিপা, হাইয়স, * নাক্স-ভ, আইরিস্-ভা, কেলি-বা, রেফে, হিপোসে, সাইলি; (৩) বেল, * ব্রাই, এন্টি-টা, ক্যাল্কে, সিনা, ককিউ, ইগ্নে, কুপ্রা, ড্রুসি, গ্র্যাফা, কেলি, ক্রিয়েজো, ল্যাঙ্কে, থাট্টা-মি, * ফস্. হ্রাস, সিপি, ষ্ট্যানা ।

৯ । আহারের পরই তৎক্ষণাৎ বমন হয়—**আস', ইপিকা, * সিকে ।

১০ । আহারের পর ভুক্তদ্রব্য অস্থল হইয়া বমন হয়—ক্যাল্কা, হিপা, কেলি-বা, ওলিয়েণ্ডা, পডো, * পাল্‌স, সাল্ফা ।

১১ । ভুক্তদ্রব্য কয়েক ঘণ্টা অন্তর বমন হইয়া যায়—* ক্রিয়েজো ।

১২ । চক্চকে তরল পদার্থ বমন—কেলি-বা ।

১৩ । পানীয় বস্তু পেটে যাইয়া গরম হইবামাত্র উঠিয়া যায়—** ফস্ ।

১৪ । পানীয় পান করিবামাত্র উঠিয়া যায়—**আস', বিস-মাথ্, ক্রোটন-টি, জিঙ্ক, *** ইউপেটো-পারফো ।

১৫ । ভুক্ত পানায় পদার্থ বমন—একোন, এন্টি-ক্রুড্, * আস', হাইয়স্, ইপিকা, * ফস, * সাইলি, ভিরাট, আর্গি, বিসমাথ্, সিনা, সেবু, স্পঞ্জি ।

১৬ । আপেক্ষিক গতি অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ী নৌকা ইত্যাদি আরোহণ করিয়া চলিলে যে গতি হয় তদ্রূপ বমন হইলে—আস', ককিউ, কল্‌চি, ফেরা, হাইয়স, পিট্রো, এপো-মফিয়া, বেল, ক্রোকা, নাক্স-ম, সিকেলি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, ট্যাবেকাথ্ ।

১৭। উদর পূর্ণ করিয়া আহার অথবা গুরুপাক দ্রব্য
আহার হেতু বমন—(১) ইপিকা, পাল্‌স্‌; (২) এন্টি, ব্রাই, নাক্স-ভ,
সাল্‌ফার; (৩) আর্স, ব্রাই, ফেরা, হ্রাস ।

১৮। মাতালদিগের বমন—(১) আর্স, ল্যাকে, নাক্স-ভ, ওপি;
(২) ক্যাল্‌কে, সাল্‌ফা ।

১৯। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বমনে—(১) কার্বলিক-এসি,
ইপিকা, নাক্স-ভ, সাল্‌ফা; (২) কোনা, ফেরা, পাল্‌স্‌, সিপি; (৩) একোন,
আর্স, ক্রিয়েজা, ল্যাকে, ল্যাকটিক্-এসি, ম্যাগ্নে-মি, থাট্রা-মি, নাক্স-ম, ফস,
পিট্রো, ভিরেট্রা ।

২০। যদি কুমিহেতু বমন—(১) একোন, সিনা, ইপিকা, মার্ক,
নাক্স-ভ, পাল্‌স্‌, সাল্‌ফা; (২) বেল্‌, কার্ব-ভ, চায়না, ল্যাকে ।

২১। সূর্যোত্তাপ হেতু বমনে—গ্লোনইন্ ।

২২। পিত্ত বমনে—(তাহা দেখিতে সব্জ্, বর্ণ বিশিষ্ট এবং স্বাদ
তিক্ত)—(১) এন্টি-ক্রুড্‌, **ক্যামো, নাক্স-ভ; (২) একোন, এপিস,
**আর্স, বেল্‌, **ব্রাই, ইপিকা, কেলি-কা, মার্ক, ফস্‌, *সিনা, *সিপি,
ভিরেট্রা; (৩) আর্গি, ক্যানা, চায়না, **ইউপেটো-পার্কো, কলোসি, কুপ্রা,
কোনা, ডিজি, ড্রুসি, ইগ্নে, জ্যাট্রোফা, **থাট্রা-মি, কেলি-বাই, ল্যাকে,
লাইকো, পডো, পিট্রো, *পাল্‌স্‌, র্যাফেনা, সিকে, ট্র্যামো, সাল্‌ফা,
ভিরেট্রা-ভি, থুজা ।

২৩। তিক্তস্বাদযুক্ত বমনে—এন্টি-ক্রুড্‌, এপিস, ব্রাই, কল্‌চি,
থ্যাট্রি, কেলি-বাই, পাল্‌স্‌, সেজ্জ, ইউপেটো-পার্কো ।

২৪। বমনের গন্ধ ও স্বাদ অল্প—(১) * এন্টিক্রুড্‌, এপিস,
কেলি-কা, *ক্যাল্‌-কার্ব, *পাল্‌স্‌, সাল্‌ফা, ক্যামো, *চায়না, আইরিস্‌-ভা,
নাক্স-ভ, **লাইকো, হিপার, ম্যাগ্নে-কা, পডো, **ফস্‌, *বোভি, ফস্‌-এসি;
(২) আর্স, বেল্‌, ফেরা, ইপিকা, সাল্‌ফ-এসি, এন্টি-টাইট, সাল্‌ফা ।

২৫। বমনে মিউকাস্‌ অর্থাৎ স্লেথার ন্যায় পদার্থ—
(১) আর্স, *পাল্‌স্‌, ইউকরবি, ইপিকা; (২) বেল্‌, ড্রুসি, নাক্স-ভ, সাল্‌ফা;

(৩) একোন, এন্টি-ক্লড্, ক্যাল্কে, সাইক্লা, ডিজি, ডাল্কা, কেলি-বাই, ওলিয়েণ্ড্রা, সিকেলি ; (৪) ক্যামো, চায়না, সিনা, কোনাই, শুয়াই, হিপার, হাইয়স্, ইয়ে, মার্ক, ভিরাট ; (৫) ইউপেটো-পার্কো, আইরিস্-ভা, সেঙ্গু ।

২৬ । জলবৎ বমন—(১) * আস্, বেল, এল্‌ষ্টোন, * * ব্রাই, ইপিকা ; (২) মিস্মাথ, চার্ননা, ক্রোটন-টি, কুপ্রা, * * কষ্ট, ইউফ্রুবি, গ্র্যাট, হিপা, ওলিয়েণ্ড্রা, সেঙ্গু, সিকেলি, সাল্‌ফা, ট্যাবেকা, টার্টার-এমিটিক্ ; (৩) আর্গি, নাক্স-ভ, পাল্‌স্ ।

২৭ । জলবৎ বমন, তাহাতে চর্কির ঝায় থণ্ড থণ্ড পদার্থ দেখা যায়—হিপোমে ।

২৮ । শরীর সঞ্চালন করিলেই বমন—* আস্, ব্রাই, নাক্স-ভ, পিট্রো, * ভিরাট্ ।

২৯ । বমন ও তৎসঙ্গে উদরাময়—(১) * আস্, বেল্, কলোসি, * কুপ্রা, ডাল্‌কা, ইপিকা, ফস্, * পাল্‌স্, * ভিয়েট্রা ; (২) এপোসাই, আরিস-ভা ।

৩০ । বমন ফেনায়ুক্ত—ইথুজা, ক্রোটন-টি, টার্টার-এমিটিক্, ভিরাট ।

৩১ । „ ফেনায়ুক্ত ছুদ্ধের ঝায় সাদা—ইথুজা ।

৩২ । „ পীতবর্ণ—গ্রেটিওলা ।

৩৩ । „ ঈষৎ হরিৎবর্ণ—ইথুজা, এন্টি-ক্লড্, আর্জেন্টা-নাইট্রা, কলোসি, ডিজি, হিপা, হিপোমে, জ্যাট্রোফা, ওলিয়েণ্ড্রা, * সিকেলি, ট্র্যামো, টার্টার-এমিটিক্ ।

৩৪ । „ উষ্ণ বোধ হয়—পডো ।

৩৫ । ছুদ্ধ বমন—ইথুজা, আর্জেন্টা-নাইট্রা, ক্যাল্কে-ফস্, আর্গি ।

৩৬ । ছুদ্ধ দধির ঝায় জমাট হইয়া বমন—ইথুজা, * * এন্টি-ক্লড্, * ক্যাল্-ক্যার্ব ।

৩৭ । ছুদ্ধ জমাট বড় বড় চাপ চাপ হইয়া বমন—* * ইথুজা ।

৩৮ । ছুদ্ধ ও মাতার স্তন্য বমন—* সাইলি ।

- ৩৯ । দুগ্ধ অল্প হইয়া বমন—* ক্যাল্-কার্ব ।
- ৪০ । শ্লেষ্মা (মিউকাস) অণ্ডলালের ন্যায় বমন—
* জ্যাট্রোফা ।
- ৪১ । ,, দুগ্ধক্ষয় বমন—ইপিকা, * সিকেলি ।
- ৪২ । শ্লেষ্মা, ফেনাযুক্ত, বমন—গডো, এন্টি-টার্টা ।
- ৪৩ । ,, সবুজ বর্ণবিশিষ্ট বমন—ইথুজা, আস', ব্রাই, ইপিকা,
গডো, ভিরাট্ ।
- ৪৪ । শ্লেষ্মা অর্থাৎ মিউকাস জেলির ন্যায় বমন—
* ইপিকা ।
- ৪৫ । ,, আঠার ন্যায় হইয়া বমন—আল্জেন্টা-নাইট্, ডাল্কা,
কেলি-বাই ।
- ৪৬ । হরিদ্রাভ বমন—আফি, ব্রাই, কল্‌চি, ইপিকা, ভিরাট্ ।
- ৪৭ । তৈলের ন্যায় পদার্থ বমন—ইথুজা, নাক্স-ভ ।
- ৪৮ । জলীয়ভাগ না উঠিয়া কেবল মাত্র খাতের অতরল
পদার্থ সমস্ত বমন হইয়া যায়—* ব্যাপ্‌টিসিয়া ।
- ৪৯ । কেবল মাত্র জলীয় ভাগ বমন হইয়া খাতের
অতরল ভাগ পেটে থাকে—* বিস্‌মাথ্ ।
- ৫০ । আহারের পর বমন বৃদ্ধি—(১) আস', * ফেরা,
ইপিকা, ক্রিস্‌জো, নাক্স-ভ, পাল্‌স, * সাল্‌ফা, ভিরাট্ ; (২) একোন,
আর্নি, হাইয়স্, জাট্‌-মি ।
- ৫১ । বমন প্রত্যহ প্রাতঃকালে—(১) ডুসি, আস', * নাক্স-ভ,
* ভিরাট্ ; (২) হিপার, লাইকো, জাট্‌-মি, সাইলি ।
- ৫২ । ,, রাত্রে—আস', চায়না, ফেরা, নাক্স-ভ, সাইলি, সাল্‌ফা ।
- ৫৩ । ,, মতাদি সেবনের পর—(১) আস', চায়না, ফেরা,
ভিরাট্ ; (২) একোন, আর্নি, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ভ, পাল্‌স্, সাইলি ।
- ৫৪ । ,, প্রথমে মিউকাস ও পরে পিত্ত—ভিরাট্ ।

৫৫। বমন প্রথমে মিউকাস ও পরে ভুক্তপদার্থ—আস',
গুলিয়েণ্ড।

৫৬। ,, ,, খাত্ত, পরে পিত্ত—খাট্টা-মি, ফস, জিঙ্ক।

৫৭। বমন প্রথমে খাত্ত ও পরে মিউকাস—ড্রসি, নাক্স-ভ,
সিলিনি।

৫৮। ,, ,, খাদ্য ও পরে জলীয়ভাগ—ফেরা, পাল্‌স।

৫৯। ,, ,, জলীয় ও পরে খাত্ত—ইপিকা, ম্যাগ্নে, নাক্স-ভ, সাল্‌কা,

৬০। ,, ,, বমন, তিত্ত ও লবণাক্ত—সাইলি।

৬১। ,, তিত্ত ও অম্ল—টাটা, ইপিকা, পাল্‌স।

৬২। ,, চাপ চাপ রক্ত—আর্গি, কষ্ট।

৬৩। ,, কটা রং বিশিষ্ট—আস', বিস্‌মাথ, ফস, মেজি।

৬৪। বমন দুর্গন্ধ—ব্রাই, ককিউ, নাক্স-ভ, ক্যাব'-ভ, ক্রিয়েজো।

৬৫। ,, কেবল মাত্র অতরল পদার্থ—আস', ব্রাই, কুপ্রা,
কস্, পাল্‌স, সাল্‌কা, ভিরাট্।

৬৬। ,, কেবল মাত্র তরল পদার্থ—আস', ডাল্‌কা, মার্ক-কর,
সাইলি।

৬৭। ,, লবণাক্ত পদার্থ—আইরড্, ম্যাগ্নে, পাল্‌স, সিপি,
সাইলি, সাল্‌কা।

৬৮। বমন মিষ্ট পদার্থ—ক্যাল্‌কে, ক্রিয়েজো, প্রাধ।

৬৯। ,, কেবল মাত্র জল—বিস্‌মাথ।

৭০। অনবরত ওয়াক্ পাড়া—ব্যারাইটা-মি।

৭১। ,, পচা ডিম্বের ন্যায় ও তদগন্ধবৎ উদ্‌গার উঠে—
আর্গি, ব্রোমি, কফি, ম্যাগ্নে-মি, ম্যাগ্নে-সাল্‌ক, পিট্রো, সিপি, ষ্ট্যানা, ড্যানি।

৭২। ,, ন্যাকারভাব অথচ তৎসহ বমন নাই—বেল্।

৭৩। গর্ভাবস্থায় রুটী খাইতে বমনভাব—সিপি।

৭৪ । হঠাৎ বমন হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে—একোন, আর্গি, *ইথ, আস', ক্যামো, ব্রাই, চায়না, ডাল্কা, ফেরা, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাইলি, ভিরেট।

৭৫ । অত্যন্ত বেগের সহিত বমন—বিস্মাথ্ ।

৭৬ । মাথা উঠাইলেই বমন—সিফট।

৭৭ । আহারের চিন্তা করা মাত্র বমন—সিপি, ডুসি ।

৭৮ । খাদ্য বস্তুর আশ্রয় লওয়া মাত্র বমন—কল্‌চি ।

৭৯ । ফেনায়ুক্ত বমন ও তৎসঙ্গে নাড়ীর সবিরাম গতি—ভিরেটাম্-এলব ।

বমনেচ্ছা বা ঝড়ার NAUSEA.

১ । বমনেচ্ছা—(১) *আজেন্টা-নাইট্রা, *আস', *কল্‌চি, *কলোসি, চায়না, *ক্রোটন-টি, **ইপিকা, *হ্রাস্, জাবাড়ি, সিকেলি, *সাল্‌ফা, *ট্যাবেকাম্, *এন্টি-টার্টা, ঠউপেটো-পারফো, *ভিরাট্, জিঙ্ক্; (২) এপিস, আর্গি, ইয়ে, ব্যাপ্‌টি, বেল্, বিস্মাথ্, *ইলাট, কার্ব'-ভ, বোভি, ব্রোমি, ক্যাম্ফ, ককিউ, কোনা, সাইক্যা, ডিজি, ডাল্কা, গ্র্যাটি, গামি-গাটি, হিপা, আইরিস্ ভা, জ্যাবোয়াগুই, জ্যালাপা, লেপটাগু।, *নাইকো, নার্ক-ভাই, মিউর এসি, *জাট্রা-মি, নাইট্র-এসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, ওলিয়েগু।, ওপি, প্র্যাণ্টেগো, *পাল্‌স, প্রাষা, ফস্, পডো, রুমে, সার্স', *সাইলি, সিনা, সিপি ।

২ । জলপানের পর ঝড়ার—*আস', আর্গি, *ইউপেটো-পারফো।

৩ । জল খাইলে বমনেচ্ছা নিবারণ হয়—লোবি ।

৪ । বমনেচ্ছা অথচ গলা চাপিয়া ধরে (ওয়াক্ পাড়া)—*বিস্মাথ্, **কলোসি, এসারাম্, আস', ক্রোটন, বেল্, ইয়ে, জ্যাবো-য়াগুই, ক্রিয়েজো, ইপিকা, *পডো, *সিকেলি, *এন্টি-টার্ট।

৫ । সদ্য মাংস আহারের পর বমনেচ্ছা—*কট্টি ।

- ৬। বমনেচ্ছা পাকস্থলী হইতে অস্ত্রে যায়—ওপানসিয়া ।
 ৭। উঠিয়া, দাঁড়াইলে বমন ইচ্ছা হয়—*পিট্রি-এসি,
 **ব্রাই ।
 ৮। খাদ্য বস্তু দৃষ্টিমাত্র বমন ইচ্ছা—*আস', **কল্টি ।
 ৯। খাদ্যদ্রব্য, ত্রুথ; ডিম্ব, চর্বি, মৎস্য ইহাদের গন্ধে
 বমন ইচ্ছা—** কল্টি ।
 ১০। আপন মুখের থুথু গলাধঃকরণ করিলে বমন ইচ্ছা—
 **কল্টি ।

১১। বমনের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—মস্তিষ্কের কন্জেক্শন্
 বা উত্তেজনা অবস্থা হেতু বমনে মস্তকে শীতল জলের পটা কিম্বা বরফ ব্যবহার
 করিলে অনেক সময় ফল পাওয়া যায় । এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা বমন
 নিবারণার্থ পাকস্থলীর উপর মার্শার্ড-প্লাষ্টার প্রয়োগ করিয়া থাকেন । অনেক
 সময় কোল্ডকম্প্রেস্ পাকস্থলীর উপর রাখিলে উপকার হয় । একথান নেকড়া
 ভাঁজ করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া পাকস্থলীর উপর রাখিয়া তত্ক্ষণে একথান
 কচি কলাপাত দিয়া পরে ব্যাণ্ডেজ দ্বারা তাহা বান্ধিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট
 কোল্ডকম্প্রেস হয় । অনেক সময় বরফ খাইতে দিলে বমনের উপকার হয় ।
 অস্ত্রাত্ম পথ্য বমন হইয়া উঠিয়া গেলে মুড়ি ভিজান জল কিম্বা চিড়ার কাথ
 ইত্যাদি খাইলে পেটে থাকে ।

ক্ষুধা

৩

আহারের ইচ্ছা ।

(Appetite.)

- ১। অত্যন্ত ক্ষুধা—* ব্যারা-কার্ব, * ক্যাল-কার্ব, ক্যাল-কঁস,
 কলোসি, আইরড্, লাইকো, * মার্ক-ড, ছাট্রা-মি, ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্-এসি,
 * সোরি, স্তাবডি, সার্সা, সাইলি, ষ্যানা, ষ্ট্যাকি, **সাল্ফা, ভিরাট্, *সিনা ।

২। অত্যন্ত ক্ষুধা বমনের পর—ওলিয়েণ্ড।

৩। ,, ,, ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত—**সাল্ফা, জিঙ্ক।

৪। ,, ,, তৎসঙ্গে দুর্বলতা (তৃপ্তিমত আহার না করিলে)—কস্।

৫। ,, ,, কুইনাইন সেবনের পর—*নাক্স-ভ, কস্, ষ্ট্যাফি।

৬। ,, ,, খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—এন্টি-ড্রুড্।

৭। ,, ,, খামখেয়ালীযুক্ত (কখন আছে কখন নাই)—
* সিনা।

৮। ,, ,, একবার বমন করার সময় হইতে অন্তবারের
বমন পর্য্যন্ত—*ভিরাট্।

৯। ,, ,, সর্বদা খাইতে ইচ্ছা—কার্ব-এনি, ** মিনিয়াস্, পিটো, ভিরাট্, ** (ক্যাল্কা-কা, চায়না, সিনা, আইয়ড্, লাইকো, নাক্স-ভ, সাইলি, ভিরাট্)।

১০। অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও তৃষ্ণা—
স্পাইজি।

১১। ,, ,, কিন্তু আহারের অনিচ্ছা—* সোরি, ** হ্রাস, **জাট্টা-মি, **ওপি।

১২। ,, ,, কিন্তু খাইতে পারে না—ব্যারাইট।

১৩। ,, ,, কিন্তু মস্তকে বেদনা (যদি সে আহার না করে)—*লাইকো।

১৪। খাইতে ইচ্ছা, অল্প দ্রব্য—(১) এলাম্, ** (একোন, এন্টি-ড্রুড্, এন্টি-টার্ট, আর্নি, আস্, যোরা, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, হিপা, ইম্বে, কেলি-কার্ব, কস, পাল্‌স, স্তাবাইনা, সিলা, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সিকেলি, সাল্ফা, ভিরাট্); (২) সিনা, সিষ্টাস, কিউবেব্ ডিজি, ম্যাগ্নে, পডো, সোরি।

১৫। ,, ,, আত্যা—এলোজ্, **এন্টি-টার্ট।

১৬। খাইতে ইচ্ছা বিয়ার অথবা অন্য কোন প্রকার মদ্য—এলো, কেলি, বাই, মার্ক-কর, পালস, সাল্ফা, হ্রাস, কেলি-বা ।

১৭। ,, ,, তিস্ত্র দ্রব্য—ডিজি, **গাট্রা-মি ।

১৮। ,, ,, কাফি কিন্তু ইহাতে বমনোদ্বেক হইতে থাকে—বাই, ক্যাপ্সি, কাব'ভ, কোনা ।

১৯। ,, ,, শীতল পানীয়—ডাল্‌ক, **ফস, সাইলি, ভিরাট্ ।

২০। ,, ,, শীতল খাদ্য অথবা পানীয়—আস', বেল, বাই, **ফস, হ্রাস, সাইলি, টার্টার-এমি, * ভিরাট্ ।

২১। ,, ,, শীতল খাদ্য—*ফস, **ভিরাট্ ।

২২। ,, ,, শীতল দুগ্ধ—**হ্রাস, চেলি ।

২৩। ,, ,, শীতল জল—হ্রাস, ভিরাট্, * আস' ।

২৪। ,, ,, শীতল ফল—**ভিরাট্, চায়না, কিউবেব, ম্যাগ্নে-কা, এন্টি-টার্ট ।

২৫। ,, ,, যুগ্ম—**ভিরাট্ ।

২৬। ,, ,, সরস ফল—এন্টি-টার্ট, *ফস্-এসি, পাল্‌স, **ভিরাট্, এলোজ্ ।

২৭। খাইতে ইচ্ছা প্রত্যেক বস্তুই শীতল অবস্থায়—ফস, **ভিরাট্, *সাইলি ।

২৮। ,, ,, খাইতে ইচ্ছা সরস ও তৃপ্তিদায়ক খাদ্য—*ফস্-এসি, পাল্‌স, ভিরাট্ ।

২৯। ,, ,, লেমনেড্—ইউপেটো-প্যারপি, সিকেলি, সাইক্লা, পালস ।

৩০। ,, ,, বরফে জমাট করা দুগ্ধের সর (কুল্লি)—ইউপেটো-প্যারফো, হ্রাস ।

৩১। ,, ,, বরফ দেওয়া জল—*ফস, হ্রাস, **ভিরাট্ ।

৩২। ,, ,, কিন্তু খাইতে দিলে খায় না—বাই ।

৩৩। ,, ,, ত্রাণি নামক মদ্য—আস', নাল্‌ভ, কিউবেব, সাল্ফা ।

- ৩৪। খাইতে ইচ্ছা রুটি—কিউবেব্, গ্র্যাট
 ৩৫। „ „ মাখন—মার্ক-ভ।
 ৩৬। „ „ চাখড়ি—নাইট্-এসি, নাক্স-ভ।
 ৩৭। „ „ অঙ্গার—এলুমি, সিকুটা।
 ৩৮। „ „ লবঙ্গ—এলুমি।
 ৩৯। „ „ মসলা—*হিপা।
 ৪০। „ „ মৃত্তিকা—*এলুমি, নাইট্-এসি।
 ৪১। „ „ ডিম্ব—ক্যাল্কা।
 ৪২। „ „ চর্বিবর্ষুক্ত খাদ্য—নাইট্-এসি, *নাক্স-ভ।
 ৪৩। „ „ ইলিশ ইত্যাদি মৎস্য—নাইট্-এসি।
 ৪৪। „ „ গরম পানীয়—চেলি, কুপ্রা, ব্রাই।
 ৪৫। „ „ বদহজমি পদার্থ—এলুমি।
 ৪৬। „ „ বাদাম—কিউবেব্।
 ৪৭। „ „ পেঁয়াজ—কিউবেব্।
 ৪৮। „ „ কমলা লেবু—কিউবেব্।
 ৪৯। „ „ বিন্যুক—ল্যাকে, *জাট্-মি, হ্রাস।
 ৫০। „ „ পরিষ্কার নেকড়া—এলুমি।
 ৫১। „ „ শুষ্ক চাউল—এলুমি।
 ৫২। „ „ খাইতে ইচ্ছা, মেজাজ্ ঠাণ্ডাকারক কোন
 বস্তু—ফস্-এসি।
 ৫৩। „ „ লবণ—জাট্-মি।
 ৫৪। „ „ খাইতে ইচ্ছা লবণযুক্ত আহারীয় সামগ্রী—
 ক্যাল্-কা, ক্যাল্কা-ফস্, কোনা, নাট্-মি।
 ৫৫। „ „ মসলাযুক্ত সকল পদার্থ—ফুওর-এসি, হিপা।
 ৫৬। „ „ স্পিরিট্—অর্গি, আস্, কুপ্রা, পাল্-স।
 ৫৭। „ „ ফোর্চ নামক পদার্থ (এরারুট ইত্যাদি)—
 এলুমি, নাইট্-এসি।

৫৮ । থাইতে ইচ্ছা চিনি—**অর্জেন্টা-না, কেলি-কা ।

৫৯ । ,, ,, অগ্নাত্ত মিষ্টি পদার্থ—ক্যাল্কা, ইপিকা, লাইকো, জাবাড়ি, সাল্কা, অর্জেন্টা-না ।

৬০ । ,, ,, চা-হিপা ।

৬১ । ,, ,, উষা খাত্ত—কুপ্রা ।

৬২ । ,, ,, মদ্র-ব্রাই, ক্যাল্কা, চেলি, চায়না, কিউবেব্, হপা, ল্যাকে ।

৬৩ । ,, ,, অনিবার্য স্পৃহা অল্প পদার্থে—এলাম, এন্টি-টা, কেল-বা, ম্যাগ্নে-কা, কোনা, ডিজি ।

৬৪ । ,, ,, অল্প পানীয়ে—**ইউপেটা-পারফো, *ম্যাগ্নে-কা ।

৬৫ । ,, ,, এল্ কোহলে—*আগি, আস, *পাল্‌স ।

৬৬ । ,, ,, বিয়ার নামক মদ্যে—নাক্স-ভ, সাল্‌কা ।

৬৭ । ,, ,, তিত্ত পদার্থে—জাট্রা-মি ।

৬৮ । ,, ,, ত্রাণ্ডি মদ্যে—নাক্স-ভ, সাল্‌কা ।

৬৯ । ,, ,, চাখড়ি, কয়লা, কাফি চূর্ণ, পরিস্কৃত নেকড়া ত্যাগি জন্য—এলুমি ।

৭০ । ,, ,, স্থখাত্ত পদার্থ জন্য—ইপিকা ।

৭১ । ,, ,, চর্বিতে—নাইট্র-এসি ।

৭২ । ,, ,, চর্বিযুক্ত খাদ্যে—নাক্স-ভ ।

৭৩ । ,, ,, মাংস আহারে—**ক্যাছা, ম্যাগ্নে-কা, **মিনিয়ের্ ।

৭৪ । ,, ,, অনিবার্য স্পৃহা হুঞ্চে (যাহা থাইলে অপকার দেয় না)—এপিস, চেলিডো ।

৭৫ । ,, ,, হুঞ্চে (কিন্তু সহ হয় না)—কার্ব-ভ ।

৭৬ । ,, ,, অনিবার্য স্পৃহা ঋনুক থাইতে (সহ হয় না)—**লাইকো ।

৭৭ । ,, ,, লবণে—**জাট্রা-মি ।

৭৮ । ,, ,, পিরিটযুক্ত মদ্যে—ওপি, পাল্‌স ।

৭৩ । খাইতে ইচ্ছা উত্তেজক পদার্থে—পাল্‌স ।

৮০ । ,, ,, মিষ্ট দ্রব্যে—ইপিকা, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, সাল্‌ফা ।

অরুচি AVERSION ।

১ । অরুচি—যদিচ ইহা সামান্য লক্ষণ বটে, তথাপি কখন কখন এরূপ অবস্থা ঘটে যে চিকিৎসা না করিলেই হইতে পারে না :—(১) এন্টি, আর্গি, ক্যাক্টা, চেলোন্, চায়না, হিপা, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস, সাল্‌ফা ; (২) ব্যারাই, ব্রাই, ক্যালকে, সিমিসিফিউ, সাইক্লোমে, জেল্‌স, হেলোনি, হাইড্রাইট, আইরিস, লোবে, ঝাটা-মিউ, সিপি, সাইলি ; (৩) আস', বেল্, ক্যাছা, সিকিউ, ককিউ, কমোক্ল্যাডি, কোনা, ইগ্নে, লাইকো, ওপি, প্ল্যাটি, সেন্সু এই সমস্ত ঔষধ এ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় ।

২ । ,, পাকস্থলীর কোন অস্থখ হেতু—(১) এন্টি, ক্যাক্টা, চেলোন্, সাইক্লো, জিম্ব্রুডাস, সাল্‌ফ ; (২) চায়না, আইরিস, নাক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাইলি ।

৩ । ,, ,, তৎসঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুধা—(১) ক্যাক্টা, চায়না, সিমিসিফিউ, ইউপেটো, হেলো, ঝাটা-মিউ, হ্রাস ; (২) ব্রাই, ক্যালকে, ইগ্নে, নাক্স-ভ, ওপি, সাইলি ; (৩) আস', ডাল্‌ফা, ব্যারাই, ম্যাগ্নে-মিউ, সাল্‌ফ-এসি ।

৪ । ,, এবং তৎসঙ্গে আহারে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা—ইপিকা, পাল্‌স, হ্রাস, ককিউ, আর্গি, চায়না, ইগ্নে, নাক্স-ভ, একোন্, আস', *কল্‌চি, ক্যাছা, বেল্, কমোক্ল্যাডি, ল্যাচে, লোবে, মিউর-এসি, ওপি, ক্যামো, সিপি, সাইলি, ব্রাই, সিকেলী ।

৫ । অরুচি রন্ধন করা খাদ্য দ্রব্যে—গ্র্যাক, পিট্রো, ইগ্নে ।

৬ । ,, গরম সিদ্ধ করা খাদ্যে—লাইকো, পিট্রো, সাইলি ।

৭ । ,, গরম খাদ্য ও পানীয় বস্তুতে—ব্রাই, কল্‌চি ।

৮ । ,, গরম খাদ্য বস্তুতে—পিট্রো, **ভিরাট ।

৯। অরুচি খাদ্য বস্তু দর্শনে এবং ভ্রাণ গ্রহণে
অধিকতর—কল্টি।

১০। „ ফলাদিতে—ব্যারাই-কা।

১১। „ বিয়ার নামক মত্ত বিশেষে—(১) বেল, চায়না,
ককিউ, নাক্স-ভ ; (২) ক্যামো, ষ্ট্র্যানা, সাল্‌ফা, ফেরা।

১২। „ ভ্র্যাণ্ডিতে ও অন্যান্য তীক্ষ্ণ মত্তে—ইয়ে, হ্রাস,
হিপোমে।

১৩। „ অন্যান্য প্রকার সাধারণ মত্তে—ইয়ে, ল্যাকে, মার্ক,
হাবাডি।

১৪। „ জলে—বেল, চায়না, * নাক্স-ভ, ষ্ট্র্যানো, হাইড্রো
ফোবিন, পাল্‌স।

১৫। „ দুগ্ধে—বেল, ব্রাই, এন্টি-টা, ক্যালকে, কার্ব-ভ, সিনা,
ইয়ে, শাট্রা-কা, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা, ম্যাগ্নে-কা।

১৬। „ দুগ্ধে (তাহা খাইলে পেট ফাঁপে)—কার্ব-ভ,
পাল্‌স।

১৭। „ মাতৃদুগ্ধে—*সাইলি।

১৮। „ কাফি খাইতে—বেল, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, লাইকো,
মার্ক, শাট্রা-মিউ, লিলি-টি, **নাক্স-ভ, হ্রাস, শ্রাবাডি, ফ্লুওর-এসি।

১৯। „ সাধারণ তরল পদার্থে বা পানীয় দ্রব্য সমূহে—
(১) বেল, কাহা, হাইয়স, নাক্স-ভ, ষ্ট্র্যানো, ককিউ, শ্রাসু ; (২) ল্যাকে,
শাট্রা-মিউ।

২০। „ সকল প্রকার রুচিতেই—কোনা, * নাইট্র-এসি,
লাইকো, * শাট্রা-মিউ, *নাক্স-ভ, ফ্লু-এসি, * কেলি-কার্ব, পাল্‌স,
সাইক্ল্যামে, হিপোমে, লিলি-টি, লাইকো।

২১। „ অরুচি নাথানে—কার্ব-ভ, চায়না, মার্ক।

২২। „ চর্বি এবং চর্বিযুক্ত বস্তুতে—ব্রাই, কার্ব-এনি,
কার্ব-ভ, সিকেলী, সাইক্ল্যামে, হেল, হিপা, নাইট্র-মিউ, * * পাল্‌স, পিটো।

২৩। অরুচি মাংস এবং মাংসের ঝোলে—(১) মার্ক, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, * এলোজ, ইয়ে, ফেরা, *, * পিটো, সিকেলী, সাইলি, * সাল্‌ফা; (২) বেল্, ক্যালকে, কার্ব-ড, * চেলিডো, কেলি-বা, * গ্র্যাফা, হ্রাস, লাইকো, জ্বাডি, সিপি, *, * আর্গি, এলাম্।

২৪। ,, অরুচি মৎস্তে—* গ্র্যাফা।

২৫। ,, শাক সব্‌জি ও তরকারিতে—হেল, ম্যাগ্নে-কার্ব।

২৬। ,, রন্ধন করা দ্রব্য গরম-গরম খাইতে—ক্যালকে, গ্র্যাফা, ইয়ে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, সাইলি।

২৭। অতরল পদার্থ খাইতে—(১) ব্রাই, ষ্টাফি, সাল্‌ফা, (২) ফেরা, মার্ক।

২৮। ,, অল্প বস্তুতে—বেল্, * ককিউ, কেরা, জ্বাডি, সাল্‌ফা।

২৯। ,, মিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ চিনি ও সন্দেশাদিতে—আস্, কষ্ট, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস্, সাল্‌ফা, জিঙ্ক, গ্র্যাফা, ব্যারাইটা-কা।

৩০। ,, মিষ্ট দ্রব্যে এবং খাইলে সহ্য হয় না—** কষ্ট।

৩১। ,, লবণাক্ত পদার্থ খাইতে—গ্র্যাফা, সিলিনি।

৩২। ,, অরুচি পণীর নামক খাদ্যে—* চেলিডো, ওলিয়েণ্ডা।

৩৩। ,, কাফির গন্ধে—সাল্‌ফ-এসি।

৩৪। ; ডিম্ব ভোজনে—ফেরা।

৩৫। ,, তামাকে—* ইয়ে, লাইকো, ** নাক্স-ড, গ্র্যাটি।

N. B.—পাকস্থলীর অস্থখ ও বমনেচ্ছা ইত্যাদি রোগের সঙ্গে অরুচির বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, সুতরাং ঐ সমস্ত পীড়ায় যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে তাহাও অরুচির জন্য কলোপদায়ক।

—*—

পিপাসা।

THIRST.

১। ক্ষুধা যেমন স্বাভাবিকী, তৃষ্ণাও সেইরূপ। যদি আহার না কর তথ্যে অবশ্যই তোমার ক্ষুধার উদ্বেক হইবে; আহার করিবামাত্র ক্ষুধা তৃপ্তিলাভ

করিবে। জলপিপাসাও সেইরূপ। যে পরিমাণ জল তোমার প্রয়োজন, সে পরিমাণ জল পান্য না করিলে ‘স্বভাব’ ক্লান্তি বোধ করিয়া তোমার নিকট পিপাসারূপে জল প্রার্থনা করে; তুমি জলপান করিবা মাত্র ‘স্বভাব’ পরিতৃপ্ত হয়। স্বভাবের এই প্রকার ক্লান্তি অথবা ক্লিষ্টতা অভাব হেতুই এতাদৃশ পিপাসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার পিপাসা স্বাভাবিকী, কিন্তু কোন রোগজনিত নহে। পীড়াজনিত যে পিপাসা তাহা দমনার্থ তুমি বরফ দাও আর বহুল পরিমাণ শীতল জলই দাও, তাহাতে রোগীর তৃপ্তি নাই। বোধ হয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া থাকিবে, দূষিত জরে ও দারুণ ওলাউঠার অবস্থায় যখন রোগী জলতৃষ্ণায় ছটফট করিতে থাকে, তখন তুমি বরফের নাম করিলে রোগী সানন্দে তোমার নিকট বরফ চাচ্ঞা করিয়া লইবে; দুই চারিবার বরফ সেবন করিলে রোগী আর বরফে তৃপ্তিলাভ করে না। যদি তুমি জেদ করিয়া তাহার মুখে বরফ দাও তবে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং বরফ তোমার মুখপানে ছুড়িয়া মারিবে। এতাদৃশ অবস্থায় শীতল জলের কথাও সেইরূপ। রোগী ঘড়ায় ঘড়ায় জল পান করুক, তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই। জলপান করিতে করিতে পেট ঢাকের মত হইয়া উঠিল অথবা যে জল পান করিল সে জল তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া গেল, তবু রোগীর জলপানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না; আবার সে, জলের জন্ত কাতরোক্তিতে চাচ্ঞা করে। তুমি যতবারই কেন তাহাকে জল দাও না, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইবে না। বরং এই প্রকার বহুপরিমাণে জলপানে বমন হইতে হইতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িবে; নাড়ী ক্ষীণ হইয়া যাইবে, অথবা অসাড় অবস্থায় রোগীর পেট ফাঁপিয়া উঠিবে। সুতরাং এই তৃষ্ণা নিবারণ করা “কন্টে’রিয়া কন্টে’রিবাস্” হ্রস্ব অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম্মানুযায়ী চিকিৎসা-প্রণালীর সাধ্যায়ত্ত নহে। এ তোমার শাস্ত্রজ্ঞ জল-তৃষ্ণা নহে। এ “ব্যাদি-তৃষ্ণা,” ইহাকে প্রশমিত করিতে মহাত্মা হানিমানের মস্তে দোষিত হইয়া প্রকৃত বাণ খুঁজিয়া লইবে। যদি প্রকৃত রোগে ঔষধ নির্ধারন করিয়া প্রয়োগ করিতে পার, তবে দেখিবে এই মহাতৃষ্ণা এক পাত্র ঔষধ সেবন মাত্র অর্গিতে জল পতনের ত্রায় শান্ত হইয়া যাইবে। ঔষধের এইরূপ আশুচর্য্য ক্রিয়া কেবল মাত্র যে ২টা কিং ৪টা রোগীতে

দৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, এ বিষয় সম্বন্ধে একজন সাধারণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককেও জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে এ সম্বন্ধে শত রোগীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে ।

এমন অবস্থাও দেখা যায় যে, রোগী জলতৃষ্ণায় অস্থির, কিন্তু এক বিন্দু জল পান করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহা বমন হইয়া উঠিয়া যায়, এমন কি ঔষদের জলটুকু মাত্রও পেটে থাকে না । তখন সুগার অব, মিল্ক অথবা গ্লবিউল সংযোগে ঔষধ প্রয়োগ করিবে । রোগজনিত তৃষ্ণার পক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অমৃততুল্য উপকারী ।

২। পিপাসা অধিকারে—(১) * (একোন, আর্জেন্টা-নাইট্রা, আস, ক্যান্ফ, আসে নিকাম-হাইড্রোজিনিসেটাম্, আসে নিকাম-সালফিউরিকাম্-ক্লেবাম্, ক্যাফা, ফ্লুওর-এস, হাইয়স, মার্ক-কর, পডো, ভ্রাজা, থেরিডিয়ান্, থুজা, জিক্,) ; (২) ক্যাল্ কাব', কোনা, চায়না, ড্রুসি, গ্র্যাফা, হিপা, কেলি-নাইট্রা, ওলিয়েণ্ড্রা, মিউর-এস, সিক্, সাপ, ভিরেটাম্ ।

৩। অত্যন্ত তৃষ্ণায়—বোভ, কফি, কুপ্রা-মে, কুপ্রা-আস', এসিড্-হাইড্রো, হাইয়স, গ্র্যাটিওলা, কেলি-হাইড্রা, কেলি-কাব', প্লাস্মাম্-এসিটা, ফস্-এসি, নাইট্রি-এসি, জিক্-অক্সাইড্, একোন, এলষ্টোন, * আর্গি, * আস', বেল, *ব্রাই, ক্যামো, চায়নি-সা, চায়না, ইলাট, *হিপা, **ছাট্রা-মি ।

৪। অনিবার্য পিপাসায়—এগার, * আস', ** একোন, বেল, ক্যান্ফ, ক্যামো, কুপ্রা-এসি, কেলি-ব্রো, ক্যাফা, কল্চি, সাইক্সা, * ডাল্কা, হাইয়স, আয়ড্, ক্রিয়োজো, কিউবেব', কুপ্রা, ল্যাক্, মার্ক-আইড্-কবার, *অ্যাট্রো, সিকেলী, ফেরা, গ্র্যাটি, ছাট্রা-মি, *ওপি, পিট্রোল, ফস, ট্যাবেকা, থুজা, *ষ্ট্র্যামো, সোলেনাম্ নাইগ্রাম, * ভিরাট ।

৫। পিপাসায় যেন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া যায়—এম্ব্রা, *আস', অরা, বেল, ক্যাফা, কল্চি, *ক্লেটেলাস, কুপ্রা, কোল-বাই, লাইকো, *মার্ক-কর, অ্যাবোর্যাণ্ডা, নাইট্রি-এসি, ফস, সাল্ফ-এসি, ট্যারেন্টুলা, জিক্, ভাইপেরা, এমোনি-কষ্ট, চায়নি-সাল্ফ ।

৬। তৃষ্ণায় যেন দমবদ্ধ হইয়া আইসে—আস' ।

৭। পিপাসায় শীতল জল সেবনেচ্ছা—এন্টি-টার্ট, * বেল,

বোভি, *ব্রাই, ক্যানা-ইণ্ডি, চেপিডো, *চায়না, কুথাম্-এসিটা. ইউপেটো-
পারফো, আস', ম্লোনইন, লোবি, মেজি, পিক্রি-এসি, পডো, ডিজি, পাল্‌স,
পলিগো, জিক্‌ ।

৮ । বরফের জল খাইতে ইচ্ছা—এগার. বেঞ্জো-এসি, সিনা,
আন্টো, ট্রিনিয়াম্ ।

৯ । রাত্রিতে জল খাইতে ইচ্ছা—সিড্রন ।

১০ । **আস', **সিকেলী, **ভিরেটাম্ ইত্যাদি ঔষধ প্রায়ই তৃষ্ণা
অধিকারে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

১১ । তৃষ্ণা অথচ জলপানে অক্ষম—**সাইমেক্স ।

১২ । ,, ও অধিক পরিমাণে জলপান—*বিস্মাথ্, ষ্ট্র্যামো,
*ভিরাট্ ।

১৩ । ,, ও অনেক বিলম্বে অধিক পরিমাণে জলপান
—**ব্রাই ।

১৪ । ,, ও পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান—
এপিস, **আস', বেল, চায়না, এন্টি-টার্ট ।

১৫ । জ্বরের উষ্ণাবস্থায় ভয়ানক পিপাসা—একোন্, এল্-
ষ্টোন, *আর্গি, *আস', বেল, *ব্রাই, ক্যামো, চিনি-সা, চায়না, ইলাট, *হিপা,
*হাইয়স, *থ্যাট্ মি ।

১৬ । জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা হইলে—* একোন্, এই-
ল্যাসাস, এন্টি-ফুড্, *আর্গি, **আস', ক্যালকে, *সিনা, কল্‌চি, *বেল,
কোনা, ইউপেটো-পারফো, হাইয়স্, ইয়ে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, ওপি, ফস্, *পাল্‌স,
*হ্রাস্ট্র, সিপি, স্পঞ্জি, সালফা, *থুজা, এলষ্টোন, এমোনি-কা, এমোনি-মি,
*এক্সস্ট্র. এপিস, ব্যারাই, বোভি, *ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্লাডি, ক্যাল্ক. ক্যাস্‌,
ক্যাপ্সি, *সিড্রন, *ক্যামো, *চায়নি-সাজ্‌ফ, চায়না, *কফি, ক্রোকা, কুকরি,
ইলাট, *ইউপে-পারপিউ, *হিপা, ইপিকা, *লাইকো, *ম্যাগ্নে-কা, **থ্যাট্র-মি,
*নাক্স-ভ, *পডো, *সোরি, *সিকেলী, সাইলি, ষ্ট্র্যাকি, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালিরি-
ভিরাট্ । (১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ও ২৫ প্যারা দেখো) ।

১৭। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা ও তাহাতে অধিক পরিমাণ জলপানেচ্ছা—* একোন, * এলঠোন, 'ব্যারাই, বেল, ব্রাই, **ত্ৰাট্টা-মি, (জ্বরণানে এরূপ তৃষ্ণা উপশমিত হইলে—**ত্ৰাট্টা-মি)।

১৮। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা হইলে—*আর্স, **চায়না, * কফি, জেলস, বোল-নাইট্রা, ম্যাগ্নে-মি, ওর্পি, পাল্‌স, থুজা, ভিরাট, একোন, এনাকা, ক্যাক্টা, * সিড্রন, * চায়নি-সা, কোনা, হিপা, আইয়ড্, মার্ক, **ত্ৰাট্টা-মি, ফস্-এসি, হ্রাস, সিকেলী, **ষ্ট্র্যামো, ট্যারাক্সে।

১৯। ঘর্ম্মের পর পিপাসায়—বেল, বোভি, লাইকো, পাইলো, কার্পিন দেওয়া হইয়া থাকে।

২০। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থার সঙ্গে তৃষ্ণা—কফি, থুজা। (১৮ প্যারা দেখ।)

২১। জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা—একোন, *এলাম্, এমোনি-মি, **এপিস, এরানি, **আর্গি, *আর্স, বেল, *ব্রাই, *ক্যালক, ক্যান্ফ, **ক্যাপ্‌সি, *কার্ব-ভ, *চিনি-সা, চায়না, ক্রোকা, কুরারি, ডালকা, ইলাট্, ইল্যাপ্‌স, **ইউপে-পারকো, *ইউপে-পারপি, ফেরা, গ্যাঙ্কো, গ্রাফা, **ইগ্নে, কেলি-কা, কেলি-আইয়ড্, ল্যাকে, লরোসি, *লিডা, লোবি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মেজি, মিউর-এসি, ত্ৰাট্টা-কা, *ত্ৰাট্টা-মি, ত্ৰাট্টা-সা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, প্ল্যান্টা, সোরি, পাল্‌স, *হ্রাস, *সিকেলী, *সিপি, থুজা, **ভিরাট্।

২২। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা—এলাম্, *এপিস, *আর্গি, **ব্রাই, **ক্যাপ্‌সি, **ইউপে-পারকো, গ্রাফা, **ইগ্নে, লিডা, মেজি, **ত্ৰাট্টা-মি, পাল্‌স, হ্রাস।

২৩। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু, অধিক পরিমাণ জলপান করিলে উপশম বোধ—**ব্রাই, **ত্ৰাট্টা-মি।

২৪। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জলপান—*আর্স, চায়না, *ইউপেটো-পারকো।

২৫। বমনের পর তৃষ্ণা—ওলিয়েণ্ডা, ফস্, *আর্স।

২৬। পর্যায়ক্রমে পিপাসা ও লালানিঃস্রব—কার্ব-ভ।

২৭ । অত্যন্ত জল খায়—থাট্টা-মি, প্যাটা ।

২৮ । সর্বদা তৃষ্ণা—ইথুজা, এমোনি-কার্ব, আইয়ড্, মার্ক-সল, ফস, * আস', বেল, ক্যাল-কা, ক্যামো, সাল্ফা, ট্যাবেকা ।

২৯ । সমস্ত দিন তৃষ্ণা—ম্যাগি, থাট্টা-কার্ব ।

৩০ । তৃষ্ণায় অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া যায় ও জিহ্বা শুষ্ক—
মরফিয়া-এসিটা ।

৩১ । অত্যন্ত অনিবার্য্য, অগ্নির ন্যায়-যন্ত্রণাদায়ক এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রতিরোধক তৃষ্ণা—তাহাতে পুনঃ পুনঃ জল-পান করে, কিন্তু প্রত্যেকবারে অতি অল্প পরিমাণ জল খায়—আসেনিক ।

৩২ । অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত অনিবার্য্য পিপাসা তাহাতে দম্বন্ধের ন্যায় বোধ হয় অথচ জলপান করিতে অনিচ্ছা । একবিন্দু জলও পান করিতে পারে না—বেল ।

৩৩ । অত্যন্ত তৃষ্ণা অথবা একেবারে তৃষ্ণারহিত—ফেরা-মিউ ।

৩৪ । সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা, মুখস্বাদ জলবৎ । জল খাইতে ইচ্ছা বটে, কিন্তু জলপান জন্য গ্রাহ্য নাই—বেল ।

৩৫ । তৃষ্ণা এবং তৎসঙ্গে মুখ শুষ্ক—বার্বেরিস্-ভাল্গেরিস, ব্যারাইটা-কার্ব ।

৩৬ । অত্যন্ত তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে গলা শুষ্ক—কলোসিহ ।

৩৭ । অত্যন্ত তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে ফেনার ন্যায় লাল—
লাইকো ।

৩৮ । স্প্যাজম্ বা আঙ্কেপের সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা—
সিকুটা ।

৩৯ । গলার অভ্যন্তরে তৃষ্ণা বোধ হয়—কলোসিহ ।

৫০ । রক্তশ্বলা অবস্থায় তৃষ্ণা—গ্যাথে-সাল্ফ ।

৪১। পাতলা বাহি হওয়ার পর তৃষ্ণা—মাগ্নে-কার্ব।

৪২। অনবরত তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে ওষ্ঠদ্বয় ও মুখ শুষ্ক। কিছু গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা পারে না ও ঠেলিয়া উঠিয়া যায় এবং তখন ক্লান্ত ও মুচ্ছারিত হইয়া পড়ে—লাইকো।

৪৩। তৃষ্ণা আছে বটে কিন্তু জল অথবা বিয়ার নামক মত্ত ভাল লাগে না—নাক্স ভ।

৪৪। তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে মুখগহ্বর শুষ্ক—সেনিগা।

৪৫। জলপিপাসা ও তৎসঙ্গে হস্তের তালুতে জ্বালা ও উষ্ণ বোধ—জিঙ্ক-মেটা।

৪৬। তৃষ্ণা আছে বটে কিন্তু ক্ষুধা নাই, জল পান করিতে ইচ্ছা নাই—সাইলি।

৪৭। সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণা—*থাট্রা-মি, * থাট্রা-সা।

৪৮। সন্ধ্যার পর অত্যন্ত তৃষ্ণা—স্পাইজি।

৪৯। একদিন পর একদিন তৃষ্ণা—টটার-এমিটক।

৫০। তৃষ্ণা জলপানেও নিবৃত্ত হয় না; অন্য কোন পানীয়ও পাকস্থলীতে অস্বখদায়ক হয়—সালফার।

৫১। মধ্যাহ্নের পর অত্যন্ত তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে নিদ্রালুতা ও কঠিন মল—থাট্রাম-সালফ।

৫২। গলা হইতে জিহ্বার অগ্র পর্য্যন্ত শুষ্ক ও তৎসহ তৃষ্ণা; জল সেবনে বমনোদ্বেক হয়—পালস।

৫৩। প্রাতে জল পিপাসা—নাইট্র-এসি, সিপি।

৫৪। প্রতিদিন প্রাতে জ্বরবোধ ও তৎসঙ্গে শুষ্ক মুখ—থাট্রাম-কার্ব।

৫৫। ক্ষুধা অপেক্ষা তৃষ্ণাই প্রবল; তৎসঙ্গে অনবরত শীতভাব—মার্ক-সল।

৫৬ । তৃষ্ণা এবং তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন গলার ভিতর মিউকাস্ অর্থাৎ শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । দিবারাত্রি অত্যন্ত তৃষ্ণা—ব্রাই ।

৫৭ । ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা—আর্স ।

৫৮ । জ্বরের পূর্বে হাইতোলার সময় তৃষ্ণা । তৎপরে উত্তাপ অবস্থায় অল্প তৃষ্ণা । তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে গাত্র উষ্ণ নহে কণীনিকা প্রায়ই প্রসারিত হয় না—আর্গি ।

৫৯ । যদি জ্বরের সময় জলপান করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রস্রাব হইয়া বাহির হইয়া যায়, ঐ প্রস্রাব উষ্ণ এবং ঘোলা—সাইমেক্স ।

৬০ । জ্বরত্যাগ পাইলে তৃষ্ণা—সাইমেক্স ।

৬১ । অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং শুষ্ক জিহ্বা—ক্যামো ।

৬২ । ওষ্ঠদ্বয় রক্তনীতে শুষ্ক এবং তৃষ্ণা ব্যতীত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে—ক্যামো ।

৬৩ । দিনের বেলায় তৃষ্ণা এবং সংস্কার সময় শীত—লিডাম্ ।

৬৪ । জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণা কিন্তু উষ্ণাবস্থায় নহে—ইয়ে ।

৬৫ । জ্বরের শীত এবং উষ্ণাবস্থার সময় তৃষ্ণা ও প্রত্যেকবার জলপানের পর বমন করে । দ্ব্যাহিক জ্বরে জ্বর আসিবার পূর্বরাত্রে শীত হইবার পূর্বে তৃষ্ণা । জ্বরের শীত এবং উষ্ণাবস্থার পূর্বে এবং সমকালে তৃষ্ণা—ইউপেটোরিয়ম্ ।

৬৬ । রাত্রিতে তৃষ্ণা—এন্টি-ফ্, ক্যাল্কা, ব্রাস্ ।

৬৭ । রাত্রিকে মুখ শুষ্ক এবং অত্যন্ত জলপান করিয়া থাকে—একোন্ ।

৬৮ । রাত্রিতে তৃষ্ণা হয় বটে কিন্তু জল খাইতে ইচ্ছা

হয় না । রাত্রে তৃষ্ণার পর ঘর্ম্ম । জল ও বিয়ার নামক
মদ্য খাইতে ইচ্ছা—হাস-টক্স ।

৬৯ । অনেকদিন পর্য্যন্ত পিপাসা নাই—সিপি ।

৭০ । অত্যন্ত তৃষ্ণা হইয়া পরক্ষণেই ঘর্ম্ম হয়—ষ্ট্রামো ।

৭১ । সর্ব্বদাই জল খাইতে চায় । বরফের জল খাইতে
ইচ্ছা । জ্বরের উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা—মার্ক-সল ।

৭২ । স্পিরিট্ সেবনে ইচ্ছা—পাল্‌স ।

৭৩ । শীতল পানীয় সেবনে ইচ্ছা—এগ্রা, ডাল্‌কা, ইউফরবি,
লিডাম্ ।

৭৪ । শীতল পানীয়, বিশেষ শীতল জলপানে ইচ্ছা—
মার্ক-সল্ ।

৭৫ । শীতল জলপানে অত্যন্ত ইচ্ছা, তৎসঙ্গে গাত্র উষ্ণ
ও গলদেশ শুষ্ক—কার্ব'-এনি ।

৭৬ । সন্ধ্যার সময় শীতল জলপানে অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু
গাত্র উষ্ণ নহে—বিস্মাথ্ ।

৭৭ । অত্যন্ত তৃষ্ণা বিশেষ শীতল জল পান করিতে—
ভিরাট্ ।

৭৮ । শীতল পানীয় সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা বটে কিন্তু
গাত্র উষ্ণ নহে—বেল্ ।

৭৮ ক । তৃষ্ণা কিন্তু জলসেবনে বমনোদ্বেক হয়—পাল্‌স ।

৬৯ । জলপিপাসা ও জল খাইলে তাহা গড় গড় শব্দে
নাঝিতে থাকে—কুপ্রা, * লরোসি, থুজা ।

৮০ । বমনের পর তৃষ্ণা—ওলিয়েণ্ডা ।

জলপানে অনিচ্ছা

বা

পিপাসার অভাব ।

ইংরাজীতে ইহাকে “থ্যাডিপ্‌শিয়া” বলে ।

১। এই অধিকারে—এগার, এগ্নাস, এমোনি-কার্ব, আস, এমোনি-মি, এন্ট-টাট, বেল, বোভি, ক্যাপ্‌ট, ব্রাই, ক্যাম্‌ফ, ক্যাছা, ক্যাপ্‌সি, চায়না, কোকা, * সাইক্রে, ফেরা, * জেলস, হেমামি, হিপা, হাইড্রোফোবিন্‌, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক-কর, মেজি, ছাট্রা-মি, নাইট্র-এসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, ওপি, অকজ্যালি-এসি, পডো, প্লাস্‌, পিট্রো, ফস্‌-এসি, ফস্‌, প্ল্যাট্র, ** পাল্‌স, সার্সা, সিপি, ষ্ট্যাফি, ট্যাবেকা ।

২। ** এপিস, অার্জেটা-না, আস, বেল, এন্ট-ক্রুড্‌, ফেরা-এসিটাস্‌, এসিড্‌-হাইড্রোমি, লিডা, লাইকো, ছাট্রা-সাল্‌ফ, ** পাল্‌স, *সাইক্ল্যামে, সিপি, সার্সা, ট্যাবেকাম্‌, অনেকে এই কয়টা ঔষধ এই অধিকারে প্রধান বলিয়া গণ্য করেন ।

৩। জ্বরের শীতলাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে—(এক্সসট্র, এন্ট-ক্রুড, এন্ট-টা, এরানি, আস, বেল, ক্যাক্টা, ক্যাম্‌ফ, ক্যাছা, কার্ব-এনি, সিড্রন, ক্যামো, সিমিসি, সিনা, চায়না, ককিউ, ড্রুসি, জেল্‌স, ইপিকা, পাল্‌স, ষ্ট্যাফি, হ্রাস্‌) ।

৪। জ্বরের উত্তাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে—ইথ, এলাম্‌, * এন্ট-টা, * এপিস, এসাফি, ব্যারাইটা, বোভি, * ক্যাল্‌কে, * ক্যাম্‌ফ, * ক্যাপ্‌সি, কার্ব-এনি, * কার্ব-ভ, * কষ্ট্রি, * সিমিসি, * চায়না, ককিউ, সাইক্ল্যামে, ডিজি, *ড্রুসি, *ফেরা, জেল্‌স, *হেলে, *ইগ্নে, ইপিকা, কেলি-কা, * লিডাম্‌, মিনিয়াছ, মিউর-এসি, নাক্স-ম, ওপি, ফস্‌-এসি, পাল্‌স, হ্রাস্‌, আবাডি, *সেবু, **সিপি, স্পাইজি ।

৫। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে—এপিস্, ব্যারা-ইটা, * ক্যালক্, * ক্যাপ্‌সি, কষ্ট, *সিমিসি, *সিনা, ইউপেটো-পারফো, হেনো, *ইয়ে, ভাট্রা-সান্‌ফ্, *নাক্স-ভ, *সেবু, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্যামো, *ভিরাট্।

জলপানে অনিচ্ছা সম্বন্ধে

বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব

} :—

এপিস্—মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা আবরকের প্রদাহ অর্থাৎ সেরিব্রো-স্পাইনেল্ মেনিঞ্জাইটিসে, ওভেরির শোথে, জলোদরী এবং গর্ভাবস্থায় পিপাসার অভাব। জ্বরের উষ্ণতাসহ তৃষ্ণাশূন্যতা। মুখ শুষ্ক।

আর্সেনিক—তৃষ্ণার অভাব অথবা তৃষ্ণা বিশেষ প্রবল নহে। জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব।

বেল্—তৃষ্ণার অভাব। সমস্ত শরীর উত্তপ্ত সত্ত্বেও সামান্য তৃষ্ণা। কোন পানীয় দ্রব্য সেবনে ইচ্ছা নাই। কোন প্রকার পানীয় সেবন করা দূরে থাকুক, তাহাদের দৃশ্যও তাহার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয় (ইহাকে ইংরাজীতে হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক বলিয়া থাকে)।

ফেরাম্-এসিটা—সম্পূর্ণ তৃষ্ণার অভাব। টক্ বস্তুতে অনিচ্ছা।

লিডাম্—সর্বদাই তৃষ্ণার অভাব।

লাইকোপোডিয়াম্—ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। পানীয় আহ্বারের পর শিরোঘর্ণক ও শুষ্কার। গলনলী এমন আকুঞ্চিত বোধ হয় যে কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

পালসেটিলা—কচিৎ তৃষ্ণা। যখন তৃষ্ণা পায় তখন সামান্য মাত্র জলপান করে। জলপানে বমনেচ্ছা। পিপাসার অভাব, তৎসঙ্গে জিহ্বা আর্দ্র অথবা শুষ্ক।

সার্সাপেরিলা—ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। আহ্বারের বিষয় মনে করিলেও বিরক্তি জন্মে।

হাইড্রোসিয়ে'নিক্-এসিড্—পিপাসা নাই, তৎসঙ্গে শরীর অশুষ্ক ও উত্তপ্ত।

ক্যান্‌ফারা—পিপাসার অভাব অথবা অত্যন্ত পিপাসা।

হাইতোলা বা জুস্তগ।

১। এই অধিকারে—(১) • (ষ্টাফি, টাটার-এ, একোন, ইঙ্কিউ, এগার, আর্জেন্টা-নাই, ব্রোমি, ক্যামো, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-ভ, ক্যাটর, চায়না, লাইকো, মিনিয়াস্টি, নাক্স-ভ, ফস্, ফাইজো, পাল্‌স, ভিরাট্); (২) ক্যাক্টা, ইলাট, প্ল্যাণ্টে, পডো, বেল্, ডিঁজি, হাইয়স, ডিপা, ট্র্যামো, ট্র্যারেন্টু, মার্ক সল, সিনা, এমোনি-কার্ব, চায়নি-সাল্‌ফ, ক্যাফ্, আর্স প্রধান ঔষধ।

২। জুস্তগ, তৎসঙ্গে তন্দ্রা—ক্যাম্‌ফর।

৩। „ „ হস্তপদ প্রসারিত করা—আর্স, কষ্টি, চায়না, গুয়াই।

৪। „ „ শীতবোধ—ক্রিয়েজো।

৫। „ „ অত্যন্ত কষ্টদায়ক এমন কি তদ্ব্যতীত অশ্রুবারি পড়িতে থাকে—ষ্টাফি, ফস্-এসি।

৬। „ „ কর্ণে শৌ শৌ শব্দ—ভিরাট্।

৭। „ „ পরে দুর্বলতা—নাক্স-ভ, ভিরাট্।

৮। „ „ হইতে কাশির উদ্ভব—নাক্স-ভ।

৯। জুস্তগ অত্যন্ত গুরুতর তাহাতে বামকর্ণে কট্ কট্ করিয়া বেদনা—ককিউ।

১০। „ „ সামান্যরূপ (দীর্ঘ জুস্তগ লইতে অক্ষম)—ককিউ।

১১। „ „ ও তৎসঙ্গে একটু শ্বকার ভাবের আয় হয়—বেল্।

১২। জুস্তগ ও তৎসঙ্গে চক্ষু জল ও হস্তপদ প্রসারিত হয়—বেল্।

১৩। „ „ ও তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে বেদনাবোধ—হিগা।

১৪ । জৃন্তগ ও তৎসঙ্গে কম্প—হাইড্রোসি-এসি ।

১৫ । ,, আহার ও নিদ্রার পরে, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে—ইথে ।

১৬ । ,, ও মস্তকে চাপবোধ এবং দুর্বলতা ও চক্ষু জলপূর্ণ—ক্রিয়েজো ।

১৭ । ,, ও তৎসঙ্গে শরীর ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া রোমাঞ্চ হয়—লরোসি, ওলিয়েণ্ডা ।

১৮ । ,, সহ মাড়ীর সংযোগস্থলে বেদনা—ওপি, হ্রাস ।

১৯ । আহারের পূর্বে—মার্ক-সল্ ।

২০ । ,, ও তৎসহ হস্তদ্বয় প্রসারিত—কটা ।

২১ । ,, জ্বর আসিবার পূর্বভাগে—ইঙ্কিউ, এন্ট-টা, আনি, আস', ইলাট, *ইউপেটো-পারফো, চায়না, ইথে, ইপিকা, ত্রাট্রা-মি, নাক্স-ভ, হ্রাস্ ।

২২ । ,, জ্বরের শীতাবস্থায়—আস', ব্রাই, কলোডি, কাপ্সি, কষ্ট, সিমিসি, *সিনা, **ইলাট, **ইউপেটো-পারফো, * গ্র্যাষো, কোবান্ট, লরোসি, লাইকো, ম্যারাম্, *মিনিয়াস্, মার্ক, মেজি, মিউর-এসি, মিউরেক্স, **ত্রাট্রা-মি, *ত্রাট্রা-সা, *ওলিয়েণ্ডা, ফস্, *পলিপো, সাইলি, থুজা ।

২৩ । ,, জ্বরের উষ্ণাবস্থায়—ইঙ্কিউ, ক্যান্কে, **চায়নি-সা, সিনা, কেলি-কা, **হ্রাস, শাবাডি ।

২৪ । ,, জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায়—কষ্ট ।

(২৬৯)

হিক্কা ।

(HICCUP)

(গ্রন্থকারকৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতায় সবিস্তার দেখ) ।

১ । ইংরাজীতে হিক্কাকে হিক্কাপ্ বলে—ডায়ক্লাম্ নামক মাংসপেশীর হঠাৎ সঙ্কোচন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গ্লটিসের আকুঞ্চন হইয়া হিক্কার উৎপত্তি হয় । প্রায়ই ইহা কোন গুরুতর পীড়ার বিপদজনক অবস্থার পূর্ব-লক্ষণ বিশেষ । আয়ুর্বেদীয় নিদান শাস্ত্রে উক্ত আছে, “যমস্ত ভগ্নিনী হিক্কা ন নীত্যা ন নিবর্ততে ।” উৎকট আমাশয়, ওলাউঠা কিম্বা উদরাময়ের সঙ্গে অনেক সময় হিক্কা দেখিতে পাওয়া যায় । তখন এই হিক্কাকে একটা গুরুতর উপসর্গ জানিবে । স্ত্রচিকিৎসক মাত্রেই বিশেষ মনোযোগসহ এই হিক্কা নিবারণ জন্য যত্নশীল হইবেন ।

পরিপাকযন্ত্রসমূহের প্রদাহ অথবা উত্তেজনা হেতু, কখনও হিষ্টিরিয়া রোগ জন্ম, কখনও বা আপনি বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত এই লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে । নিতান্ত শিশুদের প্রায়ই ঘন ঘন হিক্কা হইয়া থাকে, সে হিক্কাই কোন ভয়ের কারণ নাই । গৃহিণীরা এই হিক্কাকে শিশুর “পেটবাড়া” অর্থাৎ উদর বদ্ধিত হওয়ার লক্ষণবিশেষ বলিয়া থাকেন । উৎকট রোগে পুনঃ পুনঃ হিক্কার দরুণ রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং নাড়ী বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, এই সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড প্রদেশেও বেদনা অনুভূত । সুতরাং হিক্কা যে একটা গুরুতর বিষয় তাহা আর বিশেষ করিয়া বলা নিম্প্রয়োজন । অত্যাশ্রয় মতের চিকিৎসা হইতে হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায় ইহার উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ রহিয়াছে ।

২ । হিক্কা অধিকারে—*(একোন্, * আস, * এগার, এমোনি-কাব', এমিল্-নাইট্‌রাইট্, বেল্, ব্রাই, বিসমাথ্, * কফি, ক্যাল্‌কে, কাব'-ভ, * ককিউ, ক্রোটন, * ক্রিয়েল্লো, কুপ্রা, * জেল্‌স্, গ্র্যাকা, * হাইয়স, * ডায়স্কো, * ড্রুসি, ট্যারাক্সে, * ইগ্নে, ল্যাঙ্কে, লিডা, লাইকো, ইথ্, মক্কাস, * স্ট্রাট্‌-কা, স্ট্রাট্‌-মি, নিকোলাম্, * 'নাক্স-ভ, নাক্স-ম, পাল্‌স, রুটা, সিকুটা, সাল্‌ফ-এসি, সিপি, সাইলি, * স্পঞ্জি, ষ্ট্যাকি, ট্যাবেকা, * ভিন্নাই-এণ্ড্‌ব, * ভিন্নাই-ভি);

(২) ওলিয়াম্-ক্যাজুপুটি, পাইলোকার্পাস, ব্যবহৃত হয়। এই ২য় নম্বরস্থ ঔষধনিচয় ডাং হেল ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন।

৩। ডাং জার ও হেম্পেল নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় হিকা অধিকারের প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন—(১) এসিড্-সাল্ফ, এগাব, এমোনি-মি, এনাকা, এলুস-টুরা, এণ্টি-ক্লড, আজ্জেন্টাম্, এসারাম্, ব্যারাইটা-কার্ব, বাবেরিস্-ভা, বেঞ্জো-এসি, ক্যাল-কার্ব, ক্যাষ্টোরিয়াম্, চেলিডো, সিনা, কল্‌চি, কলোসি, কোনা, কুপ্রা-মেটা, ডুসি, ইউফ্রোফিয়া, হেলে, হাইয়স্, ইংগ, কেলি-বাই, লরোসি, লিডা, লাইকো, মিনিয়াসিস্, 'শাট্রা-কার্ব', ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, প্যারিস্-কোয়াড্রি, পিট্রা, ফস, প্রাধা-মেটা, পাল্‌স, র্যানান্-বাল্‌বো, র্তাভাডি, স্পঞ্জি, ভাবেঙ্কাম্, জিঙ্ক-মেটা; (২) আস্, বেস, ব্রাই, ক্যামো, ককিউ, কেলি-হাইড্রো, ম্যাগ্নে-কা, ষ্ট্যাফি, ট্রুন্সি-কার্ব, ট্যারাক্সে, এণ্টি-টার্ট।

৪। হিকা প্রাতে এবং শান্ত হইবার পর—এমোনি-কার্ব।

৫। „ পুনঃ পুনঃ তৎসঙ্গে তিক্ত উদগার এবং হিকার দরুণ বায় শুনে অত্যন্ত চিড়িক্ মারিয়া রেদনা হয়—এমোনি-মি।

৬। „ কন্ভাল্শন্যুক্ত—বেল্।

৭। „ হেতু যেন কন্ভাল্শনের স্থায় বোধ হয়—আস্।

৮। জ্বর আসিবার কালীন বহুক্ষণ স্থায়ী—আস্।

৯। হিকা অত্যন্ত হওয়ার দরুণ রোগিণী ছট্‌ফট্ করিয়া বিছানার বাহিরে পড়ে। এক হিকার পর অন্য হিকার সময় পর্যন্ত রোগিণী কর্ণে শুনিতে পায় না। আক্ষেপযুক্ত হিকা, এই প্রকার আক্ষেপের কতকভাগ উদগার ও কতকভাগ হিকার স্থায় বোধ হয়—বেল্।

১০। „ উদগারের পর—ব্রাই, সাইক্যামে, টিলিয়া।

১১। „ পুনঃ পুনঃ কিন্তু একটী মাত্র বেগযুক্ত—ক্যামো।

১২। হিকা ধাতুপাত্রেয় বাদ্যের শ্রায় শব্দ হইয়া—সিকুটা।

১৩।,, (অসম্পূর্ণ উদগার হিকায় পরিণত) হয়—ককিউ।

১৪।,, সহ আক্ষেপ ও অসাড়ে মুত্রত্যাগ, উদরাময়—
হাইয়স।

১৫।,, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস সহ ফাঁকা উদগার—কেলি-
হাইড্রে।।

১৬। হিকা অসম্পূর্ণ এবং তজ্জন্ম পাকস্থলীতে বেদনা
হইয়া অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয়—গ্যাথে-কার্ব।

১৭। হিকা পুনঃ পুনঃ এবং তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও অভ্যা-
নের ভাব—ষ্টাক্সি।

১৮।,, গুরুতর এবং অনেক কাল স্থায়ী এবং তাহাতে
বক্ষঃস্থলে বেদনা—ট্রনশি-কার্ব।

১৯।,, ও তিক্ত উদগার—টারাক্সেসকাম।

২০।,, সহ আক্ষেপযুক্ত উদগার—টাটার-এমিটক।

২১। পুনঃ পুনঃ হিকা এবং তজ্জন্ম বদ মেজাজ—এমাস-
ক্যাণ্ডি।

২২। পর্যায়ক্রমে হিকা এবং উদগার—এগার, ডাল্কা, সিপি।

পথ্য, আহার অথবা পানীয় সেবনের পূর্বে,
সময়ে বা পরে হিকা।

২৩। হিকা আহারের পর—একোন্, এমোনি-মি, এলাম্, আর্দি,
আস', ব্যারিয়াম্-কার্ব, বোভি, কার্ব'ভ, কার্ব'এনি, ইউজিনিয়া, প্রাফা,
ইথে, কেলি-কার্ব, লাইকো, মার্ক-সল, মাথে-মি, নাক্স-জু'গল্যান্স, প্যারিস-

কোয়াড়ি, রাটানিয়া, সাসাক্রা, সিপি, ষ্টানা ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ।

২৪ । হিকা উদগার সহ, আহারের পর—আস ।

২৫ । ,, বমনের পরই হয় এবং তৎসঙ্গে মুখের স্বাদ ও বুভুক্ষা উভয়রূপ হইতে দেখা যায়—কোনা ।

২৬ । ,, আহারের পর, হইয়া 'মুখ' জলপূর্ণ হয়, এবং তাহাতে দন্ধস্বাদ পাওয়া যায়—সাইক্লা, গ্র্যাকা ।

২৭ । ,, আহারের পর, তৎসঙ্গে শরীর ও মনের স্থবির ভাব—গ্র্যাকা ।

২৮ । ,, আহারের সময়, তৎসঙ্গে উদগার এবং মস্তক উত্তপ্ত—গ্র্যাটিওলা, হাইয়স্ ।

২৯ । ,, সন্ধ্যার সময় পানীয় সেবনের পর—ইগ্নে ।

৩০ । ,, আহারের সময়—কেলি-কার্ব ।

৩১ । ,, আহারের পর এত গুরুতর যে তাহাতে পাক-স্থলী প্রদেশে বেদনার উৎপত্তি হয়—কস্ ।

৩২ । হিকা আহারের পর, তৎসঙ্গে আক্ষেপযুক্ত নিশ্বাস ও বায়ু নিঃসরণ—প্যাটী ।

৩৩ । ,, পানীয় সেবনের পর—কারল্‌স বেড্, সাল্‌ফ-এসি, পাল্‌স্ ।

৩৪ । ,, আহারের পর ও পাকস্থলীতে চাপনবৎ বেদনা ; পরে পেটফাঁপা ও উদগার যেন পাকস্থলী দূষিত হইয়াছে—থুজা ।

৩৫ । ,, এক বিন্দু জলপান করিলেও হইয়া থাকে—মার্ক-কর ।

৩৬ । হিকা আহারের পূর্বে এবং পরে—এসিড্-মিউর ।

৩৭ । ,, আহারের সময়, আক্ষেপবৃত্ত উদ্গার সহ—
কার্ব-এনি, মার্ক-সল্ ।

৩৭ । ,, আহার করার সময়—ইউজিনিয়া ।

৩৯ । ,, আহারের সময় অত্যন্ত গুরুতর, তদ্ব্যবহিত
পাকস্থলীতে বেদনা—ন্যাথ্-মি, থাট্টা-কার্ব ।

৪০ । ,, আহারের পূর্বে (অর্থাৎ আহারের পর
হিকা থাকে না (এই প্রকার ভাব কতক পরিমাণে ইহা দ্বারা
বুঝিতে পারা যায়)—নাক্স ভ, ফস, সাইলি । (৪৬, ৫৬ প্যারা দেখ) ।

৪১ । ,, আহারের সময় ও পরে—সেয় ।

৪২ । ,, আহারের সময় ইহা পাকস্থলীতে চোট
লাগে—টিউক্লি ।

৪৩ । ,, ধূমপান সময়ে হিকা—এসিড্-সাল্ফা, এষা, এন্টিক্রুড্,
আল্ফেণ্টা-না, ইফে, *পালস, রুটা, সেম্ব, সিপি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি ।

৪৪ । ,, হিকা ও পর্যায়ক্রমে শূন্য উদ্গার—এগার ।

৪৫ । ,, ও তৎসহ বমনেচ্ছা—রুটা ।

৪৬ । ,, ও উদ্গার আহারের পূর্বে—সিলিনি । (৪০, ৫৩,
প্যারা দেখ) ।

৪৭ । ,, ও গলনলী সঙ্কুচিত যেন তাহাতে কোন
সিপি আবদ্ধ ইহা রহিয়াছে, তদ্রূপ বমনেচ্ছা এবং মুখের
ভিতর জলসঞ্চয়—সিপি ।

৪৮ । ,, আহারের পর—ষ্ট্যানা, কেলি-কার্ব ।

৪৯ । ,, আহারের পর ও তাহাতে গলা বেদনা—
কার্ব-ভ ।

দিবসের বিশেষ বিশেষ সময়ে হিক্কা।

৫০। হিক্কা রাত্রিতে—এসিড্-সালফ, এপোসাইনাম্, আর্স, বেল, হাইয়স্, মার্ক-কর।

৫১। „ রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে—বেল, হাইয়স্।

৫২। „ সন্ধ্যার সময়—ইথুজা, গ্র্যাফা, কোল-আইয়ড্, আট্রা-কার্ব, নিকোলাম্, পিট্রো, হ্রাস, জিক্, কার্ফ, কৈলি-কার্ব।

৫৩। „ পাকস্থলী শূন্য থাকিলে (এই পংক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, পেটে কিছু থাকিলে অর্থাৎ জল কিম্বা ভুক্ত দ্রব্য পড়িলে হিক্কা সাম্য থাকে।)—সাল্ফার। (৪০, ৪৬ প্যারা দেখ) :

৫৫। „ প্রাতঃকালে—এপোলাই-ক্যানা, ক্যানা-আট্রা, সাল্ফা।

৫৫। „ দুই প্রহরের পর—এগার, এমোনি-কার্ব, ক্যানা।

৫৬। „ রাত্রিতে গাত্রোথানের পর, তৎসঙ্গে মুখ বিষাদ এবং মুখ চাঁচিয়া যাওয়ার ঞায় ভাব—আর্স।

৫৭। „ বেলা দুই প্রহরের পূর্বে—ব্যারিয়াম্-কার্ব, মার্ক-সল।

৫৮। „ অত্যন্ত বস্মসহ, নিশাকালে—বেল।

৫৯। „ অতি প্রতুষে—কৈলি-নাইট্রা, সাল্ফা।

৬০। „ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, এবং তৎপর উদ্গার হইতে থাকে—ম্যাগ্নে-কার্ব।

৬১। „ সন্ধ্যার সময়, এবং তৎপর অত্যন্ত হাঁচি—পিট্রো।

৬২। „ সন্ধ্যার পর, অত্যন্ত উদ্গার হইয়া—হ্রাস-টক্স।

৬৩। „ সন্ধ্যার সময় বহুক্ষণ স্থায়ী—সাসাক্রা, সাল্ফা।

৬৪। „ অতি প্রতুষে (ধূমপান সময়ে)—ভিট্রো।

৬৫। „ হিক্কা অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে—জিক্-মেট।

৬৫। „ রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায়—পাল্‌স।

৬৭। „ চিন্তার সময়—অকজ্যালি-এসি।

৬৮ । হিকা অজ্ঞাতসারে—হুপ্রা-এসি ।

৬৯ । ,, বমনের সময়—মার্ক-কর ।

হিকার বুদ্ধি ।

৭০ । হিকা প্রাতে আহারের পর—কারলস্বেড্ ।

৭১ । ,, মধ্যাহ্নে আহারের পর—গ্যাটিওলা, হাইমস্ ।

৭২ । ,, শরীর সঞ্চালনের পর—কার্ব-ভ ।

৭৩ । ,, পানীয় সেবনের পর—কারলস্বেড্, সলফ-এসি ।

৭৪ । ,, আহারের পর—মার্ক-কর ।

৭৫ । ,, বিন্দুমাত্র জল সেকনে বুদ্ধি—মার্ক-কর ।

হিকার উপশম ।

(৪৯, ৪৬, ৫৩ প্যারা দেখ ।)

৭৬ । পিত্ত উদগার হইয়া উঠিয়া গেলে হিকার উপশম—জিহ্ব ।

৭৭ । শয়ন অবস্থায় থাকিলে উপশম—কোকা ।

হিকা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন ।

বেলাডোনা—পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত উৎকট হিকার আক্রমণ । হিকাতে রোগী বিছানা হইতে লাকাইয়া উঠে । একবারের হিকার ফিট হইতে অল্পবারের ফিট পর্য্যন্ত কণে কিছু গুনিতে পায় না । রাত্রিতে ঘর্ম্মসহ হিকা । হিকার পরে মস্তক ও শাখা সমূহের কন্ডালশন্; এবং ইহার কিছুকাল পরে বমন ও অবসন্ন অবস্থা ।

সিকুটা—বাতুময় পাতের শব্দের স্থায়ী হিকা ।

হাইয়সায়েমাস্—হিকাসহ আক্ষেপ, পেট ডাকা এবং তৎসঙ্গে অসাদে মূত্রতাগ ও মুখে গাঁজলা উঠা ।

কার্ব-ভেজি—প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালনের পর হিকা ।, হিকা হেতু দম্বন্ধ হওয়ার স্থায় বোধ হয় । নিদ্রাবস্থায়, শয়নে, পানীয় সেবনের পর অথবা ধূমপান সময়ে হিকা ।

ফ্যাফিসেগ্রিয়া পুনঃপুনঃ হিকা এবং তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও অজ্ঞান ভাব । ঔষ্যন্ত ক্ষুধা, এমন কি, ভুক্ত দ্রব্য উদ্বৃষ্ট থাকে সত্ত্বেও ভয়ানক ক্ষুধা ।

ফস্ ফরাস্—আহারান্তে হিকা । পাকস্থলীতে বেদনা ইত্যাদি ।

ইগ্নেসিয়া—পানীয় সেবন কিংবা আহারের পর হিকা ।

সাল্ ফার—হিকা এবং তৎসঙ্গে তালুর পশ্চাৎভাগে বেদনা ।

একোনাইট, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, কুপ্রাম্, ল্যাকেসিস্, নাক্স-ভর্মিকা, ভিরেট্রাম্ ও জিকাম্ এই কয়েকটি ঔষধকেও ডাক্তার সরকার হিকা জন্ম উপযুক্ত মনে করেন ।

“হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক” ইহার ২য় খণ্ড ৭য় সংখ্যা মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত হিকার্থ ব্যবস্থা করেন—

বেলাডোনা—পুনঃ পুনঃ প্রবল হিকা, হিকা বশতঃ রোগী শয্যা হঠতে চমকিয়া উঠে, রাত্রিকালে ঘর্মের সহিত হিকা, হিকাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মস্তকাদি বক্রভাবে ধারণ করে, হিকা, বশতঃ পুনর্বীর অবসন্নতা ও বমনোচ্ছম প্রত্যাবর্তন করে ।

সিকুটা—অত্যন্ত শব্দযুক্ত হিকা ।

পাল্ সেটিলা—ধূমপান অথবা জলপান করিবার পর নিদ্রাবস্থায় ও শ্বাসরোধের সঙ্গে সঙ্গে হিকা হইলে ।

ফ্যাফিসেগ্রিয়া—মূর্ছা ও বমনোচ্ছমযুক্ত হিকা হইলে ।

ইগ্নেসিয়া—পান আহার করিবার পর হিকা হইলে ইহা উপকারী ।

এতদ্ব্যতীত হাইয়সায়েমাস্, কার্ব-ভেজিটেবিলিস্, ফস্ ফরাস্, সাল্ ফার প্রভৃতিও হিকাব উদ্ভব ঔষধ ।

ডাং ম্যাসি নিম্নলিখিত ঔষধাদি হিকা সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়া থাকেন ।'

কলোফাইলিন্—অত্যন্ত উৎকৃষ্ট আক্ষেপ নিবারক ঔষধ । ইহা নিতান্ত শিশুকেও দেওয়া যাইতে পারে ।

জেলসিগিনিয়াম্—শ্বাসপ্রশ্বাস পথের আক্ষেপ নিবারণ হেতু ইহা অতি উপকারী ঔষধ ।

শীতল জল—শিশুদের হিকা হেতু ১ ড্রাম করিয়া শীতল জল পুনঃ পুনঃ খাইতে দিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । শীতল জল দ্বারা মুখ ধোত করিলে কিম্বা এক গ্লাস শীতল জল লইয়া তাহাতে জিহ্বা পুনঃ পুনঃ ভিজাইলে অনেক উপকার আছে ।

ডাং গারেন্সি নিম্নলিখিত ঔষধগুলিকে হিকাধিকারে প্রধান বলিয়া মনে করেন—** (এমোনি-মি, সাইক্লামে, হাইয়স, ইথের, ম্যারাম্-ভি, নাক্স-ভ) ।

৭৮ । জ্বরের সময় হিকা—ক্রোটেলাস-হ ।

৭৯ । যে সময় জ্বর হইবে সেই সময় জ্বর না হইয়া হিকা—আস ।

৮০ । সামান্য শরীর সঞ্চালনে হিকা—মার্ক-কর ।

৮১ । উদগার সদৃশ হিকা—এন্টি-টার্ট ।

৮২ । হিকা উঠিবার সময় টের পায় না—কুপ্রা-এসি ।

ডাক্তার বাক, হিকা অধিকারে—* একোন্, এমোনি, * বেল, বাই, * কুপ্রা, * হাইয়স, ইথের, * নাক্স-ভ, পাল্‌স, ট্র্যামো, এই কয়েকটা ঔষধ প্রধান বলিয়া গণ্য করেন । (২, ৩ প্যারা দেখ) ।

হিকা সম্বন্ধে ডাইলিউসন্ ব্যবস্থা । }

এই উপসর্গে প্রথমতঃ ৩০শ শক্তি কিম্বা ২০০শ শক্তি আদি উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা কৰ্ত্তব্য । যদি তাহাতে কল না পাওয়া যায় তবে নিম্ন

শক্তি দিবে, যদি তাহাতেও কোন ফল না দর্শে তবে মাদার টিংচার এক ফোঁটা, প্রয়োজন হইলে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার কোন একটা বন্ধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁহার একটা হিকার রোগীতে বেলাডোনার মাদার টিংচার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু মফঃস্বল স্থান বিধায় তাহা না পাওয়ায় একটুকু বেলাডোনা অল্প মাত্রায় খাইতে দিয়া রোগীটাকে আরোগ্য করা হয়।

হিকা দ্বন্দ্বকে আনুষঙ্গিক
চিকিৎসা।

}

অনেক সময় মস্তকে জলপটী বা বরফ দিলে, বরফ কিম্বা শীতল জল পান করিলে, হিকা সহজে বারণ হইয়া যায়। কখন কখন পথ্য সেবন করাতেও হিকার দমন হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা হিকা নিবারণ জন্ত ডায়েফ্রাম প্রদেশে মাষ্টার্ডপ্লাষ্টার ব্যবস্থা করেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকেরা নানা প্রকার মুষ্টিযোগ ব্যবহার করেন, গোলমরীচ বা লবঙ্গ পোড়াইয়া নাসিকার নিকট ধরিয়া তাহার ধূম গ্রহণে সামান্য ফল দৃষ্ট হয়। হিকা সম্বন্ধে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। তালশাঁসের মধ্যে যে ভল থাকে সেই জল খাইতে দিয়া অনেক স্থলে হিকা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য কল আমরা পাইয়াছি। হিকার রোগীকে লঘুপথ্য বিধেয়।

গ্রন্থকার কৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতায় হিকা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব দেখ। তাহাতে অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইবে।

মন্তব্য—একটা বৃদ্ধ রোগীতে মূল কারণের উপর নির্ভর করিয়া এমন ঔষধ প্রয়োগ করা হয় যাহাতে হিকার কথা মাত্র নাই; অথচ তাহাতেই তাহার উৎকট হিকা আরোগ্য হইল। বাগবাজারের শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ দে মহাশয়ের দাকুণ হিকা হয়। নামজাদা এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়গণ তাঁহার চিকিৎসা করেন, তাহাতে ফললাভ হয় না; বরং প্রতিদিন হিকাকে কিঞ্চিৎকালের জন্ত দমন রাখিবার জন্ত ১০।১২ বোতল সোডাওয়াটার ব্যবস্থা ছিল; আমি তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। তাঁহার

অশ্বলের পীড়া (বমন সহ অশ্বল উঠা) এই লক্ষণ দৃষ্টে রোবিনিয়া Robinia ওয় শক্তি প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলাম ; তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য লাভ করিলেন । এ স্থানে বলা আবশ্যিক যে, প্রথমে তাঁহাকে নাক্স-ভ ওয় শক্তি দেওয়া হয় এবং তাহাতে ফলও পাওয়া যায় ; কিন্তু সে ফল স্থায়ী না হওয়াতে রোবিনিয়া প্রদত্ত হয় ।

হিকা সম্বন্ধে বিশেষ সুবিস্তার বিবরণ গ্রন্থকার কৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা মধ্যেও পাইবে ।

• দুর্বলতা (Debility) অবসন্নাবস্থা (Prostration).

অলস বা ক্লান্ত অবস্থা (Languor).

শরীর শীর্ণতা (Emaciation) ।

১। অনেক সময় সাধারণ পীড়ার সঙ্গে যে দুর্বলতা জন্মে তাহা মূল পীড়া আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই আরোগ্য হইয়া যায় ! কিন্তু অনেক সময় অত্যন্ত উৎকট ব্যাধি হেতু কিম্বা জননেদ্রিয়ার অত্যধিক পরিচালনা এবং রক্তশ্রাব ইত্যাদি জন্ম যে দুর্বলতা জন্মে, তাহা আরোগ্য করিতে বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যিক ।—(১) আস', কার্ব-ভ, * চায়না, ইপিকা, * নাক্স-ভ, ফস, * ফস্ এসি, ষ্ট্যাফি, *সাল্ফা. ভিরেট্রা ; (২) একোন, এরালি, এমোনি, আর্নি, ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফ, কষ্ট্রি, চেলোন, ককিউ, কর্গাস, ফেরা, গ্র্যাফা, হেলোন্, হাইড্রো, ল্যাংকে, লাইকো, .মার্ক, শ্রাট্রা-মিউ, নাইট্র-এসি, ওলিয়েণ্ডা, হ্রাস, ক্রমেক্স, সেঙ্গু, সিকে, সিপি, সাইলি ; (৩) এনাকা, আর্জেন্টা-নাই, ব্যারাই-মিউ, ব্যাপ টি, ক্যানা, ক্যায়া, ক্যামো, সিমিসিফিউ, কোনা, *কুপ্রা, ডিজি, ডাল্কা, ইউপেটো-পারফো, ক্লুওর-এসি, জেলস, হাইয়স, ক্রিয়েজো, ল্যাঙ্কটু, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, মন্ডা, মিউর-এসি, পিট্রো, প্র্যাটা, ষ্ট্যানা, ও জিন্স দুর্বলতা অধিকারে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

২। শরীর হইতে রক্তাদি (জীবন-সংরক্ষণী) কোন

প্রকার স্রাব অত্যন্ত হইলে যদি দুর্বলতা জন্মে তবে—

(১) স্যাল্‌ষ্টোনিয়া, * চায়না। তাহাতে কোন ফল না পাইলে ; (২) ক্যাল-কা, কার্ব-এ, সিনা, ল্যাঙ্কে, নাক্স-ভ, *ফস-এসি, সাল্‌ফা, ভিরেট্টা ; (৩) নাইট্র-এসি, সাল্‌ফ-এসি, সিলিনি।

৩। অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম (হস্তমৈথুন নহে) হেতু দুর্বলতা—

* চায়না।

৪। প্রাচীন দুর্বলতা—(১) * ক্যালকা, ক্রিয়েজো, হেলোন, নাক্স-ভ, ফস-এসি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা ; (২) এনাকা, আর্নি, কার্ব-ভ, কোনা, ডায়েক্সো, মার্ক, থাট্রা-মিউ, ফস-সিপি।

৫। অত্যন্ত দুগ্ধক্ষরণহেতু দুর্বলতা—ক্যাল-কা, চায়না, ফেরা, ফস, ফস-এসি, এলিট্রিস-কে, স্যাল্‌ষ্টোনিয়া।

৬। হস্তমৈথুন হেতু দুর্বলতা—ইহাতে নাক্স-ভ দিয়া পরে সাল্‌ফার এবং ক্যাল্‌ফেরিয়া দিবে। ফস্‌ফরিক-এসিড এবং স্ট্র্যাকিসেসিগ্রিয়া ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে কোন ফল না পাইলে নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ দ্বারা বিশেষ-ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। * কার্ব ভ, *সিনা, ককিউ, *কোনা, থাট্রা-মিউ, নাক্স-ম, ফস ; এইটা ঔষধ দ্বারাও আমরা অনেক ফল পাই-রাছি। চায়না হস্তমৈথুনে বিশেষ উপকারী নহে, কারণ কোন প্রকার বিশেষ স্রাব এই দুর্বলতায় হয় না। মায়বীর দুর্বলতা এই হস্তমৈথুনের প্রধান শাস্তি। হস্তমৈথুন (এই পাপ অভ্যাস) মস্তিষ্ক, মেধা, আয়ু এবং সদবুদ্ধি নষ্ট করে। সুতরাং এই বিষয়ে চিকিৎসক জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবেন। এই অভ্যাস দূর করার জন্য—(১) ক্যালকে, সাল্‌ফা ; (২) চায়না, ককিউ, মার্ক, ফস ; (৩) এলিট্রিস, কার্ব-ভ, প্র্যাটী ও পাল্‌স দেওয়া হইয়া থাকে। যদি এই সমস্ত ঔষধ ব্যবহারে এই পাপ অভ্যাস দূর না হয়, তবে ল্যাঙ্গট্‌ পদ্রিয়া থাকিলে কিংবা কোন ফোঙ্কাকারক ঔষধ (যথা লাইকার লিটী) সাবধানে পুরুষাঙ্গের চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষত উৎপাদন করিলে এই পাপ অভ্যাস সহজে দূর হইতে পারে।

৭। অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম হেতু দুর্বলতা হইলে —

একোন, আর্নি, * আস', ব্রাই, ক্যালকে, চায়না, ককিউ, কফি, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, ভিরাট্ ।

৮ । রাত্রি জাগরণে দুর্বলতা—কার্ব'-ভ, ককিউ, নাক্স-ভ, পাল্‌স ।

৯ । অত্যন্ত অধ্যয়ন এবং মানসিক পরিশ্রম হেতু দুর্বলতা—বেল, ক্যালকে, * ল্যাঙ্কে, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা, নাক্স-ভ ।

১০ । অত্যন্ত বসিয়া থাকার অভ্যাসে—নাক্স-ভ সাল্‌ফা ।

১১ । নূতন উৎকট পীড়া হইতে দুর্বলতা জন্মিলে—
(১) চায়না, হিপা, সাইলি, ভিরাট্ ; (২) ক্যালকে, থাট্রা-মিউ, ফস-এসি, সাল্‌ফা ; (৩) স্যালগ্‌গো, ব্যাপ্‌টি, এলিট্রিস, কর্ণাস্, ফ্রেজিরা, জেল্‌স, হাইড্রাস্ ।

১২ । রক্তশ্রাব হইতে দুর্বলতা জন্মিলে—চায়না, ফস-এসি, সাল্‌ক-এসি ।

১৩ । শীঘ্র শীঘ্র শরীর বৃদ্ধি ও দীর্ঘ ইওয়ার দরুণ দুর্বলতা—ফস-এসি ।

১৪ । বৃদ্ধের দুর্বলতা—* ব্যারাইটা, চায়না, অরা, কোনা, ওপি ।

১৫ । স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু দুর্বলতা—(১) একোন, ক্যামো, চায়না, সিমিসিফি, কফি, কর্ণাস্, হেলোন, লেপ্‌টে, লাইকো, ফস-নাক্স-ভ, পাল্‌স, এসডু ; (২) এসারাম্, ব্যাপ্‌টি, হিপা, ইথে, নাইট্রি-এসি, পিক্রি-এসি, টিউক্রি, ভ্যালিরি, ভিরাট্ ।

১৬ । অত্যন্ত অধ্যয়ন, রাত্রি জাগরণ সর্বদা বসিয়া কাজ করার দরুণ দুর্বলতা—(১) নাক্স-ভ সাল্‌ফা (২) ক্যালকে, কার্ব'-ভ, চেলোন, ককিউ, আইরিস, ল্যাঙ্কে, পাল্‌স ।

১৭ । অত্যন্ত কাফি পান করা হেতু দুর্বলতা—ক্যামো, * ইথে, মার্ক, নাক্স-ভ, সাল্‌ফা ।

১৮ । পারাঘটিত ঔষধের অপব্যবহার করার দরুণ দুর্বলতা—কার্ব'-ভ, ক্যামো, * হিপা, * নাইট্রি-এসি, পাল্‌স ।

১৯। মাদক দ্রব্য সেবনে দুর্বলতা—ক্যামো, কফি,
* মার্ক, নাক্স-ভ।

২০। মদ এবং স্পিরিট সেবনে দুর্বলতা—একোন, বেল,
কফি, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

দুর্বলতা সম্বন্ধে: বিশেষ
ভৈষজ্যতত্ত্ব।

} :-

একোনাইট্—যুবা পুরুষদের (বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলোকের) শরীরে রক্তাধিক্য হইলে এই ঔষধ দেয়। সামান্য বেদনায় অত্যন্ত বেদনা অনুভব, অনিদ্রা, হট্ ফট্ করা ও শব্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করা শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা। গাল লালবর্ণ; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হওয়া; হৃৎপিণ্ডের উল্লম্বন।

এলিট্‌স্-ফের্নিনোসা—(স্ত্রীলোকদের দুর্বলতা আহার অভাবে কিম্বা বহুকালস্থায়ী কোন রোগের দরুণ)। শারীরিক যন্ত্র সমুদায়ের কোন পীড়া নাই। ডিপ্‌থিরিয়া বা গলক্ষত রোগের পর দুর্বলতা।

ক্যাল্‌কে-কা—প্রত্যেকবার স্ত্রীসঙ্গমের পর হস্ত পদ কম্পন, দুর্বল, অবশ শরীর; মাথাবেদনা।

ক্যামোসেগ্রিয়া—কোন ব্যক্তির রোগোন্মত্ততা থাকিলে এবং স্ত্রী-সঙ্গমের পর হাঁপানি পীড়ার ছায় উপস্থিত হয়।

সিলিনিয়াম্—সহজেই দুর্বল হইয়া পড়ে। কোন প্রকার শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম। জননেন্দ্রিয়ের শ্লথতা এবং নিতান্ত সঙ্গমেচ্ছা। প্রেষ্ট্যাটিক রসক্ষরণ অত্যন্ত। টাইফাস্ জ্বরের পর স্নায়বীয় দুর্বলতা।

N. B.—প্রেষ্ট্যাটিক গ্রন্থি হইতে যে রস ক্ষরণ হয় তাহাকে ‘প্রেষ্ট্যাটিক-যুস’ বলে; এই রস যখন অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হয়, তখন কৌথ দিলে বীর্ষের ছায় ‘প্রেষ্ট্যাটিক রস’ দেখিতে পাওয়া যায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে শুক্রকীট ইহাতে দেখিতে পাইবে না।

ক্যামোমিলা—বেদনায় নিতান্ত কাতর। সামান্য বেদনায় মুচ্ছা হওয়া স্বভাব। অস্থিরতা। কৌকান। অত্যন্ত থিট্‌থে ও কলহকারী স্বভাব।

একবার পিংশেবর্ণ পুনরায় লাল। এক গাল লালবর্ণ উষ্ণ, অত্র গাল শীতল ও পিংশে।

চায়না—মানসিক কিস্বা শারীরিক কার্য্য করিতে অনিচ্ছা। একটু সামান্য বাতাস জোরে গাত্রে লাগিলেই অস্বস্থবোধ। নানা প্রকার চিন্তার দরুণ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রা। রাত্রে ঘুমাইলে নানা প্রকার ভাবনা উপস্থিত হয়। অনেক সময় ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। অত্যন্ত দুর্বলতা ও কম্প।

কফি—অনিদ্রা। মানসিক উত্তেজনা। স্বভাব অত্যন্ত খারাপ অথবা সর্বদা হাসি খেলায় রত। সামান্য বেদনা হইলেই অস্থির হওয়া।

নাক্স-ভবিঃ—সমস্ত নায়ুবিধান উত্তেজিত ও তদ্ব্যতীত স্বভাব খিট-খিটে। শারীরিক পরিশ্রম ও খোলা বাতাসে ভ্রমণ করিতে অনিচ্ছা। চমকিয়া উঠা স্বভাব। চিন্তামিত। ক্রুদ্ধ।

পালসেটিল—ইহা নাক্সের গ্রায় কার্য্যকারী এবং স্ত্রীলোকদের বিশেষ-যতঃ সরল স্বভাব পুরুষদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

পিক্রিক্-এসিড্—শরীরে কোন ভুক্তদ্রব্যের সার গ্রবেশ না করা হেতু দুর্বলতা। স্ফোটক হওয়া, শারীরিক ঘর্ম্ম। মাংশপেশী নিতান্ত দুর্বল। পা অবশ ও সমস্ত শরীরে দুর্বলতা। বিশ্রাম করিলে ও বাতাসে বেড়াইলে ভাল বোধ হয়।

অবসন্ন হইয়া পড়া বা শয্যাগতাবস্থা।

Prostration.

১। শয্যাগত অবস্থা—*আস', ব্যাপ্টি, বেঞ্জো-এসি, বিস্‌মাথ, বোলিটাস, * ক্যান্স, * কার্ব-ভ, চায়না, কলচি, কোনা কর্ণাস্-সা, কুপ্লা, সাই-ক্লামে, ডাল্‌কা, ইলাট, ইউফরবি, আইরিস্-ভ, ল্যাকে, মার্ক-কব, মার্ক-ভ, মেজি মউর-এসি, নিউফার, ওপানসিয়া, পিক্রিক্-এসি, প্র্যাপ্টেগো, * সিকে, * সিপি, পাল্‌কা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাক্সে, এন্ট-টা টেরিবি, * থুজা, * ভিরাট।

২। অবসন্নাবস্থার অভাব—**ফস্-এসি।

৩। অবসন্নাবস্থা, তৎসঙ্গে উষ্ণ শরীর—**বিস্‌মাথ।

(কোল্যাপস্ বা অবসন্নাবস্থা দেখ) ।

অলস বা ক্লান্ত অবস্থা ।

(Languor.)

১ । এই অবস্থায়—এলাম্, এপিস্, অর্জেন্টা-না, আর্গ, এসক্রেপি, বেঞ্জো-এনি, বোরা, ব্রোমি, ব্রাই, ক্যালকে, কষ্ট্রি, **চায়না, ককিউ, কোনা কণাস্-সা, ডিজি, * ইউপেটো, পারফো, ডাল্কা, * ফেরা, গ্র্যাফা, গামি-গা, আইয়ড্, আইরিগ্-ভা, কেলি-বা, * নোবি, কেলি-ব্রো, কেলি-কা, কেলি-না, ল্যাকে, লেপ্টা, * লাইকো, থ্যাপ্পে-কা, মার্ক-ভ, মেজি, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, **ত্ৰাট্রা-মি * নাক্স-ম, নাক্স-ভ, ফস্, পডো, * সোরি, রেফে, স্তাবাড়ি, সেন্সু, সিপি, সাল্ফা, **সিড্রন, সাল্ফ-এসি, টাট্টা-এ, থুজা, ভিরাট্ ।

শীর্ণ শরীর ।

শরীর-শীর্ণ—(যথাস্থানে ক্ষীণ শরীর দেখ; এবং শিশুর শরীর শীর্ণতা দেখ) ।

মূচ্ছা বা হঠাৎ অচেতন হওয়ার ভাব ।

(যথাস্থানে দেখ, এবং কোমা বা অচেতন অবস্থা দেখ) ।

টাস বা ক্র্যাম্পস্ ।

Cramps

অর্থাৎ

অঙ্গুলি, হস্ত, পদ, জঙ্ঘা ও গুল্ফ ইত্যাদিতে
আক্ষেপ বা খিলধরা ।

(ওলাউঠার চিকিৎসায় এবং গ্রন্থকার কৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা দেখ) ।

১ । টাস অধিকারে—এলাম, এষ্ট্রা, এনাকা, * ক্যানো, চায়না, কোনা, * কুপ্রা-এসিট, * কুপ্রা-মেটা, কলোষ্ট্রাম, ফেরা, গ্র্যাফা, ইয়ে, ত্ৰাট্রা,

নাইটি-এসি. ফস্, নাক্স-ভ, পাল্‌স, * সিকে. সিপি, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, ষ্টাফি, এগারিকাস্, এমোনি-কটি, এন্টি-টার্ট, আস্, এট্রোপি, বেল, সিকুটা-ভি, কোনা, ডিজি, হেলে, হাইয়স, কেলি-বা কেলি-ক্লো, মার্ক-কর, প্যাটিনা, পডো, * প্লাষা, ট্র্যামো, রিসিনাস, ট্রিকুনিয়া, ট্যাবেকা, * মরফিয়া, কেলি-সায়েনেটাস্, ব্রাই, ফাইটো, ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের সঙ্গে এই প্রকার ঔষধেরা দেখা যায় ।

টাঁস সম্বন্ধে
বিশেষ ভৈষজ্যভাষ্য ।

} :—

ভিরাট্ এল্‌ব্—কেবল জন্মাপিণ্ডে টাঁস ।

সিকেলি-কর্ণাউটাম্—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি মাত্র ঔষধ ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি নীচমুখে বক্র হয় ; অথবা গুলফ-গ্রন্থিস্থানে চর্কণবৎ বেদনা ও তন্তুপদের অঙ্গুলিতে টাঁস ধরিয়া অঙ্গুলি পার্শ্বদিকে বক্র করিয়া থাকে । ইহার ১ম শক্তি ও ৩শ শক্তি বিশেষ উপকারী ।

আর্সেনিকাম্-এল্‌বাম্—উরু, জন্ম, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বাহুমূল বা বাহু প্রভৃতিতে টাঁস ।

কুপ্রাম্-এসিটিকাম্—হস্ত, পদ ও অঙ্গুলিতে টাঁস ।
(গ্রন্থকারকৃত বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা দেখ) ।

ঘর্ম ।

(Sweat)

(জরের ঘর্ম দেখ) ।

১। নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ঘর্ম—নিশাঘর্ম, অতিরিক্তঘর্ম ইত্যাদি লক্ষণ অনেক সময় নানাবিধ গুরুতর পীড়ায় ঔষধ-নির্কোচন-কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে । কয়েকটা ওলাউঠার রোগীতে এবং হঠাৎ জর পরিত্যাগ অবস্থায় ২৩টা জর-রোগীতে নাড়ী বিলুপ্তপ্রায় এবং তৎসঙ্গে শরীরে শীতল ঘর্ম দৃষ্টে ক্যান্সার ওয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি ।

এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, “শীতল ঘর্ম্ম” এই প্রধান লক্ষণ দৃষ্টেই ক্যান্সার নির্বাচিত হইয়াছিল । ঘর্ম্ম একটা বিশেষ গুরুতর লক্ষণ ।

২ । ঘর্ম্মাধিকারে—(১) বেল্, অক্জ্যালি এসি, *এন্টি-টার্টা, ব্রাই, ক্যাল্-কার্ব, ক্যান্স, কার্ব-ভ, কার্ব-এনি, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, গ্র্যাফা, হিপা, *মিউর-এসি, মার্ক, কেলি, থাট্টা-মি, নাক্স-ভ, ওপি, পাল্‌স, হ্রাস, সেম্বু, সিলিনি, সিপি, সাল্‌ফা, * ভিরাট্; (২) একোন, * আস্, বোরাক্স, ককিউ, কফিয়া, গুয়াই, *ইপিকা, ইথে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস্, ফস্-এসি, স্পাইট সাইলি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, থুজা; (৩) এম্বু, এমোনি-মি, ব্যারাই, ক্যাপ্‌সি, কলোসি, কোনা, হাইড্রোসি-এসি, ড্রুসি, ডাল্‌কা, ফেরা, হেলে, হাইয়স, ভিরাট্-ভি, ভ্যালিরি, ল্যাচে, ম্যাগ্নে, হুডো, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্‌ফ-এসি, টার্টা-এমি ।

৩ । অত্যন্ত নিশাঘর্ম্ম—(১) এমোনি-মি, আস্, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, গ্র্যাফা, ইপিকা, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, পিটো, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা; (২) এলাম, এম্বু, এনাকা, আর্গি, বেল্, ক্যান্সা, কার্ব-ভ, ডিজি, ড্রুসি, ডাল্‌কা, ফেরা, হিপা, আইয়ড, ল্যাচে, মার্ক, থাট্টা-মি, নাক্স-ভ, স্ভাবাইনা, সেম্বু, সিপি, ভিরেট্টা ।

৪ । শয্যায় শয়ন করিবামাত্র ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়—আস্, ক্যাল্‌বে-কা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, কোনা, হিপা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মিউর-এসি, সাইলি, ওপি, ফস্, হ্রাস, ভিরাট্ ।

৫ । প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম—(১) ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, থাট্টা-মি, নাক্স-ভ, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা; (২) এমোনি-মি, আস্, ক্যান্সা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, গুয়াই, হেলে, হিপা, আইয়ড, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, ওপি, ফস্-এসি, ভিরাট্ ।

৬ । সামান্য পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম করিলে দিবাভাগে ঘর্ম্ম—(১) ক্যান্স, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, হিপা, কেলি, থাট্টা-মি, পাল্‌স, সিলিনি, সিপি, সাল্‌ফা, ভিরাট্; (২) এমোনি-মি, এসারাম্, বেল্, ব্রাই, ফেরা, গ্র্যাফা, ল্যাচে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পিটো, ফস্, ফস্-এসি, স্পাইজি, হ্রাস, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ-এসি, জিঙ্ক ।

৭। সামান্য বিশ্রাম অবস্থায় ও দিবসে ঘর্ম্ম—(১) এনাকা, হ্রাস, সিপি, সাল্‌ফা ; (২) এসারাম্, ক্যালকে, কোনা, ফেরা, ফস-এসি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সালফ-এসি ।

৮। মানসিক পরিশ্রম এবং কথাবার্তা কালীন ঘর্ম্ম—বোরাক্স, গ্র্যাফা, সিপা, হিপা, ইগ্নে, সাল্‌ফা ।

আংশিক ঘর্ম্ম ।

৯। একপার্শ্বে ঘর্ম্ম—এম্ব্রা, ব্যারাই, ব্রাই, ক্যামো, ইগ্নে, পাল্‌স, হ্রাস, স্পাইজি, সাল্‌ফা ।

১০। কেবল মাত্র মস্তকে ঘর্ম্ম—(১) বেল, ব্রাই, ক্যালকে-কা, ক্যামো, চায়না, মার্ক, পাল্‌স, সাইলি, ভিরাট্ ; (২) গ্র্যাফা, কেলি, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্, হ্রাস, সার্সা, ষ্ট্যাফি, ভ্যালি ; (৩) ক্যাম্ফ, ডালকা, গুয়াই, হিপা, ম্যাগ্নে-মি, শ্রাবাডি, সিপি, স্পাইজি ।

১১। কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম—(১) কার্ব-ভ, ইগ্নে, পাল্‌স, হ্রাস, সেম্বু, স্পঞ্জি, ভিরেট্টা ; (২) এলাম্, বেল্, বোরাক্স, কার্ব-এনি, ককিউ, ক্রুফি, ডিসি, ডাল্‌কা, মার্ক, ফস্, ক্রটা, সিপি, সাইলি, ট্র্যামো, সাল্‌ফা ।

১২। নাসিকার নিম্নভাগে কিম্বা চতুর্দিকে ঘর্ম্ম—বেল্, নাক্স-ভ ।

১৩। গলদেশ এবং গ্রীবার পশ্চাত্তাগে ঘর্ম্ম—(১) বেল্, নাইট্রি-এসি, সাল্‌ফা ; (২) কেলি, আস্, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, হ্রাস্, ষ্ট্যানা ।

১৪। পৃষ্ঠদেশে ঘর্ম্ম—(১) চায়না, পিট্টো, ফস্-এসি ; (২) আস্, ক্যালকে, ডাল্‌কা, গুয়াই, হিপা, ল্যাকে, শ্রাট্টা, সিপি, সাইলি, ভিরেট্টা ।

১৫। বক্ষঃস্থলে ঘর্ম্ম—এগার, আর্গি, ক্যাছা, চায়না, ককিউ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ফস, নাইট্রি-এসি, ফস্-এসি, সিলিনি, সিপি, সাইলি ।

১৬। উদরে ঘর্ষ—এম্বা, এনাকা, আর্জেন্টা-না, ক্যাফা, ড্রুসি, ফস্, প্লাস্টা, ষ্ট্যাফি ।

১৭। জননেন্দ্রিয় সমস্তে ঘর্ষ—(১) অরা, হিপা, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, থুজা ; (২) এমোনি, ব্যারাই, বেল, ক্যাফা, কোনা, ইগ্রে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, নাক্স-ভ, ফস্ এসি, হুডো, সিলিনি, ষ্ট্যাফি ।

১৮। বগলপ্রদেশে ঘর্ষ—(১) হিপা, কেলি, ল্যাকে, নাইট্-এসি, পিট্রো, স্পিপি, সাল্‌ফা ; (২) ব্রাই, ক্যাপ সি, কার্ব-এনি, ডাল্‌কা, হুডো, সিলিনি, স্কুইল, থুজা, জিক্ ।

১৯। হস্তদ্বয়ে ঘর্ষ—(১) ক্যাল্‌কে, কোনা, হিপা, সাইলি, সাল্‌ফা ; (২) ব্যারাই, কার্ব-ভ, ডাল্‌কা, ইগ্রে, আইয়ড্, লিডা, নাইট্-এসি, নাক্স-ভ, পিট্রো, পাল্‌স, থুজা, জিক্ ।

২০। পদদ্বয়ে ঘর্ষ—ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কেলি, লাইকো, নাইট্-এসি, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, এমোনি, ব্যারাই, কুপ্‌রা, ড্রুসি, গ্র্যাফা, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, জাট্রা, পিট্রো, ফস-এসি, পাল্‌স, শ্রাবাডি, থুজা, শ্রাবাই, জিক্ ।

২১। পদদ্বয়ের ঘর্ষ দুর্গন্ধময়—ব্যারাই, গ্র্যাফা, কেলি, নাইট্-এসি, সিপি, সাইলি, টেলুরি, জিক্ দেওয়া উচিত । (২৮ প্যারা দেখ) ।

২২। অত্যন্ত ঘর্ষ হয় বটে কিন্তু কিছুতেই বেদনা ও অন্যান্য পীড়ার উপশম বোধ হয় না ; বিশেষতঃ শাখা সমস্তের বেদনা, সর্দি এবং বাতজনিত জ্বর—চায়না, ডাল্‌কা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্-এসি, সিপি ।

২৩। ঘর্ষ তৈল বা চর্বিবিস্তৃত—ব্রাই, চায়না, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ষ্ট্রামো ।

২৪। উষ্ণ বা গরম ঘর্ষ—বেল, ক্যাফ, ব্রাই, ল্যাকে, ক্যামো, **ওপি, ফস, শ্রাবাডি, ষ্ট্যানা ।

২৫। অর্থাযুক্ত ঘর্ষ—(১) একোন, এনাকা, আস, ব্রাই,

ক্যাল্কে, ক্যান্কে, কার্ব-এনি, ক্যামো, চায়না, ফেরা, হিপা ; (২) লাইকো, *মার্ক, নাক্স-ভ, ফস, ফগ-এনি, প্লাষা, সিপি, স্পাইজি, ভিরেট্ট।

২৬। রক্তময় বর্ষ—(১) আর্গি, ক্যাল্কে, নাক্স-ভ ; (২) ক্যামো, ক্লেনা, ককিউলা, ক্রোটোলা-ল্যাকে, নার্ন ম।

২৭। বর্ষ হেতু জীবার কাপড়ে দাগ উৎপাদন করে—
আর্স, বেঙ্, কার্ব-এনি, গ্র্যাকা, লাইকো, ল্যাকে, মার্ক, সিনিমি।

২৮। ছুঁকিময় বর্ষ—(১) এনোনি-মি, ব্যারাই, *ব্যাণ্ট, *ডামকা, গ্র্যাকা, হিপা, মিডা, লাইকো, নাইট-এনি, নাক্স-ভ, ফস, হ্রাস, সিনিমি, সিপি, *সাইলি, সাল্কা, ট্যাকি ; (২) বেল, ক্যাছা, কার্ব-এনি, ফেরা, কেলি, মায়ে-কা, *মার্ক, পাল্গ, হ্রো, স্পাইজি, আর্গি, গ্র্যাকা।

২৯। টক্গন্ধযুক্ত বর্ষ—আর্স, এসাবাম, ব্রাই, লাইকো, নাইট-এনি, সিপি, সাইলি, সাল্কা, ভিরেট্টা, আর্গি, বেল, কার্ব-ভ, ক্যামো, ফেরা, হিপা, ইপিকা, কেলি, মিডা, মায়ে-কা, মার্ক, নাক্স-ভ, হ্রাস।

৩০। তিত্তগন্ধযুক্ত বর্ষ—ভিরেট্ট।

৩১। শোণিতগন্ধযুক্ত বর্ষ—লাইকো।

৩২। তীক্ষ্ণগন্ধযুক্ত বর্ষ—হ্রাস-টক্স।

৩৩। দন্ধ পদার্থের স্তায় গন্ধযুক্ত বর্ষ—বেঙ্, সাল্কা।

৩৪। চরণে বর্ষ বসিরা গেলে—এপিস, ক্যামো, কুপ্রা, মাক, জাট্রা-মি, নাইট-এনি, পাল্গ, সিপি, সাইলি, হ্রাস, জিঙ্ক।

৩৫। অত্যন্ত অবসন্নকারক ও পতনাবস্থা উৎপাদক বর্ষ—(১) ফেরা, জাট্রা-মি, নাইট-এনি, *ফস, সিপি, সাইলি, ট্যানা, সাল্কা, *আর্স, কার্ব-এনি, *চায়না ; (২) ক্যাল্কে, চায়নি-সাল্কা, ককিউ, নাক্স-ভ, সেঙ্গু, ভিরাট্ লাইকো, মার্ক, আদ্রিড্। (৩৬ প্যারা ও কোল্যাপ্স অবস্থা দেখ)।

৩৬। শীতল বর্ষ—(জ্বর, ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের অবসান বা পতনাবস্থায় অনেক সময় এই শীতল বর্ষ দেখা যায়, তখন বিশেষ সাবধানতা

সহ চিকিৎসা করা উচিত । (১) একোন, *ট্যাবেকা, ইথু, হেলে, জ্যাটো, টেরিবি, সাল্‌ফা, পিক্রি-এসি *আস', **ক্যাম্ফ, *কার্ব-ড, *চায়না, **সিনা, *হাইয়স্, ইপিকা, **সিকেলি, **ভিরেট্রা ; (২) অরা, কুপ্রা, ফেরা, *হিপা, ইথ্রে, ল্যাকে, নাক্স-ড, পিট্রো, পাল্‌স, স্থাবাডি, সিপি, ট্যাকি, ট্রামো, টার্টা-এসি । (কোল্যাপ্‌স বা পতন অবস্থা দেখ । ৩৫ প্যারা দেখ) ।

শীতল ঘর্ম সম্বন্ধে বিশেষ নৈবদ্যন্ত

(৩৭, ৩৮)

(৩৫, ৩৬ প্যারা ও কোল্যাপ্‌স দেখ

} :—

ক্যাম্ফ—অত্যন্ত শীতল ঘর্ম ।

আস', সিকেলি, টার্টা-এসি—শীতল ঘর্ম ও তাহাতে ক্লিষ্ট আঠার ছায়া বোধ হয় ।

অরাম্-মে—শীতল ঘর্ম হইয়া সমস্ত লক্ষণ ও উপসর্গ উপশম হয় ।

হেলৈবোর—সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম, তৎসঙ্গে বর্ণ পিংশে, মুখমণ্ডল বসিয়া যাওয়া, নাড়ী বিলুপ্তপ্রায়, শরীর বরফের ছায়া শীতল । রোমনিচয়ের অগ্রে ঘর্ম বিন্দু বিন্দু দেখা যায় ।

চায়না—সমস্ত শরীরে অথবা কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম ও তৎসঙ্গে ভৃষ্ণ ।

প্লাস্মা-মেটা—কপালে এবং সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম ।

ল্যাকে—কোন প্রকার দংশন হেতু শীতল ঘর্ম ।

৩৭ । ঘর্ম ও তৎসহ অস্থির এবং ব্যাকুল অবস্থা—ক্যাল-কা; পাল্‌স, সিপি, সাল্‌ফা ।

৩৮ । “ তৎসহ ভৃষ্ণ—**ক্যামো, **চায়না, *আস' ।

৩৯ । “ তৎসহ ভৃষ্ণ নাই—**হেলে, **সাধুকাস্, প্লাইজি ।

৪০ । “ ঘর্ম তৎসহ গাত্রে কাপড় রাখিতে চায় না—**একোন, (৪১, ৪০ প্যারা দেখ) ।

৪১ । “ “ গাত্র আবৃত রাখিতে নিতান্ত স্পৃহা

(গাত্রাবরণ ফেলিতে চায় না) **নাক্স-ভ, **স্ত্রাষুকাস্, সিনা, ট্রুসিয়ানা, (৪১, ৫০, ৫১ প্যারা দেখ) ।

৪২ । শীতাবস্থার পরক্ষণেই ঘর্মসহ শরীর উষ্ণ হয়—
**ক্যামো, **পাল্‌স্, **ওপি । (৫০, ৫১, ২৪ প্যারা দেখ) ।

৪৩ । ঘর্ম শীতসহ—সিকুটা, ডিজি ।

৪৪ । “ আবৃতভাগে—একোন ।

৪৫ । ঘর্ম অত্যন্ত অধিক—**জ্যাবোয়াণ্ডা, *ওপি, *সোরি, ট্র্যামো । (৩৫, ২২ প্যারা দেখ) ।

৪৬ । ঘর্ম নিদ্রাবস্থায়—*চায়না, মিউর-এসি, নাইট্-এসি, কস, *স্মেরি । (৪৮ প্যারা দেখ) ।

৪৭ । “ বয়ন সহ—একোন, ইপিকা ।

৪৮ । “ জাগ্রত হইবামাত্র (কিন্তু নিদ্রাবস্থায় শরীর শুষ্ক থস্‌থসে আবৃতস্থায় থাকে)—**স্ত্রাষুকাস্ । (৪৬ প্যারা দেখ) ।

৪৯ । “ উষ্ণ, কপালে—ক্যামো, ইউফ্রবি, মার্ক-ভ । (২৪ প্যারা দেখ) ।

৫০ । “ জ্বরের উষ্ণাবস্থায়—এলুমি, এমোনি-মি, এন্টি-ক্লু-ক্যাম্ফ, কল্‌চি, ক্যাপ্‌সি, কোঁনা, ম্যাগ্নে-কা, ট্যানা, ট্যাফি । (২৪, ৪৯, ৪০, ৪১, ৪২ প্যারা দেখ) ।

৫১ । ঘর্ম জ্বরের উষ্ণাবস্থায় অত্যন্ত—**কল্‌চি, সোরি ।

ঘর্ম একদিকে (Unilateral) মাত্র ।

এক পার্শ্বস্থ ঘর্ম সম্বন্ধে বিশেষ
ভেদজ্যাতক্য । } :—

নাক্স-ভ এবং ব্যারাইটা—মুখে এবং মস্তকের একদিকে মাত্র ঘর্ম

পাল্‌স্—কেবল মাত্র মুখের একদিকে ঘর্ম ।

ব্যারাইটা, চায়না ও জ্যাবোয়াণ্ডাই—শরীরের বামদিকে ঘর্ম ।
কিন্তু প্রথমোক্ত ঔষধ কেবলমাত্র মস্তকের বামদিকের ঘর্মেই উপযোগী ।

ফস্, পাল্‌স—দক্ষিণ পার্শ্বে ঘর্ষ ।

আর্জেন্টা-না, ফন্, সিলিনি—শরীরের সম্মুখভাগে মাত্র ঘর্ষ ।

সিপি—পশ্চাৎভাগে ঘর্ষ ।

ধুজা—পোকা ও কীটের ঘর্ষ ।

ক্রোকাস্—শরীরের নিম্নার্ধে মাত্র ঘর্ষ ।

ঘর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ

তত্ত্বজাতক ।

} :—

একোনাইট—সমস্ত শরীরে এমন বোধ হয় যেন উষ্ণ বাষ্প লাগি-
তেছে এবং তাহাতে জলকণা সন্নিবৃত্ত শরীরোপরি জমিয়া পড়িতেছে। অনবরত
ঘর্ষ (বিশেষতঃ শরীরের যে ভাগ আবৃত থাকে তাহাতে) হইতে থাকে তখন
গাত্রাবহণ দূরে নিষ্ক্ষেপ করে।

এগারি-দশ—সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ষ। ভ্রমণ সময়ে এবং রাত্রিতে
নিদ্রাবহণ ঘর্ষ।

এণ্টিগোনিয়াম্—সমস্ত শরীরে গুরুশূন্য ঘর্ষ, তাহাতে অঙ্গুলির অগ্র-
ভাগ সমুদায় কোমল এবং সঙ্কুচিত হয়। নিদ্রাবহণ ঘর্ষ। প্রতিদিন প্রাতঃ-
কালে শয্যায় থাকিতে উষ্ণ ঘর্ষ।

আর্সেনিকাম্—চট্‌চটে, দীপ্ত, দুর্বলভাজনক, টক এবং বদগন্ধযুক্ত
ঘর্ষ। ঘর্ষ হেতু চক্ষু এবং বৃক্ক হরিদ্রাভ হইয়া যায়। নিদ্রার প্রারম্ভ হইতেই
নিশাঘর্ষ।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—পীড়ার শেষ অবস্থায় ঘর্ষ মুখে এবং কপালে দৃষ্ট হইয়া-
থাকে এবং তাহাতে পীড়ার উপশম বোধ হয়। কটিদেশের নিকট হইতে ঘর্ষ
সমস্ত শরীরে প্রসারিত হয়। দুর্গন্ধনয় ঘর্ষ।

বেলাডোনা—আবৃত স্থান সমূহে ঘর্ষ। উত্তাপ অবহার সঙ্গে অথবা
কিছুকাল পর ঘর্ষ। অধিকাংশ ঘর্ষই দুখমণ্ডলে। ঘর্ষে কাপড়ে দাগ লাগে
এবং দগ্ধবস্তুর গন্ধের দ্বারা গন্ধ পাওয়া যায়। দিবারাত্রি নিদ্রাবহণ ঘর্ষ। ঘর্ষ
চরণ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্যন্ত নিঃশব্দ হইতে দেখা যায়। সাধারণ
ঘর্ষ। ঘর্ষ হঠাৎ দৃষ্ট হয় ও হঠাৎ শুক হইয়া যায়। ঘর্ষ সহ অসাড় মূর্ত্তভাগ।

বেঞ্জোইক্-এসিড্—প্রাতে শয্যায় থাকিতে, ভ্রমণ সময় এবং আহার কালীন ঘর্ম (বিশেষতঃ মুখমণ্ডল) । ঘর্ম ও তৎসঙ্গে গাত্র চুলকান ।

ব্রাইওনিয়া—কেবল একভাগে ঘর্ম এবং ইহা অতি অল্প সময়ের জন্য বহুল পরিমাণ এবং সহজেই উত্তেজিত হইয়া ঘর্ম নিঃসৃত হয়, এমন কি খোলা জামগায় অতি দীর্ঘে দীর্ঘে ভ্রমণ করিবার সময়ও ঘর্ম হয় । রাত্রিতে এবং প্রাতঃ-কালে ঘর্ম । টক্ অথবা তৈলাক্ত ঘর্ম দিবসে এবং রাত্রিতে । রাত্রিতে টক্ ঘর্ম হওয়ার পূর্বে পিপাসা পায় । ঘর্ম শেষ হইবার সময় সময় কালে শিরঃপীড়া । সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শরীরে যেন উষ্ণ রান্ধোপাদাম হইতে থাকে ।

ক্যাল-কার্ব—সামান্য পরিশ্রমেই এমন কি খোলা শীতল বাতাসে বেড়াইলেও ঘর্ম হয় । প্রথম নিদ্রার সময় ও প্রাতঃকালে ঘর্ম । মস্তক এবং বক্ষঃস্থলে বহুল পরিমাণে ঘর্ম । কেবল মাত্র নিম্নশাখা দ্বয়ে চট পটে নিশাবর্ম । চরণে ঘর্ম হইয়া যেন ক্ষত স্থানের জ্বালা বেদনায়ুক্ত হইয়া পড়ে । চরণদ্বয় শীতল এবং আর্দ্র ।

ক্যাল কেরিয়া-ফস্—প্রভাত সময়, প্রাতে, এবং রজনীযোগে বহুল পরিমাণ ঘর্ম শরীরের এক অংশ মাত্র দেগা যায় ।

ক্যালফোরা—শরীরে চট্ চটে, শীতল, এবং বলক্ষয়কারী, ঘর্ম, (আস্, সিকে, ভিরেট্) । শরীর বজ্রাবৃত রাখিতে চায় না ।

ক্যালহারিস্—ঘর্মে প্রস্রাবের ছায় গন্ধ । শীতল ঘর্ম বিশেষতঃ হস্ত এবং পদে । প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালনে ঘর্ম ।

কার্ব ভেজিটেবিলস্—বহুপরিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ মুখমণ্ডল ও মস্তকে ঘর্ম । বহুপরিমাণ পচা এবং অল্পগন্ধযুক্ত ঘর্ম । রাত্রিতে এবং প্রাতঃ-কালে বলক্ষয়কারী ঘর্ম । চরণে ঘর্মহেতু অঙ্গুলি সমস্তে ক্ষত ।

ক্যালগোলিয়া—প্রস্রাবের পর ঘর্ম হয় না । অরের উত্তাপ অবস্থায় এবং তৎপর অল্প ঘর্ম ও চর্মে চিট্ চিট্ করিতে থাকা ।

চায়না—বহুপরিমাণ ঘর্ম, নিদ্রা অথবা সঞ্চালন সময় নিঃসৃত হইতে থাকে । বলক্ষয়কারী নিশা-ঘর্ম । যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে তৈলের জ্বালা ঘর্ম । ঘর্মের সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা । মুখমণ্ডলের কতকাংশে অথবা

সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ষ, তৎসঙ্গে ভূষণ । রাত্রিতে নিদ্রার সময় অতি সহজেই ঘর্ষ হয় । হেক্টিক বা প্রুজর, তৎসঙ্গে বহুল পরিমাণ বলক্ষয়কারী নিশাঘর্ষ ।

ককিউলাস—সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে ঘর্ষ ও তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলের শীতল ঘর্ষ । প্রাতর্ঘর্ষ বিশেষ বক্ষস্থলে । "সামান্য পরিশ্রমেই সমস্ত শরীরের বিশেষ পীড়াগ্রস্তস্থানে ঘর্ষ ।"

কলোসিন্ড—নিশাঘর্ষ, তাহার গন্ধ প্রস্রাবের স্থায় । গাজ চুলকান, বিশেষ মস্তকে এবং নিম্নশাখায় ।

কৌনায়াম্—শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাবেশ হইয়া অথবা এমন কি চক্ষু মুদ্রিত করিলে দিবসে এবং রাত্রিতে ঘর্ষ হইয়া থাকে । প্রাতে এবং রাত্রিতে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ঘর্ষ, তৎসঙ্গে চর্ম্মের মধ্যে চিড়িক্ মারিয়া উঠে । ঘর্ষ নাই অথচ শরীরে দুর্গন্ধ ।

ক্রোকাস্—শয়ন করা মাত্র নিদ্রা । রাত্রিকালে অল্পমাত্র ঘর্ষ । কেবল শরীরের নিম্নাঙ্গভাগে শীতল এবং বলক্ষয়কারী ঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় ।

ডালকামেরা—পুরাতন চর্ম্মরোগসহ দুর্গন্ধময় ঘর্ষ । দুর্গন্ধময় নিশা-ঘর্ষ প্রাতঃকালে সমস্ত শরীরে দেখিতে পাওয়া যায় । দিবাভাগে পৃষ্ঠে, বগলে, এবং হাতের তালুতে ঘর্ষ । দুর্গন্ধময় ঘর্ষসহ বহুপরিমাণ মূত্রতাগ ।

ফেরাম্—প্রাতে শয্যায় থাকার 'সময়, রাত্রিতে, প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালন সময় এবং দিবসে বহু পরিমাণ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী ঘর্ষ আঠাযুক্ত, দুর্ব্বলকারী ঘর্ষ । নিশাঘর্ষ খরগন্ধযুক্ত । এক দিন পর একদিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘর্ষ । ঘর্ষে বস্ত্রাদিতে হরিদ্রাবর্ণের দাগ লাগে ; এই প্রকার ঘর্ষ শয়ন অবস্থায় দুর্গন্ধযুক্ত । ঘর্ষাবস্থায় অশুখের বৃদ্ধি ।

গ্যোফাইটিস্—সামান্য সঞ্চালনেই ঘর্ষ হইতে থাকে, প্রায়ই শরীরের সমুখভাগে ঘর্ষ । ঘর্ষে হরিদ্রাবর্ণের দাগ কাপড়ে লাগে, এবং ইহা অল্প, দুর্গন্ধময় ও প্রায়ই শীতল । প্রভূত নিশাঘর্ষ অথবা সম্পূর্ণ ঘর্ষের অভাব । চরমকরে প্রভূত ঘর্ষ, কিন্তু ইহা সাইলিসিয়ার ঘর্ষের স্থায় দুর্গন্ধযুক্ত নহে । সামান্য ভ্রমণে পদের অঙ্গুলি সকলের মাঝে ঘর্ষ হওয়ার দরুন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত জন্মে ইহাকে গ্রামাভাব্য "পাঁকলা" বা "পাঁকুই" বলে ।

ইগ্নেসিয়া—আহারের সময় কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে ঘর্ম ।

হিপার সাল্টার—শীতল চট্‌চটে; প্রায়ই অল্প অথবা হর্গঙ্কযুক্ত ঘর্ম । দিবারাত্রি ঘর্ম হয়, অথচ তাহাতে উপশম বোধ হয় না; অথবা দিবসে একবারেই ঘর্ম হয় না, পরে রাত্রিতে অতিরিক্ত ঘর্ম হইয়া থাকে । দিবারাত্রি যে ঘর্ম হয় তৎসঙ্গে পিপাসা নাই ।

জ্যাবোর্যাগুই—প্রভূত ঘর্ম এবং লালানিঃসরণ । ম্যাগুপূর্ণ যন্ত্র সমস্ত হইতে বহুপরিমাণ নিঃসরণ হয়; কপাল এবং মুখমণ্ডলে ঘর্ম হইয়া পরে সমস্ত শরীরে ঘর্ম হয় । ঘর্মের পর শয্যাশায়ী হইয়া পড়িতে হয় । কেবল মাত্র শরীরের বামপার্শ্বে ঘর্ম দেখা যায় ।

কেলি-কার্ব—শরীরের প্রায়ই উপরার্দ্ধে ঘর্ম । আহারের পর এবং দিবসের পরিশ্রমের দরুণ সহজেই ঘর্ম হয় । নিশাঘর্ম ।

ল্যাকেসিস্—বহুপরিমাণ ঘর্ম, তাহাতে রোগী কষ্ট প্রকাশ করে । ঘর্ম শীতল, তাহাতে হরিত্রা অথবা রক্তের দাগের ছায় দাগ লাগে, তৎসঙ্গে অত্যন্ত শারীরিক অবসন্নতা ।

ল্যাক্টিক্-এসিড্—চরণদ্বয়ে বহুপরিমাণ ঘর্ম, কিন্তু তাহাতে হর্গঙ্ক নাই ।

লিডাম্—পচা এবং অল্পময় নিশাঘর্ম, তৎসঙ্গে অনাবৃত থাকিতে চায় । সামান্য পরিশ্রমেই কপালে ঘর্ম হয় ও তৎসঙ্গে শীত অনুভূত হয় । শরীর চুলকান ।

লাইকোপোডিয়াম্—সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম; ইহা রক্তমিশ্রিত, শীতল এবং অল্পবাদ-বিশিষ্ট অথবা পিগাজের ছায় হর্গঙ্কযুক্ত । চট্‌চটে ঘর্ম (রাত্রিতে) তৎসঙ্গে মুখমণ্ডল শীতল ।

মার্কিউরিয়স্—ঘর্ম ও তৎসঙ্গে শরীরের উপরিভাগে জ্বালা । বহুল পরিমাণ হর্গঙ্কযুক্ত ঘর্ম, তাহাতে কাপড় হলুদবর্ণের দাগবিশিষ্ট ও শক্ত হইয়া যায় । ঘর্মে উপশম বোধ হওয়া দূরে থাকুক শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয় ।

নাক্স-ভূমিকা—দ্বিপ্রহর রাত্রির পর এবং প্রাতঃকালে হর্গঙ্কযুক্ত ঘর্ম । শরীরের একদিকে (দক্ষিণ দিকে) অথবা কেবল শরীরের উপরার্দ্ধে ঘর্ম দৃষ্ট হয় । শীতল এবং চট্‌চটে ঘর্ম মুখমণ্ডলে দেখা যায়, তাহাতে হস্ত পদের কোনরূপ উপশম বোধ হয় ।

ওপিয়াম্—গরম ও জ্বালাযুক্ত ঘর্ম সমস্ত শরীরে হইয়া থাকে। পাত্র-বস্ত্র ফেলিয়া দিতে চায়। শরীরের উর্দ্ধভাগে ঘর্ম। নিম্নভাগ শুষ্ক এবং উষ্ণ। কপালে শীতল ঘর্ম।

পিট্টোলিয়াম্—বগলে হ্রগন্ধযুক্ত ঘর্ম। চরণদ্বয় টেঙার অর্থাৎ স্পর্শে বেদনাবোধ এবং হ্রগন্ধযুক্ত অল্প অল্প ঘর্মে আবৃত হইয়া থাকে। চর্মে ক্ষত উৎপত্তি হইবার স্বভাব দৃষ্ট হয়।

ফস্ ফ্রাস্—প্রায়ই মস্তকে, হস্তে ও চরণে ঘর্ম দেখা যায়, তৎসঙ্গে অতিরিক্ত ঐশ্রাব হয়। শরীরের সমুখভাগে ঘর্ম। চট্ চটে ঘর্ম। বহু পরিমাণ নিশাঘর্ম বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায়।

ফস্ ফ্রিক্-এসিড্—প্রায়ই অস্ত্রিগাট প্রদেশে এবং গ্রীবার ঘর্ম এবং তৎসঙ্গে দিবসে অনিদ্রা। রাত্রে এবং প্রাতে ব্যাকুলতার সহিত বহুল পরিমাণ ঘর্ম। ঘর্ম চট্ চটে। কেবল ঘর্মের সময় পিপাসা।

পাল্ সেটিল্—শরীরের এক পার্শ্বস্থ ঘর্ম (বাম পার্শ্বে), কেবল মাত্র মুখে এবং মস্তকে। রাত্রে এবং প্রাতে ঘর্ম, কিন্তু জাগ্রত হওয়া মাত্র আর ঘর্ম থাকে না। অল্প এবং “ছেতলা পড়া” গন্ধ; কখনও শীতল ঘর্ম। রাত্রিতে ঘোর অজ্ঞানাবস্থাপন্ন নিদ্রা। ঘর্মের সময় বেদনা অসুভব।

হুডোডেগ্—অত্যন্ত হ্রস্বলকারী ঘর্ম, বিশেষতঃ খোলা বাতাসে ভ্রমণ সময়ে। বগলে হ্রগন্ধযুক্ত ঘর্ম। চর্মে চুলকানি ও কিঁ কিঁ ধরে ও তৎসঙ্গে ঘর্ম।

সেন্সুকাস্—অত্যন্ত নিশাঘর্ম। দিবারাত্রি হ্রস্বলকারী এবং বহুল পরিমাণ ঘর্ম। হেক্টিক্ জ্বরের লক্ষণ, উষ্ণ শরীর ও তৎসঙ্গে নিদ্রার সময় হস্তপদ ঠাণ্ডা। জাগ্রত হওয়া মাত্র মুখে বহুল পরিমাণে ঘর্ম হইতে থাকে, এবং পরে এই ঘর্ম সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘর্ম দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় নিদ্রার সময় ঘর্ম শুষ্ক ও শরীর শুষ্ক ও উষ্ণ হইয়া উঠে কিন্তু তত্রাচ সে গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে চায় না।

সিকেলি—শীতল, চট্ চটে, বহুপরিমাণ ঘর্ম সমস্ত শরীরে, বিশেষতঃ উপরার্দ্ধে দৃষ্ট হয়।

সিলিনিয়াম্—বহুপরিমাণ ঘর্ম বক্ষঃস্থলে, বগলে এবং জননেন্দ্রিয়ে

দেখা যায়। নিদ্রাবেশ মাত্র এবং সামান্য পরিশ্রমে ঘর্মোদ্বেক। ঘর্ম কাপড়ে লাগিয়া উহা হলুদ বা সাদা দাগবিশিষ্ট হইয়া শূন্য হয়।

সিপিয়া—পরিশ্রম হেতু এবং স্নায়বীয় চমক লাগিয়া হঠাৎ অনবরত ঘর্ম চোয়াইতে থাকে; পরিশ্রমান্তে বিশ্রামের সময় শক্ (Shock) অর্থাৎ চমক লাগা চলিয়া গেলে ঘর্মোদ্বেক হইয়া থাকে, (ক্যালকে—পরিশ্রমের সময় ঘর্ম)। বক্ষে, পৃষ্ঠে এবং উরুতে, নিশাঘর্ম; উরুভাগ হইতে ঘর্ম আরম্ভ হইয়া পায়ের রলা পর্যন্ত দেখা যায়। চরণদ্বয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম, তাহাতে চরণাঙ্গুলির মাঝে ক্ষত হইয়া থাকে (পাঁকুই বা পাঁকলা)।

সাইলিসিয়া—চরণে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম ও তৎসঙ্গে পদাঙ্গুলি সকলে পাঁকুই ক্ষত। নির্দিষ্ট সাময়িক ঘর্ম। অল্প দুর্গন্ধযুক্ত, দুর্বলকারক নিশাঘর্ম (বিশেষতঃ দ্বিপ্রহর রাত্রির পর)।

ক্যানাম্—দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম, বিশেষতঃ গলদেশে। সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম, বিশেষতঃ প্রাতে এবং রাত্রে।

ক্যাফিসেগ্রিয়া—ঘর্মে পচা ডিমের ছায় গন্ধ। কপালে এবং চরণে শীতল ঘর্ম, তৎসঙ্গে বস্ত্রাবৃত হইতে অনিচ্ছা। হরিদ্রাবর্ণের ক্ষতোৎপাদক লিউকোরিয়া অর্থাৎ স্বেতপ্রদর এবং তৎসঙ্গে জরায়ুর ভিতর বলি জন্মিয়া থাকে।

প্লামোনিয়াম্—মনস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম, ইহা তৈলবৎ এবং দুর্গন্ধযুক্ত এবং তৎসঙ্গে দৃষ্টিশক্তির অভাব অথবা আলো দেখিতে অনিচ্ছা।

সাল্ফার—গ্রীষ্মদেশে এবং অক্সিপাট্ প্রদেশে প্রাতে এবং রাত্রে অল্প-গন্ধযুক্ত ঘর্ম। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই হস্তদ্বয়ে ঘর্ম। শরীরে ঘর্ম হয় না। চর্ম উষ্ণ এবং শুষ্ক। শ্বাসের কোন স্থলই তাহার নিকট শীতল বোধ হয় না।

সাল্ফিউরিক্-এসিড্—অত্যন্ত ঘর্ম, বিশেষতঃ শরীরের উরুভাগে অঙ্গচালনা করিলে পর রাত্রে ঘর্ম এবং উপবেশন করার পরও অনবরত ঘর্ম হইতে থাকে। মত্তপান করার পর ঘর্ম অল্প।

থুজা—কেবলমাত্র অনাবৃত স্থানে ঘর্ম, কিন্তু আগত স্থান শুষ্ক ও উষ্ণ। মস্তক ব্যতীত আর সকল স্থানেই ঘর্ম। নিদ্রার সময় ঘর্ম। কিন্তু

জাগ্রত হইলে ঘর্ম শুষ্ক হইয়া যায়। তৈলাস্ত, দুর্গন্ধময় ঘর্ম। চরণে দুর্গন্ধময় ঘর্ম। চরণের ঘর্ম বসিয়া যাওয়া।

ভিরেট্রাম্-এল্‌বাম্—সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম। বিশেষতঃ কপালে চট্‌চটে এবং বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ উৎপন্নকারক ঘর্ম। মূতের ত্রায়-মুখমণ্ডল পিংশে বর্ণ।

৫২। ঘর্ম মস্তকে—* ক্যাল্‌কা, * ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যামো, সাইলি। (১০ প্যারা দেখ)।

৫৩। ,, ,, নিদ্রার সময়ে—** ক্যাল্‌কা, * ক্যাল্‌কে-ফস, মার্ক-ভ, পডো, সাইলি।

৫৪। ,, ,, শীতল—বেঞ্জো-এসি।

৫৫। ,, ,, ললাটে—এন্টি-টা, ষ্ট্যানা, ইউফুবি।

৫৬। ,, ,, শীতল—চায়না, * ইপিকা, ** ভিরাট্‌।

৫৭। ঘর্ম মস্তকে শীতল নিদ্রাবস্থায়—* মার্ক-ভ, * সাইলি।
(৪৬ প্যারা দেখ)।

৫৮। মস্তকের উপর হস্ত নিষ্ক্ষেপ—ব্রাই।

(জরের ঘর্ম দেখ)।

ঘর্মের অভাব ।

(Want of sweats.)

১। ঘর্মের অভাব (চর্মের শুষ্ক ভাব)—** (বেল্‌, ব্রাই, ক্যাল্‌কা, ক্যামো, চায়না, কল্‌চি, ডাল্‌কা, কেলি-কা, লিডা, লাইকো, ম্যারাম্‌-ভি, নাক্স-ম, ওলিয়েণ্ডা, ওপি, ফস্‌, সিকেলি, সেনিগা, সাইলি, সাল্‌ফা, (ভার্কোফ্‌), * এলুমি, * গ্র্যাফ্‌)।

২। ,, ,, তৎসঙ্গে শরীর উষ্ণ, গাত্রদাহ, চর্ম শুষ্ক-ভাবাপন্ন—** (একোন্‌, আর্গি, বেল্‌, ব্রাই, ব্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্‌, পাল্‌স, হ্রাস্‌)।

বকার ।

যৌর সান্নিপাতিক বিকার জনিত অবস্থানিচয় ।

(১)

কোল্যাপ্স বা অবসন্নাবস্থা ।

(Collapse)

১। এই অবস্থাকে কেহ কেহ পতন অবস্থা বা অবসন্নতা বলিয়া থাকেন । এই অবস্থায় রোগী নিতান্ত দুর্বল এবং অস্থির হইয়া পড়ে । শরীর শীতল হইতে থাকে । নাড়ী ক্ষীণ অথবা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায় । শরীরে অনবরত ঘৰ্ম্ম হইতে থাকে । ওলাউঠার শেষ অবস্থায় হঠাৎ জ্বর ইত্যাদি ছাড়িয়া যাওয়ার সময় এবং মৃত্যুর পূর্বভাগে এই অবসন্ন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় । এই আরম্ভ হইবার কোন লক্ষণ যদি চিকিৎসক কিঞ্চিদ্মাত্র টের পান, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রতিবিধানার্থ বিশেষ যত্নবান হইবেন । উৎকট তরুণ জ্বর ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে স্ত্রীচিকিৎসক সর্বদা সতর্ক থাকেন যেন অবসন্ন অবস্থা উপস্থিত হইতে না পারে । এই অবস্থা উপস্থিত হইলে রোগীকে নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন বলিয়া জানিবে ।

২। কোল্যাপ্স অধিকারে—(১) এসিটিক্-এসিড্, **এসি-হাই-ড্রোসিস, একোনিং, একোনাইট, এম্পিলপ্‌সিস্, * এমিগ্‌ডেলা-এনারা (লরো-সিরেন্সাস্), এপিসু, ** আর্স, ব্যারাইটা-কার্ব, ক্যাড্‌মিয়াম্, ** কার্ব-ভ, ** ক্যাছা, ** ক্যাফ, ক্যানাবিস-ইণ্ডি, কার্বলিক্-এসিড্, ** সিকেলি, সিনা, সাইট্রাশ্-লিনন্, কলোসিস্, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-এসিটাম্, * ক্যাফ-মনো-ব্রোন্ * কুপ্রা-আসে নিকাম্, কুপ্রা-সালফ, ড্রিসিরা, ইউনিমাস্, হেলোবোর,

হোমিরিয়া, আইয়ডিয়াম্, জ্যাবোর্যাণ্ডাই, কেলি-ক্লোরিকাম্, কেলি-সায়ের-নেটাম্, কেলি-নাইট্রিকাম্, ল্যাবার্ণাম্, ল্যাকেসিস্, মার্ক্, মার্ক-কর, মার্ক-নাইট্রাস্, মার্ক-প্রিসি-এলব্, মরফিয়াম্, * গ্রাজা-(কোব্রা), সিকুটা-ভি, ওলিয়েণ্ডার, ওপিয়াম্, * অক্জ্যালিক্-এসিড্, ফ্ৰফ্রাস, ফাইজোষ্টিগমা, গ্লাস্বাগ, স্ত্রাণ্টোনিন্, স্ট্র্যামোনিয়াম্, সাল্ফ-এসি, * ট্যাবেকাম্, ট্যাবেক্‌স্, ** ভিবাট্, * ভাইপেরা-ল্যাকেসিস্, * সাল্ফার অবসান অবহার প্রধান ঔষধ । অত্যন্ত লক্ষণের সঙ্গে একত্র করিয়া ইহাতে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে এত আশ্চর্য্য ফল পাইবে যে, এলোপ্যাথি কি অথ কোন মতের চিকিৎসা ইহাতে কখনও তাদৃশ ফল পাওয়া যায় নাই ।

৩ । অবসন্নাবস্থা উদরাময়ের পর—আস', রিসিনাস্ ;

৪ । „ সার্বজ্ঞিক বাতব্যর্থির প্রথমভাগে—কোনায়াম্ ।

৫ । „ বমনের সময়—রিসিনাস্ ।

৬ । „ বমনের পর—আস', ফাইজোষ্টিগমা এবং রিসিনাস্ ।

৭ । „ রমণের পর—লোবিলিফা ।

৮ । „ হঠাৎ হইলে—আসেনিক্, ফস্ফরাস্, এবং ভিরেট্রাম্ ব্যবহার্য্য ।

৯ । মনোব্রোমাইড্ অব্ ক্যাল্ফার—ইহার ২য় ট্রিটিউরেনের ১ কিষা ২ গ্রেণ্ পরিমাণ প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে মস্তিষ্কের লক্ষণ-নিচয়ের সঙ্গে যে কোল্যাপ্স উদ্ভব হয় তাহাতে অত্যন্ত সফল প্রদান করে, বিশেষতঃ বালকদিগের ওলাউঠার এইরূপ অবস্থা হইলে তাহাতে ইহা নিতান্ত কার্য্যো-কারী হইয়া থাকে । (ইহার ভৈষজ্য-তত্ত্ব পৃষ্ঠা ৭ দেখ ।)

শয্যাগত অবস্থা দেখ । ঘর্ম্মের ৩৫, ৩৬ প্যারা দেখ ।

(ঘোর বিকার সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ ।)



যৌর সান্নিপাতিক বিকারজনিত



অবস্থা-নিচয় ।

.(২)

অচৈতন্য অবস্থা ।

বিলুপ্তসংজ্ঞা বা অবস্থা ।

(ইহাকে ঈংরাজীতে কোমা বা ষ্টুপর বলে) ।

Coma & Stupor.

১। আমরা উৎকট জ্বর, ওলাউঠা ও অত্যন্ত রোগের সঙ্গে ও শেষ অবস্থায় অনেক স্থলে দেখিতে পাই রোগী জ্ঞানহারা হয়; এই অবস্থাকে বিলুপ্তসংজ্ঞা বলে। ইহার সঙ্গে ডিলিরিয়াম্ অর্থাৎ প্রলাপাদি বিকারের লক্ষণও প্রকাশ পায়। তখন রোগীর অবস্থা দেখিয়া আত্মীয়-স্বজন ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া থাকেন। হইবার কথাও বটে। কিন্তু স্ফটিকিৎসক তীক্ষ্ণ-নেত্রে মনোনিবেশপূর্বক রোগীর হাবভাব, ক্রিয়াকলাপ, রোগের কারণ ও লক্ষণ বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রকৃত ঔষধ নির্ধাচনপূর্বক প্রয়োগ করিবেন। অত্যন্ত প্রকারের চিকিৎসা হইতে হোমিওপ্যাথি মতে ইহার যে প্রকার উৎকৃষ্ট-ফলপ্রদায়ক ঔষধ আছে, এমন আর কিছুতেই নাই। যিনি স্বহস্তে ঐ সম্বন্ধে দুই রোগীকেও চিকিৎসা করিয়াছেন, তিনি এই সমস্ত ঔষধের আশ্চর্য উপকারিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেক এলোপ্যাথ মহাশয় এই অবস্থার চিকিৎসা দেখিয়া স্বেচ্ছায় আগ্রহাতিশয়সহ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছেন। (এই অবস্থায় ঔষধ নির্ধাচন করিবার সময় আবশ্যক হইলে, ডিলিরিয়াম্, জ্বর, মানসিক বিকৃতি, স্বপ্ন এবং অনৈসর্গিক নিদ্রা, ডিলিউসন্ ইত্যাদিও দেখ) ।

২। বিলুপ্তসংজ্ঞা-অধিকারে—(১) **আর্গিকা, আস, আর্জেন্টা-
না, *এপিস, *নাক্স-ম, *ব্যাপ্টিসিয়া, **হাইয়সাম্মাস, *হেলেবোর,
**বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, **ষ্ট্যামোনিয়াম্, এণ্টি-টা, **ওপিয়াম্-সর্বপ্রধান
ওষধ; (ইহাদের ৩, ১২, ১০০, ২০০ শক্তি দ্বারা আশ্চর্য ফললাভ করা যায়।
প্রথমে উচ্চশক্তি প্রয়োগ করিবে)। (২) গ্যাব্‌সিইয়াম্, একোন্, ইঙ্কিউলাস্,
গ্যাব্‌রা, এম্বাস্-ক্যাষ্টাস, এগারিকস্, *এগারিকাস্-ফেলোইডিস, গ্যাগকিস্ট্রোডন-
কন্টরট্রিক্স, গ্যাগ্রাষ্টেমা-গিথেগো, এলকোহল, এমোনি-কষ্ট্রি, এট্রোপিয়া, বেঞ্জো-
এসি, বেঞ্জো-নাইট্রি, বথুপ্‌স্-ল্যাম্বি-ওগেটাস, বাফো, *ক্যাম্ফার, *কোনা,
ক্যানাবিস-ই, ক্যানাবিস-ত্বাট্টা, ক্যাফা, কার্ব-এসি, কার্বনিয়াম্-হাইড্রোজিনিয়টাম্,
কার্বনিয়াম্-অক্সিজি-নিসেটাম্, চিনোপোডিয়াম্, ক্রোরোকরম্, সিকিউটা-ম্যাকিউ-
লেটা, কল্‌চিকাম্, কোরিয়ারিয়া-মার্টিফোলিয়া, *ক্রোটেলান্-হরিডাস, কুপ্রা-মে,
কুপ্রা-এসি, ডেটুরা-মিটেল্, ডিজিটেলিস, ডাল্‌কামেরা, ইথুজা, ফ্রেগেরিয়া, গ্লোনইন্,
*হাইড্রোসিয়েনিক্-এসিড্ জ্যাস্মিনাম্, জুনিপেরাস, লিডাম্, কেলি-ব্রোমে-
টাম্, ল্যাকেসিস, লরোসিরেসাস, লিপিডিয়াম্, লোনিসেরা, ম্যান্সিনেলা,
মার্কিউরিয়ালিস, মার্কিউরিয়াস্, মার্ক-কর, মেজিরিয়ম্, মরফিয়া, *মস্কাস,
ত্বাজা, ত্বাট্টাম্-হাইপোক্লোরোসান্, নাক্স-ভ, উনান্ভি, ওলিয়েগার, পিট্টো,
*ফস্, **প্লাঘাম্, হ্রাস্ টক্স, স্ত্রাণ্টোনিন্, স্ত্রাপানাইনাম্, *সিকেলি-ক,
সোলেনান-মাইগ্রাম, সালফিউরেটেড্-হাইড্রোজেন, *ট্যাবেকাম্, ট্যানাসটাম্-
ট্যাকসাস্-ব্যাকেটা, টেরিবিছ্, ভাইপেরা; (৩) এসিটিক্-এসি, এগারিকাস্-
ষ্ট্যাকোরেরিয়াস, *এলুমিনা, এণ্টি-ক্লড্, আর্জেন্ট-মেটা, ক্যালাডিয়াম্, সিকুটা-ভি,
ক্রোটেলান্-ক্যাস্কাভিলা, কার্ব-এনি, ডেটুরা-সেজুইনিয়া, ডোরাই-ফোরা, ডুবোই-
সিয়া, জেলস, *হেমেমেলিস্, হেলেবোর, হিপা, আইয়ড্, কেলি-আইয়ড্,
কেলি-নাইট্রি, ক্রিসেজোট, ল্যাবার্গাম্, লুপিউলাস, মার্ক-প্রিসিপিটেটাম্-কবার্,
মাইরিকা, নাইট্রি--এসি, অক্স্যালিক-এসি, ফাইটো-লেকা, পাইরাল্, সেজুইনে-
রিয়া, স্কুলেরিয়া, সোলেনাম-টিউবারোসাম্, স্ট্রিক্‌নিয়া, সালফা, সালফ-এসি,
ট্যারেন্টুলা, *ভিরাট্, ভিস্‌কাম্-এল্‌খাম্।

৩। অজ্ঞানাবস্থা ডিলিরিয়ামের পর—ব্রাই, ফস, এট্রোপি।
(পরবর্তী বিষয় “ডিলিরিয়াম্” দেখ)।

- ৪ । অজ্ঞানাবস্থা পক্ষাঘাতের প্রথম ভাগে—কোনা ।
- ৫ । „ যুগী রোগের ফিটের পর—প্রাণা ।
- ৬ । „ (পর্যায়ক্রমে, ডিলিরিয়াম্ সহ)—প্রাণা ।
- ৭ । „ তৎসঙ্গে পচাল পাড়া—প্রাণা ।
- ৮ । „ অসম্পূর্ণ—আস', ক্রোরাম্, প্রাণাম্, বেঞ্জিনাম্-নাইট্রিকান্, ক্রোটোনাম-হ, কার্বলিক-এসিড্, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আস', মার্ক-প্রি-এ, মরকিয়া, সিকেলি, ট্র্যানো, সাল্ফ-এসি, জিক্স-মেটা ।
- ৯ । তন্দ্রা ও অলস অবস্থা, মধ্যে মধ্যে আক্কেপসহ বমন—ডিজি ।
- ১০ । ঘোর-নিদ্রা, তৎসঙ্গে হস্ত পদাদির আক্কেপ—কুপ্রা-মে ।
- ১১ । সমস্ত দিন চক্ষুর মুদ্রিত অবস্থা, চক্ষু আর উন্মীলন করিতে পারে না—ইথু ।
- ১২ । অজ্ঞানাবস্থা, তৎসঙ্গে ডিলিরিয়াম্—প্রাণা । (৬ষ্ঠ প্যারা দেখ) ।
- ১৩ । নিদ্রা, অজ্ঞানাবস্থা এবং অত্যন্ত ঘর্ম্ম—ট্যাবেকা ।
- ১৪ । অজ্ঞান এবং নড়েচড়ে না, যে ভাবে পড়িয়া আছে সেই ভাবেই আছে—নাক্স-ন ।
- ১৫ । অজ্ঞানতা এবং ডিলিরিয়াম্—ক্যাস্ক ।
- ১৬ । অজ্ঞানাবস্থা প্রাতে—আস'-মেটা, ফস্ ।
- ১৭ । „ বেলা ১০টার সময়—ষ্ট্রিকনিয়া ।
- ১৮ । অজ্ঞানাবস্থা সন্ধ্যার সময়—একোন, ইল্লাহি ।
- ১৯ । „ ৮টা রাত্রির সময়—ষ্ট্রিকনিয়া ।
- ২০ । „ কন্ভালশনের সময়—জুনিপার ।

২১। অজ্ঞানাবস্থা কন্ভালশনের পর—কোরিয়েরিয়া-রাসিকো-
লিয়া, ক্যাফা, সিকেলি ।

২২। অচেতন, দুইটি ফিটের (Fit) মধ্যবর্তী সময়ে—
প্লাসাম ।

২৩। ,, উদরাময়ের পর—আস' ।

২৪। ,, বমনের পর—আস', একোন, কুগ্রাম ।

২৫। ,, রক্তস্রাবের সময়—নাক্স-ম ।

২৬। ,, বেদনার পর—ফাইটোলেকা ।

২৭। ,, মদ ইত্যাদি নেশা সেবনে—জেলস্, হাইয়স্ ।

২৮। ,, টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থার ঞায়—কেলি-বো ।

২৯। ,, মস্তিষ্কাভ্যন্তরে, ধমনী হইতে রক্ত বিনিঃসৃত
হইলে—সোলেনান্-নাইগ্রাম্ ।

৩০। ,, মস্তিষ্কের যন্ত্রগত পীড়া হইতে হইলে—আস' ।

৩১। ,, জ্বরকালীন—** আর্গি, ক্যাফটা, ইথের, বারোসিরে,
*ওপি, এন্টি-টোট, *সোলেনান্-নাইগ্রাম্ । (জ্বরদেখ) ।

৩২। ,, জ্বরের শীতাবস্থায়—বেল্, *হিপা, *খ্যাট্রা-নি ।

৩৩। ,, তন্দ্রা এবং চমকিয়া উঠা—আর্গি ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হেতু অচেতন হইলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা
মস্তকে জলপটা বা বরফ দিয়া থাকেন এবং গ্রীবাদেশের পৃষ্ঠভাগে মার্শার্ড
প্লাষ্টার প্রয়োগ করেন । এনিমিয়া অর্থাৎ রক্তক্ষীণতা অবস্থায় এ প্রকার
হইলে কোন বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয় না, বরং তাহাতে কিঞ্চিৎ
অপকারও হইতে পারে; কিন্তু আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা এই প্রকার
অবস্থার চিকিৎসা জগৎ হোমিওপ্যাথিক মতে অতি ভাল ভাল ঔষধ দ্বিত্বাছে ।

তাহাদের প্রয়োগ দ্বারা আশ্চর্য্য ফললাভ করা যায়। এই প্রকার অজ্ঞানাবৃত রোগীকে হোমিওপ্যাথি অতি সস্তর অভাবনীয় ফল দেখাইয়া ইহার ঔষধের যে নিতান্ত তেজস্কর ক্ষমতা আছে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছে।

(ডিলিরিয়াম্, অর, মানসিক লক্ষণচয়, স্বপ্ন, অনৈসারগক নিদ্রা,
ডিলিউসন্, তন্দ্রা ইত্যাদি দেখ) ।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত

অবস্থানিচয় ।

(৩)

ডিলিরিয়াম্ ।

(Delirium)

অর্থাৎ

বিকারযুক্ত ক্রিয়া এবং প্রলাপ ইত্যাদি ঘোর

বৈকারিক লক্ষণচয় ।

(অর, মানসিক লক্ষণচয়, নিদ্রা, তন্দ্রা, স্বপ্ন, ডিলিউসন্ বা বিভীষিকা দেখ) ।

১। মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটলে ডিলিরিয়াম্ কার্য্যে এবং বাক্যে প্রকাশ পায়। রোগীর মানসিক অবস্থার বিকৃতি ঘটয়া উঠে। রোগী প্রলাপ বকে; কখনও চীৎকার, কখনও বিকট হাস্য করিতে থাকে। কোন কোন রোগী শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে; নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে কামড়াইতে চায়। কখন বা আপন হাত কামড়ায়।* কখন বা মিছানা হাতড়ায়। কোন সময় বা আপন পরিধেয় কাপড় ধরিয়া টানে। কোন সময় বা বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া আপন মনে বকিতে থাকে। ডিলিরিয়ামের সঙ্গে অনেক সময় বিলুপ্ত-সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর মস্তিষ্কের কন্‌জেক্‌শন বা রক্তাধিক্য,

মস্তিষ্কের বিশেষ কোন উত্তেজনা অথবা অবসন্নাবস্থা হেতু ডিলিরিয়াম্ হইয়া থাকে । কারণ-তত্ত্ব অনুসন্ধানে জানা যায় যে, (১) মস্তিষ্কের পীড়া অথবা তাহার আবরক বিন্ধীর পীড়া ; (২) জরায়ু, অন্ত্র, পাকস্থলী ইত্যাদির পীড়ার দরুন মস্তিষ্কে রিক্সেল্ল অর্থাৎ প্রতিকূলিত ক্রিয়া প্রকাশ হেতু ; (৩) জ্বর, প্রদাহ, এবং মাদক দ্রব্য ও অত্যাশ্রয় বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা শরীরস্থ রক্ত বিষাক্ত হইয়াও এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে । (৪) স্নায়বীয় অবসন্নতা হেতু ডিলিরিয়াম্ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় ।

২ । ডিলিরিয়াম্ অধিকারে—এবিসিস, এসিটিক্-এসি, *একোন, এগারিকাস, এল্‌কোহল, এমোনি-কার্ব, এমিগ্‌ডালা, এণ্টিক্রুড, *এণ্টি-টার্ট, আস', এট্রো, **ব্রাই, **বেল, বোলিটা, কেলোডি, *ক্যান্ফ, কার্বলি-এসি, চায়না, সিমিসিকিউ, সিকুটা-ভি, *সিনা, কফি, কল্‌চি, কোনা, *ক্রোটে-লাস্ হিপো, *কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আস', ডিজি, ডাল্‌কা, ইথুজা, গ্লোনইন, গুয়া-রেনা, হেলে, **হাইয়স, ইগ্নে, আইয়ড, জ্যাট্রোফা, ড্রিসিরা, হিপা, *মার্ক-কর, মার্ক-সল্, কেলি-ব্রো, কেলি-কার্ব, *ক্যান্থা, কেলি-না, ল্যাক্টুকা, লিলি-টি, *ল্যাংকে, লুপিউলাস, লাইকো, মিলি-কোলিয়াম্, মিনিয়াস্, মার্ক-না, মার্ক-সাল্-ফিউ, মেজি, মরকিয়া, নিকোটিনাম্, নাইটি-এসি, নাইট্রো-অক্স, নাক্স-ভ, **ওপিয়াম্, অকজ্যালি-এসি, প্লাটি, **প্লাস্‌ম, *ফস্ সোরি, সিকেলি, স্‌আণ্টোনিন্, হিয়াম, হ্রডোডেন, হ্রাড-ট, হ্রামো, হ্রীক্‌নিয়া, সালফ-এসি, থিয় (চা), ট্যাক্সাস, **ভিরাট, ভাইপেরা, জিঙ্ক্ সাল্‌ফ ।

{ ডিলিরিয়াম্ বাক্যে ও কার্যাদিতে প্রকাশ । }

(অত্যাশ্রয় বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম্ ডাঃ জারের

ডিলিরিয়াম্ ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ) ।

৩ । নানা প্রকার কাল্পনিক বাক্য—(১) বেল্, হ্র্যামো, সাল্-কা ; (২) ক্যামো, জেলস্, হাইয়স্, ওপি, সাইলি, সিপি, স্পঞ্জি ; (৩) গ্র্যাকা ।

৪ । ডিলিরিয়াম্ বকিতে থাকিলে—(১) বেল্, হ্রাস, হ্র্যামো, ভিরাট ; (২) ক্যাক্টা, ল্যাংকে, ওপি ।

৫। বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা—(১) বেল্ হাইস, ষ্ট্রামো ;
(২) নাক্স-ভ।

৬। বিকারে ধর্মবিষয় সম্বন্ধে লক্ষণ প্রকাশ—বেল, পাল্‌স,
ষ্ট্রামো, ভিরাট্, অরা, ক্রোকা, ব্যাকেক, প্লাটি, সালফ, এলকোহল।

৭। মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কথাবার্তা—বেল; নাক্স-ভ, ওপি,
আর্স, ক্যান্থা, হিপা।

৮। বিকারে কুকুর ডাকার ন্যায় শব্দ করে—বেল্।

৯। „ স্বকৃত দোষ জন্ম নিজেকে নিজে তিরস্কার
করিতে থাকে—ওপি।

১০। „ আশীর্বাদ প্রার্থনা করে—বেল্।

১১। „ বিষয় কন্মের সম্বন্ধে পচাল পাড়া—ডোরি-
ফোরা, ওপি, ব্রাই।

১২। „ গোলযোগ পূর্ণ কথা বলিতে থাকে—বেল্।

১৩। „ অসংলগ্ন বিষয় বলিতে থাকে—ওপি।

১৪। „ কুকুর সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে—বেল্।

১৫। „ অসংলগ্ন কথা—ষ্ট্রামো, (এই প্রকার রাত্রিতে
হইলে—বেল্)।

১৬। „ অত্যন্ত পচাল পাড়িলে—বেল্, ডোরি, *ওপি,
*ফস, ভিরাট্, ষ্ট্রামো, (রাত্রিতে—মিলিকোলিয়া, ওপি, প্লাস্কা)।

১৭। „ আপনি বকিতে থাকে—ট্যাবেকা, বেল্, মার্ক-সল্।

১৮। „ „ আপনি আস্তে আস্তে পচাল পাড়ে—এইল্যাংসাম,
ডোরি, কেলি-সা *মার্ক, সিকেলি, ষ্ট্রামো। ঐ প্রকার নিদ্রাবস্থায় করা—
আর্স)।

১৯। “ পণ্ডের কথা বলিতে থাকে—থিয়।

২০। „ ভিন্ন দেশ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে—ক্যানাবিস-
হিণ্ড।

২১। বিকারে ভৎসনা করে, গালাগালি দেয়—মার্ক-সল, লাইকো।

২২। „ অতি চোৎকার করিয়া কথাবার্তা বলে—ষ্ট্র্যামো।

২৩। „ দুঃখ প্রকাশ—একোন, বেল্, পাল্‌স্।

২৪। „ যেন কার্য্য-কশ্মে ব্যতিব্যস্ত—বেল্, ক্যাম্ফ, হাই-য়স্, কেলি-সাইনেটাস্, *ষ্ট্র্যামো।

২৫। * ক্রন্দনশীল—এগারিকাস-ফ্রসিয়াস, বেল্।

২৬। বিকারে চোৎকার করা—এপিস, প্ল্যাণ্টেগো, পাল্‌স্, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্-ভি, এট্রোপি, বেল্।

২৭। ডিলিরিয়াম্ গৰ্ব্বপূর্ণ—লাইকো।

২৮। বিকারে ক্রোধপূর্ণ ভাব সমস্ত প্রকাশ—একোন, বেল্, সিসিসিফি, ওপি, প্লাষা, ভিরাট্।

২৯। „ ক্রোধপূর্ণ—*বেল্, এক্টিয়া-স্পাই, এন্টি-মালফ, ক্যাম্ফ, *ক্যাছা, কুপ্রা-এসি, ক্যানাবিস্-স্তাটা, কার্বণ-মালফ, *লাইকো, *ইনাস্টি, ওপি, ফস, প্লাষা, *ষ্ট্র্যামো, ট্যারেন্টু, (রাজিতে—একোন); (মধ্যাহ্নে—ব্রাই); (নিদ্রার পর—ফস্)। (পর্য্যায়ক্রমে ডিলিরিয়াম্ ও ধর্ম্মবিষয়ে উত্তেজনা—এগারিকাস্-মা)।

৩০। „ শাসনাতীত—আস্।

৩১। „ উন্মাদের ন্যায়—একোন, কোরিএরিয়-রাসিকোলিয়া, ইনাস্টি, সিকেলি, *ষ্ট্র্যামো, মার্ক-সল্।

৩২। „ নির্বোধের ন্যায়—ষ্ট্র্যামো।

৩৩। „ অত্যন্ত ক্ষেপা অবস্থা—এট্রোপি, আস্, হাইয়স্।

৩৪। „ মারিতে বা প্রহার করিতে চেষ্টা করে—বেল্।

৩৫। „ অত্যন্ত উগ্রভাপূর্ণ, উন্মত্তভাবযুক্ত—এল্‌কোহল, আস্, বেল্‌ক্যাঙ্কা, একোন, কল্‌চি, কোরিএরিয়-রাসিকো, ডাল্‌কা, লোবেলিয়া, মার্ক-সাই, এগারি-মা, মন্ডাস্, ষ্ট্র্যামো, *ওপি, সিকেলি, ভাইপেরা, (এটা

সন্ধ্যার সময়—প্রাণা); (রাত্রিতে—বেল, গ্র্যাফা, নাস্ত-ভ); কন্ডালশনের সময়—আর্স); (জরের সময়—জুনিপার, মরফিয়া, সালফ-এসি)। (নিদ্রা-বস্থায়—কুপ্রা-এসি, মিউর-এসি)। (পর্যায়ক্রমে এই প্রকার ডিলিরিয়াম্ ও জ্ঞান উদয়—একোন)।

৩৬। বিকারে হাস্ত ও আনন্দ—(১) বেল; (২) একোন, ওপি, সালফা, ভিরাট্।

৩৭। „ হাস্তপূর্ণ—বেল, হাইয়স, ষ্ট্র্যামো, থিয়া, (দুই প্রহর রাত্রিতে—সিপি), আক্ষেপযুক্ত হাঁসি কিম্বা উন্নতের শ্বাস হাঁসি—বৈল্।

৩৮। ডিলিরিয়াম্ বা বিকারে পরিহাসজনক কৌতুক করা—ল্যাক্টুকা।

৩৯। ডিলিরিয়াম্ কৌতুকজনক—ভিরাট্।

৪০। ডিলিরিয়ামে গান করে—ল্যাক্টুকা, ষ্ট্র্যামো।

৪১। ডিলিরিয়ামে আনন্দপূর্ণ—এগারিকাস-মা, *বেল, ক্যানা-বিস-শ্চাটা, হাইয়স, ষ্ট্র্যামো, ল্যাক্টু। (পর্যায়ক্রমে আনন্দময় ও বিষাদযুক্ত ডিলিরিয়াম্, এগারিকাস-মা)।

৪২। „ অণ্ডায় কার্য সকল করে—সিকেলি।

৪৩। „ বাহুদ্বয় ধীরে ধীরে এদিক ওদিক নিক্ষেপ করে—বেল্।

৪৪। „ ছুরিকা হস্তে লোককে আক্রমণ করা—হাইয়স্।

৪৫। „ কামড়ায়—হাইড্রোসি-এসি, *বেল্।

৪৬। „ শূন্য স্থানে কিছু যেন ধরিতে চেষ্টা করিতেছে—হাইয়স্।

৪৭। „ মুচকি হাঁসি হাঁসে—হাইওসায়মিন্।

৪৮। „ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরে—এট্রোপি।

৪৯। „ যেন অন্ধকারে কিছু হাতড়াইয়া অন্বেষণ করিতেছে—প্রাণা। (হাতড়ান ও খোঁটা—৫৭ প্যারা দেখ)।

৫০। বিকারে হাতড়ান কিম্বা খোঁটা—আস', এলকোহল, এট্রোপি, বেল, কল্‌চি, কোনা, ডাল্‌কা, হাইয়স্, হাইওসায়মিন্, আইয়ড্, ফস, জিক্স-মেটা, **ষ্ট্র্যামো। রাত্রিতে—এট্রোপি, সোলেনাম-না, ৫৭ প্যারা দেখ।

৫১। নাসিকা খোঁটে—*সিনা, জিক্স; * এরাম্।

৫২। নাসিকার ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে থাকে—*সিনা।

৫৩। বিকারে ঘুরের দেয়ালে ঘুসি মারিতে থাকে—কোনা।

৫৪। „ ঝাঁকি মারিতে থাকে—একোন।

৫৫। „ গোময়, কৰ্দম এবং লাল চাটিয়া খাওয়া—মার্ক-সল।

৫৬। „ কথা বলার স্থায় যেন ছুইটী ওষ্ঠ নাড়িতে থাকে—বেল্।

৫৭। বিকারে বিছানার কাপড় ধরিয়া টানা—* হাইয়স্।
(৪৯, ৫০ প্যারা দেখ)।

৫৮। „ থুথু ফেলিয়া তাহা চাটিয়া উঠায় অথবা মেজিয়াতে রগড়াইয়া ফেলে—মার্ক-সল।

৫৯। „ ঘরের মেজিয়াতে প্রস্রাব করে—প্রাশাম্।

৬০। „ পলাইতে চেষ্টা করে—এলকোহল, বেল, কু প্রাম্, ডিজি, ফস, *ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, ভিরাট্। (এই প্রকার, রাত্রি—মার্ক)।

৬১। বিকারে বিছানা হইতে পলাইতে চায়—একোন, এলকোহল, এট্রোপি, বেল, আস', ব্রাই, চায়না, সিকুটা-ভি, গ্যালি-এসি, হাইয়স্, মার্ক-কর, মার্ক-গি, ওপি, ফন্স, প্রাশা, সোলেনাম্, সাল্‌ফ-এসি।

৬২। বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠা এবং বাহির হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা—(১) *বেল্, ব্রাই ; (২) একোন, কলোসি, ওপি।

৬৩। বিছানা হইতে লম্ব দিয়া উঠে—একোন, বেল, ল্যাক্টু, মার্ক-সল্ ।

৬৪। „ „ লম্ব দিয়া জলে পড়ে—বেল, সিকেলি ।

৬৫। বিকারে দৌড়ান—বেল, কোনা ।

৬৬। „ আপন কণ্ঠ্যকে দেখিব বলিয়া উত্থান করে—আস' ।

৬৭। „ ঐ প্রকার জ্বরের সময় উঠিতে চাহিলে—মর্ফিয়া ।

৬৮। „ বিছানা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিয়া যাইবার চেষ্টা—বেল ।

৬৯। „ আপন গৰ্ভজ মস্তানদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাওয়া—লাইকোথ ।

৭০। „ বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ করা—বেল ।

৭১। „ তাহার আপন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করা—সিকেলি ।

৭২। „ ঘরের বাহির হইতে চায়—এগারিকান্-ষ্টারকো, বেল, ওপি ।

{ ডিলিরিয়ামে ভয়, ব্যাকুলতা, স্বপ্ন, বিভীষিকা ইত্যাদি । }

(অত্যাশ্চর্য্য বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম্ ও ডাঃ জারের

ডিলিরিয়াম্-ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ) ।

৭৩। ব্যাকুলতা ও ভয়যুক্ত ডিলিরিয়াম্—(১) একোন, বেল, হাইয়স, * ওপি, পালস, ষ্ট্র্যামো ; (২) এনাকা, ব্যাণ্ডিসিয়া, ক্যাল্-কা, সিমিসিফি, সাইপ্রিপেড্ ।

৭৪। স্বপ্ন ও নানা প্রকার বিভীষিকা দেখা—(১) * বেল, হাইয়স, ওপি, ষ্ট্র্যামো ; (২) আস', ক্যাক্টা, নাক্স-ড, সাল্ফা ; (৩) ক্যালকে,

ক্যান্স, ক্যান-ইণ্ডি, কার্ব-ভ, ড্রুসি, হেলে, নাইট্রি-এসি, প্র্যাটি, সেন্স, ভিরাট্।

৭৫। কোন স্থানের সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখা—বেল্, ব্রাই, ল্যাকে, ভিরাট্।

৭৬। কোন স্বপ্ন দেখা—এট্রোপি, বেল্।

৭৭। স্বপ্ন ভয়যুক্ত—এট্রোপি, ওপি, হুডো।

৭৮। ভয় প্রকাশ করিয়া বলে—বেল্।

{ অচৈতন্য অবস্থাসহ ডিলিরিয়াম্

(অচৈতন্য অবস্থা ; ডাঃ জারের ডিলিরিয়াম্-ব্যবস্থা দেখ)।

৭৯। পর্যায়ক্রমে ডিলিরিয়াম্ এবং অজ্ঞানাবস্থা—প্রাধাম্।

৮০। ঐ ঐ অবস্থা অপস্মার রোগের পর হইলে—প্রাধাম্।

৮১। ঐ ঐ অবস্থা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত আলস্য—বেল্।

৮২। ঐ ঐ অবস্থা ও নিদ্রা—ককিউ, প্রাধা, ভাইপেরা।

৮৩। ঐ অবস্থায় কাহাকেও চিনিতে পারে না—মার্ক-সল্, হুয়ামো।

{ ডিলিরিয়াম্ জর-সহ }

৮৪। ডিলিরিয়াম্ জ্বরের উষ্ণাবস্থায়—এন্টি-টা, **আর্গি, আর্স, বেল্, কার্ব-ভ, **চার্নি-সা, সিনা, চায়না, কফি, জেল্-ন, হিপা, ইথের, ল্যাক্সনেস্, **থ্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ওপি, **পডো, ল্যাকে, *সোরি, শ্রাবাডি, সেন্স, সিকেলি, স্পঞ্জি **হুয়ামো, * ভিরাট্।

৮৫। ডিলিরিয়াম্ জ্বরের শীতাবস্থায়—*আর্গি, বেল্, **থ্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, সাল্কা, ভিরাট্। (জর দেখ)।

৮৬। ,, জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায়—থুজা। (জর দেখ)।

৮৭ । ডিলিরিয়াম্ ঈষৎ জ্বরসহ—সালফার, (বাত্বিতে—ব্যারাইট-কার্ব) ।

৮৮ । „ টাইফয়েড জ্বরে—এট্রোপি ।

৮৯ । জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম্ থাকিলে অথবা মস্তিষ্কে অত্যন্ত উত্তেজনা হইলে—(১) বেল, ক্যাক্টা, হাইয়স, ল্যাক্সেন, ওপি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্-এল্, ভিরাট্-তি ; (২) * একোন, আরাম, * ব্রাই, * কুপ্রা, ল্যাকেসিস, লাইকো, মরফিয়া, নাক্স-ভ, কস্, সাল্ফা, * সাল্ফ-এ ; (৩) আর্নি, অস', চায়না, ব্যাপটি, বাফো, ক্যালুফে, কাস্থা, ক্যামো, সিমি, সিকিউ, সিনা, সাইপ্রিপেড্, জেল'ন্, ইগ্নে, কেলি, পডো, পাল'ন্, হ্রাস, সেন্সু, সিকে, স্পঞ্জি, এইলেহাস, ইথু । (জ্বর দেখ)

{ অত্যন্ত বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম্ }

(উপরোল্লিখিত লক্ষণাদি ও ডাঃ জারের
ডিলিরিয়াম্-ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ ।)

৯০ । ডিলিরিয়াম্ ঘন্থ-হওয়াতে উপশম বোধ হয়—ইথু ।

৯১ । ডিলিরিয়ামে অস্থির—একোন, এট্রোপি, প্র্যাস্থা ।

৯২ । „ হিংসাপূর্ণ—লাইকো ।

৯৩ । „ আপন বিষ্ঠা খাইতে চায়—ভিরাট ।

৯৪ । „ লড়াই করিতে ইচ্ছা—বেল্, হাইয়স্ ।

৯৫ । „ ঔষধ খাইতে চায় না—এগারিকাস-ফ্রসিয়াম্ ।

৯৬ । „ গাত্রে হাত দিতে দেয় না—মার্ক'-সল্, *এন্টি-কুড্ ।

৯৭ । ডিলিরিয়ামে থান্ খেয়ালীযুক্ত—বেল্ ।

৯৮ । „ শান্তভাবাপন্ন—কুপ্রা-এসি, হাইয়স, হাইয়সায়েমিন, শ্যাঙ্কিনেকা, কস্, প্র্যাস্থা, ট্যাবেকা ।

১৯। ডিলিরিয়ামে শরীর দোলাইতে থাকে—হাইয়স্।

১০০। „ শরীর ভূমিতে লুটায়—ওপি।

১০১। ডিলিরিয়াম্, বালকের সঙ্গে ঝগড়া করে—
এগারিকাস্-মা।

১০২। „ নীরব—এগারি-মা, সিকেলি।

১০৩। „ প্যারক্সিজম্ যুক্ত অর্থাৎ সময় সময় অত্যন্ত
বুদ্ধি হয়—বেল্, কোনা।

১০৪। „ বিশেষ নিদ্রাক্ষণ সাময়িক—সেপ্।

১০৫। „ হঠাৎ—ষ্ট্র্যামো।

১০৬। „ ডিলিরিয়ামে হিষ্টিরিয়া রোগ সদৃশ—বেল্।

১০৭। „ জড় বুদ্ধির ন্যায়—ষ্ট্র্যামো।

১০৮। „ ডিলিরিয়াম্ যেন মাদক সেবনে মত্ততা প্রাপ্ত—
কোরিএরিয়-রাসিকো, কার্ব-এনি, ভাইপেরা।

১০৯। „ বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে—হাইয়স্।

১১০। বন্য পশুর ন্যায়—কল্‌চি, হাইড্রো-এসি, হাইয়স্, ছাট্রা,
সাল্‌ফ, * ষ্ট্র্যামো। (রাত্রিতে ডিলিরিয়াম্—গ্যালিক্-এসি)।

১১১। বিকারে শিরোলুষ্ঠন—বেল্, ব্রাই, * হেলে, * পডো,
সাইলি, * ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক্।

১১২। „ দস্ত কিড়মিড়্ বা দস্ত কট্‌কট্‌ করা—(ইতঃপূর্ব
“দস্ত” মধ্যে ৫ক হইতে জ পর্য্যন্ত দেখ)।—

১১৩। „ জিহ্বা নির্গত করা—(“জিহ্বা” ইত্যাদি মধ্যে ১৯, ২১,
২২ প্যারা দেখ)।

ডাক্তার জার ডিলিরিয়াম্ সম্বন্ধে যাহা
লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। } :—

১১৪। ডিলিরিয়াম্ অধিকারে—বেল্, ক্যাফ্, কোনা, কুপ্রা,
নাক্স-ম।

১১৫ । ডিলিরিয়াম্ রজনীতে, কিন্তু দিবসে থাকে না—বেল্ ।

১১৬ । ,, কেবল রজনীতে—ব্রাই, ডাঙ্ক ।

১১৭ । ,, রজনীতে বেদনা বৃদ্ধির সহিত—ডাল্কা ।

১১৮ । ,, পথ্যের পর ভাল বোধ হয়—বেল্ ।

১১৯ । বিকার, ক্রোধ, উগ্রতা অথবা অত্যাচারপূর্ণ :—

প্ল্যাম্বাম্—ক্রোধ, অথবা উগ্রতাপূর্ণ । পচালপাড়া । মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠে । সর্বদা অথবা সময় সময় ও অত্যাচারযুক্ত ডিলিরিয়াম্ (রাজিতে) ; মধ্যে মধ্যে চৈতন্যশূন্য নিদ্রা ।

ওপিয়াম্—উগ্রতা ও অত্যাচারপূর্ণ ডিলিরিয়াম্ ।

১২০ । বিকারে রোগী উঠিয়া পলাইতে চায় :—

ভিরাট্—অত্যন্ত গোলযোগ ও অত্যাচার করে ; ধরিয়া রাখা অসাধ্য ; উঠিয়া পলাইতে চায় ।

বেলাডোনা—বিকারে যেন বাড়ীতে প্রস্থান করিবার উত্তোষ করে ।

হাইয়স্—বিকারে অস্থির, বিজ্ঞানা হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে চায় ।

১২১ । বিকারে বলিতে থাকে যে পীড়া তাহার মস্তকের মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হইবে ; সে এই কথা বলিয়া শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে :—ষ্ট্র্যামো ।

১২২ । ডিলিরিয়াম্, পূর্ববর্তী ঘটনা সম্বন্ধীয় :—

ওপিয়াম্,—চক্ষু উন্মীলিত করিয়া পূর্ববর্তী ঘটনা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে ; যেন কোন স্বপ্ন দেখিতেছে ।

১২৩ । বিকার, কিন্তু মাঝে মাঝে সুস্থ অবস্থা দেখা যায় :—

ষ্ট্র্যামো—ডিলিরিয়াম্ ও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু জ্ঞানোদয় হয়, সেত

জ্ঞানোদয় সময় জাগ্রতাবস্থায় যে স্বপ্নের ছায় দেখিতেছিল তাহা স্মরণ হয় ; কিন্তু ইহার পূর্বে স্মৃতিবস্তুর সময়টুকুতে সে যাহা করিয়াছিল বা বলিয়াছিল তাহা কিছুমাত্র মনে থাকে না। যখন স্মৃতি থাকে তখন সে পড়িয়া যাইবে এই ভয়ে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে প্রার্থনা করে।

১২৪। ডিলিরিয়াম, ধর্ম সম্বন্ধে :—

ভিরাট্—শরীর শীতল, চক্ষু উন্মীলিত এবং বদন জ্বলন্ত হস্তযুক্ত। ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে। যাহা করিব বশিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে তাহা করিতে দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সে মনে করে যেন বাড়িতে নাই, অথ কোথায় আছে এবং তজ্জন্ত প্রেয়ার অর্থাৎ ঈশ্বর আরাধনা করিতে থাকে।

১২৫। ডিলিরিয়াম ইনকোহেরেন্ট অর্থাৎ অসংলগ্ন কথাবার্তা ও ব্যবহার :—

বেল—স্বপ্নে যেন কথাবার্তা বলে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে যে, তাহাকে বাড়ী বাইতে হইবে কারণ অগ্নি লাগিয়া সমস্ত পুড়িয়া যাইতেছে। অসংলগ্ন কথাবার্তা (সন্ধ্যাকালে)।

ট্রামো—যদি পিতা জিজ্ঞাসা করে তুমি আশায় চিনিতে পার ? তখন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি উত্তর করে বাবা তুমি ? এবং তখন অঙ্গুলিচয় দ্বারা তাহার পিতার মুখে আস্তে আস্তে আঘাত করে অথবা হাত বুলায় কিম্বা আঁচড়াইতে থাকে।

হাইয়স্—অসংলগ্ন কথাবার্তা।

১২৬। ডিলিরিয়াম স্বপ্নপূর্ণ :—

ওপিয়াম্—বিকারে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয় যে, একটা লোক মুখে মগধোস (কৃত্রিম মুখ) পরিয়া তাহার নিকট আসিতেছে ; কখন হাসি ; কখন বা মনুষ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠে এবং এই ভয়ে ভীত হয় যেন কেহ তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা ঝিক করিবে। যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে বিকারগ্রস্ত মনে করে তবে সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালাগালি দেয়। বিকারে ভূত, দৈত্য দানব, নানা প্রকার বিকৃত মূর্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে।

ষ্ট্র্যামো—তাহার নিকটে “কুকুর, বিড়াল, খরগোস ইত্যাদি আসিল” এই কথা উচ্চৈঃশব্দে বলে ।

বেল্—নেকড়ে বাঘ, ঘাঁড়, ঘৃক, সৈন্তসামন্ত সন্ধ্যাে কথাবার্তা । তাহার চতুর্দিকে যেন কুকুর সমস্ত চরিয়া বেড়াইতেছে । ক্রোধ ; কুকুর সন্ধ্যাে পচাল পাড়া, বাহু এবং মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়া উঠা ।

১২৭ । বিকারে অনুবরত অত্যন্ত বকিতে থাকে :—

নাক্সাম্—চূপ করাইয়া স্থির ভাবে রাখা যায় না । উচ্চৈঃশব্দে নানা প্রকার অসঙ্গত কথা বলে ও বহুবিধ বিকট অঙ্গভঙ্গী করে । বিকার ও তৎসঙ্গে মাথাঘোরা ।

বেল্—মরণ বা কামভাবপূর্ণ কথাবার্তা । উন্মাদের শ্রায় কথাবার্তা ও দুই চক্ষু বিস্ফারিত যেন ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে । বালকের শ্রায় কথা ।

ষ্ট্র্যামো—অত্যন্ত কথা বলা ।

ওপিয়াম্—গোলযোগপূর্ণ কথাবার্তা, তৎসঙ্গে গরম ও ব্যাকুলতা ভাব যেন মাদক সেবন করিয়াছে । কিছু বলিয়া পুনরায় তাহা প্রত্যাহার করে যেন সে তাহা বলিয়া ভীত হইয়াছে । সময়ে সময়ে ক্রুদ্ধ ও উগ্রভাবাপন্ন হইয়া নিকটে যে ব্যক্তি থাকে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরে ।

১২৮ । বিকারে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে :—

হাইয়স্—বিড়্ বিড়্ করিয়া পচাল পাড়া ও আকাশ মধ্যে যেন কিছু ধরিবার চেষ্টা করিয়া অঞ্জুলি-ক্রীড়া করিতে থাকে ; ইহাকে কর-ক্রীড়া (Carphology) বলে । বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে । অসঙ্গত কথা বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতে থাকে ।

বেল্—নিদ্রিতের শ্রায় আস্তে আস্তে বকিতে থাকে ।

এণ্টি-টা—আস্তে আস্তে পচাল পাড়ে ।

১২৯ । বিকার ও তৎসঙ্গে ভয় :—

ষ্ট্র্যামো—মনে করে যেন সে একাকী রহিয়াছে এবং তাহাতে অত্যন্ত ভয় পায় ও পশ্চন্নহিতে চেষ্টা করে । দুই প্রহর রাত্রিতে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে এবং ঘরের ভিতর দৌড়িয়া বেড়ায়, যে তাহার নিকট যায় তাহাকেই সে

ধরে, এবং বলিতে থাকে যে কোন ব্যক্তি তাঁহার পক্ষাৎ, পক্ষাৎ আসিতেছে ; এবং পুনঃ পুনঃ বলে যে “তোমরা আর আমাকে পাইবে না ।” কুকুরে কামড়াইবে বলিয়া নিতান্ত ভয় ।

১৩০ । কয়েকটা বিশেষ বিশেষ প্রকারের ডিলিরিয়াম্ :—

আস্—বিকার ও তৎসঙ্গে উন্মীলিত চক্ষু ।

একোন—কখন কান্না, কখন হাসি, কখন বা ক্রোধ ।

ষ্ট্র্যান্ডো—স্থিতি ও জ্ঞানবিভ্রম ।

চায়নিলাম্—সাল্ফ—ডিলিরিয়াম্ ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া এবং বুদ্ধি স্থির করিতে অক্ষম । শরীর গরম, নাড়ী দ্রুত, কর্ণে ভেঁা ভেঁা শব্দ করে, ও এতৎ-সঙ্গে বিকারে যেন অজ্ঞানের ছায় অবস্থাপন্ন হয় ।

প্লাস্মাম্—এসিটা—রাত্রিতে ডিলিরিয়াম্ ও তৎসহ চক্ষু স্ফীত ।

ক্যান্সার—নানা প্রকার অত্যন্ত প্রস্তাব করে ।

ব্রাইওনিয়া—বিকারে (প্রাতঃকালে) বিষয়-কৰ্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা । সন্ধ্যার সময়ে নিদ্রা ; পলাইতে ইচ্ছা ; সন্ধ্যাকালে ডিলিরিয়াম্, তাড়াতাড়ি কথা বলিয়া ফেলে ; মনে করে সে যেন অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে রহিয়াছে , বাটিতে প্রস্থান করিতে চায় ।

বেল্—উন্মাদাবস্থাপন্ন বিকার । “অনবরত অনেককণ অথবা সময়ে সময়ে সানন্দভাবে থাকিয়া পুনঃ ক্রোধাবিষ্ট বইয়া পড়ে ।”

(ডিলিরিয়াম্ সম্বন্ধে ও নানাবিধ বিকারজনিত বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব পরে দেখ) ।



• যৌর সাম্প্রাপতিক বিকারজনিত
অবস্থানিচয় ।



(৪)

ডিলিউসন বা বিভীষিকা দর্শন ।

(Delusion)

অর্থাৎ

বিকারজনিত নানা প্রকার অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও

বিকৃত মানসিক দর্শন ।

[ডিলিরিয়াম্ মানসিক লক্ষণচয়, স্বপ্ন, নিদ্রা, তন্দ্রা ইত্যাদি লেখ]

১। বিভীষিকা-দর্শন অধিকারে—এব্‌সিহ, এলকোহল, আস, এট্রোপি, বেল্‌, ক্যানাবিস-ইণ্ডি, কারলস্‌বাড্‌, চায়না, সিকুটা-ভি, কোকা, কফি, কোনা, ডিজিটেলিন্‌, ইউপেটো-পারপিউ, গ্র্যাণেটাম, হাইয়স্‌, আইয়ড্‌, কেলি-ব্রো, লাইকো, মার্ক, মরফিয়া, * ওপিয়াম্‌, অক্‌জেলি-এসি, আলিসাইলিক্‌-এসি, সেন্টোনিন, ট্র্যামো ।

২। ডিলিউসন, প্রায় জাগ্রতাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিবা মাত্র—লিডাম্‌ ।

৩। ডিলিউসনে যেন স্বর্গে আছে—ক্যানা-ইণ্ডি, ওপি ।

৪। „ নরকের দ্বারে উপস্থিত—এগারিকাস্‌-মা, ক্যানাবিস্‌-ইণ্ডি, (যেন নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে পারে না—মার্ক-সল্‌) ।

৫। „ যেন বিদেশে আছে—ভেলেরি ।

৬। „ অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ মনে করে—ক্যানা-ইণ্ডি ।

৭। ,, বিচারশক্তি হারা—একোন, ক্যানা-ইণ্ডি, চেলিডো,
* মার্ক-সল, শ্রাট্-মি ।

৮। ডিলিউসনে শরীর নিতান্ত সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র বোধ—
ক্যানা-ইণ্ডি ।

৯। ,, কোন কাল্পনিক শব্দ শুনিতে পায়—হাইয়স্ ।

১০। ,, শরীর অদীর্ঘ বোধ হয়—ষ্ট্র্যামো ।

১১। ,, শরীর মোটা বোধ হয়—ক্যানা-ইণ্ডি ।

১২। ,, সকলই অপরিচিত বোধ হয়—সিকুটা-ডি ।

১৩। ,, যেন কোন কণ্ঠস্বর শুনিতেছে—ক্যানা-শ্রাট্, (নিজের
শব্দ অপরিচিত ও বজ্রতুল্য বোধ হয়—ক্যানা-ইণ্ডি) ; (অত্যন্ত কথা বার্তা
বলা—নাইট্-এসি) ; যেন কোন কাল্পনিক ব্যক্তির সহ উচ্চৈঃস্বরে ও অসংলগ্ন
প্রকারে কথাবার্তা বলিতেছে—বেল্) ; (যেন কোন ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে
এবং তাহার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে—সিপি) ।

১৪। ,, সম্ভরণ—ক্যানা-ইণ্ডি ।

১৫। ,, তাহার নিকটে যেন কেহ-শুইয়া আছে—পিট্রোল ।

১৬। ডিলিউসনে বায়ুতে ভাসমান—ক্যানা-ইণ্ডি, ক্লোরফর্ম,
কেলি-ব্রো, বেল্ ।

১৭। ,, অপদেবতা যেন রান্না করিতেছে—ক্যানা-ইণ্ডি ।

১৮। ,, জীবজন্তু দর্শন—এবসিহ, শ্রাট্টোনিন্, ষ্ট্র্যামো, ট্যারেণ্টুলা ;
(জ্ঞানক জীব দর্শন—ওপি) ।

১৯। ,, শয্যায় পিঙ্গীলিকা দর্শন—প্রাধা ।

২০। ,, পক্ষী ও কীট দর্শন—বেল্ ।

২১। ,, ডিলিউসনে কীটাদি দেখা—বেল্, ষ্ট্র্যামো ।

২২। ,, প্রজাপতি দেখা—ক্যানা-ইণ্ডি, বেল্ ।

২৩। ,, মৃত ব্যক্তিদিগকে দর্শন—ষ্ট্রিক্‌নিয়া, হিপা, ক্যানা-ইণ্ডি,
কোনায়ম্, এগারি-মা, আর্স, বেল্, (সন্তানের মৃত্যু—কেলি-ব্রো ; স্বীয়
মৃত্যু—ক্যাম্‌ফর) ।

২৪ । ডিলিউশনে ময়ূর দর্শন—হাইয়স্ ।

২৫ । „ সরীসৃপ দেখে—বেল্ ।

২৬ । „ মন্দ স্বপ্ন—এলাম্ ।

২৭ । „ মন্ত্ৰাদি পাঠ দেখা—কফিয়া-টোষ্টা ।

২৮ । „ নানা প্রকার মুখাকৃতি দেখে—টারেন্ট, লা; কস্, পিক্রি-এসি, এষ্টা, * ক্যানা-ইণ্ডি, কষ্ট, আর্জেন্টা-নাইট্ ।

২৯ । „ মূর্তি নানা প্রকার দেখে—বেল্, মার্ক্, * লাইকো, কোকা, প্লাধা, আটোনিং, আটো-কার্ব, সালফা, ষ্ট্র্যামো, মঙ্কাস্; (প্রকাণ্ড মূর্তি—এট্রোপি); (ভয়ানক মূর্তি—এট্রোপি, কোকা, ষ্ট্র্যামো) ।

৩০ । „ অগ্নি দর্শন—বেল্, * ষ্ট্র্যামো, এমোনি-মি, (প্রতিবাসীর গৃহে অগ্নি—হিপা) ।

৩১ । „ ভয়পূর্ণ দর্শন—এব্‌সিহ, এট্রোপি, বেল্, ক্যাম্ফর, ওপি, হুডো, ক্যাল্-কা, কার্ব-ভ, নাইট্-এসি, কস, টাবেকা, কষ্ট, চায়না, স্পঞ্জিয়া ।

৩২ । „ ডিলিউশনে ভূত, প্রেত ইত্যাদি দর্শন—আস্, ওপি, কাইজোষ্টিগ, টারেন্ট, এট্রোপি, মার্ক্, ব্রোমিয়াম্ । (চক্ষু মুদ্রিত করিলে এই প্রকার দেখে—ষ্ট্র্যামো ।

৩৩ । „ মৎস্য দেখা—বেল্, ।

৩৪ । „ শত্রু দর্শন—এলকোহল, এমোনি-মি, (প্রত্যেক ব্যক্তিকে শত্রুর আয় মনে করে—মার্ক্-সল, এনাকা) ।

৩৫ । „ দেবতা দর্শন—ক্যানা-ইণ্ডি, ইথ্ ।

৩৬ । „ মনুষ্য দর্শন—আস্, ক্যানা-ইণ্ডি, (স্থলীর্ষ অশ্রুপূর্ণ বৃক্ষ; বিকৃতবদনযুক্ত মনুষ্য—লরোসিরেসাস্) ।

৩৭ । „ ইন্দুর দেখা—বেল্, ইথ্, এব্‌সিহ ।

৩৮ । „ দুর্ভাগ্য দর্শনে ক্রন্দন—ভিরাট্ ।

৩৯ । ডিলিউশনে কোন বস্তু দর্শন ও তাহা ধরিতে চেষ্টা—
—আর্স, এট্রোপি, বেল, হাইয়স্, ইনাসিস্ ।

৪০ । „ যেন কোন জন্তু তাহাকে গ্রাস করিতেছে—
হাইয়স্ ।

৪১ । „ মনে করে যেন তাহার রোগ আরোগ্য হইবে
না—গ্রাষা ।

৪২ । „ আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক যেন পরিত্যক্ত—
কেলি-ব্রো, *ষ্ট্র্যামো ।

৪৩ । „ মনে করে কেহ যেন ঘরে প্রবেশ করিতেছে—
কোলা ।

৪৪ । „ আহা করিতে দেখা—এট্রোপি ।

৪৫ । „ নিজকে সত্ৰাট্ বলিয়া মনে করে—
ক্যানাবিস্-ইণ্ডি ।

৪৬ । „ চিকিৎসক আসিতেছে বিবেচনা করে—সিপি ।

৪৭ । ডিলিউশনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন কেহ
আসিতেছে—এব্‌সিস্, গ্রাষা ; (চোর ডাকাইত আসিতেছে—এল্‌কোহল) ।
(চোর যেন গৃহে প্রবেশ করিতেছে—মার্ক-সল, আর্স) ।

৪৮ । „ বিষ দিয়া তাহাকে যেন বধ করা হইতেছে—
গ্রাষা, হাইয়স্, হ্রাস ।

৪৯ । „ বিপদ দেখা—ক্লুরও-এসি, কেলি-ব্রো, ষ্ট্র্যামো, ভেলিরি ।
(স্বপ্নাণের উপর বিপদ দেখা—গ্রাষা) ; (পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির উপর
বিপদ দেখা—কেলি-ব্রো ।

৫০ । „ হত্যা—(তাহাকে হত্যার জন্ত যেন কেহ অর্থ লইয়াছে—
ক্যানা-ইণ্ডি) ; (তাহার হত্যার জন্ত পরামর্শ হইতেছে—গ্রাষা ; (তাহাকে
যেন বধ করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে—ষ্ট্র্যামো) ; তাহার নিকটস্থ প্রত্যেক
ব্যক্তিই যেন হত্যাকারী বলিয়া বোধ হয়—গ্রাষা) , তাহার মাতাকে যেন কেহ
বধ করিয়াছে—নাক্স-ড)

৫১ । ডিলিউসনে উড়িয়া বেড়ান দেখা—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি,
ইথুজা, ওপিয়াম্, ইনাস্টি ; (রাত্রিতে—ক্যান্ফর) ।

৫২ । ডিলিউসন্ রজনীতে—মার্ক ।

৫৩ । ডিলিউসন্, শীত হওয়ার পর—নাইট্-এসি ।

৫৪ । ডিলিউসন্ কন্ভাল্শনের পর—এব্‌সিঙ্ক ।

৫৫ । „ মনে করে যেন দম্ বন্ধ হইয়া প্রাণ যাইবে—
ক্যানাবিস্-ইণ্ডি ।

৫৬ । „ সঙ্গীদিগকে বোধ হয় যেন তাহাদের অর্ধেক
শরীর মনুষ্য ও অর্ধেক শরীর বৃক্ষ—ক্যানা-ইণ্ডি ।

৫৭ । „ অশ্রদ্ধায়ুক্ত মূর্তি এবং স্বপ্ন—এলাম্ ।

৫৮ । „ কাল কুকুর দেখা—বেল্ । (কুকুরে আক্রমণ করে
ও কামড়ায়—** ঝুগামো) চতুর্দিকে যেন কুকুরে ঘেরিয়া ধরিয়াছে—
বেল্ ।

৫৯ । „ ঘোটক দর্শন—বেল্, (ঘোড়ার চড়িয়া বেড়ান দেখা—
ক্যানাবিস্-ইণ্ডি) ।

৬০ । „ বস্ত্রদেখা—সাল্‌ফা । (তাহার কাপড় যেন উড়িয়া
আকাশে লয় হইবে—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি) ।

৬১ । „ বিভীষিকা দর্শন জ্বরের সময়—বেল্ ।

৬২ । „ অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়—গাট্রাম্-কার্ব ।

৬৩ । „ তর্ক বিতর্ক করা—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, হাইয়স ।

৬৪ । „ সুন্দরী স্ত্রী দর্শন—ক্যানাবিস্-ই, কোকা ।

৬৫ । „ কোন ব্যক্তিকে চিন্তা করা—প্রাষা ।

৬৬ । „ মাতা কিম্বা ভগিনীর নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—

এনাকা ।

৬৭ । „ অমুপস্থিত ব্যক্তিকে চীৎকার করিয়া ডাকা—
হাইয়স ।

৭৮ । ডিলিউসনে কাল বিড়াল দেখা—বেল্, এব্‌সিস্‌।

৬৯ । „ মনে করে সে যেন পুনরায় শিশুর ন্যায় হই-
য়াছে—সিকুটা-ভি। (শিশু বন্ধুদের সহিত যেন রহিয়াছে—ইথু)।

৭০ । „ সে যেন স্বয়ং ঋক্টরূপ কিংবা কোন দেবতার
রূপ ধারণ করিয়াছে—ক্যানাবিন্‌-ইণ্ডি।

[ডিলিরিয়াম্ ও ডিলিউসন সম্বন্ধে বিশেষ বৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ]।



যোর সারিপাত্তিক বিকারজনিত
অবস্থানিচয় ।



(৫)

ইউরিমিয়া ।

(Uraemia)

[মূত্রাভাব বা অমূত্রপাদিত মূত্র এবং ওলাউঠার চিকিৎসা দেখ]।

১ । অমূত্রপাদিত-মূত্র বা মূত্রান্ধতা, শিরঃপীড়া, তন্দ্রা, নিদ্রা, ডিলিরিয়াম্, অচেতনাবস্থা, আক্ষেপ, বমন ইত্যাদি ইউরিমিয়ার প্রধান লক্ষণ। ইহাতে ললাটপ্রদেশ কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা বা তাহাতে তার বোধ হইয়া থাকে ; চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে ; কোল্যাপস্ হয় ও নাড়ী বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। ওলাউঠা রোগের ইউরিমিয়াতে রোগী পুনঃ পুনঃ শয্যায় উঠিয়া বসিতে থাকে। অনেক সময় বলপূর্বক তাহাকে শোয়াইতে হয়।

২ । মূত্রোৎপাদক-যন্ত্র কিড্‌নীর (Kidney) অর্থাৎ বৃক্কের কন্‌জেচশন্, প্রদাহ ইত্যাদি নানা প্রকার প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন (নিশ্চীর্ণ বিধানের অবস্থাস্তর) হওয়াতে মূত্রোৎপাদন কার্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। মূত্রোৎপাদন না হইলে ইউরিয়া, ইউরিক্‌-এসিড্ ইত্যাদি শারীরিক ধ্বংস পদার্থ

সকল রক্তস্থ থাকিয়া যায়। এই সমস্ত ধ্বংস-পদার্থ শরীর হইতে যথা-
পরিমাণে মূত্রসহ নির্গত না হইতে পারিলে বিষের জ্বায় অনিষ্টকারী হইয়া
উঠে। রক্তবোলে উক্ত বিষবৎ পদার্থচয় মস্তিষ্ক ও শ্বাস বিধানাদিতে প্রবেশ
করিলেই ইউরিমিয়া লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইতে থাকে; ইহা ঘোর
সান্নিপাতিক বিকার বিশেষ। ইহার লক্ষণ সমস্ত কিঞ্চিৎ অধিকরূপে প্রকাশ
হইলে চিকিৎসা নিতান্ত কুক্ষ্যসাধ্য হইয়া উঠে; অনেক সময় রোগীর ইহাতেই
প্রাণ নষ্ট হয়। ওলাউঠার রিএক্সন (re-action) অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ
হইলে চিকিৎসক মূত্র নিঃসরণ জন্ত সাবধানে চেষ্টা করিবেন; অন্যতুবা ইউরি-
মিয়া হেতু রোগী প্রাণ হারাইবে। “মরবাস্-ব্রাইটাই” (Morbus Brightii)
অর্থাৎ প্রস্রাবে অধিক দিন যাবৎ এলবুমেন্ হইলে ইউরিমিয়া জন্মিতে পারে।
যে কারণেই হউক যথারীতি মূত্র উৎপাদিত না হইলেই ইউরিমিয়া জন্মিবার
সম্ভাবনা। অনেক ম্যালিগ্ন্যান্ট (বিষাক্ত) জরুরোগে বহু সময় পর্য্যন্ত
মূত্র অল্পপাদিত থাকিলে ইউরিমিয়ার লক্ষণচয় প্রকাশ পাইতে পারে, এই
প্রকার জরুরোগের বিকার ইউরিমিয়াজনিত উপসর্গসহ নিতান্ত ভয়াবহ
হইয়া পড়ে।

৩। ইউরিমিয়া অধিকারে—*আস', অরাম, ক্যানা-ইণ্ডি, কাব'লি-
এসি, কুপ্রা, হাইড্রোসিস-এ, নিকোটিন, ফস, * টেরিবিছ, * ক্যান্সা, * বেল,
* হাইয়স, * ট্র্যামো * ওপি, কেলি-বা, সিকুটা, * গ্যারাম্-ট্রি।

৪। গর্ত্তাবস্থায়, স্কার্লেটিনা বা আরম্ভ জ্বরে, তরুণ
(acute) ইউরিমিয়া ও তৎসঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে—
এপিস্, বেল, কোনা, কুপ্রা, ম্লোনইন্, জেল্‌স, ট্র্যামো, ভিরাট্-ভি।

৫। তরুণ ইউরিমিয়াসহ মোহযুক্ত নিদ্রায়—এগারি, বেল,
হাইড্রোসায়েনিক-এসি, ল্যাক্টুকা, ওপি।

৬। রক্তক্ষীণতা এবং শরীরের অসার অবস্থা (Paralytic Symptoms) সহ তরুণ ইউরিমিয়া হইলে—আস', ক্যান্স, চায়না, চায়নি-সা, ফস্-এসি।

৭। মূত্রে এলবুমেন হেতু ইউরিমিয়া হইলে (বিশেষতঃ

গর্তাবস্থায়)—এপিস, এপোসাই, আস', অয়া, বেল, বেঞ্জো-এসি, বার্কে-রিস্ ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাফা, চায়না, কল্‌চি, ডিজি, ডাল্‌কা, ফেরা, হেলেনো, হেলেনি, কেলি-কা, ল্যাকে, ল্যাকটুকা, লিডা, লাইকো, মার্ক-কর, ফস্, ফাইটো, হ্রাস, প্রাশা, সেনিসিও, সিপিয়া, সাল্‌ফা, টেরিবিষ্ট, ইউরেনিয়াম্, নাইটি-কাম্ ।

৮ । আনুমানিক-চিকিৎসা—তরুণ ইউরিমিয়া, কীড্‌নীর কন্‌জেক্‌শন বা প্রদাহ হেতু হইলে পৃষ্ঠদেশে কীড্‌নী প্রদেশে এলোপ্যাথিক মতে প্রত্যুগ্রতাসাধন মানসে মাষ্টার্ড প্রাণ্ডার দেওয়া হয় এবং গ্রীবাদেশে ও শিরোপরি নানান প্রকার প্রত্যুগ্রতাসাধনজনক কার্য্য করা হয় । প্রয়োজন হইলে ক্যাথিটার ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

[মস্বাস ব্রাইটাই, গর্তাবস্থা, ক্যালেন্‌টিনা ইত্যাদির চিকিৎসা দেখ ।

কলিমিয়া ।

(Colæmia)

(৬)

ইউরিমিয়ার স্থায় রক্তে ধ্বংসপদার্থ ও দূষিত পিত্ত মিশ্রিত হইয়া এই জাতীয় বিকার জন্মে । ছায়া বা কামস (জনডিস্ Jaundice) রোগ বহুদিন স্থায়ী হইলে যথারীতি পিত্ত নিঃসৃত হইতে পারে না । সুতরাং রক্ত পিত্ত-বিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহাকে কলিমিয়া বলে ; কলিমিয়া হইলে ডিলি-রিয়াম্, কন্‌ভাল্‌শন এবং কোমা উপস্থিত হয় ; কখন কখন স্ফাত্ত অর হয় । অসাধ্য রোগী অবশেষে প্রাণত্যাগ করে । (তৃতীয় খণ্ডে দেখ) শিশু-যকৃতের শেষাবস্থায় অনেক শিশু কলিমিয়া হইয়া পঞ্চত লাভ করে । এই অবস্থা জন্তু—ক্রোটেলাস্, মার্ক-সল, ল্যাকেসিস্ ইত্যাদি কয়েকটা ঔষধ কার্য্যকারী হওয়া সম্ভাব্য ।





যৌর সান্নিপাতিক নানাবিধ বিকার



অনিত অবস্থানিচয়ের

বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব ।

- ১। কোল্যাপ্‌স । ২। অচেতন্যবস্থা । ৩। ডিলিরিয়াম্ ।
৪। ডিলিউসন্ । ৫। ইউরিমিয়া । ৬। কলিমিয়া, ইত্যাদি ।

(১)

কোল্যাপ্‌স ।

অর্থাৎ পতনাবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ ।

ভৈষজ্য তত্ত্ব ।

একোনাইট—যে কোল্যাপ্‌স বা পতনাবস্থায় জ্বংপিণ্ডের অবসন্ন-
বস্থা আস্তে আস্তে উপস্থিত হয়, তাহাতে একোনাইট বিশেষ উপযোগী । ৬৪,
১২৭ ও ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয় ।

কার্ব-ভেজিটেবিলিস্—যে রোগীর কোল্যাপ্‌ আস্তে আস্তে উপ-
স্থিত হয় (বিশেষতঃ আস্ ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগের পর) তাহাতে ইহা অতি
চমৎকার ষ্টিমুলেন্ট অর্থাৎ উত্তেজনাজনক কার্য্য করে ; এই সঙ্গে যদি উদর
ক্ষীত (পেট কাঁপা) ও মলে দুর্গন্ধ থাকে তবে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্য সকল
হইবে । যদি মল আস্ কিম্বা ভিরেট্রাম্ স্বভাবাপন্ন হয় তবে কার্ব ইহাদের
সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারে । ইহার ৩০শ শক্তি সর্বদা
ব্যবহৃত হয় । সমুদয় শরীর শীতল বা নীলবর্ণ, জিহ্বা শীতল, নাড়ী লুপ্ত, তৈদ-
ও বমন বন্ধ, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, কপালে ও গলদেশে অন্ন-অন্ন বর্ধ, এণাশ
ওপাশ ও ছট্‌কট্‌ করা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া ।

ক্যাস্কর—শরীরে শীতল বর্ধ । যদি পূর্বে কোন ঔষধ বা থাইয়া
থাকে কিম্বা অতিরিক্ত ঔষধ অধিক দ্বারা থাইয়া থাকে, এতদ্বশে যে কোন

অবস্থায় কোল্যাপ্স উপস্থিত হইলে ক্যাম্ফর একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । শোষোক্ত অবস্থায় ইহা প্রতিষেধক ঔষধের হ্রাস কার্যকারী । ৩০ শক্তি ব্যবহার দ্বারা কোল্যাপ্স অবস্থায় বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ; ওলাউঠার পতনাবস্থায় যখন অনবরত শীতল ঘর্ষ হইতে থাকে তখন ক্যাম্ফর ও মনো-ব্রোমাইড্ অব্ ক্যাম্ফর ব্যবহারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি । (অর্চৈতন্ত অবস্থার ও ডিলিরিয়াম্ ইত্যাদি বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ) ।

ন্যাজা বা কোত্রা (কোউটিয়া সর্প বিষ)—যে ঝায় বলে স্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতেছে তাহার মূল স্থান (মস্তিষ্কভাস্তর) অসাড়াবস্থাপন্ন হইয়া স্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকিলে কোত্রা নিতান্ত উপকারী । প্রায়ই স্বাসরোধ (asphyxia) হেতু (কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অবসন্নাবস্থা (syncope) হেতু তত নহে) মৃত্যু উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে কোত্রা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় । স্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট কোত্রার একটা প্রধান লক্ষণ ; এই কষ্ট মস্তিষ্কের কিম্বা স্নায়বীয় অবসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয় । হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে কিম্বা ফুসফুসের রক্তবহা নাড়ী সমস্তে রক্ত চাপ হইয়া জমিয়া যায়, তাহাতে স্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অধিকাংশ সময় উপস্থিত হয় । ওলাউঠা রোগের কোল্যাপ্স মধ্যে এই প্রকার লক্ষণ অনেক দেখা যায় । আর্সেনিক ব্যবহারে কোন ফল না পাইলে কোত্রা ব্যবহার করিবে । কোত্রার কার্য 'হাইড্রোসায়েনিক্ ঔষধের হ্রাস অতি শীঘ্র শীঘ্র দেখা যায় । শ্রদ্ধাম্পদ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয় বলেন যে, ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার দ্বারা কোল্যাপ্স অবস্থায় স্বাসরোধ হইয়া মৃত্যুর উপক্রম সময় সময় কালে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে ।

হাইড্রোসায়েনিক্-এসিড —নাড়ী বিলুপ্ত । শরীরে অনবরত শীতল ঘর্ষ, অসাড়ে মল নিঃসরণ । একদৃষ্টে বিস্ফারিত লোচনে মৃতবৎ চাহিয়া থাকা । কনীনিকা প্রসারিত । স্বাস প্রশ্বাস স্ফাতি মুহু, ধীর ও গভীরভাবে টানিয়া 'কেঁলে, এমন খাবি খাইতে থাকে (gasping) আক্ষেপযুক্ত স্বাস প্রশ্বাস, অনেকক্ষণ পরে পরে নিশ্বাস ফেলা, রোগীকে দেখিলে বোধ হয় যেন মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই ; কিংবা রোগী যেন এক প্রকার হতুমুখে প্রবেশ করিয়াছে । এমন অবস্থায় হাইড্রোসায়েনিক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে । ডাক্তার সরকার ইহাকে মৃত-সঞ্জীবনী উপাধি প্রদান করিতেও

কুণ্ঠিত নহেন । ডাক্তার বিহারিলাল ভাট্টা মহাশয়ের কয়েকটী রোগীর ঔষধ গলাফঃসারণের ক্ষমতা ছিল না, সেই অবস্থায় ইহার আত্মাণ দ্বারা তিনি তাহা-
দিগকে সঞ্জীবিত করেন ; পরিশেষে রোগীবৃ ঔষধ সেবন-ক্ষমতা জন্মে ।

লরোসিরেনেসাম্—হাইড্রোসারেনিক-এসিডের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় ;
ইহার ১ম, ২য়, ১২শ শক্তি ব্যবহার করা যায় । .

কেলি-সায়েনেটাম্—ডাঃ সানজার ইহার ২য় বা ৩য় শক্তির বিচূর্ণ
হাইড্রোসারেনিক-এসিডের দ্বারা কোন ফল না পাইলে ব্যবহার করিতে বলেন ।

ভিরেট্রাম্—ইহাঃ কোল্যাপ্স অথবা অত্যন্ত মল-নিঃসরণের দরুন
কোল্যাপ্স (কুপ্রা-আস, সিকেলি) ।

আর্সেনিক্—ইহা ভিরেট্রামের পরিবর্তে অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া
থাকে । যে পারমাণব মল নিঃসরণ হইয়াছে, কোল্যাপ্স অবস্থা তাহা হইতে
অত্যধিক হইলেও ইহা নির্দেশিত হইয়া থাকে । অস্থিরতা, এপাণ ওপাণ করা
শান্ত ও পাকস্থলীতে জ্বলা বোধ ।

কুপ্রাম্ এবং সিকেলি—হাত পায়ে অত্যন্ত ঝিল ধরা । কোল্যাপ্স
অবস্থা অত্যন্ত শিথলতা জন্ম উপস্থিত হয় । দম্ব বদ্ধ (শ্বাস-প্রশ্বাস-বন্ধ হীনশক্তি
হইয়া) অথবা দ্ব্যপিরের অসাড় অবস্থা হেতু কোল্যাপ্স ।

সিকেলি—মুখাত্যন্তর ও নাসিকা শুষ্ক ; তাহা জল সেবন দ্বারাও উপ-
শমিত বোধ হয় না । বমন হইলেই ভাল বোধ হয় । বমনে ক্লমি পড়ে ।

ট্যাবেকাম্—শরীরে শীতল ঘর্ষ । বিশেষতঃ প্রত্যেকবার বমনের পর
পাকস্থলীতে বহুগাবোধ । হাতে পায়ে শিথলতা অঙ্গ চালনা মাত্র বমনোদ্বেগ হয় ।

ল্যাকেসিস্—ইহা কোব্রার ছায় গুণবিশিষ্ট । (কোব্রাতে মানসিক
নিস্তেজ অবস্থা এবং মৃত্যু ভয় নিত্য প্রবল) । কিন্তু ল্যাকেসিসে অগ্রে
উগ্রতা হইয়া পশ্চাৎ অবসন্নাবস্থা হয় ।

অক্জেলিক এসিড্ এবং এন্টি-টার্ট—কোল্যাপ্স অবস্থায়
উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় । অক্জেলিক-এসিড্ দ্বারা কয়েকটী নিত্য
খারাপ অবস্থাপন্ন কোল্যাপ্স রোগীর আরোগ্য রুস্তান্ত কোন কোন পুস্তকে
দেখা যায় । আমাদেৱ এই ঔষধে যদিও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই ;

তথাপি ইহার ভৈষজ্য-তত্ত্ব দৃষ্টে ইহা যে এতৎসম্বন্ধে একটা প্রধান ঔষধ তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না ।

এনোনিয়া, এলেকোহল, জীথার—শ্রদ্ধাঙ্গান ডাক্তার নহেল্লানস সরকার বলেন “যখন এক সমস্ত ঔষধ অতিবিক্ত নাত্রা সেবনে কোম্পাণসের জায় বর্ষ ৩ অবসর অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন উক্ত প্রকার অবস্থায় এই সমস্ত ঔষধ “সমঃ সমঃ” শময়তি” হোনিওপ্যাথির এই মূল সূত্র অনুসারে বেন ব্যবহৃত হইবে না ? হোনিওপ্যাথির মূল সূত্রের ধর্মযুক্ত যে কোন ঔষধ হইক তাহা হোনিওপ্যাথিক চিকিৎসক নাত্রাই নিঃক্ষতিতে ব্যবহার করিতে পারেন ।” এলেকোহলের দুই চারি ফোটা নাত্রায় এবং প্রথম শক্তি দ্বারা অনেক স্থলে আনন্দা কল পাইয়াছি ।

(ডিলিরিয়াম্, অচৈতন্যাবস্থা, ওলাউঠার চিকিৎসা দেখ) ।

(২)

অচৈতন্যাবস্থা

অর্থাৎ বিনুপ্ত সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ

ভৈষজ্য-তত্ত্ব ।

ট্র্যানো—মৃত ব্যক্তির জায় অজ্ঞান, অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকা । অজ্ঞানাবৃত্ত নিজ্রা, তৎসঙ্গে কর্কর নিখাস প্রাথম এবং গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ । নাসিকা ডাকা, নাখে নাখে পা গুটাইরা থাকা মুগ্ধগুণ ব্রাউন (কটাবর্ণ) ; মুখে রক্তনিশ্চিত ফোণা । অচৈতন্য, তৎসহ জ্ঞানক্ষপ । নাসিকা ডাকিতে থাকে এবং নিয় নাচি বুগিয়া পড়ে । হস্ত পদ নোচড়াইতে থাকে । চক্ষু দুইটা ক্ষরিতে থাকে । পিউপিল বা বর্নীনিবা ওসারিত । অজ্ঞানাবস্থায় আপন নাসিকা ও কর্ণ ইত্যাদি বরদাস্ত করিতে থাকে ।

হাইয়সারেগাস—জ্ঞানশূন্য । কথার উত্তর দিতে অক্ষম । বাহ্যক্ষেণে চিনিতে পারে না । ঠিকভাবে কথার উত্তর দেয় বটে, কিন্তু পুনঃ তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে । কোন কথার উত্তর দিতে চায় না । কথার উত্তর

দ্রিত দিতে নিদ্রিত বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। নিদ্রা বা অজ্ঞানাবস্থায় বসিতে থাকে। নিদ্রার চমকিয়া উঠা।

ওপারান্ন অজ্ঞানাত, তৎসহ চক্ষু অন্ধ উন্মীলিত, শিবচক্ষু (চক্ষুর তারঙ্গী উন্মীলিত উন্মীলিত)। হী করিয়া থাকে। নিশ্বাস ওশ্বাস ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। (এপোপ্সিয়া ফিস্টার পথ এই অৱস্থা হইতে দেখা যায়)। অজ্ঞানতা সহ তৃষ্ণা; জিহ্বা পরিকল্পিত ইহা পার্শ্বদ্বয় কৃত্যাত লালবর্ণ; ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও বন্ধপথে। অজ্ঞানতাদর অসংলগ্ন কথাবার্তা। অজ্ঞানতা ও বন্ধস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ। ঘোব নিদ্রা ও তাহা হইতে জাগ্রত হইলে গ্রকার বা বনমেষ্য উত্তর হয়। রোগীকে পুনঃ পুনঃ থাকে দিলে বা কাঁকিলে কিছা উত্তেজ্যপথে ডাকিলেও জাগ্রত হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় বিদ্যমান হাঁতড়ান ও অত্যন্ত প্রকাশের কর-ক্রীড়া (দেন হাত দিয়া আকাশের মধ্যে কিছু ধরিতেছে), পর্যায়ক্রমে কখন বা অজ্ঞান কখন বা চেতন প্রাপ্ত; তৎসঙ্গে ডিলিরিয়াম, প্রাণপট্টাভি, এবং জ্বর (গার উষ্ণ) ও অজ্ঞানতা; হাঁত পা শুটাইয়া স্তূপা-কার হইয়া শয়ন।

লেন—অত্যন্ত ভাবে পড়িয়া থাকে, নাপিকা ভাবে, নড়ে চড়ে না, কখন কখন বা চক্ষু মেঘিয়া নির্মিত্য ছায় চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে। কর-ক্রীড়া (Subsultus tetanicus)। মূখমণ্ডল পিংশে বা লেঁকাশে, তন্তু শীতল। নাড়ী শক্ত দ্রুতগামী এবং ক্ষুদ্র। অজ্ঞান বা নিদ্রাবস্থায় গান করিতে থাকে এবং কথাবার্তা বলে।

ভিরেট্যান্ন—এক চক্ষু উন্মীলিত, অল্প চক্ষু অন্ধ বা দৃশ্য বৃত্তিত। পুনর্বার দৃশ্য হইয়া উঠে। কোমা ভিরিল (coma vigil); মায়ার মধ্যে ভেঁ। ভেঁ। শব্দ করে।

(কোমাপ্প বা পতনাবস্থা, ডিলিরিয়াম, ডিলউগন, ইউরিনিয়া দেখ) :-

তথাপি ইহার ভৈষজ্য-তত্ত্ব দৃষ্টে ইহা যে এতৎসম্বন্ধে একটা প্রধান ঔষধ তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না।

এমোনিয়া, এলকোহল, জৈথার—শ্রদ্ধাঙ্গণ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার বলেন “যখন এই সমস্ত ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রা সেবনে, কোম্পাশনের জায় ধর্ম ও অবসন্ন অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন উক্ত প্রকার অবস্থায় এই সমস্ত ঔষধ “সমঃ সমঃ” শমন্যতি হোমিওপ্যাথির এই মূল সূত্র অনুসারে কেন ব্যবহৃত হইবে না? হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রের ধর্মযুক্ত যে কোন ঔষধ হউক তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নাহেই নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করিতে পারেন।” এলকোহলের দুই চারি ফোটা মাত্রায় এবং প্রথম শক্তি দ্বারা অনেক স্থলে আনরা ফল পাইয়াছি।

(ডিলিরিয়াম্, অচেততাবস্থা, ওলাউটার চিকিৎসা দেখ)।

(২)

অচেততাবস্থা

অর্থাৎ বিলুপ্ত সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

ট্র্যামো—মৃত ব্যক্তির জায় অজ্ঞান, অচেতত অবস্থায় পড়িয়া থাকা। অজ্ঞানাবৃত্ত নিদ্রা, তৎসঙ্গে কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ। নাসিকা ডাকা, মাঝে মাঝে পা শুটাইয়া থাকা মুগ্ধগুণ ড্রাইন (কটাবর্ণ); মুখে রক্তমিশ্রিত ফেলা। অচেতত, তৎসহ জ্বালাপ। নাসিকা ডাকিতে থাকে এবং নিম্ন মাটী ঝুলিয়া পড়ে। হস্ত পদ মোচড়াইতে থাকে। চক্ষু দুইটা করিতে থাকে। পিউপিল বা কণীনিকা ওসারিত। অজ্ঞানাবস্থায় আপন নাসিকা ও কর্ণ ইত্যাদি করদ্বারা ধরিতে থাকে।

হাইয়সায়োগাস—জ্ঞানশূন্য। কথার উত্তর দিতে অক্ষম। কাহারোও চিনিতে পারে না। ঠিকভাবে কথার উত্তর দেয় বটে, কিন্তু পুনঃ তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। কোন কথার উত্তর দিতে চায় না। কথার উত্তর

দিতে দিতে নিদ্রিত বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। নিদ্রা বা অজ্ঞানাবস্থায় বসিতে থাকে। মিত্রার চমকিয়া উঠে।

ওপিয়াম্—অজ্ঞানাত, তৎসহ চক্ষু অন্ধ উন্মীলিত, শিবচক্ষু (চক্ষু তারঙ্গি উল্লসকে উঠিয়া যায়)। হাঁ করিয়া থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস বড় বড় শব্দযুক্ত। (এপোপ্সের ফিটের পর এই অবস্থা হইতে দেখা যায়)। অজ্ঞানতা সহ তৃষ্ণা; জিহ্বা পরিকার; ইহার পার্শ্বের কৃচ্ছাত লালবর্ণ; ওষ্ঠের শুষ্ক ও খসখসে। অজ্ঞানতানহ অসংলগ্ন কথাবার্তা। অজ্ঞানতা ও বক্ষঃস্থলে বড় বড় শব্দ। ঘোর নিদ্রা ও তাহা হইতে জাগ্রত হইলে ত্রকার বা বননেহার উদ্ভব হয়। রোগীকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিলে বা কাঁকিলে কিম্বা উচ্চঃশব্দে ডাকিলেও জাগ্রত হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় বিছানা হাঁতড়ান ও অত্যন্ত প্রকারের কর-ক্রীড়া (যেন হাত দিয়া আকাশের মধ্যে কিছু ধরিতেছে), পর্যায়ক্রমে কখন বা অজ্ঞান কখন বা চৈতন্যপ্রাপ্ত; তৎসঙ্গে ডিলিরিয়াম, ওলাপ ইত্যাদি, এবং জ্বর (গার উষ্ণ) ও অজ্ঞানতা; হাত পা শুটাইয়া স্তূপাকার হইয়া শয়ন।

বেলু—অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে, নাসিকা ডাকে, নড়ে চড়ে না, কখন কখন বা চক্ষু নেলিয়া বিস্ত্রিত হইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে। কর-ক্রীড়া (*Subsultus tenax*)। মুখমণ্ডল পিংশে বা ফেঁকাশে, হস্ত শীতল। নাড়ী শক্ত দ্রুতগামী এবং ক্ষুদ্র। অজ্ঞান বা নিদ্রাবস্থায় গান করিতে থাকে এবং কথাবার্তা বলে।

ভিরেট্রানু—এক চক্ষু উন্মীলিত, অল্প চক্ষু অন্ধ বা সম্পূর্ণ মুদ্রিত। পুনর্বার চমকিয়া উঠে। কোনা ভিন্নিল (*coma vigil*) ; মাথার মধ্যে ভেঁ ভেঁ শব্দ করে।

(কোল্যাপ্স বা পতনাবস্থা, ডিলিরিয়াম, ডিলিউসন, ইউরিমিয়া দেখ) :—

- ২। অচৈতন্ত্যাবস্থা, ৩। ডিলিরিয়াম্,
৪। ডিলিউসন, ৫। ইউরিগিয়া

ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ.

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

এসিটিক্-এসিড্—ঘোরতর বিকার (টাইফয়েড্ জ্বর)। পেটে বেদনা।
উদরাময়। পেট কাঁপা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, তৎসহ ভয়ানক ডিলিরিয়াম্। পর্যায়-
ক্রমে অচৈতন্ত্য অবস্থা এবং ডিলিরিয়াম্।

য়্যাবিসিস্টিয়াম্—বিভীষিকা দর্শন। পর্যায়ক্রমে অচৈতন্ত্য অবস্থা
এবং ভয়ানক অত্যাচারযুক্ত ডিলিরিয়াম্।

একোনাইট্—ক্রেয়ারভয়েন্স্ (অদৃশ্য এবং দূরস্থিত পদার্থ সম্বন্ধে
সর্বজ্ঞের স্থায় বলিতে সক্ষম); ডিলিরিয়াম্, (বিশেষ রাত্রিতে)। ভূতের
ভয়। মৃত্যু আসিবে বলিয়া ভয়। মৃত্যুর তারিখ নিশ্চয় করিয়া উল্লেখ
বরে। অজ্ঞান অবস্থা, অস্থিরতা এবং কৌকান। শিশু স্বীয় হস্তের মুষ্টি
কামড়াইতে থাকে।

হৃদযাসাদজনিত কোল্যাপ্স অত্যন্ত অর্থাৎ যে ক্ষুব্ধতার হৃৎপিণ্ডের কার্য
ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া অবসন্নতা উপস্থিত হয় তাহাতে একান এক উৎকৃষ্ট ঔষধ;
এইজন্য ইহা ওলাট্টা রোগের কোল্যাপ্সে ব্যবহৃত হয়। মৃত্যু সম্বন্ধে
প্রলাপ, স্বীয় মৃত্যুর তারিখ ভবিষ্যৎ বক্তার স্থায় বলিতে থাকে। রাত্রে
উন্মত্তের স্থায় বকিতে থাকে এবং বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠে ও
তৎসঙ্গে অত্যন্ত গাত্রোত্তাপ। পিউপিল্ অর্থাৎ কনীনিকা প্রসারিত অথবা
আক্ষেপযুক্ত।

ইথুজ্-সাইনোপিয়াম্—বিকারে বিভীষিকা ও মিথ্যা বিষয় দর্শন।
যেন ইন্দুর গৃহকক্ষ দোড়াইয়া যাইতেছে দেখিতে পার, এবং বিভিন্ন
কুকুর ইত্যাদি দর্শন করে। জানালা দিয়া লক্ষ্যপ্রদান করিয়া বাহিরে
পড়িতে চায়। অজ্ঞান অবস্থার পড়িয়া থাকা, কনীনিকা, প্রসারিত, চক্ষুস্থ
বিশুদ্ধাশ্রিত (শিশুদিগের)।

আগ্নিকা—অজ্ঞান। এমনভাবে বসিয়া আছে যেন কোন চিন্তা করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোন চিন্তা করে না। যেন আগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে। নিম্ন ওষ্ঠের কম্পন। কোন কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না° (ফস্ এ)। কাহারও ভালবাসা বা সহানুভূতি চায় না, বরং তাহাতে ত্যক্ত হয়। সে যেন ভাল আছে, কোন পীড়া নাই এ প্রকার ভাব (এপিস, আস')। যখন কোন কথা দ্বিজ্ঞাসা করা যায় তাহার ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরাবৃত্ত বিকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কথা বলিতে বলিতে (সমাপ্তি না হইতেই) নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে° (ব্যাপ্টি)।

অচৈতন্যাবস্থা, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি রহিত—(কন্কাশন্ অব্দি ব্রেইন অর্থাৎ মস্তিষ্কে আঘাত লাগা)। অজ্ঞানাবস্থায় মলত্যাগ (টাইফাস্ জর)। শ্বুতি বিশ্রম, যে কথা বলে তাহা পরাস্ত স্মরণ থাকে না (টাইফাস্ জর)। নানা বিষয় চিন্তা, নানা কল্পনা। ডিলিরিয়ামে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকা। নবনবদিগের ডিলিরিয়াম। চক্ষুর জল ফেলিয়া ক্রন্দন। (ক্রোধের পর)।

বিকারে বিছানা হাতড়ান। কোন ব্যক্তি তাহার নিকট আসিবেছে এবং সে তাহাকে আঘাত বা স্পর্শ করিবে এট বলিয়া ভয়। ভবসা শূন্য; সানাত্ত বিষয়েই উন্মত্ত হওয়া।° আঘাত, ক্রোধ বা ভয় হেতু পীড়া। নিতান্ত চিন্তোদ্ভিন্ন অবস্থা। স্বপ্ন পরিষ্কার,° ভয়পূর্ণ। স্বপ্নে গোরহান, শ্মশান, কাল কুকুর ও বজ্রাঘাত দর্শন করে।

এপিস্-মেলিফিকা—অজ্ঞান, অচৈতন্য ও তৎসঙ্গে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা। মূঢ়ভয়। সর্বদা কোন প্রকার বিষ-প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রাণ হারাইবে° এক্ষণে আশঙ্কা। অজ্ঞানাবস্থার নামে মাঝে তীব্র শব্দে চীৎকার করিয়া উঠা। চঠাং চীৎকার করা। হাংড্রোকেফালাস্ বা (মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় পীড়া)। সদা ক্রন্দনশীল,° অশ্রুপাত। স্তুতিবার্হিত।° কম্পন। হাইতোলা।

আর্সেনিকাম্—ধীর গতি ও অধিক দিন স্থায়ী পীড়ার সঙ্গে সাধারণ বিকার ও তৎসহ অত্যন্ত অস্থিরতা। সর্বদা শয্যা হইতে শয্যাক্কে রাইতে

চায়। একাকী থাকিতে মৃত্যু ভয়। হাইতোলা। অস্থিরতা ও কৌকান।
নিদ্রায় চমকিয়া উঠা। পুনঃ পুনঃ মুচ্ছা। ক্রান্ত অবসানাবস্থা।

এরাম্-টি—পিট্‌থটে স্বভাব। বিকরাবস্তায় নাসিকারন্ধ্রে, অঙ্গুলি
প্রবেশ করিতে থাকে। অল্প কোন স্থান অথবা শুষ্ক ওষ্ঠ খুটতে থাকে।
(স্ফাল্‌টিনা, টাইকাস জর)। অঙ্গপ্রত্যাবস্থা, অস্থিরতা, চীৎকার। সমস্ত সনর
ডিলিরিয়াম থাকে না। উর্দ্ধশাখার আক্কেপ। হাইতোলা। হাঁচি। মুখে এবং
গলার ভিতর ক্রান্ত অথবা গার চুলকান হেতু অনিদ্রা।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—সর্বদা বিশেষতঃ রায়ে ডিলিরিয়াম, অজ্ঞানতা ও
প্রলাপ। কোন এক কথায় উত্তর দিতে দিতে, বা কোন কথা শুনিতে শুনিতে
গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে (আস', হাট্‌য়স')। বোপ হয় যেন
শবীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাব সনস্ত টুকরাগুলি একত্র
করার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে। নিদ্রা যাইতে অক্ষম, কারণ ঐ টুকরাগুলি একত্র
করিতে পারিতেছে না। ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দর্শনে অস্থির। চক্ষু অর্ধ
উন্মীলিত করিয়া থাকে।

বেলাডোনা—বোরতর বিকার ও তরুতু উঠিয়া দৌড়িয়া যায়।
(ওপি)। নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করে; কাঞ্চড়ায়। কখন বা আনন্দ-
ময় আবার গরফণে গায়ে থুথু দেয়; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও তৎসঙ্গে নিদ্রা-
লুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না। হস্ত পদ কম্পন। নিদ্রাতে চমকিয়া উঠে, ভীত
হয়, কৌকাইতে থাকে; গান করে উঠে:গক্ষে কথা বলে। বহু-
কালান্তর বিষয় স্মৃতিপথাক্রম হয়। স্মৃতি-বিভ্রন। যাহা কিছু করে, তাহা
তৎক্ষণাত্‌ ভুলিয়া যায়। নানাবিধ কীট দেখে। পলায়ন করিতে চায় অথবা
কিছুর নীচে লুকাইতে চায়। অত্যন্ত কথা বলিয়া পুনরায় বোবার স্থায়
রূপ করিয়া থাকে। বিহানার কাপড় হাতড়ায়, যেন কিছু অন্বেষণ করি-
তেছে, তৎসঙ্গে স্পষ্টভাবে বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকিতে থাকে। পথ্য মা
খাইয়া চামচ্‌ কামড়াইয়া ধরে। কুকুরের স্থায় ডাকে ও শব্দ করে। কেহ
নিকটে আসিলে চমকিয়া উঠে। অতি সহজেই উত্তাক্ত হয় ও ক্রন্দন করে।
ব্যাকুলচিত্ত ও দিশাহার। মনে করে যেন তাহার মৃত্যু এই মুহূর্ত্তেই হইবে।

কিছুই তাহার নিকট সঙ্গত বোধ হয় না। নিজে নিজেই নিভান্ত ত্যক্ত। স্বপ্ন স্পষ্ট দেখে কিন্তু স্মরণ থাকে না। স্বপ্নে হত্যাকাণ্ড, রাজপথে ডাকাইত, অধিজনিত বিপদ ইত্যাদি দর্শন করে। সমস্ত শরীর ঘষ্টির ছায় শক্ত হইয়া যায়। শরীর ক্রমাবস্বে পশ্চাৎ দিকে বক্র হয়। শরীর একবার সমুখ দিকে একবার বামদিকে বক্র হইতে থাকে। মস্তক উৎক, মুখ রক্তবর্ণ তৎসহ ডিলিরিয়াম্। কায়নিক বিষয় হইতে ভয়। ভূত, প্রেত ও নৈত্য দানবাদি দর্শন। বোর বিকারে খলখল করিয়া হাসিয়া উঠে ও তৎপর দাঁত কিড়মিড় করিতে থাকে এবং লোককে কানড়াটাত কোঁ করে।

ত্রাইওনিয়া—রাত্রিতে বিকারাধিক্য; বিষয় কর্ম সম্বন্ধে ও ঘরকন্না বা সাংসারিক কাৰ্য্যাদির বিষয়ে প্রলাপ বকিতে থাকে। চক্ষু মূর্ত্তিত করিলেই বিভীষিকা দেখে। খিটখিটে স্বভাব। দ্রুত গতিতে কথা বলে। মস্তকে ভারবোধ এবং চিড়িকমারা ও চাপনবোধসহ শিরঃপীড়া। ক্রোধজনিত উপসর্গ, হঠাৎ মুচ্ছা, শব্দাশ্রয়ী অবস্থা। পুনঃ পুনঃ হাইতোলা। শয্যা হইতে উঠিতে মুচ্ছা। নানাবিধ চিন্তা। রাত্রিতে অস্থিরতা, ভয়াবহ স্বপ্ন। নিদ্রা-বেশ মাত্র চমকিয়া উঠা। এমন ভাবে মুখ নাড়িতে থাকে যেন কিছু চর্চণ করিতেছে।

ক্যাফর—রাত্রে বিকার। নিদ্রালুতা ও মূছ জর। মস্তক ভার ও উদ্ভাপযুক্ত ও তৎসঙ্গে শরীরে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম। রাত্রিতে অন্ন অন্ন জর এবং ডিলিরিয়াম্। স্মৃতিবিভ্রম। শরীরাত্যস্তরে কম্প। অত্যন্ত অবসন্নাবস্থা। হিমাদ্র। ভয়ানক স্বপ্ন। পর্যায়ক্রমে অজ্ঞান অবস্থা ও অনিদ্রা।

ওলাউঠা রোগের কোলাপ্স অবস্থায় ইহার ত্রয় শক্তি, কিংবা উচ্চ শক্তি ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পূর্বে কোন ঔষধ না খাইয়া থাকিলে কিংবা অত্যধিক ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন হেতু কোলাপ্স অবস্থায়, ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অত্যধিক মাত্রায় অত্যন্ত ঔষধ সেবন করিলে প্রতিবেদক ঔষধের ছায় কাণ্ড করে।

কাস্থারিস্—স্বোরতর বিকার ও তৎসঙ্গে ক্রন্দন। কুকুরের ছায় ভাকা। প্রহার করা। মস্তিষ্কের গোলযোগ। ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা। শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ হস্ত পদে। হঠাৎ জ্ঞানহার, মুখ রক্তবর্ণ (ক্লেমেন্টাইন)।

অত্যাচারণীল ডিলিরিয়াম্। খিটুখিটে স্বভাব, কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট নহে। জ্বর চত্ৰ, বলে যে, সে বাঁচিবে না। জ্বর হয় ও তৎসঙ্গে ক্রন্দন করে। খেউ খেউ করিয়া উঠে এবং কামড়াইতে চায়; এতাদৃশ অবস্থা জলপান করিতে চেষ্টা করিলে কিবা চক্ষে আলো লাগিলেই পুনঃ উপস্থিত হয়। অস্থির অবস্থা। বিভীষিকা দর্শন।

চায়না—রক্তস্রাবের পর ডিলিরিয়াম বা বিকার। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই মস্তিষ্কের আকৃতি সকল দেখিতে পায়। বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িতে চায়। আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা; কিন্তু সাহস পায় না। গালাগালি দেয়। অবাধ্য; যাহা ইচ্ছা খাইতে চায়।

কল্টিকাম্—শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে বিকার। যদিচ ঠিক উত্তর দেয় বটে, তত্রাচ জ্ঞান যেন মেঘাচ্ছন্ন বোধ হয়। কদাচিত্ স্বভাব খিটুখিটে, কিছুমাত্র বোধ শক্তি নাই, সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থা। চিং হইয়া শয়ন। নিতান্ত অবসন্নাবস্থা। হঠাৎ হর্কলাবস্থা। নিজায় বিপ্র দেখিয়া চমকিয়া উঠা। স্বভাব প্রায়ই আনন্দপূর্ণ; অথবা হুঃখিত; কিন্তু কদাচ খিটুখিটে নহে।

কুপ্রাম্ মেটা—বিকার। কেহ নিকটে আসিলে তাহাকে দেখিয়াই যেন ভয় পায় এবং জড়সড় হইতে চায়। অত্যন্ত ভয়যুক্ত। অস্থির এবং আছাড়, পিছাড়, করিতে থাকে। কামড়ান ও প্রহার করা স্বভাব। কোন বস্তু হাতে গড়িলে দুইখণ্ড করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলে। ক্রন্দনশীল। যাহা কখন বলিতে ইচ্ছা করে নাই এমন কথা বলিয়া ফেলে (এপেনপ্লেক্সি রোগের পূর্ব লক্ষণ); বুদ্ধি বৃদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ নহে; পলায়ন করিতে ইচ্ছা, পরিবর্তনশীল স্বভাব; ইন্দ্রিয় সমস্ত তীক্ষ্ণ (অত্যন্ত)। ইন্দ্রিয় সকল সামান্য তীক্ষ্ণ; অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ করনা। উপড় হইয়া পেটে নির্ভর করিয়া শয়ন।

জেলুসিমিয়াম্—নিদ্রাবস্থার প্রলাপ। অর্ধ জাগরিত ও তৎসঙ্গে বিশৃঙ্খল বাক্য-প্রয়োগ। নিজায় সঞ্চার যত্নেই বিকার ও প্রলাপ (ল্যাব্রি)। অত্যন্ত কথা বল। কাটাগেপটিক্ রোগগ্রস্তের স্ত্রীর অঙ্গ-সঞ্চালন-ক্রিয়া তত্ত্বিত; তৎসঙ্গে কনীনিকা প্রসারিত এবং চক্ষু মুদ্রিত থাকে বটে, কিন্তু জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। নিদ্রাবস্থার ডিলিরিয়াম্। অর্ধ জাগ্রত

তৎসঙ্গে অসংলগ্ন কথাবার্তা। একাকী থাকিতে ইচ্ছা, তৎসঙ্গে থিৎথিটে স্বভাব। পচালপাড়া; চক্ষুস্বয় উজ্জল যেন লশাট ভেদ করিয়া ছুটয়া পড়িবে; অর। যত্ন ভয়। মানসিক পরিশ্রমে নিতান্ত অক্ষম; নাড়ী বিলুপ্ত প্রায়।

হাইয়সায়েমাস্—যখন কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানতা ও বিকার পুনরায় আবির্ভূত হইয়া পড়ে। জাগ্রত অবস্থাতেই বিকার; বিষয়কর্ম ও ঘরকর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা। কালনিক বস্তুর ভয়। অস্পষ্ট বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা। কোন কাজ করার জন্ত নিতান্ত উত্তত ইচ্ছা। অচৈতন্য অবস্থা, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কাহাকেও চিনিতে পারে না। অসংলগ্ন উত্তর দেয়। চিন্তা করিতে অক্ষম। এমন ব্যক্তিকে চক্ষে দেখিতে পায়, যে নিকটে উপস্থিত নাই কিংবা কখন ছিল না। মনে করে সে যেন কোন অযথা স্থানে উপস্থিত। জাগ্রত অবস্থাতেই ডিলিরিয়াম্। আলো এবং জনতা ভালবাসে না। বিত্রী হাসি। প্রত্যেক বিষয়েই হাস্য। পর্যায়ক্রমে একবার কান্না একবার হাসি। শরীর উলঙ্গ করে; বিশেষতঃ জননেজিয়। হঠাৎ কান্না, বা চীৎকার। বিছানা খোঁটা (৪৯, ৫০, ৫৭ প্যারা—২২৯ ও ৩০০ পৃষ্ঠায় দেখ), করজোড়া। (বিছানা খোঁটা নহে)। শয্যা হইতে শয্যাস্তরে যাইতে ইচ্ছা। অস্থিরতা। বিছানা হইতে লাফিয়া পড়া। দৌড়িয়া মাইবার চেঁচা। পাগলের ছায় অবস্থা। নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে গালাগালি দেয় কিংবা আঘাত করে; কেহ কথা বলিলে তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। কন্ভালশনের পর ভয়। অচৈতন্য এবং তন্দ্রা-যুক্ত। কথা বলিতে বলিতে নিদ্রাচ্ছন্ন। কন্ভালশনের সহ গাড় নিদ্রা। অনিদ্রা, অথবা নিদ্রা যাইতে অক্ষম। নিদ্রান্তে চোঁচিয়া উঠা। চিং হইয়া শুইয়া থাকে। হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া পুনরায় শয়ন করে। চীৎকার করিয়া ভয়ে জগিয়া উঠা। স্বপ্নদর্শন। রমণ বিষয়ে স্বপ্নদর্শন। ঔষধ খাইতে দিলে তাহা থুথু করিয়া ফেলিয়া দেয়।

হেলেবোরাস—সম্পূর্ণ অজ্ঞান। স্থিতিবিভ্রম। মানসিক ক্রমতা ন্যূন। ভাবশূন্য দৃষ্টি। ডিলিরিয়াম্। পুনঃ পুনঃ চোঁচ খোঁচা এবং কাপড় খোঁচা। কোঁকান এবং শোকপ্রকাশক কান্না। মেনিন্জাইটিস এবং হাইড্রোকেফালস (মস্তিষ্কাত্তরে জলসঞ্চয়) নামক পীড়ার সঙ্গে পুনঃ পুনঃ চীৎ-

কায় ; (মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, তরুণ রোগ হইলে—এন্টি-টার্ট ও ফস্ফরাস নিত্যন্ত উপকারী, যদি এই সঙ্গে গাত্রে পূজ্বন্ত ইরাপশন্ থাকে তবে এন্টি-টার্ট বিশেষ ফলপ্রদ হইবে)। পলাইতে চেষ্টা। বিমর্ষ। খিট্‌খিটে স্বভাব। তাক্ত করা ভালবাসে না। শব্দ করিলে বা কোন প্রকার শব্দ বা চমক লাগিলে ফিট (fit) স্বপ্ন হয়। একাকী থাকিলে নিজা আইসে ; তন্দ্রা, জাগ্রত করা যায় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না (টাইফয়েড জরে)। তন্দ্রা মধ্যে চীৎকার করিয়া এবং চমকিয়া উঠে। স্বপ্নদেখে বটে, কিন্তু স্বরণ থাকে না। নিদ্রাবস্থায় শাংসপেশী সমস্ত মোচড়াইতে থাকে।

ল্যাকেসিস্—সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য। সে (স্ত্রী) ভয়ে অস্থির যেন চির জীবন তাহাকে কষ্টে থাকিতে হইবে। রাত্রে প্রলাপ ও বিকার। বিড়্‌বিড় করিয়া বকিতে থাকে। নিজালু। মুখ রক্তবর্ণ। ধীরে ধীরে কষ্টে বাক্য-নিসরণ। গান করে, শিশু দেয় ও নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। আত্মহত্যার ইচ্ছা ; নীচের মাটী শিথিল হইয়া পড়িয়া যায়। অত্যন্ত কথা বলা। ঔষধকে বিষ বলিয়া মনে করে। বিকারে অত্যন্ত বকিতে থাকে এবং এক বিষয়ের কথা কহিতে কহিতে অল্প বিষয় আরম্ভ করে। অত্যন্ত পর্যবেক্ষণ, অতিরিক্ত শ্রম, অত্যন্ত শ্রাব ও অতিশয় অধ্যয়ন হেতু ডিলিরিয়াম্। মৃত্যুভয়। শব্দায় যাইতে ভয় পায়। নিজে মনে করে যে, সে মরিয়াছে ; অজ্ঞানতা ও তৎসঙ্গে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকা। বিভীষিকার নানাবিধ ভয়ানক মূর্তি দর্শন।

ল্যাকুনাঙ্কিস্—বিকারে বকিতে থাকে। চক্ষু উজ্জ্বল। গালের কতকভাগ রক্তবর্ণ। অরসহ অনিদ্রা। অরের সময় কষ্টকর স্বপ্নদর্শন।

লাইকোপোডিয়াম্—নিজালুতা। প্রলাপ। একটা ইচ্ছা বা চিন্তা প্রকৃত কথা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না, তজ্জন্ত অল্প প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকে (ভাবে এক, বলে আর)।

মার্ক-বাইজোডেটাস্—বিকার ও তৎসঙ্গে মুখগহ্বরে এবং টন্সিলে ক্ষত এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর।

মাক্স-ইন্সেক্টা—প্রলাপ। অত্যন্ত মাথাধোরা। নানা প্রকার মুখভঙ্গী। উচ্চৈঃস্বরে নানা প্রকার অস্ত্রার কথা বলা। অনিদ্রা। হস্ত প্রত্যেক জিনিসই যেন পরিহাসযোগ্য বোধ হয়। আপনা আগনি উচ্চৈঃস্বরে বকিতে

থাকে। অজ্ঞান চেতনাশূন্য। অনিবার্য নিদ্রা। মানসিক উত্তেজনায় পর, বিশেষতঃ রক্তঃস্রাব পর অচেততাবস্থা। দুর্বল স্মৃতিশক্তি। অসংলগ্ন উত্তর। সময় অতি ধীরে ধীরে চলিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। ক্রন্দনশীলতা।

ওপিয়াম্—মূহ অথবা প্রবল বিকার ও তৎসহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা, হান্ত, পলাইতে চেষ্টা। ভেনাস্ বা শিরাস্ রক্তাধিক্য ও মুখ কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ। মনে করে যেন শরীরের প্রত্যেক সকল অত্যন্ত বড় হইয়াছে। মনে হয় সে যেন বাড়ীতে নাই। অচেতন্ত ; চক্ষুঃ চক্চকে ও অন্ধ উন্মীলিত। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। *বোর অজ্ঞান অবস্থা। *বিকারযুক্ত প্রলাপ। চক্ষুঃ বিস্ফারিত এবং মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও ফুলো ফুলো। অচেতন্ত অবস্থা তৎসঙ্গে নাকডাকা। জীবজন্তু দর্শন। মুখমণ্ডলে ভয়ের লক্ষণ। খিট্‌খিটে স্বভাব। আনন্দ, ভয়, ক্রোধ, লজ্জা হেতু পীড়া। ভয় পাওয়ার, পরেও ভয় ভয় ভাব মনে থাকে। অসাড়ে মূত্রতাগ। নিদ্রাবস্থায় বিছানা খোঁটা। অনিদ্রা ও তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি ; বড়ির টক্‌টক্‌ শব্দ এবং দূরস্থ কুকুট-কণ্ঠস্বর হেতু নিদ্রা বাইতে পারে না।

মস্তক অত্যন্ত গরম ; হস্তপদ শীতল। নাড়ী বিলুপ্ত-প্রায় ; মুখব্যাদান করিয়া নাসিকা ডাকা। গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া, প্রাতঃসময়ে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। কথা বলিতে পারে না ; সংজ্ঞাশূন্য ; ডাকিলে চৈতন্ত হয় না, টাইকয়েড্‌, অরে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য এবং প্যাংগলিসিস্‌ অর্থাৎ পক্ষাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা।

ফস্‌ফরিক্‌ এসিড্—শাস্ত্ৰভাব ; , বিকার ও তৎসহ অজ্ঞান অবস্থা ও মস্তক যেন অসাড়। নিরোধের ছায় বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বিকারে বকিতে থাকে। অচেতন্ত এমন কি চিমটি কাটিলে টের পায় না।

ফস্‌ফরাস্—অচেতন্ত, ডিলিরিয়াম্‌, যেন হস্ত দ্বারা আকাশে কিছু ধরিতেছে। ভয়পূর্ণ, যেন দেখিতে পায় কোন জন্তু হামাগুড়ি দিয়া ঘরের মেজিয়াতে আসিতেছে। অজ্ঞানাবস্থা ; মস্তকে জ্বালা ও উষ্ণ বোধ, বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া ডিলিরিয়ামে বকিতে থাকে (নিউমোনিয়া)

পাডোফাইলাম্—বিকারে অরেক্ষসময় বকিতে থাকে।

ট্রাস্-টক্‌স্—বিকার ও আপনাপনি প্রলাপ বকা। মানসিক ক্রিয়া ধীর গতিবিশিষ্ট এবং কষ্টকর। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু অতি ধীরে, কখনও বা অতি ত্রস্ততার সহিত (ব্রাই—ত্রস্ত কথা বলে।

হিপার—ত্রস্ত কথা বলে এবং তাড়াতাড়ি কিছু পান করিয়া ফেলে)। মূত্র ও অবসন্নতাব্যক্ত প্রলাপ (লো ডিলিরিয়াম্)। সে মনে করৈ মাঠে বেড়াইতেছে অথবা অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেছে।

প্ট্যামোনিয়াম্—বিকারে বকে, গালাগালি করে ও হাসিতে থাকে এবং শিশু দেয় ও চীৎকার করে। সর্বদা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হস্ত, পদ এবং শরীর বিকীভাবে যেন নৃত্য করে। জলাতঙ্ক; জল বা মর্ষণাদি কোন উজ্জল পদার্থ দৃষ্টি মাত্র কন্ভালশন্ উপস্থিত হয়। চীৎকার করে; কামড়ায়; মুখ শুষ্ক; কনীনিকা প্রসারিত; অচেতনাবস্থা। ঈদন্ত পদার্থই বক্রভাবাপন্ন দেখে। বিকারে সুদৃশ্যভাবে নানাপ্রকার অজ্ঞভঙ্গী করিতে থাকে। রোগিণী বুঝিতে পারে তাঁহার মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক হইয়াছে। বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িতে চায়। অতিবেগে নিশ্বাস টানিয়া ফেলিতে থাকে। হস্ত পদ কম্পন; অচেতন অবস্থা; আক্ষেপ; পরে নাসিকা ডাকিতে থাকে। জ্ঞানশূন্য; নিম্ন মাড়ী ঝুলিয়া পড়ে। হস্ত পদের আক্ষেপ। চক্ষুর কোটরে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে। কনীনিকা প্রসারিত। উদ্দেশ্যহীন হইয়া হস্ত দ্বারা নাসিকা কণ ইত্যাদি ধরিতে থাকে। জল গলাধঃকরণ করিতে পারে না। নিদ্রা হইতে ভয় পাইয়া জাগরিত হয়; ভয়ে চীৎকার করিতে থাকে; কাহাকেও চিনিতে পারে না; বাহাকে নিকটে পায় তখন তাহাকে জড়াইয়া ধরে (শিশু)। ভূতাদি দর্শন, নানাপ্রকার বাক্য শ্রবণ, অপরিচিত বিদেশীয় লোক দেখা; অথবা বিভীষিকা দেখিতে পায়; অস্ত্র সকল যেন ঘরের এপাশ হইতে ওপাশে লাফাইয়া যাইতেছে কিম্বা তাহার পানে দৌড়াইয়া আসিতেছে। নানাপ্রকার কাল্পনিক ভাব। আপন শরীর সুদীর্ঘ, দ্বিগুণ দেখে, অথবা শরীরের অর্দ্ধেক যেন কাটিয়া ফেলিয়াছে দেখিতে পায়। প্রেত-আত্মার সহিত কথাবার্তা বলে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয় ও স্তব আদি পাঠ করে। ডিলিরিয়াম, তজ্জঙ্ঘ লুকাইতে চায় অথবা পলাইতে চেষ্টা করে। অত্যন্ত কণ্ঠ বলে। হাস্য করে। নিজের হস্ত দ্বারা মস্তক ধরে। দুই চক্ষু বিস্তারিত। রাত্রিতে সন্দর্ভ ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। বিদেশীয় ভাষায় কথাবার্তা বলে (টাইকয়েড্ জর)। জরের শীতাবস্থার মূখ হইতে লালানিঃসরণ। অজ্ঞান অবস্থার ও পলার ভিতর বড় বড় শব্দ। মুখে রক্ত-মিশ্রিত ফেনা।

ভিন্নাট-এলব্—বিকার। গভীর নিদ্রালুতা। অস্থিরতা ও তৃষ্ণা।
পায়ে খিলধরা। গাত্রের শীতল ঘর্ষ ও চিট্‌মিট্‌ করা। নাড়ী অসম। শীঘ্র শীঘ্র
বকে। ঘর্ষ সম্বন্ধে অত্যন্ত কথাবার্তা। কখনও সত্য বলে না। ডিলিরিয়াম্
ব্যতীত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না। স্বপ্নে জলে ডোবা ও কুকুরে কামড়ান
দেখে। পরনিন্দায় তৎপর। একাকী থাকিতে ভয়। নিজেকে বড়লোক বলিয়া
মনে করে। ত্যক্ত করিলে চুটে ও গালাগালি দেয়। ভয়; চমকিয়া
উঠা; দৌড়িতে চায় ও চীৎকার করে। ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, সহজে
ভয়প্রাপ্তি, কঁোকান, নীরবে ক্রন্দন। ডিলিরিয়াম্ (নীরবে ও গ্রাহশূন্য);
মুখ নীলবর্ণ (টাইফয়েড্‌ জ্বর)। মুচ্ছা, অসাড়ে মলত্যাগ। গোরব বা
সন্ধান নষ্ট হেতু পীড়া।

জিঙ্কাম্—বিকারে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা করে। বিক্ষা-
রিত নয়নে চাহিয়া থাকে। সর্কদা হস্তকম্পন এবং হস্ত পদ ঠাণ্ডা।

এগারিকাস্—উপযুক্ত কথা না জোড়াইতে পারিয়া ভুল কথা ব্যবহার
করে। রাত্রিতে অনিদ্রা। মস্তিকে তাঁর বোধ, যেন কোন মাদক দ্রব্য সেবন
করিয়াছে। প্রকুল্লতা। পদ বলিতে থাকে। গান করে। কথা কয়, কিন্তু
কথার উত্তর দেয় না। বিকারে নানা প্রকার বল প্রকাশ করিতে থাকে।
প্রলাপ এবং বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকা এবং স্বপ্নের উপর মন্তক আনিয়া রাখে
দস্তোদগম হেতু জরে অজ্ঞান ও অট্টেতত্ত্ব। চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত, লাদা ভাগ
মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাস তন্ত এবং ঘন ঘন কিন্তু প্রায়ই
দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া পরিত্যাগ করে এবং তাহাতে শাখা সমস্তে মোড়ান
ভাবে কনুভাল্‌শন্ বা আক্ষেপ দেখা যায়।

ডিলিরিয়াম্‌ ইত্যাদি সম্বন্ধে

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা

} :-

রক্তাধিক্য হেতু ডিলিরিয়াম্‌ হইলে অনেকে মস্তকে বরফ অভাবে শীতল
জল প্রয়োগ করেন, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু মস্তিকে
রক্তাশ্লতা বা ক্ষীণরক্ত হেতু ডিলিরিয়াম্‌ হইলে সেখানে জলপটী ব্যবহার কর্তব্য
নহে। অনেকে গ্রীবাদেশে 'মাষ্টার্ড ষ্ট্রিপ' ডিলিরিয়াম্‌ ও সঙ্কটাবস্থায়
ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ঘোরসারিপাণ্ডিক বিকারজনিত চিকিৎসা।

স্বল্পে শক্তি-ব্যবহা ইত্যাদি

} :-

ঔষধ বিশেষরূপে নির্ধারিত করিয়া প্রথমে ৩০খ শক্তি দিবে। তাহাতে উপকার না প্রাপ্ত হও তবে দুই একমাত্রা ২০০ শত শক্তি দিয়া দেখিবে। তাহাতে উপকার না পাইলে ৩য় শক্তি কিংবা ১ম শক্তি অথবা মূল আরক (মাদার টিংচার) ব্যবহারে অবশ্য উপকার পাইবে। আমি প্রথমে নিম্ন শক্তিই ব্যবহার করি। ইহা স্মরণ রাখিবে, যদি ঔষধবিশেষে তাহার প্রতিপোষক ঔষধ প্রয়োজন হয় তবে তাহা (পূর্বে বা পরে যথা ব্যবস্থা) প্রয়োগ করিয়া নিবে। শারীরিক বিশেষ কোন ধর্ম হেতু ঔষধের ফল না দেখিলে সালফার, সিনা, হিপার সালফ ইত্যাদি অগ্রে ব্যবহার করিবে। দরকার হইলে মাদার টিংচার এক ফোঁটা হইতে তিন চারি ফোঁটা পর্যন্ত দেওয়া যায়। ৭২ বৎসর বয়স্ক একটা স্ত্রীলোকের ডিলিরিয়ামে “ঘরকমা স্বল্পে কথাবার্তা” “কাহাকে চিনিতে না পারা” “জাগ্রত অবস্থার ডিলিরিয়াম” “দৌড়িয়া বাইবার” চেষ্টা এই কয়েকটা লক্ষণ দৃষ্টে হাইরসারেমাসের মাদার টিংচার পাঁচ ফোঁটা মাত্রা দুই ডোজ ঔষধ ব্যবহার করিয়াই আশ্চর্য ফল পাইয়াছিলাম।

ঘোর সারিপাণ্ডিক বিকার অবস্থার যদি প্রকৃত ঔষধ নির্ধারিত করিয়া প্রয়োগ করিতে পার তবে দেখিতে পাইবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কি আশ্চর্য ক্ষমতা। আমি এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ১৫ মিনিট মধ্যে ঔষধের ফল স্বচক্ষে অসংখ্যবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই ঔষধের আশ্চর্য ফল একবার নিজচক্ষে দর্শন করিলে আর ভুলিতে পারিবে না।

যিনি স্বচক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া উৎকট ব্যাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি শপথ করিয়া এ কথা বলিতে সক্ষম হইবেন না যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফল এত শীঘ্র দেখা যায় যে, অল্প কোন মতের চিকিৎসার এ প্রকার কেহ কখন দেখেন নাই। আমার এই কথা অতুষ্টি মনে করিবেন না। আমি হোমিওপ্যাথি মর্ড গ্রহণের পূর্বে যখন অজ্ঞাত হোমিওপ্যাথ মহাশয়ের ইহার ঔষধের ক্রিয়া স্বল্পে এই প্রকার কথা বলিতেন, তখন আমি মনে করিতাম তাহার গল্প কথা বলিতেছেন; কার্যতঃ এতাদৃশ নহে। কিন্তু এইক্ষণ দেখিতে পাই তাহাদের কথা নিতান্ত সত্য। এমন অনেক সময়

হইয়াছে যে, ঘোর বিকারাদি সঙ্কট অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ মাত্র বৎসামাত্র সময় মধ্যে ঔষধের অঙ্কুরিত ক্রিয়া প্রকাশ হইয়াছে ; বাঁহারী নিকটে ছিলেন তাঁহার ভোজের বাজী বা মস্তুর মোহিনী শক্তির জ্বার ইহার ক্ষমতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন ; তাঁহাদের নিকট আর কাহার সাধ্য যে হোমিওপ্যাথির নিন্দাবাদ করে, ব্যাধির বেগ কত প্রবল হইবে ঔষধের ক্রিয়া ততই শীঘ্র ফলপ্রদ হয় ; নতুবা ইহার ঔষধ কত কখন স্বীকার করিতুনা, কারণ প্রাচীন ব্যাধিতে ইহা নিশ্চয় বলা নিতান্ত কঠিন যে, “স্বভাব” আপনি আরোগ্য করিল কিবা ঔষধে আরোগ্য করিল। বিকারাদি উৎকট অবস্থায় হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য ফল দেখিয়াই অনেকে ইহার দাস হইয়া পড়িয়াছেন। এহলে একটা রোগীর কথা নিম্নে উল্লেখ করিলাম, একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন :-

হর্গাচরণ সাহার স্ত্রী, বয়স ১৮ বৎসর, নিবাস পাবনা। ১৬ দিনের অরের পরে বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সর্বদা জাগত ও জ্ঞানহারা, নিজা মাত্র নাই। ডিলিরিয়ামে স্থির। পাবনার গবর্ণমেন্ট হাঁসপাতালের নেটিভ ডাক্তার মহাশয়ের চিকিৎসাধীন ছিল। তিনি ইহার নিজা জ্ঞান কতবার হাইড্রেট-অব-ক্লোরাল এবং ব্রোমাইড অব পটাশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগিণীর নিজা আসিল না। বরং অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে চলিল। রোগিণীর নিকটে কাহারও উপবেশন দায় হইয়া উঠিল, কারণ সে বাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই কামড়াইয়া ধরে। কুসংস্কারযুক্ত লোকেরা মনে করিল সে ভূতগ্রস্ত হইয়াছে। অরের ১৭ দিনের দিন এই রোগী আমার চিকিৎসাধীন হইল। দেখিলাম রোগিণী সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্তা, নিজা নাই আত্মীয়স্বজনকে চিনিতে পারে না, বাহাকে নিকটে দেখে তাহাকেই কামড়াইতে চেষ্টা পায়। এই কামড়ান লক্ষণ দৃষ্টে আমি তাহাকে বেলে তরু শক্তি দিলাম। ইহার এক মাত্রা সেবনের পরই রোগিণী নিতান্ত সুস্থির হইয়া পড়িল ও নিজা আসিল। প্রায় আধ ঘণ্টা নিদ্রার পর রোগিণী চৈতন্য লাভ করিল ; আর সে প্রকার বিকারভাব নাই, অনেক সুস্থতা লাভ করিয়াছে। পুনরায় আর একমাত্রা “বেল” দেওয়াতে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল ; আমাকে দেখিয়া রোগিণী মাথায় ঘোঁটা দিল। এই সঙ্গে রোগিণীর অরও ত্যাগ পাইল। পরদিন হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু ভাকাকে দেখিতে আসিয়া জতি আশ্চর্য বোধ করিলেন, এবং

আমাকে নিত্যন্ত সমুৎসুক চিন্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কোন ঔষধ দ্বারা এত ফল দর্শাইলেন? আমি তাঁহাকে ঔষধের নাম বলিলাম। তিনি মুক্তকণ্ঠে এমন স্থলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ গুণের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না।

মানসিক অস্থিরতা।

১। মানসিক অস্থিরতা—সময় সময় এই লক্ষণ এত প্রবল হয় যে ইহার বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক হইয়া উঠে :—(১) একোন, আর্স, অরা, বেল, ক্যামো, ডিজি, মার্ক, নাক্স-ড, পাল্‌স্, ভিরাট্; (২) এলাম্, এনাকা, ব্যারাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ড, ককিউ, কুপ্রা, গ্র্যাফা, হাইয়ন্স, ইয়ে, লাইকো, নাইট্-এসি, হ্রাস্, সিপি, স্পাইজি, স্পজি, সাল্‌ফা এই রোগের প্রধান ঔষধ।

২। বৃক্কের ভিতর অস্থির ভাব হইয়া মানসিক অস্থিরতা হইলে—(১) একোন, আর্স, অরা, ইপিকা, পাল্‌স্, ভিরাট্, * ষ্ট্যানাং; (২) ক্যাক্টা, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ড, ডিজি, স্পাইজি।

৩। পাকস্থলীর অথবা উদরের কোন প্রকার অসুখ হেতু হইলে—(১) আর্স, ক্যাল্‌ক, কুপ্রা, জাট্রা, * নাক্স-ড, পাল্‌স্, ভিরাট্; (২) বেল, ক্যামো, কার্ব-ড, ককিউ, লরোসি, লাইকো, জাট্রা-মিউ, ষ্ট্যানা, থুজা।

৪। হৃৎপিণ্ডের কোন অসুখ হেতু হইলে—(১) * একোন, * আর্স, অরা, * ক্যাক্টা, ডিজি, পাল্‌স্, * লাইজি; (২) স্পজি, ক্যামো, সিলিনি, জেল্‌স্, লাইকোপা, নাইট্-এসি, কস্, ভিরাট্-ডি।

৫। হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্ অর্থাৎ রোগোন্মত্ততা হেতু হইলে—(১) একোন, আর্স, ক্যাল্‌কে, ডিজি, * ল্যাকে, জাট্রা, * নাক্স-ড, (২) ইন্ডিউ, এলাম্, এনাকা, বেল, ককিউ, ক্যামো, কোনা, লাইপ্রি, গ্র্যাফা, বেল, হিপা, ইয়ে, আইরিস, ল্যাকে, লেন্টা, লাইকো, মার্ক, মক্সাস্, নাইট্-এসি, পডো, পাল্‌স্, সিপি, ষ্ট্যানাং।

৬। হিষ্টিরিয়া হেতু হইলে—(১) একোন, সিকিউ, ককিউ, কোনা, ক্রোকা, সাইপ্রি, হাইয়স, ইথে, মক্স, * নাক্স-ভ ; (২) এলিট্রা, বেল, ক্যাল্‌ক, কষ্ট, কলোসি, * জেল্‌স, হাইয়স, ম্যাথে-মিউ, নাইট্র-এসি, নাক্স-ম, ফস্‌, সাইলি, ভিরাট্‌।

৭। মস্তিষ্কে বোধ শক্তির অত্যন্ত আধিক্য হেতু হইলে—
একোন, * বেল, * হাইয়স, * ল্যাকনান, মার্ক, নাক্স-ভ, ভিরাট্‌।

নানাবিধ স্বভাব ও বিকৃত মানসিক অবস্থা ইত্যাদি ।

১। এই অধিকারে—(১) অরা, বেল, হাইয়স, ইথে, ল্যাকে, লাইকো, ফস্‌, ফস্‌-এসি, প্লাটি, পাল্‌স্‌, সিপি, ট্র্যামো, ভিরেট্রা ; (২) একোন, এনাকা, আস্‌, ক্যাম্ব্‌কা, কষ্ট, ক্যামো, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হেলো, মার্ক, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ওপি, হ্রাস, সাইলি, সাল্‌ফা ; (৩) এন্টি, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যানা, ক্যাহা, চারনা, সিনা, ককি, কুপ্রা, হিপা, ট্যানা, ট্যাকি, প্রধান ঔষধ ।

২। ব্যাকুলতা এবং মানসিক অস্থিরতা—(১) আস্‌, পাল্‌স্‌, ভিরেট্রা ; (২) একোন, আর্শি, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্‌ভ-ভ, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইথে, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, ফস্‌, হ্রাস, সেধ্‌, স্পাইজি, স্পজি, সাল্‌ফা ।

৩। ভয় এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা—একোন, এনাকা, আস্‌, ব্যারাইটা, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে কষ্ট, সিকুটা, ককিউ, গ্র্যাফা, হিপা, হাইয়স, ল্যাকে, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, সাল্‌ফ্‌-এসি, ভিরেট্রা ।

৪। হিতাহিত ও সদস্য জ্ঞানের মন্দ অবস্থা জন্য মান-
সিক অস্থিরতা—এলাম্‌, এমোনি, আস্‌, অরা, কার্‌ভ-ভ, সিনা, ককিউ, কোনা, সাইক্রে, ডিজি, ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স্‌, সাইলি, ট্র্যামো, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা ।

৫। মানসিক ব্যাকুলতা হেতু স্থান হইতে স্থানান্তরে
পরিচালিত হয়—একোন, আস্‌, অরা, বেল, ব্রাই, ক্যাহা, কার্‌ভ-ভ,

কলোসি, কুপ্রা, ড্রুসি, গ্র্যাফা, হাইয়স, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, প্লাটি, পাল্‌স, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যাকি, ভিরেট্র।

উদ্ভ্যক্ত স্বভাববিশিষ্ট—(১) আস, ক্যাল্‌কা, কষ্টি, ক্যামো, ইয়ে, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সিপি, সাল্‌ফা, (২) একোন, এলাম, অরা, বেল্‌, ব্রাই, চায়না, কোনা গ্র্যাফা, হিপা, ল্যাকে, জাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্‌-এসি, প্লাটি, ষ্ট্যাকি, জিক্‌, সিপি, স্পাইজি।

৭। খিট্‌খিটে স্বভাব—(১) আস, ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, জাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্‌, পাল্‌স, ষ্ট্যাকি, সাল্‌ফা; আর্নি, অরা, বেল্‌, ক্যামো, চায়না, ককিউ, হিপা, ইয়ে, লাইকো, মার্ক, জাট্রা, পিট্রো, ফস্‌-এসি, প্লাটি, সিপি, স্পাইজি।

৮। ক্রোধশীল স্বভাব—(১) অরা, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যামো, কষ্টি, হিপা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস্‌, সাল্‌ফা; (২) আর্নি, আস, ক্যাপ্‌সি, চায়না, ক্রোকা, গ্র্যাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে, জাট্রা-মি, পিট্রো, সিপি, সাইলি।

৯। সন্দেহ এবং অবিশ্বাস—(১) ব্যারাই, কষ্টি, সিকিউ, হাই-য়স, লাইকো, পাল্‌স; (২) এনাকা, এন্টি, অরা, বেল্‌, ক্যামো, ড্রুসি, হেল, ল্যাকে, মার্ক, ওপি, কটা, সাল্‌ফ-এসি।

১০। মনুষ্যদৃষ্টে ভীতি—(১) এষ্ট্রা, ব্যারাই, হাইয়স, জাট্রা, পাল্‌স, হ্রাস; (২) বেল্‌, সিকিউ, কোনা, কুপ্রা, লাইকো, সিলিনি।

১১। স্নায়বীয় উত্তেজনা—(১) একোন, আর্নি, অরা, বেল্‌, ক্যাল্‌কে ক্যামো, ককি, ম্যাগ্নে, মার্ক, ফস্‌, ভ্যালিরি; (২) এসারাম্‌, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, ফেরা, হিপা, হাইয়স, লাইকো, জাট্রা-মি, সিপি, সাল্‌ফা, টিউজি, ভিরেট্র।

১২। অত্যন্ত চমকিয়া উঠা স্বভাব—একোন, বেল্‌, বোরা-ক্‌স, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, ক্যামো, ককিউ, কোনা, জাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্‌, সাইলি, সাল্‌ফা।

১৩। হিংসায়ুক্ত স্বভাব—(১) এনাকা, বেল্‌, হাইয়স, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভ, ক্যামো, ভিরেট্র; (২) আস, ক্যাপ্‌সি, কুপ্রা, জাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্‌, প্লাটি, সিকেলি।

১৪ । শপথ করা স্বভাব—এনাকা, ভিরেট্টা ।

১৫ । অপরকে বধ করিবার ইচ্ছা—আস, চায়না, হিপা, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো ।

১৬ । অত্যাচার এবং প্রহার করা স্বভাব—(১) বেল, হাই-ব্রস্, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্টা ; (২) এনাকা, আস, ব্যারাই, চায়না, ককিউ, কুগ্রা, হিপা, ল্যাকে, লাইকো, মন্সাস, জাট্টা, নাক্স-ভ, প্লাটি ।

১৭ । প্রতিহিংসা লওয়া স্বভাব—এগার, এনাকা, অরা, ল্যাকে ।

১৮ । চতুর স্বভাব—কুগ্রা, ল্যাকে, নাক্স-ভ ।

১৯ । সাহসিক ও নির্ভয় স্বভাব—(১) ইমে, ম্যাগে, ওপ ; (২) একোন, এগার, মার্ক, সালফা ।

২০ । অবাধ্য এবং একগুঁয়ে—বেল, ক্যালকে, ইমে, কেলি, লাইকো, নাইট্ট-এসি, নাক্স-ভ, সাইলি, সালফা ।

২১ । ঝগড়াটে স্বভাব—(১) আস, ক্যাপ্সি, চায়না, ইমে, ল্যাকে, মার্ক, জাট্টা-মি, ভিরেট্টা ; (২) আর্গি, অরা, বেল, কষ্ট, ক্যামো, হাইব্রস, লাইকো, ল্যাকে, মন্সাস, নাক্স-ভ, পিট্টো, সিপি, ষ্ট্র্যাকি ।

২২ । কল্লনা এবং নির্দোষ মানসিক ভাব সকল পরিত্যাগ—(১) বেল, ককিউ, ইমে, ফস্-এসি, জাবাডি, ষ্ট্র্যামো, সালফা ; (২) একোন, এম্ব্রা, সিকিউ, হেলে, হাইব্রস্, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্, প্লাটি, হ্রাস্, সিকেলি, সাইলি, ভ্যালিরি, ভিরেট্টা ।

২৩ । হাইপোকণ্ড্রিয়া ভাবযুক্ত ও ভাববিপদে ভয়াতুরতা—(১) ক্যালকে, চায়না, জাট্টা, নাক্স-ভ, সালফা ; (২) এনাকা, চায়না, গ্র্যাটি, ল্যাকে, মন্সাস, জাট্টা-মি, ফস্-এসি, সিপি, ষ্ট্র্যাকি ; (৩) আস, কষ্ট, চায়না, গ্র্যাফা, হেলে, হিপা, লাইকে, নাইট্ট-এসি, নাক্স-ভ, পিট্টো, পালস, হ্রাস্, ভ্যালিরি ।

২৪ । গস্ত্রীর স্বভাব—এলাস, অরা, বেল, কষ্ট, ক্যামো, ইউ-

ফরবি, হেলে, হাইয়স্, ইয়ে, লিডা, মার্ক, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, ফস্-এসি, পালস্, স্পাইজি, ষ্ট্যানা।

২৫। নিস্তরু ও চুপ করিয়া থাকা স্বভাব—অরা, বেল, ক্যাপ্‌সি, কটি, ক্যামো, ইউফরবি, হেলে, হাইয়স্, ইয়ে, ইপিকা, লাইকো, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, প্র্যাটি, পালস্, ষ্ট্যানা।

২৬। গ্রাহশূন্যতা—(১) আস্, বেল, ক্যালকে, ইয়ে, ফস্, ফস্-এসি, পালস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি; (২) আর্গি, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনা, মার্ক, জাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, প্র্যাটি।

২৭। খামখেয়ালী এবং ক্রুদ্ধস্বভাব—(১) ব্রাই, কার্ব-ভ, কটি, হিপা, লাইকো, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, সিপি; (২) এনাকা, অরা, ড্রুসি, কেলি, ল্যাকে, মক্সাস্, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্, সাইলি, সালফা।

২৮। কোন একটী বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত লোভ—আস্, ব্রাই, পালস্, ক্যালকে, লাইকো, সিপি।

২৯। কৌকান, বিলাপ করা এবং নীরবে ক্রন্দন—একোন, আস্, বেল, ব্রাই, ক্যালকে, ক্যামো, সিনা, কফি, গ্র্যাকা, হাইয়স্, ইয়ে, লাইকো, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, প্র্যাটি, পালস্, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, ভিরেট্রা।

৩০। আনন্দময় স্বভাব, গান করা, শিশু দেওয়া, নৃত্য করা ইত্যাদি—(১) বেল, কফি, ক্রোকা, ল্যাকে, লাইকো, জাট্রা-মি, ওপি, প্র্যাটি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) অরা, ক্যানা, কার্ব-এনি, সিকিউ, হাইয়স্, জাট্রা, স্পিজি, জিঙ্ক।

৩১। আশাশূন্য ও নিরাশাপূর্ণ—একোন, অরা, ক্যালকে, কটি, কোনা, গ্র্যাকা, ইয়ে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, জাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পালস্, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সালফা, ভিরেট্রা।

৩২। জীবনে ক্লান্তিবোধ—এমোনি, এসোনি, আস্, অরা, বেল, চায়না, ল্যাকে, জাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, প্র্যাটি, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সালফা, সালফ-এসি, থুজা।

৩৩ । আত্মহত্যার ইচ্ছা—(১) আস', অরাম, নাক্স-ভ, পালস ; (২) এলাম, বেল্, কার্ব-ভ, চায়না, ড্রুসি, হিপা, হাইয়স, মেজি, হ্রাস, সিকেলি, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, টাটা-এ ।

৩৪ । কল্পনাপূর্ণ মন—(১) বেল্, ষ্ট্র্যামো, ; (২) এনাকা, ল্যাকে, জাট্রা-মি, ওপি, পালস, সাইলি, সাল্কা ; (৩) একোন, আস', ব্রাই, ক্যালকে, ক্যাছা, কার্ব-ভ, ক্যামো, ডাল্কা, হেল, হিপা, কেল্লি, ম্যাথে-মি, মার্ক, জাট্রা, নাইট-এসি, নাক্স-ভ, ফন্, প্র্যাটি ।

৩৫ । ধর্ম বিষয়ে উন্মত্ততা—(১) বেল্, হাইয়স, ল্যাকে, পালস্, ষ্ট্র্যামো, সাল্কা ; (২) আস', অরা, ক্রোকা, লাইকো, প্র্যাটি, সিলিনি ।

৩৬ । কোমল প্রকৃতি—ককিউ, ক্রোকা, ইথে, লাইকো, ম্যাথে, পালস্, সাইলি ।

৩৭ । অহঙ্কার, গর্ব ইত্যাদিযুক্ত স্বভাব—(১) লাইকো, প্র্যাটি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা ; (২) এলাম, আর্গি, কটি, চায়না, কুপ্রা, হাইয়স, ইপিকা, ল্যাকে, ফন্ ।

৩৮ । দুঃখ এবং মানসিক বিষণ্ণতা—(১) আস', অরা, বেল্, ইথে, ল্যাকে, পালস্, সাল্কা ; (২) একোন, ব্রাই, কটি, ক্যামো ককিউ, কোনা, গ্র্যাকা, হেল, হাইয়স্, লাইকো, মার্ক, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, পিট্রো, প্র্যাটি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যাকি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা ।

৩৯ । প্রণয়নহীন শৃঙ্খল-রসাত্মক স্বভাব—(১) এন্টি, হাইয়স, ভিরেট্রা ; (২) গ্র্যাকা, ইথে, লাইকো, ল্যাকে, মার্ক, জাট্রা-মি, নাক্স-ম, প্র্যাট্রি, পালস্, সাইলি, ষ্ট্র্যামো ।

৪০ । অত্যন্ত কুৎসিত কামভাবাপন্ন স্বভাব—(১) ক্যাছা, হাইয়স্, ফন্, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা ; (২) চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, প্র্যাটি, পালস্ ।

৪১ । উন্মাদ এবং পাগলামি ছিট্ বিশিষ্ট স্বভাব—(১) একোন, বেল্, ক্যালকে, হাইয়স, ল্যাকে, নাক্স-ভ, ওপি, প্র্যাটি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা ; (২) এগার, এনাকা, এন্টি, আর্গি, আস', ক্যানা, ক্যাছা, কটি ককিউ, ককিউ, কলোসি, কোনা, ক্রোকা, কুপ্রা, ডিজি, ডাল্কা, ইথে, লাইকো, মার্ক,

জাট্টা, নাক্স ম, ওলিয়েণ্ডা, কস্, প্রাধা, হ্রাস্, পালস্, সিকেলি, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, জিক্ ।

৪২ । ক্রোথ—(১) বেল, ক্যাছা, হাইয়স্, লাইকো, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্টা ; (২) এগার, আস্, ক্যান্ফ, ক্যানা, ককিউ, ক্রোকা, কুপ্রা, ল্যাকে, মার্ক, প্রাধা, সিকেলি ।

৪৩ । ফিট্ ৭. হওয়া স্বভাব—(১) একোন্, এলাম, বেল্, ক্রোকা, ফেরা, ইথে. প্র্যাটি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি ; (২) অরা, ক্যানা, ক্যাপসি, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, ককিউ, ফেরা, গ্র্যাকা, হাইয়স্, কেলি, লাইকো, জাট্টা-মি, সিপি, ড্যালিরি, জিক্ ।

৪৪ । ব্যাকুলতা. আশঙ্কা ও ভয় :—

ওপিয়াম্ ।—ভয়, এবং আশঙ্কা হেতু অসুখ ।

একোনাইট্—কিছু সময় পূর্বে মনে আঘাত লাগা । লোকসমা-
কীর্ণ অথবা কোন গোলযোগপূর্ণ স্থানে বাইতে ভয় । পড়িয়া বাইবার আশঙ্কা,
মৃত্যুভয় ।

আস্—আপনাকে আপনি ভয় করে । মৃত্যুভয় । মৃত-আত্মার ভয় ।

ক্যান্থারিস্—কামনিক অনিষ্টের ভয় ।

কার্ডুয়াস-বেনিডিক্টাস্—ভীতি এবং 'তৎসঙ্গে প্রত্যেক গোল-
যোগেই চমকিয়া উঠা । শীতল ঘর্ম ।

ক্যাল-কার্ব-বন্দারোগের, দরিদ্রতার, মানসিক বিকৃত অবস্থার এবং
পড়িয়া বাইবার ভয় । ভবিষ্যৎ ঘটনা এবং মৃত্যুর জ্ঞান ভয় ।

কার্ব-ভেজি—কোন বিষয় ভাল করিয়া করিতে অসমর্থ বলিয়া ভয় ।
ভূতের ভয় (বিশেষ রাত্রে) ।

ক্লোরিন্—উদ্ভয় হওয়ার ভয় । কোন কষ্ট সহ করিতে হইবে বলিয়া
ভয় । হঠাৎ চমকিয়া উঠিবে বলিয়া ভয় ।

† (কোন পীড়া কিবা লক্ষণের হঠাৎ গুরুতররূপে আক্রমণকে সেই পীড়ার ফিট্ Fit বলে ।
ফিট্ শব্দে কেবল মুছাই বুঝাইবে তাহা নহে) ।

[দুর্বল শক্তিশক্তি, মানসিক বিকৃতি, হাইপোকটিক রা, মেলানকোলিয়া ইত্যাদি দেখ]

কল্‌চিকাম্ — কষ্ট সহ করিতে অক্ষম হইবে বলিয়া ভয় ।

কুপ্রাম — দ্রুতবেগে চলিয়া যাইবার ভয় ।

ডাল্‌কামেরা — ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভয় ।

ডিজিটেলিস্ — মৃত্যু বিষয়ে ভয় ।

ডুসিরা — বিষ খাইয়া প্রাণ যাইবে বলিয়া ভয় ।

হাইয়সায়েরাম্ — কোন ভয়ঙ্কর দংশন করিবে অথবা বিষ দ্বারা প্রাণ হারাইবে বলিয়া ভয় ।

ইগ্রেসিয়া — চোরের ও সামান্য তুচ্ছ বিষয় প্রাগতপ্রায় বিশেষতঃ বিষয়ের ভয় ।

লিলিয়াম্ — দৃষ্টিকিংশ পীড়ায় আক্রান্ত হইবে বলিয়া ।

লাইকোপেডিয়াম্ — কাল্পনিক বিভীষিকা এবং মূর্তি সমস্ত দেখার ভয় ।

মার্ক — বুদ্ধিভ্রম হইবে এবং পড়িয়া যাইবে বলিয়া ভয় ।

মরফিন্ — বস্ত্রপাত ও মেঘ-গর্জনের সময় এবং তাহার পূর্বে ভয়ে কাপিয়া অস্থির হয় ।

ফস্‌ফরাস্ — ভয়োৎপাদক প্রতিমূর্তি সকলের আশঙ্কা ।

পাল্‌মেটোলা — সন্ধ্যাকালে ভূতের ভয় ।

র্যানান্‌কুলাস্ — বিছাতের ভয় । একাকী থাকিতে এবং সন্ধ্যাকালে ভূতের ভয় ।

কুট্টা — ধরিয়া লইয়া যাইবে এবং জেলে লইয়া গিয়া বদ্ধ করিবে এই ভয় ।

ফ্যাফিসেগ্রিয়া — যখন দ্রুতবেগে চলিয়া বেড়ায় তখন ভবিষ্যৎ ভয় হইতে থাকে ।

ষ্ট্র্যাটো — উন্নত হওয়ার, কোন ভয়ঙ্কর দংশিত হওয়ার, এবং উন্নত হওয়ার প্রতিমূর্তির ভয় ।

ট্যানিন্ — মানসিকগোলযোগ হওয়ার ভয় ।

জিক্‌কাম্ — চোরের ভয় । উন্নত কাল্পনিক দংশনের ভয় ।

৪৫। অন্ধকারের মধ্যে থাকিতে ভয়—ক্যাল-কার্ব, কষ্ট, লাইকো, পাল্‌স, হ্রাস, ভ্যালিরি।

৪৬। মৃত্যুভয়—একোন, আর্স, বেল, ক্যালকে, ডিজি, মঙ্কাস, থাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, স্যাফেনাস, সিনা, জিঙ্ক।

৪৭। স্বপ্নের উদ্ভাবনায় সময় মৃত্যুভয়—একোন, ক্যালকে, ককিউ, ইপিকা, মঙ্কাস, নাইট্রি-এসি, কুটা।

৪৮। স্বপ্নাবস্থায় মৃত্যুভয়—নাইট্রাম।

৪৯। আনন্দ ও তত্ত্বনিভ অবস্থানিচয়—একোন, কষ্ট, ককিউ, ক্রোকা সাইক্রে, থাট্রা-কার্ব, ওপি, পাল্‌স।

কফিয়া—আনন্দে স্তম্ভিত হয় ও চমকিয়া উঠে ও কাঁপিতে থাকে। ক্রন্দন করে। চক্ষুর জলে বৃক ভাসিয়া যায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে থাকে। মুচ্ছা যায়। এমন কি মৃতের স্থায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (বিশেষতঃ স্ত্রীলোক এবং শিশু)। অত্যন্ত প্রফুল্ল মানসিক অবস্থার পর শিরঃপীড়া।

ক্রোকাস্—অত্যন্ত আত্মদে মানসিক উত্তেজনা; উন্মাদ অবস্থার আরম্ভ। পিংশে মুখবর্ণ। মাথাধরা; দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ। আনন্দপূর্ণ উন্মাদ অবস্থা ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া। অন্ধাবস্থা ও ফেঁকাশে মুখশ্রী।

কোকা—মানসিক উত্তেজনায় পর শিরঃপীড়া।

সিঙ্কোনা—অত্যন্ত আনন্দের পর মুখবর্ণ লাল হইয়া উঠে।

জেলস্—আনন্দজনক সংবাদের পর শীত এবং উন্মাদগ্নয়।

হাইয়সায়েরমাস্—আনন্দে হস্ত করে, ক্রন্দন করে এবং স্তম্ভিত হয়।

মার্ক—নিরবে ক্রন্দন। কাশি; কম্প। কপোলদ্বয় উজ্জল রক্তবর্ণ।

৫০। শোক এবং হুঃখজনিত অবস্থানিচয়—(১) ইগ্নে, কস্, কস্-এসি, ট্যাফি; (২) আর্স, কলোসি, জেলস্, গ্র্যাফা, হাইয়স, কেলি-ব্রো, ল্যাফে, লাইকো, নাক্স-ভ, প্র্যাটি, ভিরেট্রা।

ইগ্নেসিয়া—শোক এবং হুঃখ ও তৎসঙ্গে লজ্জা। অন্তর্নিবদ্ধ মানসিক কষ্ট। ভয়াবৃত্তা। মাথাধোরা। শিরঃপীড়া। পেটে চাপের স্থায় বেদনা-বোধ। ঋতুর অভাব। কোরিয়া কিম্বা অপস্থায় পীড়ায় স্থায় পীড়া। নানা-প্রকার কারণিক কষ্ট (বিশেষতঃ সর্বদা চিন্তা করে)।

ফস্-এসি—প্রাতে মাথাব্যথা। সন্ধ্যার সময় মাথা ঘোরে। যাহা খায় তাহার স্বাদ অনৈক্য পৰ্য্যন্ত থাকে। প্রায়ই আহার বমন হইয়া যায়। পেট ডাকে। উদরাময়। গুরুপতন ও তন্দ্রা হ্রাস। অপমান রোগ। শারীরিক শীর্ণাবস্থা।

ফ্যাফিসেগ্রিয়া—ভবিষ্যৎ বিষয় পূর্ব হইতেই অল্পভয় হইতে থাকে। হাইপোকণ্ড্রিয়া। গ্রাহশূন্যতা। সর্বদা শূন্য-বিষয়ক আলোচনা হেতু স্মৃতিশক্তি হ্রাস। নিজকর্ম্য করিতে নিজেই ক্রোধে অস্থির হয়। স্নায়বীয় হ্রাস। কন্ডালশন ও তৎসঙ্গে বিলুপ্ত-সংজ্ঞা। দিযানিদ্রা।

আসেনিক—মানসিক বিকৃতি। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিতে অনিচ্ছা; মনে করে যে কখনও তাহাদিগকে তাক্ত ও অপমানিত করিয়াছে, কিন্তু কখন যে কি প্রকারে এই কার্য সংঘটিত হইয়াছে তাহা সে জানে না। হুঃখিত। ক্রন্দনশীল ও ব্যাকুল স্বভাব। সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়ে।

কপ্তিকামু—চুপ্ করিয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে চায় না। নৈরাশ্রপূর্ণ। বহুদিগের শোক কিম্বা হুঃখের পর শারীরিক পীড়া এবং এই সঙ্গে অশরোগের বৃদ্ধি।

ল্যাকেসিস্—অত্যন্ত হুঃখ ও ব্যাকুল স্বভাব। অনেকদিনের শোক এবং হুঃখের পর পুরাতন পীড়ার উপশান্তি। মাথায় দগ্ধপানি বেদনা বোধ।

মার্কিউরিয়াস্—শোক ও তৎসঙ্গে রজনীতে ভয়। ঝগড়াটে স্বভাব। তাহার বহু বাক্যদিগের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। নাসিকা হইতে এক প্রকার স্লেয়া গড়িয়া পড়ে, তদ্রূপ নাসিকার ভিত্তি লোন্ডা উঠিয়া যায়। উদরাময় এবং পেটে বেদনা। ভয়জনক মুখশ্রী দর্শনে নিদ্রা ভাঙিয়া যায়।

নাক্স-মস্কেটা—হুঃখ। রোগের সহিত হুঃখম্পন; নীরবে ক্রন্দন স্বভাব; ক্ষুধারহিত। শয়ন করিতে বাইতে ভয় পায়। অতিরিক্ত মান-সিক পরিশ্রমের দরুণ নিদ্রাশূন্য। পার্শ্বলীল পীড়া। হিষ্টিরিয়া। হাঁটিতে হাঁটিতে যেন ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া বাইবার উপক্রম হয়, কখনও কখনও পড়িয়াও যায়।

৫১। বাড়ী যাওয়ার চিন্তায় সর্বদা অস্থির চিত্ত তাহাতে যেন পীড়িত—অরা, বেল, ক্যাপ্সি, কার্ক-এনি, কষ্ট, ক্রেমা, ইউপেটো-পার্পিউ, হেলে, হাইয়স, ইথে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, পিটো, ফস্-এসি, সাইলি, ষ্ট্রাফি।

ক্যাপ্সিকাম—অঙ্গসঞ্চালন করিয়া বেড়াইলে এ প্রকার মাথাধরা যেন কাটিয়া গেল। কপোল রক্তবর্ণ। মুণের অভ্যন্তর গরম। শীত এবং উষ্ণ। আহারের পর পেটের ভিতর জ্বালা। উদরাময় ও তৎসঙ্গে খেটে বেদনা। নিশ্বাস অত্যন্ত টানিয়া গ্রহণ করে। সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে অত্যন্ত ক্লান্তি। নড়া। চড়া করিতে অনিচ্ছা। হেক্টিক জ্বর। কফীর ধাতুবিশিষ্ট। বাড়ীর জন্ত কষ্ট প্রকাশ এবং চিন্তা।

কার্ব-এনি—কেহ যেন একাকী ফেলিয়া গিয়াছে এই বলিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত কোন প্রকার-সঙ্ঘনা করা যায় না।

ইউপেটোরিয়াম্-পার্পিউ—পরিবারসহ বাটিতে থাকিয়াও বাড়ীর জন্ত যত্না অল্পভব করে (হোমসিকনেস্); দীর্ঘনিশ্বাস, মাথাব্যথা। গল-দেশে নিশ্বাসবন্ধকরক ভাব। সর্বদা চোক গেলা। উদরাময়। অস্থিরচিত্ততা এবং কৌকান। দুর্বলতা, ক্লান্তি এবং মূর্ছা ও তৎসঙ্গে প্রস্রাবের উবেগ।

ম্যাগ্নেসিয়া-মি—বাড়ীর জন্ত শ্রাণ কান্দে। হঃখ। নীরবে ক্রন্দন। বিপদ অল্পভব। পুনঃ পুনঃ নীরবে ক্রন্দনসহ বোধ করে যেন সে একাকী রহিয়াছে। হিষ্টিরিয়া এবং আক্ষেপযুক্ত পীড়া। অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

মার্ক-সল্—পলাইয়া বিদেশে যাইতে চার। কিছুতেই তাহার ভাল লাগে না। ব্যাকুলতা। ক্ষুধা এবং মন্দাগ্নি। উদরাময় এবং পেটে বেদনা। রাত্রিতে হাত পায়ে বেদনা। সামান্য পরিশ্রমের পর হস্তপদ ক্রম্পন। রাত্রিতে ভয়। নিশাঘর্ষ।

ফস্-এসি—বাড়ীর জন্ত মনঃপোড়া ও তৎসঙ্গে নীরবে ক্রন্দন; এবং রাত্রি শেষভাগে ঘর্ষ। নিদ্রামুতা। ক্ষীণ শরীর। মস্তিষ্কে পুরাতন রক্তাধিক্য হেতু পীড়া। অন্ন বয়সেই পক্ষ-কেশ, কথা কহিতে অক্ষম। উদরাময়। সর্বদাই নিদ্রা বাইবার ইচ্ছা।

৫২। অতৃপ্ত প্রণয়জনিত অসুখ—অরা, কষ্ট, কফি, বেল, হাই-ব্রস, ইমে, নাক্স-ড, কস্-এসি, ষ্ট্যাকি ।

অরাম—অসুখকর প্রণয় । নীরবে ক্রন্দনেচ্ছা । তাহার আত্মহত্যার ইচ্ছা । নৈরাশ্র । হঠাৎ ক্রোধ । মেলাকোলিয়া । ঝগড়াতে স্বভাব । মৃত্যু-ইচ্ছা । কখনও বা আনন্দে কখনও বা দুঃখে পূর্ণ হয় । মস্তিকে রক্তাধিক্য । চক্ষের নিকটে যেন জোনাকী পৈশাচ জ্বলে । কর্ণে তেঁতুলের শব্দ । মুখে দুর্গন্ধ । অত্যন্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা । বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য এবং হৃৎপিণ্ডের কম্পন ও তৎসহ ব্যাকুলতা ।

হাইয়সায়োগাস্—অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক প্রণয় । ক্রোধ এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা বলা । উন্নততার সহিত শৃঙ্খলভাব । গাত্রে কাপড় কেঁলিয়া দেয় বিশেষতঃ উল্লঙ্ঘন হইয়া পড়ে । প্রণয় বিষয়ক সঙ্গীত গান করে । খামখেয়ালী এবং ঈর্ষাপূর্ণ । হেকটিক জ্বর । গোন্ধমাল করিয়া কথাবার্তা বলে ।

ল্যাকেসিস—অসুখকর প্রণয় এবং সর্বদা সন্দেহজনক চিন্তা । জীবনে ক্লান্ত । হৃৎপিণ্ডে বেদনা । মুচ্ছা ও মৃতপ্রায় অবস্থা । অবিশ্বাস । সন্দেহ । সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি ।

ফ্যাকিসেগ্রিয়া—মাহাতে মানসিক কষ্ট হইবার কারণ নাই এমন বিষয়ে ক্রোধ । নিজের নিকট হইতে জিনিস পত্র চালিয়া ফেলে ।

৫৩। মর্শ্বাস্তিক মানসিক কষ্ট ও অপমান হেতু নানা প্রকার পীড়ায়—অরা, বেল, ক্যামো, কলোসি, ইমে, জাট্রা-মি, পেলাডি, কস-এসি, প্র্যাটি, পাল্‌স, ষ্ট্যাকি, ট্র্যামো, সালফা, ভিরেট্রা ।

অরাম—অত্যন্ত মাসনিক অস্থিরতা হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া যেন স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয় । নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই এবং মনে করে অস্ত্রেও তাহার প্রতি সেই প্রকারভাবে । অত্যন্ত শিরঃপীড়া; বাতাসে বেড়াইলে তাহার কিঞ্চিৎ লাঘব হয় । *জানেক্সিয়সমূহ নিতান্ত উত্তেজিত । অত্যন্ত ক্ষুধা । কফি, স্নায়ু এবং দুগ্ধ খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা । মাংসে অকচিৎ হৃৎকম্পন ।

ক্যামোমিলা—অত্যন্ত মরমে মরিয়া যাওয়া। অসহিষ্ণুতা। কিঞ্চিৎ
জ্বর। অগ্নের অনিষ্টে ইচ্ছা। মুচ্ছা এবং হ্রস্বলতা। মুখ তিক্ত। গরম পিত্তপূর্ণ
উদরামর, তাহাতে পচা ডিমের ছায় হ্রস্বক।

কলোসিস্—নীরবে এবং চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করা। প্রতিহিংসা-
সহ অত্যন্ত ক্রোধ ও খিটখিটে স্বভাব। পেটে অত্যন্ত বেদনা। প্রত্যেক বার
আহারের পর বমন এবং উদরামর। জজ্বা ও উরুপ্রদেশে বেদনা। এই
বেদনা কিডনী হইতে উৎপন্ন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পায়ের ডিমে আক্ষেপ।
অনিদ্রা।

ইথেসিয়া—ভয়তুর। কথা বলিতে অনিচ্ছা। একাকী থাকিতে চায়।
হ্রস্বল স্বভাবশক্তি। মাথা ভার। নীরবে বসিয়া থাকা। উদ্দেশ্যরহিত দৃষ্টিতে
একদিকে তাকাইয়া থাকে। শ্রবণশক্তি স্থূল। শ্বখচ্ছবি বিজী, কেঁকাশে এবং
বসিয়া যাওয়া। কিছু খাইতে বা পান করিতে ইচ্ছা নাই। বাম হাইপো-
কণ্ডিয়াম প্রদেশে বেদনা, টিপিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি। মুখ ও মলের
পরিমাণ অধিক। স্বর কম্পিত। চলিবার সময় যেন ধাক্কা খাইয়া পড়িতে
থাকে। গোণে নিদ্রা এবং অস্থিরতা। পদব্রজ, শীতল বিশেষতঃ সন্ধ্যার
সময়।

লাইকোপোডিয়াম্—মর্মান্তিক মানসিক পীড়ার পর যকৃতের পীড়া ;
মহুয্য দেখিতে ভয় করে। একাকী থাকিতে ইচ্ছা কিন্তু একাকী থাকিলে
অত্যন্ত খিটখিটে এবং মেলাফোলিয়াযুক্ত হইয়া উঠে। খামখেয়ালী। ক্রুদ্ধ এবং
অবাধ্য। স্পর্শাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা।

ল্যাট্রা-মি—হুংখ। নীরবে কান্না। সাধনা করিতে গেলে পীড়ার
বৃদ্ধি। হুংকম্পন। নাড়ী পর্যায়যুক্ত। সামান্য বিষয়ে ক্রুদ্ধ। স্বপ্নাশীল
এবং প্রতিহিংসাপূর্ণ স্বভাব। মস্তিষ্ক ক্লান্ত। পেট ভারী এবং প্রসারিত ও
বেদনাযুক্ত।

নাক্স-ভমিকার্ক—বাহ্যিক বিষ। কোন মানসিক চাক্ষু্যে অত্যন্ত চঞ্চল।
সর্বদা বসিয়া থাকিয়া কালযাপন করা স্বভাব। হাইপোকণ্ডিয়ামযুক্ত এবং
স্থূধা সময় নষ্টকারী এবং গোণে নিদ্রাকারী ব্যক্তিদেগের কোষ্ঠবদ্ধ এবং

উদ্ভয়ের গোলবোগ থাকিলে সহজেই উন্মত্ত হইয়া যায়। যাহা সে করিতে ইচ্ছা করে তাহাই বিপথগামী হইয়া যায়।

পালসেটিল—মানসিক দুঃখ এবং কাঁদিয়া কেলা। ব্যাকুলতা। জীবনে ক্লান্তি। ভুবিয়া মরিতে আনন্দ বোধ করে। কিছুতেই সন্তোষ নাই। সহজেই ক্রুদ্ধ হয়। পুনঃ পুনঃ নাসিকা হইতে রক্তপাত। চক্ষুর চতুর্দিক কৃষ্ণবর্ণ এবং মুখ মেটে রং বিশিষ্ট। মুখ বিস্মাদ। বমনেচ্ছা। তিক্ত বিজ্ঞপের স্থায় বমন। কঠিন ও অল্প মল। নিখাসে কষ্ট। পা ভারী। চিন্তাকুল স্বপ্ন।

ফ্যাফিসেগ্রিয়া—ক্রোধ। ত্যক্ততা বা অন্তর্নিবদ্ধ অসন্তুষ্টি হইতে পীড়া চিড়্‌চিড়ে স্বভাব। ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভয়। দিবসে নিদ্রা এবং রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা। দুর্বল এবং কণি স্বয়ং। মাথার চুল উঠিয়া যায়।

৫৪। লজ্জা হেতু মানসিক চাঞ্চল্য—কলোসি, ইথে, ওপি, ফস্-এসি, প্যাটি, স্টিপ, ষ্ট্যাকি, সাল্‌ফা।

৫৫। ভৎসনা হেতু মানসিক চাঞ্চল্য—কলোসি, ক্রোকা, ইথে, ওপি, ফস্-এসি, ষ্ট্যাকি।

৫৬। অত্যন্ত ক্রোধ হেতু পীড়া—একোন, ব্রাই, ক্যামো, নাল্‌ভ। (ক) অত্যন্ত ক্রোধশীল—ব্রাই, ফস্, জিঙ্ক। (খ) ক্রোধ হেতু অধিককাল স্থায়ী পীড়া—এগার, জিঙ্ক; (গ) ক্রোধ হইতে মর্মান্তিক পীড়া—ষ্ট্যাকি। (ঘ) ক্রোধ ও ভৎসনা ত্যক্ততা—ক্যামো, প্যাটি, ষ্ট্যাকি। (ঙ) রাগ এবং প্রতিহিংসা—একোন, আস্, অরা, ব্রাই, ক্যামো, ইথে, লাইকো, নাল্‌ভ, ভিরেট।

৫৭। ত্যক্ততাজনীত পীড়া—আস্, বেল্, কষ্ট, সিষ্টাস, কেলি-কার্ক, লাইকো, মেজি, ষাট্রা-মি, নাল্‌ভ, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, হ্রাস, সিপি, সাল্‌ফা। (ক) ত্যক্ততার পর অনেককাল স্থায়ী পীড়া—এলাম, ক্যামো, লাইকো, ষাট্রা-মি, পাল্‌স, সিপি। (খ) ত্যক্ততা, ভৎসনা ক্রোধ ও ঘৃণা—কলোসি, ইপিকা, নাল্‌ভ, প্যাটি, ষ্ট্যাকি।

৫৮। অহংকারজনিত পীড়া—ল্যাক, লাইকো, প্যাটি, ষ্ট্যাকি,

ভিরাট্ (ক) আশ্চর্যজনিত হইতে পীড়া—ক্যাল-কার্ক, লাইকো, মার্ক, সাইলি, সাল্ফা ।

৫৯ । হিংসাজনিত পীড়া—আর্স, ল্যাকে, লাইকো, পাল্‌স, ষ্ট্রাকি ।

প্রতিহিংসালীন স্বভাব—এমোনি-কার্ক, ক্যাল-কার্ক, 'থ্রাট্টা'-মি, নাইট্-এসি । উপরোক্ত মানসিক অবস্থাসমূহ জনিত নিম্নলিখিত পীড়াসমূহে মানসিক অবস্থা সম্বন্ধীয় ঔষধ সকল প্রশস্ত জানিবে ।

-***-

মানসিক উদ্বেগাদিজনিত অবস্থা

৩

পীড়ানিচয় ।

[স্থানান্তরে পীড়ানিচয়ের কারণ দেখ ।]

- ১ । কামল—ক্যামো, মার্ক, চায়না ।
- ২ । কন্ভাল্‌শন্—বেল, ক্যামো, ইয়ে, হাইরন্, ওপি, সেমু ।
- ৩ । ধনুষ্ট্রকারের ত্রায় আক্ষেপ—বেল, ওপি, ইয়ে ।
- ৪ । অপস্মার-বায়ু-যুক্ত—ইয়ে, ওপি, বেল; ল্যাকে, কটি ।
- ৫ । অত্যন্ত দুর্বলতা ও তৎসঙ্গে কম্পন—মার্ক, ওপি, ফন্-এলি, ভিরাট্ ।
- ৬ । মুচ্ছাজনক ফিট—ককি, ওপি, ভিরাট্ ।
- ৭ । আক্ষেপযুক্ত বেদনা—কলোসি ।
- ৮ । স্নায়বীয় উত্তেজনা—একোন, ম্যাগ্নে, ককি, মার্ক, নাক্স-ড ।
- ৯ । উত্তেজিত রক্ত—একোন, ককি, মার্ক ।
- ১০ । জ্বর—একোন, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ড ।
- ১১ । শীত এবং কম্পন—ব্রাই, মার্ক, পাল্‌স ।

- ১২ । শরীর শীতল—ওপি, পাল্‌স, সেবু, ভিরেট্টা ।
- ১৩ । শরীর গরম এবং গাল রক্তবর্ণ—ক্যাপ্‌সি, ইমে, একোন ।
- ১৪ । নিশাঘর্ষ—মার্ক, কস্-এসি ।
- ১৫ । হেক্টিক জ্বর—ইমে, কস্-এসি, ষ্ট্যাকি ।
- ১৬ । অনিদ্রা—একোন, ককি, মার্ক, ক্যাপ্‌সি, কলোসি, ষ্ট্যাকি ।
- ১৭ । অজ্ঞানতায়ুক্ত নিদ্রা—ওপি, কস্-এসি, সেবু ।
- ১৮ । মেলাঙ্কোলিয়া এবং দুঃখিতাবস্থা—অরা, ইমে, কস্-এসি, প্যাটি, ষ্ট্যাকি ।
- ১৯ । সর্বদা নীরবে ক্রন্দন ও বিলাপ—বেল, হিপা ।
- ২০ । সর্বদা ক্রন্দন—বেল, ওপি ।
- ২১ । সর্বদা ভয় এবং অস্থিরতা—একোন, বেল, ক্যামো, মার্ক, প্যাটি, ষ্ট্যাকি ।
- ২২ । গ্রীহশূন্যতা—হেলে, হাইয়স, কস্-এসি ।
- ২৩ । চৈতন্যশূন্য এবং বিলুপ্ত সংজ্ঞা—বেল, হাইয়স, নাক্স-ভ ওপি ।
- ২৪ । মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং মাথাধরা—একোন, বেল, ককি, ইমে, নাক্স-ভ, ওপি ।
- ২৫ । মাথার চুল পড়িয়া অথবা উঠিয়া যাওয়া—কস্-এসি, ষ্ট্যাকি ।
- ২৬ । ক্ষুধাশূন্যতা, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমন—ব্রাই, ক্যামো, কলোসি, ইমে, নাক্স-ভ, ওপি, পাল্‌স ।
- ২৭ । পৈত্তিকের গোলযোগ—একোন, ব্রাই, ক্যামো, কলোসি, ইমে, নাক্স-ভ ।
- ২৮ । পাকস্থলীতে বেদনা—ক্যামো, নাক্স-ভ, পাল্‌স ।
- ২৯ । উদরাম্বুয় ও পেটে বেদনা—ক্যামো, পাল্‌স, ভিরেট্টা ।
- ৩০ । অসাড়ে মলত্যাগ—ওপি ভিরেট্টা ।

৩১। বক্ষঃস্থলে বেদনা হাঁপানি ইত্যাদি—অরা, বেল, ক্যামো, নাক্স-ভ, ওপি, সেবু।

৩২। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত কম্পন—একোন, ক্যামো, হিপা, ওপি, পাল্‌স।

[মানসিক গোলযোগ মেলাকোলিয়া ইত্যাদি পীড়া দেখ।]

—***—

ব্যাধিগ্রস্ত নিদ্রা, তন্দ্রা এবং আলস্য ।

১। 'এই অধিকারে—(১) আস', ব্রাই, ক্যালক্, ক্যামো, চারনা, কফি, হিপা, কেলি, মার্ক, ফস, পাল্‌স, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা ; (২) একোন, বেল, বোরাক্স, কার্ব-ভ, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হাইরস, ইথে, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, স্ফাট্ট-মি, নাইট্-এসি, নাক্স-ভ, ওপি, থুজা ; (৩) এষু, এমোনি-মি, অরা, ব্যারাইটা, ক্যাম্ফ, ক্যানা, কার্ব-এ, ককিউ, ডাল্‌কা, ইপিকা, লিডা, ম্যাগ্নে, মন্ডাস, ফস-এ, গ্ল্যাট্, হ্রডো, তাবাডি, তাবু, সান্সা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাকি, সাল্‌ফ-এ, ভিরাট্ প্রধান ঔষধ।

২। নিদ্রাবস্থায় মানসিক ব্যাকুলতা—(১) ককিউ, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, স্ফাট্ট-মি, ফস, স্পঞ্জি, ভিরাট্ ; (২) একোন, আস', বেল্, ফেরা, হিপা, কেলি, পিট্টো, হ্রাস্।

৩। মোহ অবস্থাপন্ন—বেল্ ব্রাই, ক্যামো, ক্যাম্ফ, কোনা, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, লিড, নাক্স-ম, ওপি, ফস, পাল্‌স, সিকেলি, ক্যালকে, কার্ব-ভ, সিকিউ, হাইরস্ ইথে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ভ, গ্ল্যাট্, সাল্‌ফা, টাটা, ভিরাট্।

৪। গভীর নিদ্রা—(১) বেলু, ইথে, নাক্স-ম, ওপি, ষ্ট্র্যামো, টাটা ; (২) এলাম, এণ্টি, আস', কোনা, ক্রোকা, কুপ্রা, হাইরস, লিডা, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ফস্, ফস্-এ, পাল্‌স, সিকেলি, সিপি, ভিরাট্।

৫। পাত্‌লা নিদ্রা—(১) আস', ক্যামো, গ্র্যাফা, ইথে, নাক্স-ভ, ওপি, পিট্টো, সাল্‌ফা ; (২) ক্যালকে, ককি, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, পাল্‌স, সাইলি, ভিরাট্।

৬। অজ্ঞানাবস্থাপন্ন নিদ্রা—(১) বেল, ব্রাই, ক্যান্ফ, ক্রোকা, নাক্স-ম, ওপি, সিকেলি, ড্র্যামো, টাটা, ভিরাট্; (২) আর্গি, ক্যাপসি, কার্ব-ভ, কলোসি, কোনা, হাইয়স্ ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে, মক্সাস্, ফস, ফস-এ, পাল্‌স, হ্রাস, সেবু।

৭। অল্প নিদ্রা এবং অতি প্রভূত্বে জাগরিত হওয়া—(১) আস্, কষ্ট, ডাল্‌কা, কেলি, মার্ক, জাট্, নাইট্-এসি, নাক্স-ভ, সিপি, সাইলি; (২) অরা, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, কফি, ক্রোকা, গ্র্যাফা, লাইকো, মিউর-এসি, সাল্‌ক্-এসি।

৮। অতি দীর্ঘকাল নিদ্রা এবং গোঁগে জাগরিত হওয়া—(১) ক্যাল্‌কে, কষ্ট, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে মিউ, নাক্স-ভ, ফস্, সিপি, সাল্‌কা; (২) এল্যাম্, এন্টি, কোনা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, মার্ক, জাট্-কা, জাট্-মি, ফস-এসি, পাল্‌স, সিকেলি, সাইলি, ষ্টানা।

৯। নিদ্রাবস্থায় নানাপ্রকার চিন্তার সহিত উন্মত্তের ন্যায় বকা—(১) একোন, ক্যালক, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, জাট্-মি, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাইলি, সালকা; (২) কার্ব-এনি, চায়না, কোনা, হেলে, ইথে, নাইট্-এসি, ওপি, সিপি।

১০। নিদ্রায় অত্যন্ত অধিক স্বপ্নদর্শন—(১) এল্যাম্, বেল, ব্রাই, ক্যালক, চায়না, কোনা, কেলি, ক্রিয়োজো, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, ফস-এসি, পাল্‌স, সাইলি, সালকা; (২) এমোনি-মি, আর্গি, ব্রাই, ক্যান্ফ, কার্ব-ভ, ক্যামো, কলোসি, কেরা, গ্র্যাফা, হিপা, ইথে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, মেজি, জাট্-মি, হ্রাস্, সিপি, স্প্রি, ষ্টাক্।

১১। নিদ্রা তৃপ্তিকর এবং সুস্থতাকর নহে—(১) এল্যাম্, ব্রাই, চায়না, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, ক্রিয়োজো, লাইকো, ওপি, ফস্, সিপি, সাল্‌কা; (২) এল্‌, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যালক, ক্যাপসি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্ট, সিকুটা, ইথে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, জাট্-মি, নাইট্-এসি, পিটো, স্তাবডি, সাইলি, ষ্টাক্, থুজা।

১২। নিদ্রায় অস্থিরতা এবং ছটফট করা—(১) এল্‌,

আর্গি, ব্যারাইটা, ক্যালক, চারনা, কেলি, লাইকো, ফস্, হ্রাস্, ভাবাড়ি, ভাবাইলা, সাইলি, সাল্কা ; (২) এমোনি-মি, অরা, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, কফি, কল্‌চি, কলোসিহ্, ডিজি, ডাল্‌কা, ফেরা, গ্রাফা, হাইরস্, ইয়ে, ইপিকা, লিডা, ম্যাগে-কা, মার্ক, মিউর-এসি, জাট্টা-মি, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, পিট্টো, ফস্-এ, পাল্‌স্, সেজ্, সারসা, সিকেলি, সেনিগা, স্পাইজি, সুইল, ট্যাফি, ট্র্যামো, টার্টা, থুজা ।

১৩ । পুনঃ পুনঃ জাগরিত হওয়া অর্থাৎ খণ্ডনিদ্রা—(১) বেল্, ক্যাল্‌কে, গ্রাফা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, পাল্‌স্, সিপি, সাল্‌কা ; (২) এম্‌স্, আস্, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্ট, চারনা, ইয়ে, ম্যাগে, ওলিয়েণ্ডা, হ্রাস্, সাইলি, ট্যাফি ।

১৪ । ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান ব্যাকুলতা—(১) একোন, আর্গি, বেল্, ক্যাল্‌কে, কষ্ট, চারনা, গ্রাফা, কেলি, লাইকো, ম্যাগে-কার্ব, নাক্স-ভ, ফস্, পাল্‌স্, হ্রাস্, সাইলি, সাল্‌কা ; (২) এনাকা, আস্, অরা, ব্রাই, কার্ব-ভ, হিপা, ইয়ে, ক্রিয়েজো, ম্যাগে-মি, মার্ক, জাট্টা-মি, নাইট্র-এসি, হ্রাস্, সিপি, ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, থুজা, ভিরেট্টা, জিঙ্ক ।

১৫ । বিরক্তিকর স্বপ্ন—ব্রাই, কষ্ট, ক্যামো, চারনা, ম্যাগে, ম্যাগে-কা, নাট্টা-মি, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, সিপি ।

১৬ । আনন্দকর ও চিত্তসন্তোষক স্বপ্ন—এলাম, আস্, অরা, কষ্ট, ম্যাগে-কা, ম্যাগে-মি, জাট্টা-মি, পাল্‌স্, মার্ক, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্, ফস্-এসি, প্যাটি, সাল্‌কা, জিঙ্ক, সিপি, ট্যাফি ।

১৭ । ঘৃণাজনক স্বপ্ন ও ময়লা, পোকা, গীড়া, পুঁজ ইত্যাদি দর্শন—(১) মিউর-এসি, নাক্স-ভ, ফস্ ; (২) এমোনি, এনাকা, ক্রিয়েজো, ম্যাগে-মি, জাট্টা-মি, পাল্‌স্, সাল্‌কা, জিঙ্ক ।

১৮ । নির্দিষ্ট চিন্তা সঙ্ক্ষে স্বপ্ন ও পুনঃ পুনঃ সেই একই বিষয় দর্শন—একোন, ইয়ে, পাল্‌স্, ট্র্যামো ।

১৯ । যে স্বপ্ন নিদ্রায় দেখে জাগরিত হওয়ার পর তাহাই দেখিতে থাকে—(১) চারনা, গ্রাফা, ফস্, সাইলি, সাল্‌কা ;

ব্যাখিগ্রন্থ নিজা, তত্ত্বা, আলত ইত্যাদি।

(২) এমোনি-মি, ব্রাই, ক্যালকে, কষ্ট, ইয়ে, ম্যাকে, মিডা, জাট্রা-মি
নাইট্রি-এসি।

২০। রতি বিষয়ক ও কামাদিভাবপূর্ণ স্বপ্ন—(১) গ্র্যাকা, ল্যাকে, জাট্রা-কা, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ওপি, সাইলি, ষ্ট্যাকি; (২) এন্টি, ক্যামো, চায়না, কলোসি, কোনা, ইয়ে, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েণ্ডা, ফস্, ফস্-এসি, পাল্‌স, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, থুজা।

২১। মস্তিষ্কে প্রমোৎপাদক এবং বিজ্ঞান বিষয়ে স্বপ্ন
দেখা—(১) ব্রাই, গ্র্যাকা, ইয়ে, ল্যাকে, ম্যাক্সে, নাক্স-ভ, ফস্, পাল্‌স;
(২) একোন, এলাম, এসাকি, আর্গি, অরা, বেল, ক্যালকে, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, জাট্রা মি, ওপি, ফস্-এসি, জাবাইনা ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা, জিক্।

২২। পরিষ্কাররূপ স্বপ্ন দেখা—(১) এমাকা, ক্যালকে
ককিউ, লাইকো, জাট্রা-মি, পিট্রো, পাল্‌স, হ্রাস, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা; (২)
একোন, এগার, আর্গি, বেল, ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, সিকুটা, ককিউ,
কোনা, ড্রুসি, গ্র্যাকা, লরোসি, লাইকো, ম্যাক্সে, মার্ক, মিউর-এসি, ফস্, নাক্স-
ভ, স্পাইজি, ষ্ট্যাকি, ষ্ট্র্যামো।

২৩। গোলযোগপূর্ণ অর্থাৎ অপরিষ্কার স্বপ্ন—(১) চায়না,
সিকুটা, ক্রোকা, লাইকো, জাট্রা, পাল্‌স, ষ্ট্যানা, জালাগি; (২) একোন, এলাম,
ব্যারাইটা, ব্রাই, কোনা, কষ্ট, হেলেন, ম্যাক্সে, ফস্, সাইলি।

২৪। নানাপ্রকার কল্পনায়ুক্ত স্বপ্ন—(১) ক্যালকে, গ্র্যাকা,
কেলি, লাইকো, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা; (২)
একোন, ব্যারাইটা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, কোনা, হেলেন, ইয়ে,
নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, স্পাইজি, জিক্।

২৫। দিবসের সাধারণ কার্য-কলাপ এবং অন্যান্য বিষয়
যাহা চিন্তা করা যায় না তদ্বিষয়ে স্বপ্ন—(১) ব্রাই, গ্র্যাকা, ল্যাকে,
পাল্‌স, হ্রাস, সাইলি; (২) এমাকা, বেল, সিকুটা, ষ্ট্রিনা, ক্রোকা, কেলি,
লাইকো, ম্যাক্সে-কা, মার্ক, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, সারসা, ষ্ট্যাকি,
সাল্‌ফা।

২৬। জাগরিত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন—একোন, আর্গি, ব্রাই,

ক্যামো, হিপা, ইয়ে, ম্যাগে, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, পিট্টো, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা ।

২৭ । চোর ডাকাইত সম্বন্ধে স্বপ্ন দর্শন—(১) ম্যাগে-কা, মার্ক, জাট্টা, সাইলি ; (২) এলাম, অরা, বেলে, ম্যাগে-মি, পিট্টো, ফস, ভিরাট্, লিক্ ।

২৮ । ভূত প্লেত ইত্যাদি বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন—(১) এলাম, কার্ব-ভ, ইয়ে, কেলি, ল্যাঙ্কে, ম্যাগে-কা, জাট্টা, ওপি, সারসা, সিপি, স্পাইজি, সাইলি, সাল্‌ফা ।

২৯ । মৃতব্যক্তি এবং সংকার ও রোগ দেখা ইত্যাদি বিষয়ক স্বপ্ন দর্শন—(১) এনাকা, আস, ক্যাল্‌কে, কেলি, ম্যাগে-কা, ফস, ফস্-এসি, থুজা ; (২) এমোনি, আর্নি, অরা, ব্রাই, কটি, কোনা, গ্র্যাফা, ম্যাগে-মি, মাইট্ট-এসি, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্-এসি, প্র্যাটি, সাল্‌ফ এসি ।

৩০ । দুর্ভাগ্য, বিপরীত অবস্থা, মনের ফর্টদায়ক, ও ক্রোধাদি অবস্থা এবং বিপদ ইত্যাদি বিষয়ক স্বপ্ন—এনাকা, আস, চায়না, গ্র্যাফা, আইয়ড, ক্রিয়েজো, লাইকো, নাক্স-ভ, পাল্‌স ।

৩১ । পীড়াবিষয়ে স্বপ্ন—এমোনি, এনাকা, বোরাল্ল, ক্যাল্‌কে, কোনা, কেলি, নাক্স-ভ, সাইলি ।

৩২ । ঝগড়া ও বিরোধ বিষয় স্বপ্ন—এলাম, আর্নি, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কটি, ক্যামো, হিপা, কেলি, ম্যাগে-কা, মার্ক, নাক্স-ভ, ফস, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্যানা ।

৩৩ । যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত বিষয়ে স্বপ্ন—এমোনি-মি, কেল্লা, হিপা, মার্ক, প্র্যাটি, স্পজি, থুজা ।

৩৪ । হত্যা বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন—এমোনি-মি, ক্যাল্‌কে, কার্ব-এনি, জুয়াই, ইয়ে, কেলি, জাট্টা মি, ফস, পিট্টো, সাইলি, ষ্ট্যাফি ।

৩৫ । প্রাণী, কুকুর, বিড়াল, ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা—(১) আর্নি, পাল্‌স, (২) এমোনি-কার্ব, এমোনি-মি, বেলে, ক্যাল্‌কে, হাইয়স্, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, সাইলি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি ।

৩৬। সর্প ও সরীসৃশাদি স্বপ্নে দেখা—এলাম, কেলি, সাইলি।

৩৭। পোকা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা—এমোনি, আস' কেলি, হেলি, মিউর-এসি, নাক্স-ভ, ফস্।

৩৮। জল এবং জলেপড়া স্বপ্নে দেখা—এলাম, এমোনি-মি, আস', ডিজি, গ্র্যাকা, ইয়ে, কেলি, মায়ে-কা, মায়ে-মি, মার্ক, নাইটর, সাইলি।

৩৯। অগ্নি এবং অগ্নি হেতু বিপদ স্বপ্নে দেখা—এলাম, এনাকা, আস', ক্যাল্কে, হিপা, ক্রিয়েজো, মায়ে-কা, মায়ে-মি, জাট্রা-কা, জাট্রা-মি, ফস্, হুডো, হ্রাস, স্পাইজি, স্পজি, সাল্কা।

৪০। নিদ্রাবস্থায় কৌকান—(১) কষ্ট, ক্যামো, চারনা, সিনা, ইয়ে, ল্যাকে, লাইকো, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ; (২) আর্গি, আস', অরা, ব্রাই, হাইয়স, ঠপিক, মায়ে কা, মার্ক, মিউর-এসি, জাট্রা-মি, ওপি, ফস, ফস-এসি, সাল্কা, ভিরাট্।

৪১। নিদ্রাবস্থায় অত্যন্ত চমকিয়া উঠা—(১) আস', বেল, ক্যামো, গ্র্যাকা, হাইয়স, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, পাল্‌স, সেম্ব, সিকেলি, সাইলি, সাল্কা; (২) আর্গি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব'-এনি, কষ্ট, চারনা কুণ্ডা, ড্রুসি, হিপা, ইয়ে মায়ে-মি, মায়ে-কা, জাট্রা-মি, ফস্, হ্রাস্, সিপি, ভিরাট্, জিঙ্।

৪২। নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে—(১) এশিস, বেল, ব্রাই, ক্যামো, হিপা, পাল্‌স, হ্রাস, সাইলি, সাল্কা জিঙ্; (২) আর্গি, অরা, বোরাক্স, ক্যাল্কে, ক্যাপলি, কার্ব'-এনি, কষ্ট, ককিউ, ক্রোকা, গ্র্যাকা, হিপা, লাইকো, মায়ে-কা, মায়ে-মি, জাট্রা, সিপি, টাকি, টাটা।

৪৩। নিদ্রাবস্থায় কথাবার্তা বলে—(১) আস', ব্যারইটা, ক্যাল্কে, ক্যামো, ইয়ে, নাক্স-ভ, পালস, সাইলি, সাল্কা, জিঙ্; (২) আর্গি, ক্যাল্কে, গ্র্যাকা, কেলি, লাইকো, মায়ে-কা, মার্ক, জাট্রা-মি, ফস্, ফস্-এসি, প্রাধা, হ্রাস্, জল্লাডি, সিপি, স্পজি, ষ্ট্যানা, টাটা, থুজা।

৪৪। নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন—ক্যামো, ইয়ে, কেলি, জাট্রা-মি,

নাইটি-এসি, নাক্স-ভ, পাল্‌স; (২) ক্যাল্‌কে, কাষ্ট, কার্ব-এনি, কেলি, লাইকো, ম্যাগে-কা, কস্, সাইলি।

৪৫। নিদ্রাবস্থায় রোগীর অত্যন্ত নাক ডাকিতে থাকে—

(১) বেল্, ক্যাপ্‌ক্, কার্ব-ভ, ওপি, হ্রাস, সাইলি, ষ্ট্র্যামো; (২) ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি ক্যামো, চায়না, ড্রুসি, ডাল্‌কা, হাইরস্, ইয়ে, মিউর-এসি, নাইটি-এসি, পাল্‌স, সাল্‌কা।

৪৬। চক্ষু অর্দ্ধ নিম্নীলিত বা সম্পূর্ণ উন্মীলিত করিয়া নিদ্রা—বেল্, ক্যাপ্‌সি, চায়না, কলোসি, হেলে, ইয়ে, ইপিকা, ওপি, ফস-এসি, সেবু, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌কা।

৪৭। হাঁ করিয়া অর্থাৎ মুখগহ্বর খুলিয়া নিদ্রা—ক্যামো, ডাল্‌কা, ইয়ে, ম্যাগে, মার্ক, ওপি, সেবু।

৪৮। নিদ্রাবস্থায় মুখ চোকান অর্থাৎ কিছু যেন চুম্বিতেছে ও গলাধঃকরণ করিতেছে—ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ইয়ে।

৪৯। নিদ্রাবস্থায় মুখভঙ্গি এবং অন্যান্য প্রকার আক্কেপ জনক অবস্থা—বেল্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, কাকিউ, হেলে, হাইরস্, ইয়ে, ইপিকা, ওপি, কস্-এসি, পাল্‌স, হ্রাস, সেবু, ভিরাট্।

নাইটমেরার

(Night-mare)

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ইহাকে “বোবার ধরা” বলিয়া থাকে। এই অবস্থায় নানা প্রকার ভাব নিদ্রার সময় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তির নিদ্রাবেশ মাত্র বক্ষঃস্থলে পাথর চাপার জায় বোধ হয়; কেহ বা ষণ্ম দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে ইত্যাদি।

১। নিদ্রাবেশ মাত্র বক্ষঃস্থলে কোন ভার চাপার জায় বোধ হইলে—(১) একোন, এলোজ, এলাম, এমোনি, ব্রাই, কোনা, সিনেকার, শুয়াই, হিপার, জাট্রা, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌কা, জ্যালিগি দেওয়া যায়।

নাইটমেরার সম্বন্ধে }
বিশেষ তৈবজ্য-ভাষ্য } :—

একোনাইট—শিশু এবং জীলোকের অল্প উপযোগী । যদি তাহাদের শরীর কিঞ্চিৎ উষ্ণ এবং তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, হৃৎকম্পন, ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা দৃষ্ট হয় তবে ইহা দিবে ।

গুয়াইকামু—চীৎ হইয়া শুইলে বোবার মত্রে । চীৎকার করিয়া জাগরিত হয় । সমস্ত শরীর বোধ হয় যেন কসিয়া ধাঁধিয়া রাখিয়াছে । জাগ্রত হইলে অস্থিরতা বোধ । অত্যন্ত গুরিশ্রমের পর ক্লান্তি বোধ বিশেষতঃ উরু এবং বাহুদ্বয়ে । পেটের ভিতর অত্যন্ত বায়ু জন্মে, তাহাতে পেট খোঁচান । পরিপাক ক্রিয়া ভালরূপ না হওয়ার অল্প পেটে চির্ম্টি কাটার জ্ঞান বেদনা ।

মেজিরিয়ামু—স্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়া রাতি ভই প্রহরের সময় জাগ্রত হয় । পেটে জ্বালা ও অস্থখভাব, খাইলে পর তাহা নিবারিত হয় । “বোবার ধরা অবস্থা” জাগ্রত হইলে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।

নাইটিকু-এসিড—কিছুকাল নিদ্রার পরই “নাইটমেরার” হইতে দেখা যায় । নিদ্রাবেশ মাত্র চমকিয়া উঠে । জাগ্রত হইলে বোধ হয়, যেন তৃপ্তিকর নিদ্রা হয় নাই । অত্যন্ত শারীরিক উত্তেজনা, তৎসঙ্গে কম্পন ও দুর্বলতা (বিশেষতঃ প্রাতঃকালে) ।

নাক্স-ভরিকা—কোন প্রকার মন্যপান অথবা উদর পূর্ণ করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলে “নাইটমেরার” হইতে দেখা যায় । নিদ্রার নাক ডাকা, স্বপ্নাবস্থার অত্যন্ত তন্তব্যস্ত এবং কার্য-নিপুণ । ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বিকারের রোগীর জ্ঞান লাফাইয়া উঠে । সামান্য শব্দ হইলেই ভয়ে জাগরিত হয় ।

ওপিয়ামু—ভরানক “বোবার ধরা” তৎসঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাস যৌথ, চক্ষু অর্দ্ধ নিম্নলিভ, মুখক্যানন, কষ্টকর এবং বীড় বড় করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস, ব্যাকুলতাযুক্ত মুখশ্রী, শীতল বর্ষ, শাখা সমস্তের কন্ডালশন এবং মোচড়ান ভাব । অনিদ্রা, অজ্ঞান ভাব, ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন । দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্বে ।

পাল্‌সেটিলা—হৃৎকার করিয়া কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস । ব্যাকুলতা

ও হৃৎযন্ত্রক স্বপ্ন, তৎসঙ্গে, ক্রন্দন, চীৎ হইয়া শয়ন, হস্ত দুইখানি মস্তকের উপরে প্রসারিত, অথবা, উদরের উপর আড়াআড়ি ভাবে স্থাপন এবং দুইখানি পদ শুটান। কালবর্ণের পশু স্বপ্নে-দর্শন। নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করা, কোঁকান এবং কথাবার্তা বলা, অতৃপ্তিকর নিদ্রা। দিবসে নিদ্রাগূতা।

সালফার—অতৃপ্তিকর গাতলা নিদ্রা, তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া, অগ্নি বিবরে স্বপ্নদর্শন বাহ্যিক মস্তকোপরি প্রসারিত, চক্ষু অর্দ্ধ নিম্নীলিত। নিদ্রাবস্থায় উঠেঃসরে কথা বলিতে থাকে, এবং শরীর ঝাঁকি দিতে ও মোচড়াইতে থাকে। চীৎকার করিয়া ও চমকিয়া জাগ্রত হয়।

টেরি বস্থিনা—নিদ্রাবেশ মাত্র “বোবায় ধরে”। পুনঃ পুনঃ আগ্রত হয় ও ছটকট করিতে থাকে (রাজিতে)। নিতান্ত দুর্বল। ক্রমি, তৎসঙ্গে দুর্গন্ধময় নিশ্বাস প্রশ্বাস, এবং গলদেশে গটপিয়া ধরিলে দম্ব বদ্ধ হওয়ার ভ্রান্ত ভাব শুক উৎকাশি। শিরোবর্ণন।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা—যে ব্যক্তির “বোবায় ধরা” সন্ধ্যায়, তাহার চীৎ হইয়া শয়ন করা কর্তব্য নহে; সে একপাশে শয়ন করিবে। ভোজ-নাস্তেট শয়ন করা কর্তব্য নহে। ভোজন করার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পর শয়ন করিবে। আর এই প্রকার উপসর্গগ্রস্ত ব্যক্তির কখনও উদর পরিমা আহার এবং মদ ইত্যাদি পান করা কর্তব্য নহে; এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কালে জন্মোগ অনিবার্য সম্ভাবনা।

অনিদ্রা।

ইনসমনিয়া (INSOMNIA)

যেহলে অনিদ্রা একটি প্রধান লক্ষণরূপে পরিগণিত হয় সেহলে একেবন, বেল, সিমিসিকি, ককি, হাইয়স্, ইন্স, মকাস্, নাকস-ভ, ওপি, পাল্‌স্, সিকেলি প্রধান ঔষধ।

অনিদ্রা সর্বো বিশেষ

ভেদ্য-ভব।

আকোনাইট—যদি দুই প্রহরের পর অনিদ্রা ও তৎসঙ্গে ক্যাকুলতা, অস্থিরতা, ছটকটি, ভয় ও ক্যাকুলতা হেতু চক্ষু মুদ্রিত করে, তৎসহ জীবিত্যৎ

দশকে নানাপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হয় । ব্যাকুলতাসহ স্পষ্ট স্বপ্ন দর্শন । নিদ্রা হইতেছে না এই ভয়ে অনিদ্রা । বুদ্ধ এবং বালকের অনিদ্রা ।

এগ্নাস-ক্যাফাস—অনিদ্রা ; যেন ভীত হইয়া জাগরিত হয় । ব্যাকুলতাজনক স্বপ্ন হেতু নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে এবং জাগরিত থাকে । নানা প্রকার চিন্তা ও করনা মনে উদয় হইয়া তাহাকে শয়ন অবস্থায় থাকিলেও জাগরিত রাখে ; অথবা বাহ্যিকের ভারবোধ হেতু অনিদ্রা । অর্তাপ্তকর নিশা-নিদ্রা । অত্যন্ত গরম বোধ । ভয়ে চমকিয়া উঠা । বিড় বিড় করিয়া বকা এবং চীৎকার করা । আহাৰ না করা পর্য্যন্ত জাগরিত, হর্ষল এবং মুচ্ছাপন্ন ।

এস্মা—কোন কারণে অনিদ্রা । কার্য্য কর্ম্মের দরুণ ক্লান্তির পর অনিদ্রা । ব্যাকুল এবং অস্থির অবস্থার ঘরের মেঝেতে ভ্রমণ । স্নায়বীয় শাভু-বিশিষ্ট শরীর হর্ষল । খিটখিটে জীলোক ও শিশু । শরীর শীতল । ব্যাকুলতা-জনক স্বপ্ন ।

এনাকার্ডিয়ানু—গা চুলকান হেতু অনিদ্রা ।

আর্জেন্টা-মেটা—সহজে নিদ্রা হয় না । নিদ্রা অস্থিরতায়ুক্ত । নিদ্রায় আবেশ মাত্র যেন সমস্ত শরীরে কিম্বা কোন শাখায় কিছু আঘাতের ছায় আঘাত লাগিয়া চমকিয়ে উঠে ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় । বমনেচ্ছা । স্বপ্ন দর্শন ও তৎ-সঙ্গে গুরুপতন । জাগরিত হইলে শরীর নিতান্ত হর্ষল ।

আর্জেন্টা-নাইটি—নানাপ্রকার করনা ও চিন্তার দরুণ অনিদ্রা ।

আসেনিকাম্—অনিদ্রা ও তৎসহ অস্থিরতা এবং কৌকান । বেদনা-বোধ করিয়া জাগ্রত (বিশেষতঃ দুই প্রহর রাত্রির পূর্বে) হয় ।

এরাব্-ট্রিফো—গাঢ় চুলকান । মুখ ও গলদেশের ক্ষত হেতু অনিদ্রা ।

অরাব্-মেটা—সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, কোন বেদনা নাই ; প্রাতে তন্নিমিত্ত হর্ষল ও নিদ্রাজ্বর বোধ হয় না ; কিন্তু দুই প্রহর রাত্রের পর ঐ অবস্থা ।

ব্যাপ্টিসিয়া—রাত্রি ৩টা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অস্থিরতা, ছটকটি ও অনিদ্রা বোধ, হ্রস্ব, শরীর ত্বন শয্যায় ছড়িয়া রহিয়াছে ।

বেলেডোনা—মানসিক চিন্তা । অস্থিরতা এবং ভয়পূর্ণ স্বপ্ন হেতু

নিদ্রার ব্যাঘাত। সন্ধ্যার সময় নিদ্রাবেশ হয় বটে—কিন্তু নিদ্রা হয় না। প্রাতে উঠিলে বোধ হয় যথেষ্ট নিদ্রা হয় নাই।

ব্রাইওনিয়া—রক্তের ভিতরে কোম অল্পস্থ অবস্থা এবং মানসিক ব্যাকুলতা হেতু অনিদ্রা। এক চিন্তার পর অল্প চিন্তা। রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং স্বপ্নদর্শন। এক পা ও এক হাতে শীতযুক্ত কম্পন ভাব বোধ হওয়াতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রা এবং তৎপরকণ্ঠে ঘর্ম। বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকা।

ক্যাক্টাস—কারণ ব্যতীত অনিদ্রা। পাকস্থলীর স্থানে এবং কর্ণ-দেশে ধমনীর স্পন্দন।

ক্যাফুর—পর্যায়ক্রমে অনিদ্রা ও কোমা অর্থাৎ অজ্ঞানচ্ছন্ন নিদ্রা।

ক্যাপসিকাম্—মানসিক চঞ্চলতা হেতু অনিদ্রা। বাড়ী বলিয়া ব্যাকুলতা। কাশি। স্বপ্ন ও অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা।

কপ্তিকাম্—গরম হেতু অনিদ্রা; সমস্ত রাত্রি অস্থিরতা। একটু নিদ্রার পরই অস্থিরতা। দশ মিনিটও স্থিতির থাকিতে পারে না। উঠিয়া বসিয়া থাকে। এপাশ হইতে ওপাশে মাথা অনিচ্ছার সহিত আছাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবেশ হয়।

ক্যামোমিলা—অনিদ্রা ও তৎসঙ্গে দিবাভাগে জ্বত্ত্বণ। রাত্রে ব্যাকুলতা হেতু নিদ্রা হয় না ও শয়্যার থাকিতে পারে না; তৎসহ প্রলাপ বকা। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা এবং নীরবে কাঁদিতে থাকা। নিদ্রার সময় বেদনাবোধ।

সিমিসিফি টগা—রাত্রে অত্যন্ত অস্থিরতা। বোধ করে যেন কিছু আশ্চর্য্য বস্তু ঘরের ভিত্তর অথবা তাহার বিছানার নীচে রহিয়াছে; তৎসঙ্গে চকুর পিউপিল প্রসারিত ও হস্তপদ কম্পন। মানসিক অস্থিরতার পর অনিদ্রা হিষ্টিরিয়া, দস্তোদগম, টাইফস্ ইত্যাদি পীড়ায় অনিদ্রা। শিশু নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে।

সিফাস্-ক্যানা—পেটকাঁপা অথবা গলা শুকাইয়া যাওয়া হেতু অনিদ্রা।

কোক—প্রলাপ। কাল্পনিক বিষয় সমস্ত স্বপ্নে দর্শন। অনিদ্রার সঙ্গে কাজকর্ম করার ইচ্ছা। পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠা। অসুখদায়ক স্বপ্ন এবং অনবরত ঘর্ম

ককিউলাস—মানসিক পরিশ্রম বিশেষতঃ স্মৃতিশক্তির অত্যন্ত চালনা এবং রাত্রিজাগরণ হেতু অনিদ্রা । সর্বদা নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা হয় না । পুনঃ পুনঃ চম্কিয়া, উঠে, জাগরিত হয়, তজ্জন্ত প্রাতঃকালে নিদ্রিত হইয়া থাকে ; নিদ্রার পর সাধা ভাল বোধ হয় না ।

কফিয়া—অত্যন্ত কাকি ব্যবহার, দীর্ঘকাল রাত্রিজাগরণ, আনন্দ কিম্বা হঠাৎ কোন সুখকর বিষয়ের সংবাদ শ্রবণ হেতু শারীরিক এবং মানসিক উত্তেজনা । বিশেষ কারণ ব্যতীত শিশুর অনিদ্রা ।

সাইপ্রিপিডিয়াম—দীর্ঘকাল পীড়াক্রান্ত থাকা হেতু বিশেষতঃ জ্বর-যুর পীড়া থাকিলে দুর্বলতা জন্ম অনিদ্রা ।

ডিজিটেলিস—স্নায়বীয় ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ স্নেহভাগের ইচ্ছা । অসুখবোধ । অতৃপ্তিকর নিদ্রা ।

ফেরাম—দুই প্রহর রাত্রির পর শয্যার উপর ছট্ ফট্ করে । রাত্রে কেবল চিৎ হইয়া শুইতে পারে । শিশু ক্রিমির চুলকান দরুণ নিদ্রা যাইতে পারে না ।

ফ্লুরিক্-এসিড্—অনিদ্রা, নিদ্রার বিশেষ ইচ্ছাও নাই । সামান্য নিদ্রাতেই যথেষ্ট তৃপ্তি এবং সুস্থতা বোধ করে ।

জেলসিমিয়াম—জ্বরগরিত . অথবা অর্ধ জাগরিত অবস্থায় নানা প্রকার অসংলগ্ন কথা বলে । দস্তোদগন সময় মুখমণ্ডল, মস্তক এবং স্বকায়ের অত্যন্ত চুলকান হেতু অনিদ্রা । নাসিকা বন্ধ এবং গুহ্ব হওয়ার দরুণ রাত্রে আশঙ্কা বোধ হয় । মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং মস্তক ও শরীরে নাড়ীর স্পন্দনের ভাষ্য বোধ ।

হাইয়সায়্যেমাস্—স্নায়বীয় উত্তেজনা । বিশেষ উৎকট পীড়া হেতু অনিদ্রা । থিট্ থিটে স্বভাববিশিষ্ট ; বিশেষতঃ সহজে উত্তেজিত হয় এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত ।

ইগ্নেসিয়া—শোক, দুঃখ ও চিন্তা হেতু অনিদ্রা ; ব্যাকুলতাজনক চিন্তা এবং মনস্কল্যকর অবস্থা । শিশু চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে এবং কঁাপিতে কঁাপিতে জাগিয়া উঠে ।

আইয়ডিয়াম্—দুই প্রহর রাত্রির পর অনিদ্রা বা অস্থির নিদ্রা ও তৎসহ সঙ্গে স্পষ্টভাবে স্বপ্নদর্শন।

ক্রিয়েজো—দুই প্রহর রাত্রির পূর্বে অত্যন্ত অনিদ্রা। শিশু সর্বদা কৌকায় এবং অন্ধনিম্নলিত নেত্রে ঝুমিতে থাকে। সমস্ত রাত্রি বিশেষ কারণ ব্যতীত চুটু কটু করিতে থাকে। নিদ্রাবেশমাত্র চমকিয়া উঠে।

ল্যাকেমিস্—অনবরত অনিদ্রা। সন্ধ্যার সময় অনিদ্রা ও তৎসহ অত্যন্ত কথা বলিতে থাকে। রাত্রে একবার জাগরিত হইলে আর নিদ্রা হয় না।

ল্যাক্নহিস্—অনিদ্রা। অরবোধ। দুই গাল রক্তবর্ণ। গলা শুষ্ক।

লাইকোপোডিয়াম্—অস্থির নিদ্রা। কোন অবস্থায় শুইয়া আরাম বোধ হয় না। চাঁৎকার করে। চমকিয়া উঠে এবং পা আছড়ায়। জাগ্রত হইয়া অত্যন্ত ফেপিয়া উঠে, লাথি দেয়, গালাগালি করে এবং নিদ্রার দরুণ ভৃগুবোধ করে না। নিদ্রা হইতে জাগিলে ক্ষুধা পায়।

ল্যাকিউরিয়ান্—রক্তের উদ্বেজনা। মস্তিস্ক ব্যাকুলতা এবং পোট্যাল সাইক্লোসেপ্স অত্যন্ত গরম হওয়া হেতু অনিদ্রা। এই সঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম, শঙ্কটচিন্তা ও দারবীর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ল্যাক্স্—দারবীর উদ্বেজনা হেতু অনিদ্রা কিন্তু তৎসঙ্গে অল্প কোন বিশেষ পীড়া নাই। কোন বিষয়ে চেষ্টা করা সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শন। একভাবে অনেকক্ষণ থাকিতে পারে না, কারণ ঐভাবে থাকিলে এমন বেদনা হয় যেন কোন আঘাত লাগিয়াছে কিম্বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টায় জাগরিত হয়। গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়। অত্যন্ত গরম বোধ করে অথচ ঘর্ম হয় না।

ল্যাক্স-মি—শোকাবুলতার পর অনিদ্রা। নিদ্রাবেশ হওয়া মাত্র হাত পা মোচড়াইতে থাকে এবং বিহ্বলবেগ যেন শরীরে নখ দিয়া চলিয়া যায় এমন বোধ করে। ভৃগুনিবারণ জন্ত পুনঃ পুনঃ জল বা অল্প কোন পানীয় খাওয়া হেতু এবং ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্ত নিদ্রার ব্যাঘাত। সম্পূর্ণ অনিদ্রা অথচ তাহাতে বিশেষ পীড়া হয় না।

নাক্স-ভমিকা—রাত্রি জাগরণ, অত্যন্ত অধ্যয়নহেতু অনিদ্রা । সন্ধ্যার সময়েই শয়ন করে এবং নিদ্রা যায়, রাত্রি ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত জাগরিত অবস্থাতেই থাকে । তখন মন পরিস্কার এবং শরীর কন্ঠ বলিয়া বোধ হয় । পুনরায় ঘুমাঠাতে ঘুমাঠাতে ১ ঘণ্টা সময়ের জন্ত নিদ্রাবেশ হয় এবং পুনর্ব্বার জাগরিত হইলে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হয় ।

ওপিয়াম্—জ্ঞানহারা অনিদ্রা । রাত্রি ছই প্রহরের পূর্বে ভয়াবহ স্বপ্ন । শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ । ঘড়ির টক্‌টক শব্দ এবং বহুদূরের কুকুটধ্বনি তাহাকে জাগরিত অবস্থায় রাখে ।

ফাইটোলেকা—অস্থির নিদ্রা । বেদনার দরুণ আর বিছানায় থাকিতে পারে না ।

প্ল্যাণ্টেগো—পেটের অস্বথের দরুণ অনিদ্রা । রাত্রি ৪টার পর নিদ্রা হয় না । নিদ্রাবেশ মাত্র ভয়াবহ স্বপ্নদর্শন এবং তদ্ব্যতীত জাগরিত হইয়া পড়ে ।

প্ল্যাটিনা—স্নায়বীয় উত্তেজনা । স্বপ্নে অগ্নিদর্শন এবং সেই দিকে যাইতে চায় কিন্তু যাইতে পারে ন্ম । বায়ুপ্রধান হেতু অনিদ্রা ।

পাল্‌সেটিলা—রাত্রে গোণে আহার কিম্বা অত্যন্ত ভোজনোর দরুণ অনিদ্রা ও তৎসহ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং গরম বোধ । নিদ্রার প্রথম ভাগ অস্থিরতাপূর্ণ । প্রাতে উঠিবার সময় ঘোর নিদ্রা । জাগিলে শরীর দুর্ব্বল এবং ভাল বোধ হয় না ।

সিলিনিয়াম্—রাত্রি ছই প্রহরের পূর্বে অনিদ্রা । পাতলা নিদ্রা । সামান্য গোলমালেই জাগরিত হইয়া পড়ে । রাত্রিতে ক্ষুধা । অতি প্রত্যুষে ঠিক এক সময়েই জাগরিত হয় ।

সিপিয়া—অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা । অতি প্রত্যুষে জাগরিত হয় বটে কিন্তু পুনরায় নিদ্রা হয় না । নানা প্রকার স্নানসিক চিন্তার দরুণ অনিদ্রা ।

স্কুটেলেরিয়া—রাত্রে নানা প্রকার অস্বথকর চিন্তার দরুণ অনিদ্রা ।

ষ্ট্রিক্টা-পালমোনেরিয়া—স্নায়বীয় উত্তেজনা, কাশি এবং অস্ত্র করা হেতু অনিদ্রা ।

সাল্‌ফার—সন্ধ্যার সময় অনিদ্রা । রাত্রে অশুভ্রকর নিদ্রা । নানাস্থানে বেদনা এবং অগ্নি নিদ্রা ।

ট্যাবেকাম্—হৃৎপিণ্ডের ক্ষীত অবস্থা হেতু অনিদ্রা ।

থুজা—চক্ষু মুদ্রিত করিলেই নানা প্রকার ভূত প্রেতের ছবি দর্শন করে, যে পাশে গুইয়া থাকে তাহাতে বেদনা বোধ হয় ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পীড়ানিচয়ের কারণ ও তদনুযায়ী চিকিৎসা ।

কোন ব্যাধির চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে স্বচিকিৎসক মাত্রই তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন । “কেন এই ব্যাধি জন্মিল” যিনি এ বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে অক্ষম, তিনি প্রকৃত চিকিৎসক মধ্যে গণ্য নহেন । যিনি স্বার্থ কারণ অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিবেন, তিনিই যশস্বী বৈদ্য মধ্যে পরিগণিত হইবেন ; সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র এ প্রকার কঠোর স্বীকার করিবেন । এমন অনেক সময় ঘটয়াছে, যে রোগীর ব্যাধি নানা প্রকার জটিল উপসর্গে জড়িত, তখন ঔষধনির্বাচন নিতান্ত কঠিন হইয়াছে, নানাবিধ চিন্তা করিয়া ও নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিছুতেই ফললাভ করিতে পারি নাই ; অবশেষে প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান তদনুযায়ী ঔষধ ব্যবহারে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ত্রায় ঔষধের আশ্চর্য্য ক্রিয়া স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছি । নিম্নে দুইটা রোগীর কথা উল্লেখ করিলাম পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন ।

২১) নিবাস শালগাড়িয়া * * * সাহার মাতা নিম্নলিখিত পীড়াগস্ত হইয়া অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্যলাভ করে । তাহার বস্তিপ্রদেশের সেলুলার টিস্যুর প্রদাহ হইয়া বাম ওভেরি বা ডিম্বকোষের প্রদাহ হয় । এই রোগিনীর বয়স প্রায় ৪০ বৎসর । আমি ১২৩৫ সালের ১২ই শ্রাবণ তারিখে প্রাতঃকালে চিকিৎসার্থ আহৃত হই । দেখিলাম, সে তলপেটের

বামভাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। ঐ স্থানে হস্ত স্পর্শ করিলেও অসহ্য বেদনা বোধ করে। তথায় একটি বেলের আকার ধারণ করিয়াছে। তৎসঙ্গে ১৮ দিন পর্য্যন্ত সমস্ত দিবারাত্রি শরীরে জ্বর সংলগ্ন ছিল। এই রোগিণী তাহার পীড়ার পূর্বদৃষ্টান্ত এইরূপ প্রকাশ করিল যে, সে ৫ ক্রোশ দূরে রথযাত্রা দেখিতে গিয়াছিল এবং তথায় তাহার একটি আত্মীয় বালক সেই দিন হারাইয়া যায়; ইহাতে সে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়া-দৌড়ি করিয়া সেই বালককে তল্লাস করিবার সময় এক কর্দমগয় স্থানে আছাড়ে পড়িয়া যায়; এবং সমস্ত দিন ভিজা কর্দমগয় কাঁপড়ে থাকে। সেই দিন বাটী আসিয়াই রাত্রি তাহার ঋতু হয় এবং এই ঋতু দুই দিন স্থায়ী থাকে। এই ঋতু অন্তর্দ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাম বস্তিপ্রদেশে উপরোক্তরূপ বেদনা আরম্ভ হয়। এতৎসঙ্গে জ্বরও হয়। বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক তীব্রবিন্দবৎ। কতক দিন পর্য্যন্ত মসিনার পুনটীশ ও শ্বেদ দেওয়া হয়, এবং হাতুড়ে ও এলোপ্যাথিক ঔষধ অনেক প্রকার খাওয়ান হয়। পরে কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই। পরে আমি তাহাকে হ্রাস টক্স ৩× শক্তি প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেই। সেই দিন সন্ধ্যাকালে দেখিলাম, জ্বর নাই, বেদনাও অনেক কম পড়িয়াছে। ৭ দিন মধ্যে রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেন এবং দস্তর মত স্বাভাবিক পথা আহার করিতে লাগিল। ক্ষীত স্থানে এই সময় মধ্যে ক্রমে নিম্ন হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করিল।

মন্তব্য। এই কেসে হ্রাস-টক্স ৩× শক্তি কেবল ইহার কারণ “আছাড়ে পড়িয়া যাওয়া ও জলে ভিজিয়া পীড়া জন্মা” হেতু নির্বাচিত হইয়াছিল। এই প্রকার তেঁমঁরা রোগীর রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ কৃতকার্য লাভ করিতে পারিবে।

* * * সাহা নামক এক মণ্ডশায়ীর যকৃতের বিবৃদ্ধি ও প্রদাহ হয়; তৎসঙ্গে জ্বর প্রবল ছিল। নাক্স-ড ৩× শক্তি ও একোনাইট ১× শক্তি পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হই। এই ব্যক্তির যকৃত এতদূর বড় হইয়াছিল যে, চক্ষুর দৃষ্টিতেই একটি বাতাবী লেবুর তায় দেখা বাইত।

এক সপ্তাহ ঔষধ ব্যবহার করিয়াই তাহার প্রায় অর্ধেক উপশম হয়। পরে সে আর দুই সপ্তাহ ঔষধ খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে।

জননেদ্রিয়ার ব্যবহার।

১। জননেদ্রিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার দূরুণ পীড়া—
(১) ক্যাল্কে, চায়না, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা; (২) আর্গি, এনাকা, কার্ব-ভ, কোনা, মার্ক, ত্রাট্রা-মি, ফস্-সিপি; (৩) এগার, আস', সিনা, কোনা, ত্রাট্রা, পিট্রো, ফস্-পাল্‌স, সাইলি, স্পাইজি, থুজা।

২। হস্তমৈথুন হেতু পীড়ায়—(১) নাক্স-ভ, সাল্ফা; (২) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, চায়না, ককিউ, একানা, ত্রাট্রা-মি, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি; (৩) এনাকা, এন্টি, সিনা, ডাল্‌কা, লাইকো, মার্ক, পিট্রো, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, স্পাইজি। (২৬৭ পৃঃ 'দ্রবলতা' দেখ)।

সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগা।

৩। সর্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু যে যে পীড়ার উৎপত্তি হয় তত্তন্ত্র—(১) একোন, ক্যামো, কফি, ডাল্‌কা, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্ফা; (২) আস', বেল, আই, কার্ব-ভ, হাইয়স্, ইপিকা, ফস্, হ্রাস, সাইলি, স্পাইজি; (৩) ক্যাল্কে চায়না, কলোসি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ত্রাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, সেবু, সিপি, সাল্ফিউ-এসি ও ভিরাট প্রধান ঔষধ।

৪। সর্দি লাগা হেতু তরুণ এবং উৎকট বেদনা—
একোন, আস', বেল, ক্যামো, কফি, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সেবু, স্পাইজি।

৫। বেদনা মৃদু ও তরুণ হইলে—ডাল্‌কা, চায়না, ইপিকা, নাক্স-ম।

৬। দুর্দমনীয় পুরাতন বেদনা রোগে উপরোক্ত ঔষধ ব্যতীত—ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ত্রাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা এই কয়েকটা ঔষধ নিত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

৭। ভিজিয়া যাওয়ার দরুণ সর্দি হইলে—(১) ক্যালকে, ডালকা, পালস, সালফা ; (২) আস', কার্ব'-ভ, নাক্স-স, হ্রাস, সার্সা ; (৩) বেল, ব্রাই, কষ্ট, কল্‌চি, হিপা, লাইকো, কস, সিপি।

৮। স্নান করা হেতু সর্দি হইলে—(১) এন্টি, ক্যালকে, কার্ব'-ভ সালফা ; (২) আস', বেল, কষ্ট, নাইট্রি-এসি, হ্রাস, সার্সা, সিপি, সালফা।

৯। শীতল জলে গাত্র ধৌত কিম্বা তন্মধ্যে থাকিয়া কাজ কর্ম করিলে—(১) ক্যালকে, নাক'-ভ, পালস, সালফা ; (২) এনোনি এন্টি, বেল, কার্ব'-ভ, ডালকা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, হ্রাস, সিপি, স্পাইজি।

১০। অত্যন্ত ঘর্মের উপর ঠাণ্ডা লাগিলে—একোন, ক্যালকে, কার্ব'-ভ, চায়না, ডালকা, মার্ক, কস-এসি, হ্রাস, সিপি।

১১। মস্তক ভিজা হেতু—একোন, ব্যারাই, বেল, লিডা, পালস, সিপি।

১২। চরণ ভিজা হেতু—কুপ্রা, নাইট্রি-এসি, পালস, সিপি, সাইলি, ক্যামো, মার্ক, স্ট্রাট্টা, হ্রাস।

১৩। বরফ, ফল এবং টুকু ইত্যাদি আহাৰ হেতু শ্বাক-স্থলীতে ঠাণ্ডা লাগা—আস', কার্ব'-ভ, পালস।

১৪। ঘর্ম বসিয়া যাওয়ার দরুণ কিম্বা শারীরিক অল্প কোন আবহাওয়া বন্ধ হওয়া হেতু—(১) ব্রাই, ইপিকা ; (২) একোন, আস', কার্ব'-ভ, ক্যামো, ডালকা, মার্ক, কস-এসি, হ্রাস।

১৫। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি বসিয়া গেলে—একোন, আস', ক্যালকে, চায়না, ল্যাকে, নাক্স-ভ, পালস, সালফা।

১৬। সর্দি লাগার দরুণ রক্তোনিঃসরণের গোলযোগ হইলে—একোন, বেল, ক্যালকে, চায়না, ডালকা, পালস, সিপি, সাইলি, সালফা। (আব বসিয়া যাওয়া বিষয় দেখ)।

১৭। সর্দি লাগা স্বভাব হইলে—(১) বেল, ক্যালকে, কার্ব'-ভ, কসি, ডালকা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পালস, হ্রাস, সাইলি, একোন, ব্যারাই,

বোরাক্স, গ্রাফা, হাইড্রস, ইথের, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ভাট্রা-কা, ভাট্রা-মিউ, পিট্রো, কস, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা।

১৮। সর্দি লাগা স্বভাব এরূপ হয় যে সামান্য একটু ঠাণ্ডা বাতাস, বাতাসের পরিবর্তন, কিংবা একটু গরম ও তৎপর একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই পীড়া জন্মে—ব্রাই, ক্যালকে, কার্ব-ভ, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, হ্রাস, ভিরেট্রা, সাল্ফা।

১৯। যে কোন প্রকারের ঠাণ্ডা বাতাস হউক কখনই সহ্য হয় না—আস, ব্যারাই, বেল, ক্যালকে, ক্যান্ফ, ক্যাপ্সি, কষ্ট, ককিট, ডাল্কা, হেলে, নাক্স-ন, হ্রডো, হ্রাস, শ্বাভি।

২০। সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য হইলে—এমোনি, কার্ব-ভ, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সাল্ফা।

২১। বড় বাতাস অসহ্য হইলে—ব্রাই, হ্রডো, সাইলি।

২২। ভিজা এবং শীতল বাতাস পীড়াদায়ক হইলে—এমোনি, বোরাক্স, ক্যালকে, কার্ব-ভ, ডাল্কা, ল্যাকে, হ্রডো, হ্রাস, ভিরেট্রা।

২৩। বায়ু পরিবর্তন সহ্য না হইলে—ক্যালকে কার্ব-ভ, ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, সাল্ফা; ভিরেট্রা।

২৪। ঠাণ্ডার পর গরম লাগিয়া যে পীড়া হয় তাহাতে—কার্ব-ভ, ল্যাকে, সাল্ফা; (গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া যে পীড়া জন্মে—ডাল্কা, মার্ক, হ্রাস, ভিরেট্রা)।

২৫। বসন্তে সর্দি লাগিলে—কার্ব-ভ, ল্যাকে, হ্রাস, ভিরেট্রা।

২৬। গ্রীষ্মে সর্দি লাগিলে—বেল, ব্রাই, কার্ব-ভ, ডাল্কা, (আকাশে বিদ্যুৎক্ৰীড়া এবং বজ্রপাত করণ সর্দি লাগিলে)—ব্রাই, সিপি, সাইলি।

২৭। শরতে সর্দি লাগিলে—(১) ডাল্কা, মার্ক, হ্রাস, ভিরেট্রা; (২) ক্যালকে, ব্রাই, চায়না।

২৮ । শীতে সর্দি লাগিলে—(১) একোন, বেল, ব্রাই, ডালকা, হুডো, হ্যাস ; (২) ক্যামো, ইপিকা, নাক্স-ভ, সালফা, ভিরেট্রা ।

২৯ । বুষ্ঠির জল ইত্যাদিতে ভিজিলে—(১) ক্যাল্কে, ডালকা, পাল্‌স, সার্সা, আস, কার্ব-ভ, নাক্স-ম, হ্যাস ; (২) বেল, রোরাক্স, ব্রাই, কষ্ট্রি, কন্‌চি, হিপা, লাইকো, ফন্‌, সিপি ।

৩০ । শীতল শুষ্ক বাতাসে সর্দি লাগিলে—একোন, বেল, ব্রাই, ক্যামো, ইপিকা, নাক্স-ভ, সালফা ।

৩১ । আর্দ্র শীতল বাতাসে সর্দি লাগা—ডালকা, হুডো, হ্যাস, ভিরেট্রা ।

[পীড়ার বৃদ্ধি ও হ্যাস শীর্ষক-প্রবন্ধে ঠাণ্ডা লাগা দেখ]

৩২ । ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়ানিচয়ের

বিশেষ ঔষধ-তত্ত্ব ।

. } :-

একোনাইটাম্—দন্তশূল । মস্তকে স্নানবীর বেদনা । মস্তকে রক্তাধিক্য । কর্ণ শোঁ শোঁ শব্দ । হস্ত পদের গ্রন্থিসমূহে সঞ্চালন-কষ্ট । জ্বর । অস্থিরতা ইত্যাদি ।

এণ্টিমোনিয়াম্—মাথাধরা । পাকস্থলীর গোলযোগ । অক্ষুধা ও বমনেচ্ছা ।

আর্গিকা—হস্ত পদে বেদনা । পাকস্থলীর গোলযোগ ।

আর্সেনিক—হাঁপানি কিম্বা পাকস্থলীর গোলযোগ ও তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডস্থলে বেদনা ।

বেলেড্রোনি—শিরঃপীড়া । চক্ষু যোর দদধা । গলার ভিতর বেদনা । পাকস্থলীর গোলযোগ । সর্দি জ্বর ইত্যাদি ।

ব্রাইয়োনিয়া—আক্ষেপযুক্ত কাশি ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা । হস্ত পদে বেদনা ও উদরাময় ।

ক্যাল্কেরিয়া—হস্ত পদে হৃদয় বেদনা । আকাশের অবস্থা পরিবর্তন হেতু অথবা জলে থাকিয়া কাজ কর্তব্য করা হেতু বৃদ্ধি ।

কার্ব-ভেজি—কাশি হৃদম্য, কাশিতে শূত্র শূত্র ভাব ও তৎসঙ্গে বমন ।
ইপানির ভাব । বক্ষস্থলে বেদনা ।

ক্যামোমিলা—মাথাব্যথা । দন্তশূল । কর্ণশূল । অস্ত্রাত্ত প্রকার
স্নায়ুশূল । অস্থিরতা । সহজে ক্রোধোদ্বেক । সামান্য জ্বর । আর্দ্র কাশি ।
উদরাময় ও পেটে বেদনা ইত্যাদি (বিশেষ বালকদিগের পক্ষে) ।

ককিউলাস—পাকস্থলীর গোলযোগ । .

কফিয়া—শিরঃপীড়া এবং অস্ত্রাত্ত প্রকার স্নায়বীর বেদনা ও তৎসঙ্গে
কৌকান । দাঁতের বেদনা । গলার বেদনা । পাকস্থলীর গোলযোগ । আর্দ্র
কাশি । বেদনাশূত্র উদরাময় । হাত পায়ে বেদনা ও জ্বর ।

হিঁপার—চক্ষু উঠা । দন্ত ও হাত পায়ে বেদনা ।

ইপিকাকুয়ানা—পাকস্থলীর গোলযোগ । আক্ষেপযুক্ত কাশি । বমনেচ্ছা
ও তৎসঙ্গে বমন । ইপানির ভাব ।

মার্কিউরাস্—হস্ত, পদ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ ও গলার বেদনা । বেদনায়ুক্ত
উদরাময় অথবা আমাশয় ;

নাক্স-ভমিকা—জ্বর । শুষ্কসর্দি । নাসিকা বন্ধ । শুষ্ক কাশি । কোষ্ঠবন্ধ ।
আমাশয় অথবা বেদনায়ুক্ত উদরাময় ও তৎসঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কৌথ পাড়িলে
অন্নমাত্র মলত্যাগ ।

ফর্মফরিক এসিড—বাতজনিত বেদনা অথবা সামান্য সর্দি লাগিলেই
কাশি হইয়া থাকে ।

পালসেটিলা—নাক দিয়া অত্যন্ত তরল সর্দি, আর্দ্রকাশি, কর্ণশূল, জ্বর,
উদরাময় ইত্যাদি (গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজ্য)

হ্রাস-টক্স—দন্ত ও হাত পায়ে বেদনা ।

সাইলিসিয়া—হস্ত পদে হৃদম্য বেদনা । বায়ু পরিবর্তন সময়ে পীড়ার
বৃদ্ধি ।

সাল্ফার—হস্ত পদে অত্যন্ত বেদনা । পেটে বেদনা । স্নেহের জ্বায়
উদরাময়, অত্যন্ত সর্দি । চক্ষে বেদনা । কোরাসার জ্বায় তৃষ্ণা । কর্ণ, দন্ত
ইত্যদিতে বেদনা ।

[শিরঃপীড়া, দন্তশূল, কর্ণশূল, বাত এবং পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি দেখ]

৩৩। অত্যন্ত শীতে রক্ত জমাট হইয়া পীড়া জন্মা বা মৃত প্রায় হওয়া—(১) একোন, আস, ব্রাই, কার্ব-ভ, ল্যাকে, গ্রাইট-এস। গাল্‌স, গাল্‌ক-এস ; (২) এগার, ক্যাম্ফ, কল্‌চি, পিট্রো, কস, গাল্‌ফা।

—••—

উদ্ভাপজনিত পীড়া ও তদনুযায়ী চিকিৎসা।

৩৪। শারীরিক পরিশ্রম, সূর্যোদ্ভাপ এবং অগ্ন্যুদ্ভাপ ইত্যাদি মধ্যে থাকিয়া পীড়া হইলে—(১) একোন, এমিল-নাইট্রাইট, এন্টিমোনিয়াম, আশি, ব্রাই, ব্যাপ্‌টি, বেল, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-ভ, মোনইন, ল্যাকে, ওপি, গ্রাট্রা-মি, সাইলি, নাক্স-ভ, থেরিডি, থুজা, ভিরেট্রা-ভি, জিঙ্ক দ্রোণা যায়।

৩৫। ভাপজনিত পীড়া ও উপসর্গের

বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব—

} :—

একোনাইট—সান্ট্রোঙ্ক অর্থাৎ স্থাঘাত ও অগ্ন্যুদ্ভাপে থাকা হেতু যে সমস্ত পীড়া জন্মে।

এমিল-নাইট্রাইট—স্থাঘাতের কন্জেষ্টেড ষ্টেজ অর্থাৎ রক্তাধিক্য অবস্থা। ব্যাকুলতা। স্থাঘাতাস সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা। মস্তকের ভিতর এলোমেলো ভাব। শিরোবুর্গন ও মাতালের স্থায় অবস্থা। মাথার ভিতর পুনঃ পুনঃ ফাটিয়া যাওয়ার স্থায় ভাব। টেম্পল প্রদেশে নাড়ীর স্পন্দনানুভূতি। উর্দ্ধদিকে মস্তকের গতি বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়। চক্ষু বিক্ষারিত। কজাটাইভা রক্তবর্ণ গোলায় স্থায়। মুখ লাল। পাকস্থলী প্রদেশে আক্ষেপ-যুক্ত বেদনা। পাকস্থলীর ভিতর ভারবোধ ও জ্বালা। বক্ষস্থলে এবং হৃৎপিণ্ডে কসিয়া বন্ধন করার স্থায় ভাব এবং শ্বাসকষ্টতা। অস্থিরভাবে হৃৎপিণ্ডের কার্য। হস্ত কম্পন। চলিতে মাতালের স্থায় অবস্থা। পা অবশ। শরীর শিথিল।

এন্টিফ্রুড—কোন ব্যক্তি স্থাঘাতাপ সহ্য করিতে পারে না অথবা

সামান্য সূর্যোভাসে থাকিয়া কার্য করার লক্ষণ ক্রান্ত হইয়া পড়ে, তৎসঙ্গে নিশা-
ঘণ্ট হইয়া থাকে। সর্বদা ঘুমাইতে ইচ্ছা। পাকস্থলী সঙ্কীর্ণ লক্ষণ ইত্যাদি।

আণিকা—অনবরত উত্তাপে থাকা হেতু ক্রান্তি এবং শারীরিক শিথিল
অবস্থা। সময় সময় অত্যন্ত ব্যাকুলতা। মাথাধোঁরা এবং এ প্রকার 'শিরঃপীড়া'
যে তাহাতে অজ্ঞান হইতে হয় (বিশেষ চলিয়া বেড়াইবার সময় চতুর্দিকের সমস্ত
পদার্থই ঘুরিতে থাকে)। মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ যেন দগ্ধ হইয়া বাইতেছে, অবশিষ্ট
শরীর-শীতল, অথবা উষ্ণ নহে। কনীনিকা সঙ্কুচিত। বমনেন্দ্ৰা ও বমন।
হৃৎপিণ্ড-প্রদর্শনে আঘাত লাগার জ্বর বোধ অথবা যেন হৃৎপিণ্ড মর্দিত
হইয়াছে এরূপ বেদনা অসুভব হয়। পাকস্থলীতে যেন প্রস্তুত চাপিয়া রহিয়াছে।
অজ্ঞাতসারে মলমূত্রতাগ। নিশ্বাস প্রাশ্বাসে হাঁপানির ছায় ভাব। শ্বাস কষ্টতা।
শরীর দুর্বল এমন কি অতি কষ্টে হাত পা সঞ্চালন করিতে পারে।

বেলেডোনা—শিরঃপীড়া, তৎসহ মস্তকের মধ্যে পূর্ণতা বোধ, এবং
এ প্রকার অসুভব হয় যেন কপালের ভিতর দিয়া মস্তিক বাহির হইয়া পড়িবে।
উপড় হইলে, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে কিবা কিঞ্চিদ্রাব্যও সঞ্চালন করিলে
বৃদ্ধি। অত্যন্ত ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা। ক্রোধ। সেরিব্রাল দ্রাব্যসমূহের
অত্যন্ত উত্তেজনা। অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ; চমকিয়া উঠে। চতুর্দিকে কিবা
নিকটে যে সব বস্তু থাকে তাহা দেখিয়া ভয়প্রাপ্ত হয়। ক্রন্দন এবং চীৎকার
করা স্বভাব। সূর্যোভাসের প্রথম অবস্থা।

ব্রাইওনিয়া—মস্তকে পূর্ণতা বোধ সহ অত্যন্ত বেদনা। শারীরিক
শিথিল ভাব। উদরাময় ও বমন। খামখেয়ালী স্বভাব। ক্রোধের ফিট্-
(উপসর্গ অবস্থার)।

ক্যাকটাস—মস্তিকে রক্তাধিক্য হেতু মাথাধোঁরা। মস্তকে অত্যন্ত
বেদনা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলতা। মস্তকে চাপযুক্ত বেদনা বোধ হয়
যেন ব্রহ্মভানুতে কোন ভার চাপিয়া রহিয়াছে; কথা বলিলে ও গোলযোগ
'ওনি'তে তাহার বৃদ্ধি। দৃষ্টি কোরাসপূর্ণ। কর্ণের ভিতর নাড়ীর স্পন্দন
বোধ। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট। বন্ধঃস্থল বোধ হয় যেন লৌহ-বেষ্টন দ্বারা
কসিয়া ধরা হইয়াছে এবং এই প্রকার কষ্ট অধিপ্রাপ্ত। স্নবাতাস সেবন
করিতে পারিলেই উপশম বোধ হয়।

কার্ব-ভ—যখনই ক্রোন উত্তাপের ভিত্তর থাকে তখনই শিরঃপীড়া ও মাথা ভার এবং তাহাতে নাড়ীর স্পন্দনবৎ বেদনা। চক্ষুর উপর চাপানবৎ বোধ। কোন বস্তুর দিকে চাহিতে চেষ্টা করিলে চক্ষুতে বেদনা ;

গ্লোমাইন—বুদ্ধিহারা হওয়া। ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তৎপূর্বে মুখ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা ও বমনেচ্ছা। কজ্জাটাইতা রক্তবর্ণ। কোয়াসা, কাল বালু, ক্ষুদ্র দাগ, কিম্বা কেবল একটি আলোকময় পদার্থ চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পায়। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে ; অন্ত্ররতাপূর্ণ। ~~কক্ষা~~। পাকস্থলী-প্রদেশে বেদনা এবং দপ্পদে ভাব উপলব্ধ হয়। তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন পাকস্থলী ঝসিয়া গিয়াছে। কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসঙ্গে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস। বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ ও ব্যাকুলতার ভাব। হৃৎপিণ্ডের কার্য অত্যন্ত বেগযুক্ত এবং অত্যন্ত পরিশ্রমবৃত্ত। হস্ত পাদির কম্পন। নিদ্রা ও অজ্ঞানতা। অত্যন্ত দুর্বল অবস্থা।

১৯২৪ সালের ২৩শে চৈত্র তারিখে গ্লোমাইন ৩য় শক্তি প্রয়োগে একটা ওলাউঠার রোগীতে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রোগিণী এক ভদ্র মহিলা। বয়স ১৫ বৎসর। আর্সেনিক প্রয়োগে তাঁহার ভেদ বারগ হটল বটে, কিন্তু ৪ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বমন নিবারণ ও প্রস্রাব হইল না। বাহ্য আহার করেন তাহা তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায়, এমন কি ঔষধের জলটুকু পর্য্যন্ত পেটে থাকে না। পূর্বে রোগিণী অটালিকার বাস করিতেন, এইক্ষণ টিননিম্মিত গৃহে বাস করিতেছেন। এই দারুণ চৈত্রমাসের প্রারম্ভে সূর্যোদ্যোত্রে টিননিম্মিত গৃহ সকল অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে ; রোগিণী এই প্রকার গৃহমধ্যে থাকা হেতু তাঁহার বমন ইত্যাদি নিবারণ অত্র যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি তাহা প্রকৃত ঔষধ হইয়াই আমার মনে এ প্রকার ধারণা হইল। রোগিণীও প্রকাশ করিলেন এই প্রকার উত্তাপযুক্ত গৃহে বাস করা হেতুই তাঁহার কষ্টের নিবারণ হইতেছে না। তাঁহার মস্তকের ভিতর “একরূপ অব্যক্ত অস্থির ভাব হইতেছে।” তখন ২৩ মাত্রা গ্লোমাইন সেবনের কিছুকাল পরেই প্রস্রাব হইল এবং বমন নিবারণ হইয়া গেল। যেখালি-পথ্য পূর্বে একবারও পেটে থাকে নাই, তাহা আর বমন হইয়া উঠিয়া পড়িল না। রোগিণী ক্রমে সুস্থতা লাভ করিলেন।

ল্যাকেসিস্—প্রায়তন উপসর্গ। প্রলাপ বকা। নিত্য আতঙ্ক। দুর্বল স্থিতিশক্তি। মাথাঘোরা। চক্ষুদ্বয়ের উপরিভাগে এবং অক্সিপাট প্রদেশে শিরঃপীড়া, এই বেদনা গ্রীবা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মুখগ্রী বসিয়া যায় অথবা ক্ষীত এবং রক্তবর্ণ দেখায়। ভিহ্বা প্যারানিসিসযুক্ত, নির্গত করিবার সময় কাঁপিতে থাকে। গলনালী সঙ্কুচিত, গলাধঃকরণ কষ্টকর। হৃৎকমর মল। হৃৎকার ভাবযুক্ত নিশ্বাস প্রবাহ। গ্রীবাদেশ স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারে না। বক্ষঃস্থল যেন আঁটিয়া আছে। হৃৎকম্পন। হৃৎপিণ্ড নিত্য সঙ্কুচন অবস্থাপন্ন। কোন প্রকার চাপ সহ্য করিতে পারে না। নাড়ীর অবস্থা নানাপ্রকার। মাংসপেশীর আক্ষেপ। কম্পন। অগম্যায়ুক্ত কনভালশন। অজ্ঞান অবস্থার কোকান।

শ্রাট্রায়-কার্ব—মানা উপসর্গ। চিন্তা করিতে অক্ষম। মাথায় এমন বেদনা যেন বুদ্ধিলোটের জ্বালা বোধ। রোদ্রে গেলেই শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। চক্ষুর সম্মুখে অসহ্য আলোকাত্তা প্রতিভাত হইতে থাকে কিবা কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টি ঘোলা। হৃৎকম্পন। হস্তপদ কাঁপিতে থাকে। সামান্য পরিশ্রমেই শরীর দুর্বল বোধ হয়। অতৃপ্তকর নিদ্রা ও অস্থিরতা। সামান্য শ্রমেই অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

সাইলিসিয়া—উত্তাপ হেতু বমনেচ্ছা ও পার্কেইলীর অস্থখ। মাতালের জ্বর শিরঃপীড়া। চক্ষে অন্ধকার দেখে ও মাথা ঘুরিতে থাকে। কোন কার্য করিতে অস্থিরতার পতিত হয়। কোকান। মস্তকের ভিতর এরূপ বোধ হয় যেন ইহাতে কোন প্রাণী জন্মিয়া ইহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

থেরিডিয়ন্—স্থানান্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা। অসহ্য শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে জাহাজ ঢুলুনি লাগার জ্বর বমন এবং শীত ও কম্প, সামান্য গোলমাল শুনিতেই বৃদ্ধি। কপাল হইতে অক্সিপাট-প্রদেশ পর্যন্ত বেদনার দ্রুতপদ করিতে থাকে। শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে বমন বৃদ্ধি। চক্ষুর পশ্চাভাগে কাঠিগ্র এবং ভারী চাপবোধ।

৩৬। সান্-বারন্ (একজিমা সোলারী অর্থাৎ সূর্য্যদগ্ধ নামক এক প্রকার চর্ম্মপীড়া হইয়া চর্ম্মে ফুসুড়ি হইয়া থাকে)

তাহাতে—ক্যাছা, মিউর-এসি, হ্রাস, গ্রিণ্ডেল ব্যবহার করা যায়। উত্তাপ হেতু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে মাথার নীতল জলের পটী দেওয়া বাইতে পারে।

খাদ্য এবং পানীয় হেতু পীড়া।

৩৭। দুগ্ধপান হেতু পীড়া হইলে—(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, নাক্স-ভ (২) সাল্ফা, এম্ব্রা, কার্ব-ভ, চায়নী, কোনা, কুপ্রা, ইথের, ক্যালমি, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগনে-কা, জাট্রা-কা, জাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, কস্, পাল্‌স, হ্রাস, সাল্ফ-এসি।

৩৮। জলপান হেতু—(১) চায়না, মার্ক, পাল্‌স, হ্রাস, সাল্ফ-এসি; (২) আস', ক্যাপসি, ক্যামো, ফেরা, জাট্রা, নাক্স-ভ, ভিরাট্।

৩৯। বিয়ার নামক মদ্যপান হেতু—(১) আস', বেল, কলোসি, ফেরা, মাজ্জ-ভ, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাল্ফা; (২) এলাম, এসারাম, মেজি, ইথের, মিউর-এসি, ষ্ট্যানা, ভিরাট্।

৪০। লিগোনেড্‌ পান হেতু—সিলিনিয়াম।

৪১। ব্রাণ্ডি নামক মদ্য হেতু—(১) নাক্স-ভ, ওপি; (২) আস', ক্যাল্কে, ককিউ, হিমা, ইথের, ল্যাকে, লিডা, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরাট্।

৪২। মদ্য হেতু—(১) আস', ক্যাল্কে, ককি, ল্যাকে, মাজ্জ-ভ, ওপি, সাইলি, জিঙ্ক; (২) এন্টি, আর্নি, জাট্রা-কা, জাট্রা-মি, পাল্‌স, সিলিনি, সাল্ফা।

৪৩। স্পিরিট জাতীয় পদার্থ হেতু—(১) আস', ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, হেলে, হাইরস্, নাক্স-ভ, ওপি, পাল্‌স, সাল্ফা; (২) এন্টি, বেল, চেলিডো, চায়না, ককি, ইথের, লিডা, লাইকো, মার্ক, জাট্রা-কা, জাট্রা-মি, নাক্স-ম, হ্রাস সিলিনি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

৪৪। রুটী সহ না হইলে—(১) ব্যারাই, ব্রাই, কটি, চায়না, লাইকো মার্ক, জাট্রা-মি, ফস্-এসি, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, ষ্ট্রাকি; (২) সিনা, ককি, ক্যাল্‌মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, কস্, সাল্ফা, জিঙ্ক।

৪৫। মাখন খাওয়া হেতু—আস', কার্ব-ভ, চায়না, হিগা, নাইট্র-এসি, পাল্‌স, সিপি।

৪৬। চর্বি বা চর্বিসংযুক্ত খাদ্য—(১) আস', কার্ব-ভ, চায়না, জাট্রা-মি, পাল্‌স, সিপি, টারাক্স, থুজা; (২) কল্‌টি, লাইকো, ফেরা, হেলে, ম্যাগ্নে-নি, নাইট্র-এসি।

৪৭। মাংস খাওয়া হেতু—ক্যাল্‌কে, কট্ট, কেরা, মার্ক, পাল্‌স কট্ট, সিপি, লাইলি, সাল্‌ফা।

৪৮। বাছুরের মাংস খাওয়া হেতু—ক্যাল্‌কে, কট্ট, ইপিকা, সিপি।

৪৯। শূকরের মাংস খাওয়া হেতু—কার্ব-ভ, কল্‌টি, ড্রুসি, জাট্রা-মি, পাল্‌স, সিপি।

৫০। ছেঁজ নামক মাংস পাক নষ্ট হইয়া গেলে তাহা খাইয়া যে পীড়া—আস', বেল, ব্রাই, ফস-এসি, হ্রাস।

৫১। মৎস্য—কার্ব-এনি, ক্যাল্‌মি, প্রাধ।

৫২। ঝিনুকের মধ্যস্থ প্রাণী অথবা গুলী আহার করিলে যে পীড়া কিম্বা উক্ত প্রাণীদ্বয়ের কোন একটি আহার করিয়া তৎপরে দুঃখ খাইলে যে উৎকর্ষ পীড়া জন্মে—পাল্‌স।

৫৩। পচা মৎস্য—(১) কার্ব-ভ, পাল্‌স; (২) চায়না, হ্রাস।

৫৪। বিষাক্ত শমুক বা ঝিনুকজাতীয় দ্রব্য আহারে—বেল, কার্ব-ভ, ইউকরবি, লাইকো, হ্রাস।

৫৫। তরমুজ খাওয়া হেতু—জিঙ্ক।

৫৬। উদর স্ফীতিকারক পদার্থ খাওয়া হেতু—(১) কার্ব-ভ, চায়না, নাক্স-ভ; (২) ব্রাই, ফুপ্রা, লাইকো, পিট্রো, পাল্‌স, সিপি, ভিরাট।

৫৭। গোল আলু খাওয়া হেতু—এলাম, এমোন, সিপি, ভিরাট।

৫৮। ফল ইত্যাদি খাওয়া হেতু—(১) আস', ব্রাই, পাল্‌স, ভিরাট; (২) চায়না, ম্যাগ্নে-নি, মার্ক, জাট্রা, সিগিনি, সিপি।

৫৯ । পিষ্টক ইত্যাদি খাওয়া হেতু—(১) ব্রাই, পালস,
(২) আস, কার্ব-ভ, লাইকো, ক্যালমি, ভিরাট ।

৬০ । ডিম্ব খাওয়া হেতু কল্‌চি, ফেরা, পালস ।

৬১ । অল্পযুক্ত পদার্থ খাওয়া হেতু—(১) একোন, আস, কার্ব-ভ, হিপি, সিপি ; (২) এন্টি, ফেরা, ল্যাক, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, কস, ফস্-এসি, সাল্‌ফ-এসি ।

৬২ । লবণযুক্ত দ্রব্য খাওয়া হেতু—আস, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, ড্রিসি, লাইকো ।

৬৩ । মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া হেতু—একোন, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইয়ে, মার্ক, সিলিনি, জিঙ্ক ।

৬৪ । বরফ খাওয়া হেতু—আস, কার্ব-ভ, পালস ।

৬৫ । গোলমরোচ ইত্যাদি মসলা হেতু—আস, চায়না, সিনা, নাক্স-ভ ।

৬৬ । পলাণ্ডু খাওয়া হেতু—থুজা, নাক্স-ভ ।

৬৭ । তামাক খাওয়া হেতু—(১) নাক্স-ভ, পালস ; (২) ইয়ে, স্পঞ্জি, ষ্টাফি ; (৩) একোন, এন্টি, আর্নি, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ক্রেমা, ককিউ, কলোসি, কুপ্রা, ইউজের, ইপিকা, ল্যাক, মার্ক, জাট্রা-কা, জাট্রা-মি, কস, ভিরাট ।

৬৮ । প্রত্যেক খাদ্য আহারের কিঞ্চিৎ পরেই শীড়া-দায়ক হইয়া উঠে—(১) ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কষ্ট, চায়না, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, সাল্‌ফ ; (২) এমোনি, আস, ব্রাই, কোনা, সাইক্রে, গ্র্যাফা, ক্যাল্‌মি, লাইকো, জাট্রা, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, কস, কস্-এসি, পালস, ড্রাস, সিপি, সাইলি ।

৬৯ । আহারের পর কিঞ্চিৎকাল উপশম বোধ—এনাকা, চেলিডো, লিথিয়াম, পিট্রো ।

৭০ । আহারের পর পেটজ্বালার সঙ্গে ক্ষুধাবোধ—এলাম, আর্জেন্টা-না, বোভি, লাইকো, ট্রুশি ।

৭১। আহারের পর ক্ষুধা ও তৎসঙ্গে উদর শূন্যবোধ-
ক্যালকে, ক্যাস্কেরি, চায়না, সিনা, গ্র্যাটি, লরোসি ।

[পাকস্থলীর দুর্বলতা দেখে] ।

চর্ম্মোৎপাত বা ইরাপ্শন্ কিম্বা কোন স্বাভাবিক

ক্ষরণ বন্ধ হওয়া জনিত পীড়া বা উপসর্গ ।

৭২। স্বাভাবিক আব অথবা কোন চর্ম্ম উদ্বেদ অর্থাৎ ইরাপ্শন্ বসিয়া যাওয়া হেতু পীড়া—(১) একোন, বেল, ব্রাই, ক্যালকে, চায়না, লাইকো, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা ; (২) আস, কার্ব-ভ, কষ্ট, ক্যামো, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, লাইকো, ফস, ফস্‌ এসি, হ্রাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো ; (৩) এম্ব্রা, এমোনি, এন্টি, আর্নি, অরা, ব্যারাই, সিনা, ককিউ, কুপ্রা, ফেরা, হিপা, হাইয়স, ইয়ে, ইপির্কা, মার্ক, মিউর্-এসি, ত্রাট্রা-কা, ত্রাট্রা-নি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, র্যানা, স্পজি, এবং সোনিগা । (সিক্রিশন্ অর্থাৎ নিঃসরণ বসিয়া যাওয়া দেখে) ।

(ক.) ঠাণ্ডা লাগা হেতু উপরোক্ত ব্যাপার ঘটিলে—(১) একোন, ক্যামো, কফি, ডাল্‌কা, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা ; (২) আস, বেল, ব্রাই, কার্ব-ভ, হাইয়স, ইপির্কা, ফস, হ্রাস, সাইলি, স্পাইজ ; (৩) ক্যালকে, চায়না, কলোসি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ত্রাট্রা-নি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, সেম্বু, সিপি, ভিরেট্রা, (সর্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু দেখে) ।

(খ) আঘাতাদি হইতে ইরাপ্শন্ বসিয়া গেলে—(১) আর্নি, সিকিউ, কোনা, হিপা, ল্যাকে, পাল্‌স, হ্রাস, সাল্‌ফ-এসি ; (২) একোন, এমোনি, ব্রাই, ক্যালকে, কষ্ট, ক্যামো, ইউফ্রে, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস, কষ্ট, গ্লাইলি, ষ্ট্র্যাকি, সাল্‌ফা, জিঙ্ক ; (৩) এলান, বেল, বোরাক্স, কার্ব-ভ, ডাল্‌কা, আইয়ড, পিট্রা, সাইলি । (আঘাতাদি দেখে) ।

(গ) জলে দাঁড়াইয়া কাজকর্ম বা বস্ত্রাদি ধোত করা
হেতু—(১) ক্যাল্কে, নাক্স-ম, পালস, সার্সা, সালফা ; (২) এমোনি, এন্টি,
বেল, কার্ব-ভ, ডাল্কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, হ্রাস, সিপি, স্পাইজি। (সর্দি
কিন্দা ঠাণ্ডা লাগা দেখ)।

৭৩। হার্পিস্ এবং অন্যান্য ইরাপশন অর্থাৎ চক্ষোৎপাত
বসিয়া গেলে—(১) বেল, ব্রাই, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হিপা, ফস্-এসি, পালস,
সালফা ; (২) একোন্, এম্ব্রা, আস, কার্ব-ভ, কষ্ট, ক্যামো, ল্যাকে, লাইকো,
মার্ক, স্কাট্রা-মি, মক্সাস, ফস্, হ্রাস, সার্সা, সিপি, সাইলি, হ্যাফি, থুজা।

৭৪। রক্তস্রাব রোধ হইয়া গেলে অথবা রক্তমোক্ষণ
অভ্যাস বন্ধ হইয়া গেলে (পূর্বকালে অতি বলবান্ ব্যক্তির
মধ্যে মধ্যে ফস্ত খুলিত অর্থাৎ রক্তমোক্ষণ করিত) ইহাতে—
(১) একোন্, বেল, চায়না, ফেরা, নাক্স-ভ, পালস, সালফা ; (২) আর্গি
অরা, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, হাইয়স, লাইকো, স্কাট্রা-মি, নাইট্রি-
এসি, ফস্, হ্রাস, সেনিগা, সিপি, সাইলি, স্পিজি, ট্যামো।

৭৫। পূঁজ নিঃসরণ ও ক্ষত বন্ধ হইয়া গেলে—(১) বেল,
হিপা, ল্যাকে, সাইলি, সালফা ; (২) আস, কার্ব-ভ, লাইকো, মার্ক, স্কাট্রা-মি,
ফস্-এসি, হ্রাস, সিপি, হ্যাফি।

৭৬। অর্শ বসিয়া গেলে—(১) একোন্, ক্যাল্কে কার্ব-ভ,
নাক্স-ভ, পালস, সালফা ; (২) এম্ব্রা, এমোনি-মি, এন্টি, আস, বেল,
ক্যাপ্‌সি, কষ্ট, চায়না, কলোসি, গ্র্যাফা, ইয়ে, ক্যাল্‌মি, ল্যাকে, মিউর্-এসি,
নাইট্রি-এসি, পিট্টো, হ্রাস, সিপি, সাইলি।

৭৭। লোকিয়া অর্থাৎ প্রসূত্বের পর জরায়ু-ক্লেদ-নিঃসরণ
বসিয়া গেলে—(১) কলোসি, হাইয়স, নাক্স-ভ, প্যাটি, হ্রাস, সিকেলি,
ভিরাট, জিক, বেল, ব্রাই, কোনা, ডাল্কা, পালস, সিপি, সালফা।

৭৮। স্ত্রীলোকের স্তন্য-দুগ্ধ-ক্ষরণ বসিয়া গেলে—(১)
বেল, ব্রাই, ডাল্কা, পালস ; (২) একোন্, ক্যাল্কে, ক্যামো, কফি, মার্ক,
হ্রাস, সালফা।

৭৯ । স্ত্রীলোকের ঋতু বসিয়া গেলে—(১) একোন, ব্রাই, কোনা, ডাল্কা, ক্যাল্‌মি, লাইকো, পাল্‌স সিপি, লাইলি, সাল্‌ফা ; (২) এমোনি-মি, আস', ব্যারাই বেল্‌, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কুপ্রা, ফেরা, আইয়ড্‌, মার্ক, ভাট্টা-মি, নাক্স-ম, ওপি, প্লাটি, ফস্‌, হুডো, জাৰাই, ষ্ট্যাকি, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালি, ভিরাট্‌, জিঙ্ক ।

৮০ । ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে—(১) বেল্‌, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ডাল্‌ফা ল্যাকে, লাইলি, সাল্‌ফা ; (২) একোন, আস', ক্যাল্‌কে, গ্র্যাফা, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্‌, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি ।

৮১ । পদের ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে—(১) কুপ্রা, নাইট্র-এসি, পাল্‌স সিপি, লাইলি ; (২) ক্যামো, মার্ক, ভাট্টা-মি, হ্রাস্‌ ।

৮২ । সর্দি এবং অন্যান্য মিউকাস মেম্ব্রেন্‌ হইতে রস-ক্ষরণ বসিয়া গেলে—(১) একোন, আস', বেল্‌ ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, সিনা, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা ; (২) এম্‌ট্রা, এমোনি-মি, কার্ব-ভ, কোনা, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, ইপিকা, ক্যাল্‌মি, লাইকো, ভাট্টা-মি, নাইট্র-এসি, নাক্স-ম, ফস্‌, হুডো, সেব্‌, সাল্‌ফা ।



আঘাতজনিত শ্বর (Shock) অর্থাৎ

চমকলাগা হেতু পীড়া ।

৮৩ । আঘাত প্রাপ্তি হেতু পীড়া ও উপসর্গে নিম্ন-

লিখিত ঔষধ সকল বিশেষ ফলদায়ক :—

একোনাইট্—আঘাত লাগা হেতু ভয় প্রাপ্ত হওয়া। প্রাণ নষ্ট হইবে বলিয়া দৃঢ় ভয়। অত্যন্ত অস্থিরতা। ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত প্রবর। নাকী নুন্ন এবং কঠিন। আভ্যন্তরিক রক্তাধিক্য ; ইহাতে গাত্রের কাপড় উন্মোচন করিলে নীতবোধ ও তৃষ্ণা এবং মাথা উঠাইলে মুচ্ছা। পলবর নীতল।

এমোনি-কষ্টিকাম্—বর্ণ কেঁকাশে (নিখাস প্রখাস, অতি দুর্বল এবং গুইয়া থাকিতে চার) ।

হাইড্রোসায়েনি-এসি—লম্বা শরীর শীতল এবং বহুক্ষণহারী সিনকোপ্ অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থা। বক্ষঃস্থলে ব্যাকুলতা এবং চাপ বোধ। হিকা। কৌকান। গলায় গড়্ গড়্ শব্দ এবং শ্বাস প্রশ্বাস মৃদুগতি। মুখত্ৰি বিকৃত। কনীনিকা প্রসারিত। চক্ষুর পাতা অসাড়। স্রবৎ নাড়ী।

ইপিকাকুয়ান্না—শয্যাশায়ী অবস্থা। বমনেচ্ছা। ফেঁকাশে বর্ণ। বমন। শূলবেদনা ও উদরাময়। নিশ্বাস পথে কেন্দ্র দম্বন্ধের জ্বর বোধ হয়। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব। শীত। হস্তপদ শীতল এবং শীতল বর্ণাঙ্ক। কনীনিকা প্রসারিত।

ল্যাকেসিস্—হাত পা ওটাইয়া পুটলির জ্বর পড়িয়া থাকে। নাসিকা, কর্ণ, এবং কপাল অত্যন্ত শীতল। মাথাঘোরা এবং চক্ষে দেখিতে অক্ষম। চর্ম ঘোঁচান, শীতল ও চক্চকে। নাড়ী স্রবৎ এবং বিলুপ্ত-প্রায়। ঘনঘন মুখব্যাদান ও ধাবি ধাওয়া। অত্যন্ত টানিয়া নিশ্বাস গ্রহণ। চক্ষুর চতুর্দিকে নীলিমাময়।

মার্কিউরিয়াস্—হৃৎপিণ্ড যেন ডুবিয়া বাইতেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার জ্বর ভাব। তজ্জ্বা হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে যেন চকিতের জ্বর জাগরিত হইয়া উঠে, তৎসঙ্গে হৃৎকম্পন। সামান্য পরিপ্রমেই শরীর কম্পন। নাড়ী মৃদুগতি। স্বপ্ন হইয়া উপশম বোধ হয় না।

নাক্স-মফেটা—সর্বদা তজ্জ্বা। গাত্র শীতল এবং অনাবৃত করিলে কষ্ট বোধ করে। পাকস্থলী হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত চাপনবৎ কষ্ট। মূহ এবং ঘড়ঘড়ে শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। সামান্য পরিপ্রমেই অত্যন্ত হর্সল হইয়া পড়ে ও নিদ্রা যায়। উদরাময়।

নাক্স-ভমিকা—শীতল স্বপ্ন, ব্যাকুলতা ও শিরোগুর্জন। সঞ্চালন এবং গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলে ভয় করে। অত্যন্ত হর্সলতা বোধ, তৎসঙ্গে ক্রোধযুক্ত নৈরাশ্র। সামান্য কারণেই মুচ্ছা; আক্ষেপ। পেটকাঁপা। কাল বর্ণের রক্তস্রাব।

ওপিয়াম্—অতি অল্প শ্বাস প্রশ্বাস। অসামঞ্জস্যভাবে চক্ষু হিরদৃষ্টিযুক্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা। ভয়প্রাপ্ত হওয়ার পর পীড়া।

ফস্ফরাস্—বাহ্যদৃষ্টিতে জীবন নাই বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে

কখন কখন কন্ডাল্‌সন এবং তৎপরে জীবৎ সৰুজবর্ণের বমন। ভুক্ত ভরণ পদার্থ পাকস্থলীতে গিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া মাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায়। সহজেই বহুপরিমাণে বমন হয়। মূতের হ্রাস মুখশ্রী। উজ্জল লালবর্ণের রক্তস্রাব।

সিকেলি—দিতান্ত শয্যাশায়ী অবস্থা। অত্যন্ত জনবৎ মল। নাড়ী ক্ষুদ্র এবং মৃদুগতি। হস্ত পদের অঙ্গুলি সমস্ত শীতবৎ হেথায়। ভায় এবং ব্যাধুলীতাজনক নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং কোঁকান। কাঁপা, গলাভাঙ্গা শব্দ। অন্ন খাইবার ইচ্ছা। বস্ত্রাবৃত থাকিতে অনিচ্ছা, যদিচ চৰ্ম্ম শীতল এবং চট্‌চটে বর্ষযুক্ত তথ্যচ সামান্য গরমও সহ্য হয় না। মূত্রাভাব (Suppression of urine)।

ট্রেন্সিয়ানা—রক্তস্রাব হেতু পুরাতন উপসর্গ। অত্যন্ত স্তম্ভিত্রম। চক্ষুর সম্মুখভাগে উজ্জল বর্ণ সকল দৃষ্ট হয়। বাতের বেদনা। দুর্বলতা। কম্প। কণি শরীর। গরমে থাকিতে ইচ্ছা। কোন বস্তুর দক্ষিণভাগ মাত্র দেখিতে পার।

ট্যাবেকাম্—শীতল ঘর্ষ। অনবরত মূত্রাবৎ বস্ত্রগাশহ বমনেচ্ছা বা হ্রকার। সঞ্চালন করিলে বমন, বমনান্তে ভাল বোধ। শরীর বিশেষতঃ পদদ্বয় শীতল। নাড়ী অসম, ক্ষুদ্র ও মন্দগতি। শিরোবুর্গ ও অত্যন্ত শিথিল অবস্থা।

ভিরেট্রাম্ এল্‌বাম্—শীতল ঘর্ষ (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে)। বমন উদরাময় ও তৃষ্ণা। অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে প্রলাপ ও বিকার। ভীত এবং বাত্যাচ্ছন্ন, মনে করে যেন উড়িয়া যাইবে। জীবনে নৈরাশ্র। অত্যন্ত দুর্বলতা। হস্ত, পদ, শীতল এবং ঝিঁঝিঁ ধরার হ্রাস বেদনা। (সময়ে সময়ে চিড়িক্‌ মারিয়া উঠে। পানীয় দ্রব্য সেবনে শীত বোধ হয়। 'শীতল' জলপানে অত্যন্ত ইচ্ছা। মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির হ্রাস। নাড়ী-স্বত্ববৎ। হাইভোলা। হিকা। বাকশক্তিবিহীনতা। আভ্যন্তরিক বস্ত্রসমূহে রক্তস্রাব। পেট শীতল বোধ হয়।*

১৯৫. আঘাতাদিজনিত পীড়া ও উপসর্গের

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

} :—

আগ্নিকা—লোম্হা উঠিয়া বাওয়ার জ্বাৰ অত্যন্ত বেদনা । মস্তিষ্কে আঘাত লাগা ও রক্তপাত । মাথা নিম্নমুখ করিয়া রাখিতে চায় । মাথা ঘোরা এবং অজ্ঞানতা । বমন ভাব । উঠিলে বা বেড়াইয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি, শয়ন অবস্থায় ভাল বোধ । মাথা বালিশ হইতে নিয়ে রাখিতে চায় । ধীর এবং দুর্বল নাড়ী । গরম কাপড় গাত্র ঢাকিয়া রাখিতে চায় । শ্বাস এবং মস্তক ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ শীতল । .

আর্সেনিকাম্—কোল্যাপ্ বা অবসন্নাবস্থা হইবার উপক্রম । চর্ম শুষ্ক, শীতল ও উজ্জল । নাড়ী সূত্রবৎ । অস্থিরতা । তৃষ্ণা । ঘন ঘন ও অল্প অল্প পরিমাণ জলপান । জলপান মাত্র তৎক্ষণাৎ বমন । শরীরে উত্তাপ ভাল লাগে এবং গরমে থাকিতে চায় । ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করিতে পারে না । মুখশ্রী মৃত ব্যক্তির জায় । .

ক্যালেমাস্—রক্তস্রাবের অনতিবিলম্বেই অত্যন্ত মূর্ছা ও অজ্ঞানতা ।

ক্যান্সেরা—হঠাৎ কোন শীতল আঘাত লাগে । সমস্ত শরীর শীতল এবং চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত । মুখ ফেঁকাসে এবং নীলবর্ণ-বিশিষ্ট । ওষ্ঠদ্বয় সতেজ । উদরাময় । নাড়ী মুহুঃ । স্নায়বীর ব্যাকুলতা ও তৎসঙ্গে মানসিক বোধশূন্যতা । দীর্ঘ নিশ্বাস ও অল্প পরিমাণ নিশ্বাস । অত্যন্ত দুর্বলতা ।

ক্যাপ্সিকাম্—শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত চর্ম্ম । নাড়ী সূত্রবৎ । আভ্যন্তরিক জ্বালা এবং বহির্ভাগে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ । জ্বহবের জ্বাৰ অবস্থা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত ব্যাকুলতা যেহেতু সে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে তাহার মৃত্যু ঘটিবে ।

কার্ব-ভেজি—অজ্ঞান অবস্থা । কোন প্রকার উদ্বেজক ঔষধে উপশম দেখা যায় না । দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির লোপ । হৃৎকম্প বহু পরিমাণ মলত্যাগ বা উদরাময় । শীতল ঘর্ম্ম । নিশ্বাস প্রাণসে গলার ভিতর ষড়্‌ ষড়্‌ শব্দ, শরীরে রক্তাবর্তন-ক্রিয়া স্থগিত । সূত্রবৎ নাড়ী । .

ক্যামোমিলা—মানসিক উদ্বেগ এবং অসহ্য অবস্থা । বেদনার যেন এলিয়ে পড়িয়াছে, কথা বলিলে বা গাত্র স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি । ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ ও জ্বালাযুক্ত বেদনা । লক্ষ শরীরে ঘর্ম্ম । চর্ম্ম সিক্ত, শীতল এবং ফেঁকায়ে । কপালজল ও শাখা সকল শীতল । কোন রকম তাপ বা শ্বেদ দিলে ভাল বোধ হয় ।

চায়না—পুনঃ পুনঃ এবং অনবরত রক্তস্রাব হেতু অবসন্ন ও দুর্বল অবস্থা। মায়বীর অস্থিরতা। ব্যাকুল অবস্থা। নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে এবং মৃত ব্যক্তির মুখশ্রীর তায়। নাড়ী বিলুপ্ত হইবার উপক্রম। বোধ হয় যেন দক্ষিণ দিকের স্বপিণ্ড হইতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

কফিয়া—মানসিক এবং শারীরিক বোধশক্তির আধিক্য। কোন প্রকার কার্য কিম্বা গাজে হস্তাদি প্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না, ইহাতে চিকিৎসারও অনেক ব্যাঘাত জন্মে; একাকী থাকিলেই চুপ করিয়া থাকে, যে পর্যন্ত আলোক কিম্বা কোন গোলযোগপূর্ণ শব্দ রাত্রিতে থাকে সে পর্যন্ত নিদ্রা হয় না।

কুপ্রাম্—এনসিফরম্ কার্টিলেজ অর্থাৎ উপস্থির পশ্চাদিকে অসার অবস্থা বোধ, দীর্ঘনিশ্বাস, এপাশ ওপাশ করা। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া লওয়া। প্রায়ই স্তব্ধ নাড়ী। আক্ষেপের লক্ষণ। পাকস্থলী হইতে বমন ভাব, প্রলাপ ও বিকার। এমন কি মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা, তৎসঙ্গে কোল্যাম্প বা অবসন্নাবস্থা।

ডিজিটেলিস—মূহুগতি নাড়া। মুছা এবং দুর্বলতা, তৎসঙ্গে শর্শ্ব। নীলাভযুক্ত ফেঁকাশে বর্ণ। কন্নীনিকার নিশ্চেষ্ট অবস্থা। দৃষ্টি-বিভ্রম।

জেলসিমিয়াম্—অত্যন্ত ভয়। তৎসঙ্গে ক্রান্তি বোধ। অবসন্নতা ও নিদ্রালয় ভাব। ব্যাকুলতা ও অজ্ঞানাবস্থার বিড়-বিড় করিয়া বকা। ফেঁকাশে মুখমণ্ডল। পৃষ্ঠদেশ ও শাখাসমূহে বেদনা। আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ভয়।

হাইপারিকাম্—সমস্ত শরীর বেন বন্ধার দিরা উঠে ও তৎসঙ্গে স্তব্ধতাগ-ইচ্ছা। মূত্ররোধ। থেঁতলে বাওয়া, ছিন্ন হওয়া, বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ক্রত এবং তাহাতে নার্ডাস্টিস্ অর্থাৎ স্নায়ুস্তব্ধ সমস্ত ব্যথিত হইলে। চর্ম ছিন্ন, তিন্ন অর্থাৎ লেছড়া (Laceration) হইয়া গেলে। মেরুদণ্ডের আঘাত। হস্ত পদের আঘাত।

হিপার-সার্কস্—অল্প বেদনাদেই মাথা ঘুরিয়া মুছা হয়, তৎপরে মাথা ধরে। অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া লওয়া। শরীরের নিম্ন হইতে উর্দ্ধদেশ পর্যন্ত আভ্যন্তরিক কম্প। অত্যন্ত খিটখিটে ও উত্তেজিত ভাব। শাখা সমস্ত দুর্বল এবং লোন্হা উঠিয়া বাওয়ার ভায় বেদনাবৃদ্ধ।

কোন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চমক লাগিলে এবং তজ্জনিত পীড়া ও উপসর্গে রোগীকে স্থিরভাবে এক শয্যা শায়িত করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় বেশ্রাম একটা প্রধান ঔষধ সন্দেহ নাই। মুচ্ছা ইত্যাদি হইলে মুখ ও চক্ষুতে শীতল জলের প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। গুরুতর আঘাত লাগিয়া চমক পাইলে যে পর্য্যন্ত এই চমক এক প্রকার দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন পথ্য দেওয়া আবশ্যক করে না। তাহা দিলে অনেক সময় বমন হইয়া উঠিয়া যায়। ঔষধ ও সামান্য পরিমাণ জল দেওয়া যাইতে পারে। চমক লাগা কতক পরিমাণে দূর হইলে এমন পরিমাণ তরল পথ্য দিবে যাহাতে উদর বিশেষরূপে যেন পূর্ণ না হয় ; নতুবা মস্তিষ্ক ও অন্যান্য ষড়্বাদিতে রক্তাধিক্যের সম্ভাবনা।

অত্যন্ত নানাবিধ কারণজনিত পীড়া।

৮৫। ভ্রমণ দ্বারা দুর্বল হওয়া হেতু পীড়া হইলে—
আর্শি, ব্রাই, ক্যালকে, চায়না, কফি, ফেরা, হ্রাস, থুজা, ভিরীট।

৮৬। শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগা হেতু—(১) আর্শি ব্রাই, সিকিউ, কোনা, স্পাইজি ; (২) একোন, বেল, ক্যালকে, সিনা, হিপা, ইয়ে, নাক্স-ভ, কস-এসি, হ্রাস, কটা, সাল্কা।

৮৭। গাড়ি কিন্ধা অথ কোন যানে চড়িয়া গমন এবং দোলান হেতু পীড়ায়—(১) আস, ককিউ, পিট্রো, সালকা ; (২) কলচি, ফেরা, নাক্স-ম, সিপি, সাইলি ; (৩) বোরাক্স, কার্ব-ভ, ফ্রোকা, গ্র্যাভা, হিপা, ইয়ে, কেলি, জাট্রা-কা, জাট্রা-মিউ, কস্, প্র্যাটি, সিলিনি, ষ্ট্র্যাফি।

৮৮। মানসিক শ্রম হেতু—(১) বেল, ক্যালকে, ল্যাকে, নাক্স-ভ, পালস, সাল্কা ; (২) এনাকা, আর্শি, অরা, ককিউ, কলচি, ইয়ে, লাইকো, জাট্রা-মিউ, ওলিয়েণ্ডা, প্র্যাটি, জাবাড়ি, সিপি।

৮৯। মানসিক উত্তেজনা বা মনের উদ্বেগ হেতু—(১) একোন, বেল, ব্রাই, ক্যালকা, কফি, কলোসি, হাইয়স, ইয়ে, ল্যাকে, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, কস-এসি, প্র্যাটি, পালস, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা ; (২) আস,

অরা, ক্যালকে, কষ্ট, ককিউ, কফি, লাইকো, ত্রাট্রা-মিউ; নাইট্র-এসি
নাক্স-ম, সিপি, সাল্ফা ।

১০ । শারীরিক পরিশ্রম হেতু পীড়া—(১) একোন, আশ
ব্রাই, ক্যালকে, চায়না, ককিউ, কফি, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, ভিরাট্ ; (২)
এলাম, লাইকো, ত্রাট্রা-মি, নাক্স-ভ, কটা, জাবাই, সাল্ফা ।

১১ । পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু—(১) এন্টি, আর্নি,
ইপিকা, নাক্স-ভ, পালস ; (২) একোন, আস, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, কফি,
হিপা, ইথে, ত্রাট্রা-মি, ষ্ট্যাকি ; (৩) ক্যালকে, কার্ব-ভ, ক্যামো, হিপা, ত্রাট্রা-
কা, ত্রাট্রা-মি, ফস, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, ভিয়েট্র ।

১২ । রাত্রি জাগরণ হেতু—(১) কার্ব-ভ, ককিউ, নাক্স-ভ,
পালস ; (২) এষ্রা, ব্রাই, চায়না, ইপিকা, ত্রাট্রা-কা, ত্রাট্রা-মি, ফস-এসি, কটা
জাবাইনা, সিলিনি, সিপি ।

১৩ । পাথরের ধূলিজনিত পীড়ায়—ক্যালকে-কা, সাইলি,
লাইকো, ত্রাট্রা-মি, পালস, সাল্ফা ।

১৪ । অত্যন্ত মাতালদিগের পীড়ায়—(১) আস, বেল,
ক্যালকে, চায়না, কফি, হেলে, হাইয়স্, ল্যাকে মার্ক, ত্রাট্রা-মি, নাক্স-ভ,
ওপি, পালস, সাল্ফা ; (২) এগার, এন্টি, কার্ব-ভ, ইয়ে, লিডা, লাইকো,
ত্রাট্রা-মি, নাক্স-ভ, র্যানা, হ্রডো, কটা, সাইলি, স্পাইজি, হ্র্যামো, ভিরাট্র ।

১৫ । মাদক দ্রব্য সেবন হেতু পীড়ায়—(১) এন্টি,
নাক্স-ভ, সাল্ফা ; (২) বেল, ব্রাই, ক্যালকে, চায়না, ডাল্কা, নাইট্র-এসি,
ফস, ফস-এসি, হ্রাস ।

১৬ । রক্ত ও অন্যান্য জীবন-রক্ষক জলীয় পদার্থ
(Animal fluid) অতিরিক্ত স্রাব হেতু পীড়ায়—(১) ক্যালকে,
কার্ব-ভ, চায়না, সিনা, ল্যাকে, নাক্স-ভ, ফস-এসি, সাল্ফা, ভিরাট্র ; (২)
আস, কোনা, ফেরা, ইথে, মার্ক, ত্রাট্রা-মি, চায়না, পালস, সিপি, সাইলি,
স্পাইজি, সুইল, ষ্ট্যাকি ।

৩৭ । বিষযুক্তকীটাদির দংশন—লিডাম্ এ সম্বন্ধে একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহার মূল আরক দষ্টস্থানে দংশন মাত্র প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ১ম শক্তি—প্রায় সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । একোনাইট, আর্গিকা, বেলেডোনা, মার্কিউরিয়াস্ এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রধান ঔষধ । যদি কেমন কোমল এবং স্পর্শ বোধাধিক্য স্থানে দংশন করে এবং তাহাতে জ্বর ও প্রদাহ জন্মে তবে রোগীকে কর্পূর আচ্ছাদন করিতে দিবে ; যদি তাহাতে ফল না হয় তবে একোনাইট ঝাইতে দিবে । জিহ্বার বোলতা কামড়াইলে একোনাইট এবং তৎপরে আর্গিকা দিবে ; যদি তাহাতে ফল নী দর্শে তবে বেলেডোনা দিয়া পরে মার্কিউরিয়াস্ দিবে । চক্ষে কামড়াইলে একোনাইট ও আর্গিকা পর্যায়ক্রমে দিবে । একোনাইট এক ঘণ্টা অন্তর দিবে এবং আর্গিকা ৩৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া কর্তব্য ।

হস্ত পদাদিতে বোলতায় দংশন করিলে তৎস্থানে চিনি প্রয়োগ করিয়া আমি আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি । অভাবে শুড় কিবা চিটাঙড় দিতে পারা যায় ।

সপ্তম অধ্যায় ।

পীড়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি

যে যে অবস্থায় রোগাদি ও ভৎসর্গসমূহের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা

ও তদনুযায়ী ঔষধ-নির্কচন ।

অনেক চিকিৎসক রোগের হ্রাস বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি করিয়া সহজে ঔষধ নির্কচন করেন ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে চিকিৎসক মাত্রেয়ই বিশেষ জ্ঞান থাকিলে ঔষধ-নির্কচন-ক্রিয়ার অনেক সাহায্য হয় ।

(ক) বৃদ্ধি ।

সময়ানুযায়ী পীড়ার বৃদ্ধি ।

১। বেদনা সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হইলে—(১) এমোনি-কা, এমোনি-মিউ, আর্গি, অর্স, বৈল, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যাপ্‌সি, কষ্টি, কলোসি, ডাল্‌কা, ইউফ্রে, হেলেন, হাইয়স, ল্যাকে, লয়েসি, ম্যাথে-কা, মার্ক, নাইট্র-এসি, ফস্, পাল্‌স, এরেনা, সিকেলি, সিলিনি, সাল্‌ফ-এসি, থুজা, জিক্‌; (২) এন্টি, এসাকি, বোরাক্স, কার্ব-এসি, কার্ব-ফ, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনা, ক্রোকা, গ্র্যাফা, গুয়াই, হিপা, ইথে, লরোসি লিডা, লাইকো, ম্যাথে-কা, ম্যাথে-মিউ, মেজি, জাট্রা-মি, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস্-এসি, পডো, হ্রাস, সেনিগা, সাইলি, ট্যানা, ট্যাকি, সাল্‌ফা, এন্টি-টার্টা ।

২। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবার সময় এবং শয়ন করিলে (দুই প্রহর রাত্রির পূর্বে) পীড়ার বৃদ্ধি—(১) অর্স, ব্রাই, ক্যানা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, মার্ক, ফস্, পাল্‌স, সিলিনি, সিপি; (২) এলাম্, এমোনি-মিউ, আর্গি, অরা, ক্যালাডি, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, ককিউ, ডাল্‌কা, ইথে, ইপিকা, ক্যাল্‌মিয়া, ল্যাকে, লিডা-ম্যাথে-কা, ম্যাথে-মিউ, জাট্রা-সা, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, র্যানা, সারসা, সাইলি, ট্রেন্সি, সাল্‌ফা, এসিড্-সাল্‌ফ, এন্টি-টা, থুজা, ভিরাট্ ।

৩। রাত্রে বৃদ্ধির পক্ষে—(১) একোন, আর্গি, অর্স, বৈল, ক্যাল্কে, ক্যাপ্‌সি, ক্যামো, চায়না, সিপা, কলোসি, কোনা, ড্রুসি, ডাল্‌কা, কেরা, গ্র্যাফা, হিপা, হাইয়স, ইথে, ম্যাথে-কা, ম্যাথে-মিউ, মার্ক, জাট্রা-মি, নাইট্র-এসি, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, ট্রেন্সি, সাল্‌ফা, থুজা; (২) এন্টি, অরা, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাম্‌ফ, ক্যাছা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, ককি, ক্রোকা, কুপ্রা, এলোজ, হাইয়স, ক্যাল্‌মি, ক্রিরেজো, ল্যাকে, লিডা, লাইকো, ম্যাথে, মেজি, জাট্রা-সা, নাক্স-ভ, প্রাধা, র্যানা ।

৪। নিদ্রাবস্থায় বৃদ্ধি হইলে—(১) এলাম্, অর্স, বৈল, ব্রাই, ক্যামো, হিপা, ল্যাকে, মার্ক, মকাস্, নাইট্র-এসি, পাল্‌স, সেব্, সাইলি,

ষ্ট্রামো, সাল্‌কা ; (২) একোন, এনাকা, আর্গি, বোরাক্স, ক্যাল্‌কে কষ্ট, চায়না, সিনা, কোনা, ডাংকা, গ্র্যাফা, হাইব্রস, ইয়ে, মিউর-এসি, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, ওপি, ক্স-এসি, হ্রাস, ক্রটা, খুজা ।

৫। রাত্রি দুই প্রহরের পর ও নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্বেই বৃদ্ধি—(১) এলীম, এম্মা, এমোনি-মিউ, আস, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্‌ভ, কষ্ট, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, ক্যাল্‌কা, ল্যাকে, লাইকো, নাইট্র-এসি, নাক্স ভ, ওপি, পিট্রো, আর্গি, অরাম, ক্যাল্‌কে, কানা, ক্যাহা, ক্যাপ্সি, কার্‌ভ-এনি, ডুসি, ক্রোকা, চায়না, কেম্ম, ইয়ে, মায়ে, মার্ক, জাট্রা-মিউ, ক্স-এসি, প্র্যাটি, র্যানা, পডো, হ্রাস, জাবাইনা, সেম্ব, সাইলি, স্কুইল, সাল্‌ফ-এসি, ষ্ট্রাকি, খুজা ও ভিরাট্‌ ।

৬। প্রাতে বৃদ্ধি হইলে—(১) এম্মা, এমোনি-কা, এমোনি-মিউ, আস, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্‌ভ, সিনা, ক্রোকা, ডুসি, গুয়াই, ইয়ে, জাট্রা-এন্টি, মিউ, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, ক্স, ব্রাই, স্কুইল, সাল্‌কা, ভিরাট্রা, (২) একোন, এলীম, এনাকা, এন্টি, অরা, কার্‌লি-এসি, ককিউ, কোনা, হিপার, ক্যাল্‌মি, ল্যাকে, লাইকো, মায়ে, পিট্রো, ক্স-এসি, প্র্যাটি, পাল্‌স, জাবাইনা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্রাকি, এন্টি-টা, খুজা ।

৭। বেলা দুই প্রহরের পূর্বে কিম্বা প্রাতে কিছু আহারের পর বৃদ্ধি—(১) কার্‌ভ, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ম, সিপি ; (২) এমোনি, এনাকা, আস, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্ট, ক্যামো, কোনা, ডিজি, গ্র্যাফা, গুয়াই, হিপা, ক্যালি, মায়ে, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, ক্স-এসি, হ্রাস, জাবাডি, সারসা, সাইলি, ষ্ট্রাকি, সাল্‌ফিউ-এসি, ভ্যালিরি, ভিরাট্রা ।

৮। দুই প্রহরের পর আহারান্তে বৃদ্ধি—এলীম, এসাকি, বেল, লাইকো, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, ক্স, পাল্‌স, সাইলি, খুজা, জিঙ্ক, এমোনি-মিউ, এন্টি, বোরাক্স, ক্যাল্‌কে, ক্যাহা, সিকিউ, কল্‌চি, কোনা, গ্র্যাফা, ইয়ে, মক্সাস, মিউরি-এসি, জাট্রা-মিউ, সারসা, সিলিফি, ভ্যালিরি ।

৯। নিদ্রার পর অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ হইলে—এনাকা, ক্যাল্‌কে, কার্‌ভ, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, ল্যাকে, জ্যানা, সাল্‌কা, খুজা ।

পরিপাক কার্যানুযায়ী হ্রাস বৃদ্ধি ।

১০। প্রাতে কিছু আহারের পূর্বে যে প্রকার অবস্থা থাকে আহারের পর তাহা ভাল যোধ হয়—বারাইটা, ক্যাল্কে, গ্র্যাকা, হিপা, ইয়ে, আইয়ড, নাক্স-ভ, পিট্টো, প্যাটি, হ্রাস, সিপি, ট্যাকি, সাল্কা ।

১১। আহারের পর উপশম বোধ—(১) এম্বা, ক্যাল্কে, ক্যানা, কেরা, ইয়ে, আইয়ড, ল্যাকে, জাট্টা, ফস, জাবাডি, ব্রুন্সি, জিক্, (২) এলাম, এম্বা, এনাকা, ব্যারাইটা, ক্যাপ্‌সি, চায়না, গ্র্যাকা, লরোসি, পাল্‌স, সিপি, স্পাইজি, সাল্কা ।

১২। আহারের সময় বেদনা বৃদ্ধি—এমোনি, ব্যারাইটা, কার্বলি-এলি, কার্ব-ভ, ককিউ, গ্র্যাকা, হিপা, লাইকো, জাট্টা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস, পাল্‌স, সিপি, ; (২) এম্বা, আর্নি, বোরাক্স, ক্যাল্কে কটি, ক্যামো, সিকিউ, কোনা, ম্যাগ্নে-মিউ, নাক্স-ভ, ফস-এসি, সাইলি, সাল্কা, ভিরাট্ ।

১৩। প্রাতে আহারের পর বৃদ্ধি—এমোনি-মিউ, ব্রাট, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কটি, ক্যামো, কোনা, গ্র্যাকা, ল্যাকে, জাট্টা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস, হ্রাস, সিপি, সাল্কা, থুজা, জিক্ ।

১৪। আহারান্তে বেদনা উপস্থিত হয় অথবা বেদনা বৃদ্ধি হয়—(১) এমোনি, এনাকা, আস, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কটি, চায়না, কোনা, ল্যাকে, লাইকো, জাট্টা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস, সিপি, সাইলি, সাল্কা, জিক্, ; (২) এমোনি-মিউ, এন্টি, বোরাক্স, কার্ব-এলি, ক্যামো, সিনা, ককিউ, হিপা, ইয়ে, জাট্টা, পিট্টো, ফস-এসি, পাল্‌স, স্যানা, কুইল, ট্যানা, সাল্‌ক-এসি, থুজা ।

১৫। মত্তপানের পর বৃদ্ধি—আস, বেল, ক্যাসা, কার্ব-ভ, চায়না, ককিউ, কেরা, জাট্টা-মিউ, নাক্স-ভ, হ্রাস, সাইলি, ভিরাট্ ।

১৬। অতিশয় তামাকের ধূমপানের দরুণ রোগের উৎপত্তি-কিন্তু বৃদ্ধি—(১) এম্বা, ক্যাল্কে, ইয়ে, ইপিকা, ল্যাকে, নাক্স-ভ, ফস, পাল্‌স, সজি, ট্যাকি ; ট্যাকি ; (২) একোন, এলাম, এনাকা, এন্টি, আর্নি,

ঝাড়াইটা, কার্ব-এনি, চায়না, ক্যালকে, ক্রেমা, ককিউ, কুপ্রা, ম্যাগ্নে, জাট্রা-মিউ, পিট্রো, রুটা, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি ।

পীড়ার বৃদ্ধি ।

(ঋতুর এবং চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে বৃদ্ধি)

১৭ । বসন্তকালে বেদনা বৃদ্ধি কিম্বা বেদনা উঠিলে—

(১) কার্ব-ভ, ল্যাক, হ্রাস, ভিরট্রি, এম্বা, অরা, বেল, ক্যালকে, লাইকো, জাট্রা-মিউ, পাল্‌স ।

১৮ । গ্রীষ্মকালে—(১) বেল, ব্রাই, ক্যাক্টা, কার্ব-ভ, ল্যাক, ডাল্‌কা ; (২) লাইকো, জাট্রা, পাল্‌স, সাইলি, হুডো ।

১৯ । শরৎকালে—(১) ক্যাল-কা, কল্‌চি, ডাল্‌কা, ল্যাক, মার্ক, পিট্রো, হ্রাস, ভিরেট্রি ; (২) অরা, ব্রাই, চায়না ।

২০ । শীতকালে—(১) একোন, বেল, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যামো, কল্‌চি, ডাল্‌কা, ইপিকা, নক্স-ভ, পিট্রো, হ্রাস, সাল্ফা, ভিরেট্রি ; (২) এমোনি অরা, ক্যাম্‌ফ, মার্ক, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ম, ফস্‌, পাল্‌স, হ্রাদো, সিপি ।

২১ । কৃষ্ণপক্ষে—(১) এলাম, ক্যালকে, জাবাডি, সাইলি ; (২) এমোনি, কষ্ট, কুপ্রা, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, লাইকো, জাট্রা, সিপি, সাল্‌ফা ।

২২ । কুন্তন চন্দ্রে—এলাম, এমোনি, ক্যালকে, * কষ্ট, * কুপ্রা, লাইকো, জাবাডি, * সিপি, * সাইলি, ক্রেমাটিস্‌, বাফো, ডেক্‌নি ।

২৩ । পূর্ণিমা তিথিতে—এলাম, * ক্যালকে, * গ্র্যাফা, জাট্রা, জাবাডি, * সাইলি, প্প্রি, * সাল্‌ফা ।

২৪ । শুক্লপক্ষে অর্থাৎ চন্দ্রের কলা বৃদ্ধিকালে—এলাম, ডাল্‌কা, থুজা ।

বায়ুর পরিবর্তনসারে বৃদ্ধি ।

২৫ । গরমের সময় বেদনার বৃদ্ধি হইলে—(১) ব্রাই, হুডো, সিপি, সাইলি ; (২) কার্ব-ভ, কটি, ল্যাক, মার্ক, জাট্রা-মিউ, নাইট্র-এসি, নাক্স-ভ, পিটো, কস্ ।

২৬ । ঝড় বাতাসে—(১) ব্রাই, সাইলি ; (২) কার্ব-ভ, চায়না, ল্যাক, লাইকো, মিউর-এসি; নাক্স ম, নাক্স-ভ, পাল্‌স, হুডো, সাইলি, হ্রাস ।

২৭ । সামান্য প্রবল বায়ুতে—(১) কার্ব-ভ, ক্যামো, ল্যাক, লাইকো, সাল্‌ফা ; (২) একোন্, আস', অরা, বেল, চায়না, কোনা, গ্র্যাকা, মিউরি-এসি, নাক্স-ভ, কস, প্র্যাটি, পাল্‌স, সিপি, থুজা ।

২৮ । উত্তর-বায়ুতে বেদনা বৃদ্ধি হইলে—একোন্, কটি, হিপা নাক্স-ভ, সিপি, সাইলি ।

২৯ । পূর্ব বায়ুতে—(১) একোন্, ব্রাই, কার্ব-ভ, হিপা, সাইলি ; (২) কটি, নাক্স-ভ ।

৩০ । দক্ষিণ বায়ুতে—ব্রাই, কার্ব-ভ, হুডো, সাইলি ।

৩১ । পশ্চিম বায়ুতে—ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, হুডো, হ্রাস, ভিরাট ।

৩২ । সায়ঙ্কালীন শীতল বাতাসে—(১) এমোনি, কার্ক-ভ, মার্ক, নাইট্র-এসি, সাল্‌ফা ; (২) বোরাক্স, মেজি, নাক্স-ম, প্র্যাটি ।

৩৩ । ভ্রমণ করিবার সময় খোলা বাতাসে—(১) এমোনি, ক্যাল্‌কে, কার্ব-এনি, কটি, ক্যামো, ককিউ, ককি, কোনা, কেলি, লাইকো, জাট্রা, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, সাইলি, ট্র্যামো ; (২) এলাম, ব্রাই, ক্যান্‌ফ, কার্ব-ভ, চায়না, ফেরাম, গুয়াই, হিপা, ইপিকা, ল্যাক, লিডা, ম্যাগ্নে, মার্ক, নাইট্র-এসি, পিটো, পাল্‌স, হ্রাস, সিগিনি, স্পাইজি, সাল্‌ফিউরিক-এসি; থুজা; ত্যালিরি, ভিট্রেট ।

৩৪ । গৃহে বদ্ধ থাকি হেতু—(১) এলাম, এসাকি, ক্রোকা, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, নাক্স-ভ, কস্, পাল্‌স, হ্রাস, ভাবাই ; (২) একোন্, এথ্রা, এনাকা, এন্টি, ব্যারাইটা, গ্র্যাকা, হেল, হিপা, ইপিকা, লাইকো, মেজি, মকাস, জাট্রা-মিউ, ওপি, প্র্যাটি, সায়সা, সেনিগা, সিপি, স্পিজি, ট্রুজি, থুজা

সর্দি, ভিজা এবং ঠাণ্ডা লাগা হেতু বৃদ্ধি ।

৩৫ । শীতল বাতাসে বেদনা হইলে—(১) আর্স, ক্যালকে, বেল্, ক্যালকে, ক্যান্ফ, ক্যান্ফসি, কষ্ট, ককিউ, ডাল্কা, হেলে, নাক্স-ড, হুডো, হ্রাস, শ্রাবাডি ; (২) একোন, এমোনি, এনাকা, অরা, বোরাক্স, কার্ব-এনি, কার্ব-ড, কল্চি, হিপা, হাইরস, ইয়ে, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, মেজি, মকাস, নাইট্র-এসি, ফস্, ফস-এসি, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, ট্রুনি, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি, থুজা ।

৩৬ । কোন হাত বা পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা হইলে—বেল্, ক্যামো, হিপা, পাল্ফ, হ্রাস, সিপি, সাইলি ।

৩৭ । শরীরের কোন একভাগ অনাবৃত থাকা হেতু—(১) আর্স, অরা, ককিউ, কোনা, হিপা, কষ্ট, মার্ক, মকাস, নাক্স-ড, হ্রাস, সেবু, সুইল, সাইলি, ট্রুনি ; (২) আর্নি, ব্রাই, ক্যান্ফ, কষ্ট, মিকিউ, ক্রেমা, কল্চি, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হাইরস, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, শ্রাট্রা-মিউ, নাক্স-ম, ফস, শ্রাবাডি, সিপি, ষ্ট্যাফি ।

৩৮ । শীতল এবং ভিজা বায়ুতে—(১) এমোনি, ক্যালকে, কার্ব-ড, ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, নাক্স-ম, হুডো, হ্রাস, ভিরেট্রা ; (২) বোরাক্স, কার্ব-এনি, চারনা, কল্চি, লাইকো, ম্যাগ্নে, পাল্ফ, কষ্ট, সারসা, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা । . .

৩৯ । ভিজা অবস্থায় থাকিলে—(১) আর্স, ক্যালকে, কল্চি, ডাল্কা, নাক্স-ম, পাল্ফ, হ্রাস, সারসা, সিপি ; (২) বেল্, ব্রাই, হিপা, ইপিকা, ল্যাকে, লাইকো, ফস, সাল্ফা ।

৪০ । জলে থাকিয়া কার্য করা অর্থাৎ কাপড় ধোয়া ইত্যাদিতে—(১) এমোনি, এন্টি, বেল্, ক্যালকে, কার্ব-ড, ক্রেমা, মার্ক, নাইট্র-এসি, নাক্স-ম, ফস, পাল্ফ, হ্রাস, সারসা, সিপি, সাল্ফা, (২) একোন ।

৪১ । প্রত্যেক ঋতুপরিবর্তনের সময়—(১) ক্যালকে, কার্ব-ড,

ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, সাল্কা, ভিরেট্ট; (২) গ্র্যাফা, ম্যাগে, নাইটি-এসি, নাক্স-ভ, ফস, পাল্‌স, হ্রডো।

[উত্তাপ হেতু ৩৮১ পৃঃ দেখ]

৪২। উত্তাপের পরিবর্তন হেতু বেদনা জন্মে—
আর্স, কার্ক-ভ, ডাল্কা, নাক্স-ভ, ফস, পাল্‌স, রানা, হ্রডো, হ্রাস, সাল্কা, ভিরেট্ট।

৪৩। সাধারণতঃ গরমে হইলে—এম্বা, আর্স, অগ্না, ক্যাম্ফ, ক্যানা, কার্ক-ভ, ড্রুসি, আইরড্, লিডা, জাট্রা-মিউ, জাট্রা-এসি, ফস, পাল্‌স, সিকেলি, সেনিগা, থুজা।

৪৪। গরম বাতাস বা গরমের সময়—এন্টি, ব্রাই, কার্ক-ভ, কলিউ, কল্‌চি, আইরড্, ল্যাকে, পাল্‌স, সাল্কা।

৪৫। শয্যার গরমে বৃদ্ধি—(১) আস, বেল্, কার্ক-ভ, ক্যামো, ড্রুসি, গ্র্যাফা, লিডা, লাইকো, মার্ক, পাল্‌স, হ্রাস, জাবাই, সাল্কা, ভিরেট্ট; (২) এম্বা, ক্যাককে, কষ্ট, ককিউ, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ফস, ফস্-এসি, স্পঞ্জি, থুজা।

৪৬। অগ্নির উত্তাপে বৃদ্ধি—একোন, এলাম, এনাকা, এন্টি, আর্গি, সিনা, কল্‌চি, ক্রোকা, আইরড্, জাট্রা-মিউ, ওশি, ফস, প্যাটি, পাল্‌স, জাবাই, স্পঞ্জি, সাল্কা, থুজা।

৪৭। সূর্যোত্তাপে বৃদ্ধি হইলে—এগার, এন্টি, আর্গি, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ, ইউফর, সাল্কা, ভ্যালিরি, সিলিনি, * ম্লোনইন, কার্ক ভ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চাপন লাগা হেতু বৃদ্ধি।

৪৮। পীড়ার স্থানে চাপন লাগা হেতু বেদনার বৃদ্ধি—
(১) এগার, এনাকা, ব্যারাইটা, ব্রাই, সিনা, হিপা, কেলি, লাইকো, ম্যাগে-কা, মার্ক, প্যাটি, সাইলি

সংস্থিতি ।

[পোজিসন্ Position দেখ]

৪৯। উঠিলে বেদনার বুদ্ধি—(১) একোন, আর্গি, আর্স, বেগ, ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, কার্ক-ভ, কষ্ট, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ম্যাগে, জাট্রা-মিউ, সাইট্র-এসি, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, সাল্‌ফা ; (২) ক্যামো, চায়না, কোনা, লাইকো, ওপি, ভিরাট্ ।

৫০। উপবেশন অবস্থায় হইতে উঠিলে বুদ্ধি—বেগ, ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, কার্ক-ভ, কষ্ট, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ম্যাগে, জাট্রা-মিউ, সাইট্র-এসি, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, রুটা, সাইলি, ষ্ট্যাকি, সাল্‌ফা, এণ্টি-টা, থুজা, ভিরাট্ ।

৫১। বেদনায়ুক্ত অঙ্গ প্রসারণ করিলে বুদ্ধি—এলাম, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ক-এনি, কার্ক-ভ, কষ্ট, চায়না, কোনা, হিগা, ক্যাল্‌মি, ম্যাগে, রুটা, সিপি, সাল্‌ফা, থুজা ।

৫২। উপুড় হইলে বুদ্ধি—একোন, এলাম, ব্যারাইটা, বেগ, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, গ্র্যাফা, হিগা, নাক্স-ভ, পিট্রো, পাল্‌স, সিপি, স্পাইজি, থুজা, ভ্যালিরি ।

৫৩। দাঁড়াইলে বুদ্ধি—(১) এগার, এমোনি-মিউ, অরা, ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, কষ্ট, ককিউ, কোনা, ম্যাগে, পিট্রো, ফস্-এসি, প্র্যাটি, পাল্‌স, জাবাড়ি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা, ভ্যালিরি, ভিরাট্ ।

৫৪। বসিলে বুদ্ধি—(১) এগার, এম্‌ব্রা, আর্স, এসাকি, ব্যারাই, ক্যাপ্‌সি, সিনা, ফেরা, গুরাই, ল্যাকে, ম্যাগে-কা, ম্যাগে-মিউ, জাট্রা, প্র্যাটি, পাল্‌স, রুটা, সিপি ; (২) একোন, এলাম, এনাকা, কষ্ট, চায়না, ডাল্‌কা, ইউফর, গ্র্যাফা, হিগা, লাইকো, মার্ক, জাট্রা-মিউ, ওপি, ফস্-এসি, হুভো, হ্রাস, সাল্‌ফা, সাল্‌ফিউ-এসি, এণ্টি-টা, ভ্যালিরি, ভিরাট্ ।

৫৫। বিশ্রাম অবস্থায় বুদ্ধি—(১) এগার, এসাকি, অরা, ক্যাপ্‌সি, কোনা, ভ্রুসি, ডাল্‌কা, ইউফর, ফেরা, ল্যাকে, ফস্-এসি, পাল্‌স, হ্রাস,

সেব, সাল্কা, ত্যালিরি; (২) এমোনি-মিউ, চায়না, কলোসি, ক্রিয়েজো, লাইকো, ম্যাগে-কা, ম্যাগে-মিউ, মক্স, কটা, জাবাডি, সাইলি, ঠানা।

৫৬। শয়ন অবস্থায় বৃদ্ধি—একোন, এমোনি-মিউ, আস, কটি, ক্যামো, চায়না, কলোসি, কুপ্রা, ইগে, ম্যাগে-মিউ, মার্ক, নাক্স-ড, কস, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাইলি।

৫৭। এক পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি—একোন, আস, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ক-এনি, সিনা, কেরা, গ্রাফা, হিপি, ইগে, লাইকো, জাট্রা, কস, পাল্‌স, হ্রাস, জাবাডি, সাইলি, ঠানা।

৫৮। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি—এমোনি-মিউ, কটি, বোরাক্স, ম্যাগে-মিউ, মার্ক, নাক্স-ড, পাল্‌স, স্পজি, ঠানা।

৫৯। বামপার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি—একোন, এমোনি, কল্‌চি, লাইকো, জাট্রা-মিউ, কস, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ক, থুজা।

৬০। বেদনায়ুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে যত বেদনা অনুভব না হয়, বেদনামূল্য পার্শ্বে শয়ন করিলে তাহা অপেক্ষা বেদনা অধিক হইয়া থাকে—এস, আর্গি, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কটি, ক্যামো, কল্‌চি, ম্যাগে, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, ঠানা।

৬১। অবস্থিতি-পরিবর্তনে বৃদ্ধি—ক্যাপ্‌সি, কার্ক-ড, কটি, কোনা, ল্যাকে, নাইট্র-এসি, কস, পাল্‌স, স্যানা।

শরীর সঞ্চালন কার্য্য।

৬২। সাধারণ শরীর সঞ্চালন জন্য বেদনার বৃদ্ধি—আর্গি, বেল, ব্রাই, কল্‌চি, ইগে, ডিজি, গ্রাফা, হেলে, ইপিকা, লিডা, ম্যাগে, মার্ক, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ড, কস, হ্রাস, স্পাইজি, ডুইল, ঠাকি।

৬৩। কেবল মাত্র পীড়িত অঙ্গ সঞ্চালনে বৃদ্ধি—আর্গি, বেল, ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, ক্যামো, চায়না, বকিউ, কেরা, ওয়াই, লিডা, মার্ক, মেজি, নাক্স-ড, পাল্‌স, হ্রাস, স্পাইজি, ঠাকি, থুজা।

৬৪ । শীড়িত অঙ্গ উত্তোলন করিলে বৃদ্ধি—আর্গি, বেল, ব্রাই, চায়না, কোনা, কেরা, গ্রাফা, কেলি, লিডা, জাট্রা, পাল্‌স, সাইলি ।

৬৫ । শীড়িত অঙ্গ ঘুরাইলে কিস্তা নোয়াইলে—এমোনি-মিউ, আর্গি, বেল, ক্যাল্‌কে, ব্রাই, চায়না, সিকিউ, হিপা, ইখে, কেলি, লাইকো, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্পজি, ষ্ট্যানা ।

৬৬ । কোন প্রকার শরুটারোহণ করিয়া ভ্রমণে বা কোন প্রকার দৌলায় ঝুলিলে,—(১) আর্স, ককিউ, পিট্রো, সাল্‌কা ; (২) কল্‌চি, কেরা, নাক্স-ম, সিপি, সাইলি, (৩) বোরাক্স, কার্ক-ভ, জ্রোকা, কল্‌চি, গ্রাফা, হিপা, ইখে, জাট্রা-মিউ, কস, সিলিনি, ষ্ট্যাকি ।

৬৭ । ভ্রমণে বৃদ্ধি—আর্গি, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ক-ভ, চায়না, কল্‌চি, কোনা, ডিজি, গ্রাফা, হেলে, লিডা, মার্ক, জাট্রা-মিউ, নাইট্‌-এসি, নাক্স-ভ, সায়সা, সিপি, দুইল্‌, ষ্ট্যাকি, সাল্‌কা, সাল্‌কিউ-এসি, তিরার্ট ।

৬৮ । দৌড়াইলে বা দ্রুত ভ্রমণ করিলে,—আর্গি, আর্স, অরা, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্ট্রি, ক্যাপ্‌সি, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, হ্রাস, সেনিগা, সিপি, সাইলি, সাল্‌কা ।

৬৯ । অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণে,—আর্স, জাট্রা-মিউ, সিপি, সাল্‌কিউ-এসি ।

৭০ । কোন উচ্চস্থানে আরোহণ হেতু,—একোন, এগাম, আর্স, অরা, ব্যারাই, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যানা, মার্ক, নাক্স-ভ, পিট্রো, হ্রাস, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ক, থুজা ।

৭১ । অযথ অসাবধানে পাদবিক্ষেপে,—আর্গি, ব্রাই, সিকিউ, কোনা, পাল্‌স, হ্রাস ।

৭২ । শারীরিক পরিশ্রম হেতু,—একোন, আর্গি, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, ককিউ, ককি, লাইকো, জাট্রা-মিউ, সাইলি, সাল্‌কা, ভিরেট্রা ।

৭৩ । হস্ত করার দরুণ,—আর্স, বেল, বোরাক্স, কার্ক-ভ, চায়না, ভসি, ল্যাকে, ম্যাগে, কস, ষ্ট্যানা ।

৭৪ । কান্ধিলে বৃদ্ধি—একোন, আর্গি, আস', বেল, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ক-ভ, ড্রসি, হিগা, ইগিকা, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সিপি, সাল্‌কা, ভিরেট্রা ।

৭৫ । হাঁচির দরুণ বেদনা বৃদ্ধি হইলে—একোন, এমোনি-মিউ, আর্গি, আস', বেল, বোরাক্স, ব্রাই, কার্ক-ভ, চায়না, সিনা, লাইকো, মার্ক, মেজি, বহাস, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস, জাবাডি, সিপি, সাইলি, স্পাইজি ।

৭৬ । নাসিকায় আঘাত লাগার দরুণ বৃদ্ধি—আর্গি, ব্রাই, ক্যাল্কে কষ্ট, মার্ক, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, সিপি, স্পাইজি, সাল্‌কা ।

৭৭ । গান করার দরুণ,—এমোনি, ড্রসি, হিগা, ষ্ট্যানা, সাল্‌কা ।

৭৮ । কথা বলার দরুণ বেদনা বৃদ্ধি হইলে—(১) এনাকা, আর্গি, আস', বেল, ক্যাল্কে, কার্‌-ভ, ককিউ, ইগে, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, কস, হ্রাস, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্‌কা ; (২) একোন, এলাক, এমু, এমোনি, অরা, ক্যানা, চায়না, ডাল্‌কা, কোরা, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, কস-এসি, প্লাটি, পাল্‌স, হ্রাস, সিলিনি, সাইলি, ভিরেট্রা ।

মানসিক গতি ইত্যাদি ।

৭৯ । মন চঞ্চল হইলে বেদনার বৃদ্ধি—(১) একোন, বেল, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, কলোসি, ইগে, লাইকো, জাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, কস, কস-এসি, পাল্‌স, ষ্ট্যাকি ; (২) আস', অরা, কষ্ট, ককিউ, ককি, হাইয়স, নাইট্র-এসি, নাক্স-ম, ওপি, প্লাটি, সিপি, ষ্ট্যামো, সাল্‌কা, ভিরেট্রা ।

৮০ । নির্জনে থাকা হেতু বৃদ্ধি—আস', কোনা, ড্রসি, মেজি, কস, সাইলি, ষ্ট্যামো, জিক ।

৮১ । লোকসংসর্গ হেতু,—(১) ব্যারাইটা, হাইয়স, লাইকো, জাট্রা, পাল্‌স, হ্রাস, এমু, কার্‌-এসি, কার্‌-ভ, কোনা, ম্যাগ্নে-কা, জাট্রা, পিট্রা, কস, প্লাকা, সিপি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যামো, সাল্‌কা ।

৮২ । মানসিক পরিভ্রমের দরুণ বেদনা বৃদ্ধি হইলে—(১) বেল, ক্যাল্কে, ইগে, ল্যাকে, ল্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সিপি,

সাল্ফা ; (২) এম্ব্রা, এনাক্স, আর্গি, আস', অরা, বোরাক্স, ককিউ, লাইকো, ছাট্রা, ওলিয়েণ্ডা, জায়াডি, সিলিনি, সাইলি, ষ্ট্যাকি ।

৮৩ । অধ্যয়নের দরুণ বেদনা বৃদ্ধি—(১) এম্বাস, অরা, ক্যাল্কে, সিনা, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, লাইকো, ছাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, ফস, পাল্‌স, সাইলি ; (২) এসাকি, বেল, বোরাক্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, ককি, ডাল্‌কা, ইয়ে, ছাট্রাম, ওলিয়েণ্ডা, হুডো, কট্রা-জাবাড, সাল্‌ফা, সাল্‌কিউ-এসি ।

৮৪ । লিখন হেতু—এসাকি, অরা, ক্যাল্‌কে, সিনা, ইয়ে, ছাট্রা-মিউ, সিলি, সাইলি, জিক্ ; (২) বোরাক্স, ব্রাই, চায়না, গ্র্যাফা, লাইকো, নাক্স-ভ, হ্রাস, স্পঞ্জি, সাল্‌ফা ।

৮৫ । প্রচুর আলো হেতু ;—(১) একোন, বেল, ক্যাল্‌কে, কল্‌চি, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স, লাইকে, মার্ক, ফস, ছ্যানো ; (২) আর্গি, আস', ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককি, হেলো, ফ্লো, হায়, ছাট্রাম, নাক্স-ভ, ফস-এসি, পাল্‌স, হ্রাস, সিলি, সাইলি, স্পাইলি, সাল্‌ফা ।

৮৬ । গোলমাল হেতু বৃদ্ধি—(১) একোন, আর্গি, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যামো, ককি, কোনা, লাইকো, ছাট্রাম, নাক্স-ভ, প্লাটি, সিলি, স্পাইলি ; (২) এম্বাস, অরা, ব্রাই, কার্ব-এনি, চায়না, কল্‌চি, ইয়ে, ম্যাগে, পিটো, ফস, পাল্‌স, জিক্ ।

৮৭ । প্রথর গন্ধ হেতু বৃদ্ধি—(১) একোন, অরা, বেল, ক্যামো, চায়না, ককি, কল্‌চি, গ্র্যাফা, লাইকো, নাক্স-ভ, ফস ; (২) ব্যারাই, কোনা, হিপা, ইয়ে, কেলি, ফস-এসি, সিলিনি, সিলি, সাইলি ।

(খ) পীড়ার হ্রাস বা উপশম বোধ ।

১ । কোন বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বেদনার হ্রাসবোধ হয়—বেল, কার্ব-ভ, কেলি, মার্ক, নাক্স-ভ, পডো, হ্রাস, ষ্ট্যাকি ।

২। বেদনার স্থানে চাপন দিলে, উপশম বোধ—(১) এমোনি-মি, কোনা, ম্যাগ্নে-মি, মিউর-এসি, জাট্রা, ফস্-এসি, ষ্ট্যানা ; (২) এলাম্, এনাকা, আস্, অরাম্, ব্রাই, কোর্কা, ডাল্কা, গ্রাফা, ফস্, হ্রাস, সাল্-ক্-এসি ।

৩। বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে হ্রাসবোধ—ক্যাম্ফ । (অত্র বিষয়ে চিন্তা নিবেশিত করিলে বেদনা হ্রাসবোধ—পাইপার-মেথিলিকাম্) ।

৪। শকটারোহণে উপশম বোধ—গ্রাফা, নাইট্-এসি ।

৫। ভ্রমণে উপশম—(১) এমোনি-মি, আস্, ডাল্কা, ফেরা, ম্যাগ্নে-কা, মক্সাস্, পাল্-স, হ্রাস, সিপি ; (২) এগার্, এলাম্, আস্, অরা, ক্যাপ্-সি, কোনা, লাইকো, মার্ক, মিউর-এসি, নাইট্-এসি, জাভাডি, ষ্ট্যানা, সাল্কা, ভিরাট্ ।

৬। কাফি খাইলে উপশম—আস্, ক্যামো, কলোসি ।

৭। সঞ্চালনে উপশম বোধ—(বিশ্রাম অকহার পীড়ার বৃদ্ধি; ৩৯৯ পৃঃ দেখ) ।

৮। ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম—(৩৮৮ পৃঃ উত্তাপে পীড়ার বৃদ্ধি দেখ) ।

৯। পোজিসন্ বা অবস্থিতি পূরিবর্তনে উপশম—আস্, ক্যামো, ইগ্নে, ফস-এসি, পাল্-স, জ্যালিরি ।

১০। শয়নাবস্থায় উপশম—এলাম্, আর্গি, আস্, ব্রাই, ক্যাহা, কার্ক-এনি, কুপ্রা, লাইকো, মার্ক, জাট্রা-মি, নাইট্-এসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, জাভাডি, স্পাইজি, স্পজি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্ ।

১১। একপার্শ্বে শয়নে উপশম—আর্গি, আস্, নাক্স-ভ, ফস্, সিপি ।

১২। পীড়িত পার্শ্বে শয়নে উপশম—এম্-এ, আর্গি, ** ব্রাই, ক্যাল্কে, কট্, * ক্যামো, * কলোসি, ইগ্নে, * পাল্-স, সিপি, ষ্ট্যানা ।

১৩। বিশ্রামে উপশম—(শরীরসঞ্চালনকার্যে বৃদ্ধি ৪০৬ পৃঃ দেখ) ।

১৪ । নিদ্রা হইলে উপশম—একোন, এনাকা, ব্রাই, কার্ক-এনি, কার্ক-ভ, কলুচি, ম্যাথে, মার্ক, ত্রাট্টা-মি, নাক্স-ভ, পিট্টো, ফস্-এসি, ক্লাস, কইল, ট্যাক্সি, থুজা ।

১৫ । দণ্ডায়মান হইলে উপশম—আস, বেল, ক্যালকে, কলুচি, গ্র্যাফা, ইপিকা, মার্ক, মিউর-এসি, ফন্, প্রাধা ।

১৬ । রৌদ্রতাপে উপশম—কোনা, প্রমটি, ট্র্যামো, ট্রুন্সি ।

১৭ । ঘরের ভিতর থাকিলে উপশম বোধ—(৪০ঃঃ খোলা বাতাসে বৃদ্ধি দেখ) ।

অষ্টম অধ্যায় ।

—**—

পোজিসন্ (POSITION.)

অর্থাৎ

শয়ন, অবস্থিতি এবং সংস্থিতি ইত্যাদি ।

সময়ক্শেপে রোগীর “পোজিসন্” দ্বারা স্বেচ্ছতর চিকিৎসক ঔষধ-নির্ধাচন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার “পোজিসন্” হইতেও ঔষধ-নির্ধাচন করার স্বন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে । রেমিটেন্ট কিবার ও কাশি হইয়া একটা রোগী নিত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে ; বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম । তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া এইটি ফক্ষরাস কেস বলিয়া আমার অনুমান হইল ; পরে ভৈষজ্ঞাতত্ত্ব সহ মিলাইয়া দেখিলাম ফক্ষরাসই ইহার প্রকৃত ঔষধ এক ফক্ষরাস দ্বারাই সে রোগী আরোগ্য লাভ করিল ।

১ । নিদ্রাবস্থায় বাহু মাথার উপর প্রসারিত করিয়া রাখে—(১) টায়না, নাইট্রি-এসি, প্র্যাটি, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা, ভিরাট ; (২) ট্র্যামো, ক্যাল-কা ।

২। মস্তকের নীচে বাহু রাখিলে—একোন, ককিউ, ম্যাগে, কস, কস্-এসি, প্লাটি, টাটা, ক্যাজুপটাম্।

৩। বাম হস্ত মস্তকের উপর রাখিলে—ডিজি।

৪। উভয় হাত মস্তকের উপর রাখিলে—পাল্‌স।

৫। বাম হস্ত মস্তকের পশ্চাৎ দিকে রাখিলে—একোন।

৬। এক হস্ত মস্তকের পশ্চাৎ দিকে রাখিলে—কলোসি।

৭। পেটের উপর হাত রাখিলে—ম্যাগে, প্লাটি, পাল্‌স।

৮। দস্তুরমত পা প্রসারিত করিয়া শয়ন—(১) কার্ক-ভ, প্লাটি, পাল্‌স, ট্র্যামো; ষ্ট্যানা, পাল্‌স।

৯। এক পায়ের উপরে অণু পা রাখিয়া শয়ন—ইডোডেন্।

১০। হাঁটু গুটাইয়া শয়ন—এস্‌, ম্যাগে, ভাইওলা-ওডো, মার্ক-কর।

১১। হাঁটু বকের দিকে উঠাইয়া শয়ন—কার্ক-ভ, ক্যামো, মার্ক, হপি, প্রাম্‌, পাল্‌স, ভাইওলা-ওডো।

১২। দুই পা প্রসারিত ও ফাঁক করিয়া শয়ন—নাক্স-ভ।

১৩। সম্মুখদিকে মাথা নোয়াইয়া শয়ন—একোন, কস, পাল্‌স।

১৪। পার্শ্বদিকে মাথা বক্র করিয়া শয়ন—শিনা, স্পঞ্জি।

১৫। পশ্চাৎ দিকে মাথা বক্র করিয়া শয়ন—বেল, চায়না, হেলো, হিপা, নাক্স-ভ।

১৬। চিৎ হইয়া সাধারণতঃ শয়ন করিলে—(১) বাই নাক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস; (২) একোন, এন্টি, অরা, ক্যালকে, চায়না, সিকুটা, কলোসি, ডি'এ, ডু'সি, ফেরা, ইয়ে, লাইকো, প্লাটি, সালকা; (৩) এসিটিক্-এসিড, এস্‌, আর্স, বিসমাথ, কার্বোনিয়াম-হাইড্রেট, ক্যামো, ক্রোকা, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, ডিজি, হিপা, মার্ক-কর, ম্যাগে, মেক্সি, মিউল-এসি, হপি, অক্সিজেনিক্-এসি, হপ, ষ্ট্যানা, ট্র্যামো, জিক।

১৭। উপুড় হইয়া অৰ্থাৎ পেটের উপর ভর করিয়া
শয়ন—আস', বেল', এসিটিক-এসি, ককিউ, ক্রোটন, কুপ্রা, ল্যাকে, ফাইটো,
প্রাশা, সিপি, ট্র্যামো ।

১৮। না নড়িয়া চড়িয়া মূতের স্থায় পড়িয়া থাকিলে—
লাইকো ।

১৯। বামপার্শ্বে শয়ন করিলে—একোনি, এনোনি-মি, এট্রোপি,
বাকো, হেল্‌স, ছাট্রা-কার্ক, সোরিনাম, জাবাইনা ।

২০। দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া থাকিলে—ক্যামো, আইরিস্ ।

২১। বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম—কেলি, লাইকো, ছাট্রা,
*ফস্. সাইলি, কলচি, জাজা, ট্যাবেক্ট, থিয়া ।

২২। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম—(১) অরা, মার্ক,
পাল্‌স; (২) প্রিনাস-স্পাইনোসা, সোরিনাম, স্যানানকুলান্-বাল্‌বোসাস,
সাল্‌ফা ।

২৩। চিৎ হইয়া শুইতে অক্ষম—একোন্, এলাম, ব্যারাইটা,
কল্‌চি, কলচি, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ছাট্রা, **ফস্, স্পাইজি, সাল্‌ফা ।

২৪। হাত মুঠা করিয়া শয়ন করিলে—সিপি ।

২৫। অস্বাভাবিক ভাবে অবস্থিতি—বার্কেরিস্ ।

২৬। শুইয়া থাকিতে অক্ষম—মোনইন্, ট্যারেণ্টু ।

২৭। অত্যন্ত সূঁদির দরুণ শুইতে না পারিলে—ম্যাগ্নে-মি ।

২৮। কেবল বিছানায় বসিয়া থাকিতে পারে—একোন্,
আস', চায়িনা, সিনা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, ট্র্যামো,
সাল্‌ফ-এসি, থুজা, ভিরাট্, জিক্ ।

নবম অধ্যায় ।

—০—

বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং ধাতু ।

১। অনেক সময় ঔষধ নির্বাচন করিতে গিয়া কতক-নির্বাচন-ক্রিয়া কঠিন হইয়া পড়ে । সেই জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যাদি বিবেচনায় ঐ সমস্ত ঔষধ হইতে বিশেষ ঔষধ নির্বাচিত করিয়া লইলে অনেক সময় আশ্চর্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

বয়স এবং লিঙ্গ ।

২। (ক) পুরুষদের জন্য—(১) একোন, এলাক, অয়া, ব্রাই, ক্যামো, কার্ক-ত, চারনা, ক্রেমা, ককি, কলটি, ডিজি, ইউকরবি, গ্র্যাকা, ইয়ে, ক্যাল্মিরা, ম্যায়ে, ম্যায়ে-মিউ, মার্ক, জাট্টা-মিউ, নাইট্র-এসি, নাস্ত ভ, ওপি. কস, হ্রাস, সাইলি, ট্যাকি, সাল্কা, জিক ; (২) এগার, এলাম, এনাকা, এন্ট কস, হ্রাস, সাইলি, ট্যাকি, সাল্কা ; (২) এগার, এলাম, এনাকা, এন্ট, আস, ব্যারাইটা, ক্যাপ্‌সি, কার্ক-এনি, কষ্ট, কোনা, হিগার, ল্যাকে, লাইকো-মক্স, মিউর-এসি, পিট্টো, কস্-এসি, প্রাধা, পালস, সেনিগা, ট্যানা, সাল্‌ক-এসি, থুজা, ভিরাট ।

(খ) স্ত্রীলোকের জন্য—(১) একোন, এথ্রা, এমোনি-মিউ, এসাফি, বেগ, ক্যামো, চারনা, সিমিউ, কোনা, ক্রোকা, হাইরল, ইয়ে, ম্যায়ে-কা, ম্যায়ে-মিউ, মক্স, নাক্স-ন, প্লাটি, পালস, হ্রাস, ভাবাইনা, সিমি, ট্যানা, ভ্যালিরি ; (২) এলাম, এমোনি, অর্গি, বোরাক্স, ক্যালকে, কষ্ট, ককিউ, কেরা, গ্র্যাকা, হেলে, হিগার, ক্যাল্মি, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, কস, রুটা, ভাবাডি, সিকেলি, স্পাইজি, ট্র্যামো, সাল্‌কা, থুজা, ভিরাট, জিক ।

(গ) বালকের জন্য—একোন, বেগ, ব্রাই, ক্যালকে, ক্যামো,

ককি, হিগার, ইগে, ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ম, সাইলি, সাল্কার ; (২) এম্বা, আর্স, অরা, ব্যারাইটা, বোরাফস, ব্রাই, ক্যাফা, চায়না, সিনা, ডুসি, হিগার ম্যাগে-কা, নাক্স-ম, পাল্‌স, হ্রাস, রুটা, স্পজি, ট্যানা, ট্যাকি, সাল্‌ক-এসি, ভিরিট ।

(ঘ) যুবকদের জন্ম—একোন্, বেল, ব্রাই, ল্যাঙ্কে ।

(ঙ) বৃদ্ধের জন্ম—এম্বা, অরা, ব্যারাইটা, কোনা, ওপি, সিকেলি ।

শারীরিক স্বাস্থ্য ।

৩। কোমল শরীর, শুভ্রবর্ণ, নীলচক্ষু, কটা ও পাতলা চুলবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে—বেল, ব্রোমি, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, ক্যামো, ক্রেমা, কোনা, ককিউ, ডিজি, গ্র্যাফা, হাইরস, ল্যাঙ্কে, লাইকো, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, সাল্‌ফা ।

৪। দৃঢ় শরীর ও কালবৈর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে—একোন্, এনাকা, আর্পি, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্‌মিরা, ভাট্টা-মিউ, নাইট্‌-এসি, নাক্স-ভ, প্র্যাটি, পাল্‌স, সিপি, ট্যাকি, সাল্‌ফা ।

৫। পিত্তপ্রধান ধাতুর পক্ষে—(১) একোন্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককিউ, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স ; (২) এন্টি, আর্স, এসাকি, ক্যানা, কল্‌চি, ডেক্‌নি, ডিজি, ইগে, ইপিকা, ল্যাঙ্কে, সিকেলি, ট্যাকি, সাল্‌ফা ।

৬। বায়ুপ্রধান ধাতুর পক্ষে—(১) একোন্, ব্যারাইটা, বেল, চায়না, কোনা, কুপ্রা, ইগে, মার্ক, ভাট্টা, নাক্স-ভ, কস, প্র্যাটি, পাল্‌স, সাইলি, ট্যানা, সাল্‌ফা, ভ্যালিরি, ভাইওলা-ওড্‌ ; (২) এলান্‌, আর্স, কার্‌ভ-ভ, ক্যামো, ডিজি, গ্র্যাফা, হিগার, হাইরস, লরোসি, লাইকো, ভাট্টা, নাক্স-ম, কস্‌-এসি, হ্রাস, ভাবাইনা, সিপি, ট্র্যামো, টিউজি ।

৭। লিম্ফেটিক বা লৌহিকাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি । এতাদৃশ গাত্রে অঁচড়টি লাগিলেই স্বেদন পাকিয়া পূঁজ জন্মে । তাহাদের পক্ষে—(১) বেল, ক্যাল্‌-কার্‌ভ, কার্‌ভ-ভ, চায়না, লাইকো, মার্ক,

জাট্টা-মিউ, নাইট্-এসি, কস, পাল্‌স, সিসি, সাইরি, সাল্‌ফা ; (২) এমোনি-মিউ. অর্থাৎ, আস', ব্যারাইটা, ডাল্‌ফা, ফেরা, গ্র্যাফা, পুট্রো, হ্রাস, থুজা, ক্রফি. লা বা গুণমানার বিশেষ চিকিৎসা দেখ ।।

৮। অসাড় ও ক্ষীত শরীরের পক্ষে—এমোনি, এন্ট, আস', এসাকি, বেল, ক্যালকে, ক্যাপ্‌সি, কুপ্রা, ফেরা, হেলে, তেলি, ল্যাকে, পাল্‌স, হ্রাস, সেনিগা, স্পাইজি, সাল্‌ফা ।

৯। হালকা-শরীরী লোকের পক্ষে—(১) এম্‌, নাক্স-ভ, কস, সিসি ।

১০। ক্ষীণ ও দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে—(১) এম্‌, আস', ব্রাই, চায়না, গ্র্যাফা, ল্যাকে, মার্ক, জাট্টাম্, নাক্স-ভ, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা ; (২) এন্ট, ব্যারাইটা, ক্যামো, ক্রমা, কুপ্রা, ফেরা, ইয়ে, ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নাইট্-এসি, প্রাধা, পাল্‌স, সিকেলি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্টা ।

১১। মোটা ও বৃহৎব্যয় ব্যক্তির পক্ষে—এন্ট, বেল, ক্যালকে, ক্যাপ্‌সি, কুপ্রা, ফেরা, গ্র্যাফা, লাইকো, পাল্‌স, সাল্‌ফার ।

১২। নিতান্ত ক্ষীণ ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে—এম্‌, বেল, ক্যালাডি, সিকিউ, ককিউ, ইয়ে, লাইকো, ম্যাগে, পাসস, সাইলি, সাল্‌ফা ।

১৩। কক্ষীয় ধাতুর পক্ষে—বেল, ক্যাপ্‌সি, চায়না, ল্যাকে, মার্ক, মেজি, জাট্টা-মিউ, পাল্‌স, সেনিগা ।

১৪। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে—একোন, আস', ক্যামো, নাইট্-এসি, নাক্স-ভ ।

১৫। বিষমচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে—একোন, অরা, বেল, ব্রাই, ক্যালকে, চায়না, গ্র্যাফা, ইয়ে, লাইকো, জাট্টাম্, প্র্যাটি, পাল্‌স, হ্রাস, ষ্ট্রামো, সাল্‌ফা ।

১৬। সহজে উত্তেজিত স্বভাববিশিষ্ট লোকের পক্ষে—আস', এন্ট, ক্যালকে, ক্যামা, ককি, কোনা, কুপ্রা, ইয়ে, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভ, কস, প্র্যাটি, জালাডি ।

১৭। স্ত্রীলোকদের গত প্রোট অবস্থা অর্থাৎ ঋতু-
দ্বানের বয়স—কোনা, ইয়ে, সিপি, সাল্‌ফা ।

১৮। ঋতু অন্তর্দ্বান্ন হেতু রক্তাধিক্য হওয়ার দরুণ পীড়া
হইলে—এমোনি-নাইটেট, ল্যাকে, সেন্স, সিপি ।

১৯। অনেক সময় সিফিলিস, বা উপদংশ, সোরা, সাই-
কোসিস্‌ স্ক্‌ফিউলা এবং পারদের অপব্যবহারের দরুণ শরী-
রের রক্ত ও ধাতু বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া যায় ।—এতাদৃশ শরীর
বিশিষ্ট ব্যক্তিতে কোন রোগ জন্মিলে নিতান্ত অনির্বাচিত ঔষধও তাহাতে
প্রকৃতভাবে কার্য্য করিতে পারে না ; তখন ইচ্ছিকিংসক মাত্রেরই কর্তব্য যে উপ-
রোক্ত কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করিয়া তাহার রোগীর শরীর যে ভাবে বিকৃত,
তাহার প্রকৃত প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পুরে তাহার নির্বাচিত ঔষধ
ব্যবহার করিষেন । অনেকেই জানেন, পূর্বাপর একরূপ একটি নিয়ম হোমিও-
প্যাথিক চিকিৎসার প্রচলিত আছে যে, অনির্বাচিত ঔষধ কার্য্যকারী না হইলে
সাল্‌ফার প্রয়োগ করিয়া লইবে । সে নিয়মের মূল এই যে, সাল্‌ফার মোটামুটি-
রূপে উপরোক্ত কয়েক প্রকার শারীরিক বিকৃত অবস্থাই সংশোধন করিতে সক্ষম ।
এস্থলে উল্লিখিত কয়েক প্রকার শারীরিক বিকৃত অবস্থারই প্রতিষেধক ঔষধ
সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্নিবেশিত হইল । এ সমস্ত অবস্থার এই সকল ঔষ-
ধের প্রায়ই ৩০ শ শক্তি কখন কখন ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।
ইহাদের বিশেষ চিকিৎসা বথস্থানে লিখিত হইবে ।

ক। স্ক্‌ফিউলা বা গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতু—(১) সাল্‌ফার, ক্যাল-
কেরিয়া-ক্লোরাইড ; (২) এগ্নাস, এসাকি, অরা, ব্যাডিএগা, ব্যারাইটা, বেল, ক্যাল-
কেরিয়া-আর্স, ক্যাল-ফস্‌, ক্যাল-মিউর, সিষ্টাস, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা,
হাইড্রাষ্টি, আইয়ড্‌, লাইকো, মার্ক্‌, তাট্রা-মি, ফাইটো-হাস, রুমেল, সিপি,
সাইলি, থেরিডি, থুজা এই অধিকারের প্রধান প্রতিষেধক ঔষধ ।

খ। উপদংশ এবং সাইকোসিস্‌গ্রস্ত ধাতু—(১) সাল্‌ফার,
নাইট্রিক্‌-এলিড্‌, মার্ক্‌-আইয়ড্‌, মার্ক্‌-কর, মার্ক্‌-সল ; (২) আর্জেন্টা-নাইট্রাট্‌,

আর্গিকা, আর্স, কার্বেরিস্, কার্ব-ভেজি, কেলি-বাইক্র, ল্যাকে, লাইকো, কস-এসি, সিপি, সিকিলিনাম্, থুজা ।

গ । সোরা অর্থাৎ চর্মরোগবিশেষগ্রস্ত ধাতু—এই অধিকারে সাল্ফার সোরিনাম্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ঘ । পারদের অপব্যবহারের দরুন শারীরিক অবস্থা বিকৃত হইলে—(১) হিপার, নাইট্রিক-এসি, সাল্ফা এবং ক্যালকেরিয়া অতি উৎকৃষ্ট কর্তব্য করিয়া থাকে ।

প্রথমে হিপার দিয়া তৎপরে নাইট্রিক-এসিড্ দিবে, যদি তাহাতেও মনোমত ফল না পাওয়া যায়, তবে সপ্তাহে ২।১ মাত্রা সাল্ফার ব্যবহারের পর ক্যালকেরিয়া ব্যবহার করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে ।

ঙ । ক্রিমিগ্রস্ত ধাতু—(২২২-২৩৫ পৃঃ দেখ) ।

হোমিওপ্যাথিক প্রধান প্রধান ঔষধনিচয়ের

প্রতিষেধক ঔষধচয় বা অ্যান্টিডোটস্

(ANTIDOTES) অর্থাৎ

বিষক্রিয়া-নাশক ঔষধাবলী ।

ঔষধ	অ্যান্টিডোটস্ ।	ঔষধ	অ্যান্টিডোটস্ ।
অক্যালিক এসিড—চক । চাখড়ি ।		একটিয়া-রেসিমোসা—ওয়াইন,	
অবাম্-মেটালিকাম্—মার্ক, বেল,		ক্যাম্ফর, সিকেলি ।	
কিউপ্রাম্ ।		একোনাইট—ভেজিটেবল এসিডস্,	
অরাম-মিউরিরেটিকাম্—মার্ক রিয়াম্ ।		ওয়াইন, ক্যাম্ফর ।	
আইওডিয়াম্—চায়না, ওপি, ডক্,		এক্সট্রাক্ট—কফি ।	
গ্র্যাটিওলা ।		এগারিকাস—ওয়াইন, কফি, ক্যাম্ফর,	
আর্জেন্টাম্-নাইট্—মার্ক, স্ট্রাটাম্-		নাইট্ ক্-এসিড ।	
সল্ট্ ।		এক্স-ক্যাটাস—ক্যাম্ফর ।	
আর্জেন্টাম্-বেটা—মার্ক, পালস্ ।		এনাকার্ডিয়াম্—ক্যাম্ফর, কফি ।	
আণিকা—ক্যাম্ফর, ককিউলাস,		এন্টিমোনিয়াম্-ক্ৰুডা—হিপার, মার্ক ।	
ইথেরিয়া ।		এন্টিমোনিয়াম্-টার্ট—চায়না, ইপিকাক	
অ্যাসেনিক—ক্যাম্ফর, চায়না, আইওড্,		পালস ।	
নাক্স, ভিরাট, ইপিকাক্ ।		এপিস-মেলিকিকা—ল্যাকেসিস, হ্রাস ।	
ইউপেটোরিয়াম্—কফি ।		এপোসাইনাম্—ব্রাইওনিয়া, চায়না ।	
ইউকরবিয়াম্—ক্যাম্ফর ।		এমোন-মিউর—ক্যাম্ফর, ককি, হিপার ।	
ইউফ্রেসিয়া—ক্যাম্ফর, পালস্ ।		এমোনিয়াম-কার্ক—ক্যাম্ফর, হিপার ।	
ইথেরিয়া—কফি, ভিনিগার, পালস,		এমোনিয়াম-কষ্টি—ভিনিগার ।	
ক্যাম্ফর ।		এমুসিইসিয়া—ক্যাম্ফর, নাক্স-ভার্মিকা ।	
ইথুজা—ক্যাম্ফর ।		এলুমিনা—ব্রাইওনিয়া, ক্যামো, ইপি-	
ইপিকাক্—চায়না, নাক্স, ভিরাট ।		কাক ।	
ইলেকট্রিয়াম্—কলোসিস্ত্ ।		এলোহা—এনিডস্, ভিনিগার ।	

চিকিৎসা-বিধান ।

ওষধ

র‍্যাগ্‌টডোট্‌স ।

ওষধ

র‍্যাগ্‌টডোট্‌স ।

এস‍্যাফ্‌টডা—কষ্টিকাম, চায়না ।

ক্লিমাটিস—ক‍্যাম্‌ফর, ব্রাইওনিয়া ।

এস‍্যারাম—এসিড্‌স, ক‍্যাম্‌ফর ।

ক‍্যাকটাস—ক‍্যাম্‌ফর, একোন, চায়না ।

ওপিয়াম্—কফি, ভিনিগার, ক‍্যাম্‌ফর

ক‍্যানাবিস-শ্রাটাইভা—এসিড্‌স, ক‍্যাম্‌ফর

ওলিওগার—ক‍্যাম্‌ফর, নাক্স ।

ক‍্যাহারি—ভিনিগার, এলকোহল,

ককিউলাস—ক‍্যাম্‌ফর, নাক্স, স্ট্র্যাক্‌ফি ।

ক‍্যাম্‌ফর ।

কক্সিয়া—একোন, ক‍্যাম্‌ফর, ইয়েসিয়া,
টাবেকাম্ ।

ক‍্যাপসিকাম্—ক‍্যাম্‌ফর ।

কলচিকাম্—ভিনিগার, পাল্‌স, নাক্স,
ক‍্যাম্‌ফর ।

ক‍্যানোনিয়া—কফি, পাল্‌স, ইয়েসিয়া ।

ক‍্যাম্‌ফর—ওপিয়াম্ ।

কলোসিস্—ক‍্যাম্‌ফর, কফি, কষ্টিকাম,
হুথ, ওপিয়াম্ ।

ক‍্যালকেরিয়া—ক‍্যাম্‌ফর, সালকার ।

ক‍্যালকেরিয়া সস—নাক্স-ভমিকা ।

কষ্টিকাম্—কফি, নাক্স, কলোসিস্,
লরোসিরেসাস ।

ক‍্যানিমা—হুডোডেগুণ ।

গ‍্যানিগাটি—কলোসিস্, ম‍্যাকিউরি ।

কার্বো-এনিমোলস—ক‍্যাম্‌ফর ।

গুয়েকাম্-নাক্স-ভমিকা ।

কার্বো-ভেজিটেবিলিস—ক‍্যাম্‌ফর,

গ্লোনয়ইন—আইওডিয়াম্, ক‍্যাম্‌ফর ।

কফি, অস, কেরাম্ ।

গ্র‍্যাটিওলা—আইওডিয়াম্ ।

গ্র‍্যানোটাম্—ভিরেট্রাম্ ।

কুপ্রাম্—মিক্স, এলব্রুমেণ, চায়না ।

গ্র‍্যাকাইটিস—ওয়াইন, অস, নাক্স ।

কেলি-আইওড্—চায়না, ভ্যালিরি,
ম‍্যাক্ ।

চায়না—আসেনিক, ভিরেট্রাম্ ।

চেলিডোনিয়াম্—ক‍্যাম্‌ফর ।

কেলি-কার্বনিকাম্—ক‍্যাম্‌ফর, কফি ।

জিঙ্কাম—ওয়াইন, হিপার, ইয়ে, লোবি-
লিয়া ।

কেলি-বাইক্লোমকাম্—নাক্স, কস ।

জিনসেঙ্গ—ক‍্যাম্‌ফর ।

কোনাসাম্—কফি, নাইটি-এসিড্ ।

কোপেইবা—ম‍্যাকিউরিয়াস্ ।

জেলসিমিয়াম্—ক‍্যানো, হ্রান ।

কোরালিয়াম্-ক‍্যাম্—ক‍্যাল্‌ক-কার্ব,
ক‍্যাক ।

টিউক্রিয়াম্—ইয়েসিয়া ।

টেরিবিহিনা—ক‍্যাম্‌ফর, ক‍্যাহারিস ।

ক্রিয়েজোটাম্—একোন, নাক্স, কেরাম্ ।

টাবেকাম্—ওয়াইন, নাক্স-ভ ।

ট্যারাকসকাম্—ক‍্যাম্‌ফর ।

একোন, বেল, ওপিয়াম্ ।

ঔষধ র্যান্টিডোটস্ ।

ডাল্কেমারা—মার্ক, ইপি, ক্যাম্ফর,
ক্যাপ্‌সি ।
ডিজিটেলিস্—হৃৎ, ভিমিগার, নাক্স,
ওপিয়াম্ ।
ড্রুসেরা—ক্যাম্ফর ।
থুজা—মার্ক, ক্যামো, কল্‌চি ।
নাইট্রিক্-এসিড—মার্ক, ক্যাম্ফর, হিপার,
ক্যাল্‌কে ।
নক্স ভমিকা—ওয়াইন, কফি, ক্যাম্ফর,
ওপিয়াম, ল্যাকেসিস ।
নাক্স-মস্কেটা—ক্যাম্ফর ।
গ্রাজা—আস, বেল ।
গ্রাটাম্-কাস্স—আস, ক্যাম্ফর ।
গ্রাটাম্-মিউ—আস ।
গডোফাইলাম্—নাক্স-ভমিকা ।
পালসেটিল্লা—ভিনিগার, কফি, ক্যামো,
নাক্স-ভমিকা ।
পিটেলিয়াম্—একোন, নাক্স-ভ, ক্যাম্ফর
পাটিনা—পালসেটিল্লা, কল্‌চি ।
প্লাসাম—সাল্‌ক-এসিড, প্যাটি, ওপিয়াম,
ইথুজা ।
কল্‌করাস—ওয়াইন, ক্যাম্ফর, নাক্স-ভ,
ক্যামো ।
স্করিক্-এসিড—ক্যাম্ফর, কফি ।
নাইটোলেজা—ওপিয়াম, কফি ।
কিলিক্সমানস—ক্যাম্ফর ।
ফেরাম্—এসিটিকাম্—আস, হিপার,
চারনা ।

ঔষধ র্যান্টিডোটস্ ।

বার্কেরিস—ক্যাম্ফর ।
বিসমাথ—নাক্স, ক্যাম্ফর ।
বেলাডোনা—কফি, ক্যাম্ফর ।
বোভিষ্টা—ক্যাম্ফর ।
বোরাক্স—ক্যামোমিলা, কফি ।
ব্যাপ্টেসিয়া—ক্যাম্ফর ।
ব্যারাইটা কার্ব—শেল, ক্যাম্ফর, মার্ক ।
ব্যারাইটামিউর—এলবুমেন ।
ব্রাইওনিয়া—একোন, নাক্স, ফেরাম ।
ব্রোমিন—ওপিয়াম, কফি, ক্যাম্ফর ।
ভাইওলা-ওডো—ক্যাম্ফর ।
ভাইলা-টু—ক্যাম্ফর ।
ভাইবাস্-কাম্—ক্যাম্ফর ।
ভিনিকামাইনর—ভেজিটেবল-এসিডস্ ।
ভিরেটাম্-এল—একোন, মর্কিয়া,
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ।
ভেলিরিয়ানা—ক্যাম্ফর, কফিয়া ।
মস্কাস—ক্যাম্ফর, কভিয়া ।
মার্ক-কন্—সিপিয়া, লোবিলিয়া, মার্ক-
সল ।
মার্কিউরিয়াস্—অরাম, নাইট্রি-এসিড ;
সালকার, এমোন-কার্ব ।
মিউরিয়টিক-এসিড—ক্যাম্ফর, ইপি-
কাক ।
মিনিয়্যাহিস্—ক্যাম্ফর ।
মুজিনিয়াম্—ভিনিগার, ক্যাম্ফর, মার্ক-
পাশ

ঔষধ র‍্যাগিণ্ডোট্‌স্‌ ।

মেকাইটস্‌—ক্যাম্ফর ।

ম্যাজেনাম্—কফি, মার্ক ।

ম্যাগ্নেসিয়-কার্ক—নাক্স, মার্ক ।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউর—ম্যামো ।

কটো—ক্যাম্ফর ।

র‍্যানান্‌কুলাস—ব্রাইওনিয়া, হ্রাস-টক্স,
ক্যাম্ফর ।

লবোসিরেসাস্—কফি, ওপিয়াম ।

লাইকোপোডিয়াম—কফি, পাল্‌স, কষ্ট
লাকে ।

লেডাম—ক্যাম্ফ, হ্রাস-টক্স ।

লোরিলিয়া—ক্যাম্ফ, ইপিকাক ।

ল্যাক্টুকা-ভিরোসা—ভেজিটেবল-এসি-
ডস, কফি ।

ল্যাকেসিস্—বেল, আস্ ।

লুন্সিয়ান—ক্যাম্ফর ।

ল্যানাম্—পাল্‌স ।

ল্যাক্সেসগ্রিয়া—ক্যাম্ফর ।

ল্যামোনিয়াম্—ভেজিটেবল-এসিডস,
নাক্স, ওপি ।

সাইক্লোমেন্—পাল্‌সেটিলা ।

সাইলিসিয়া—হিপার, ক্যাম্ফর ।

সালফার—মার্ক, নাক্স, চায়না,
ক্যাম্ফর ।

সাল্‌ফিউরিক্-এসিড—পাল্‌স ।

সাস্পেরিলা—ক্যাম্ফর ।

সিকুটা—ক্যাম্ফ, টুবাকো, ক্যাম্ফর,
ওপিয়াম ।

ঔষধ র‍্যাগিণ্ডোট্‌স্‌ ।

সিকেলি—ক্যাম্ফর ।

সিনা—ব্রাইওনিয়া, চায়না ।

সিনেবার—নাইট্‌-এসিড, সালফার,

সিপিয়া—একোনাইট্‌, মার্ক ।

সলিনিয়াম্—পাল্‌স, ইথেসিয়া ।

সিস্টাস—বেলেডোনা ।

সেনিগা—বেল, ব্রাইও, ক্যাম্ফর ।

স্কুইলা—ক্যাম্ফর ।

স্পঞ্জিয়া—ক্যাম্ফর ।

স্পাইগ্রিলিয়া—অরাম, ক্যাম্ফর, কক-
উলাস ।

স্তাবাইনা—পাল্‌স, ক্যাম্ফর ।

স্তাম্বুকাস—আস্, ক্যাম্ফর, কল্‌চি ।

হাইওসায়েরাস—ভিনিগার, ক্যাম্ফর,
বেলেডোনা ।

হাইড্রাস্‌টিস্—পাল্‌স ।

হাইড্রোসিয়ানিক্-এসিড—ক্যাম্ফর,
কফিয়া, ওপিয়াম ।

হিপার-সালফার—ভিনিগার, বেল,
ক্যামো ।

হেমামেলিস—পাল্‌স ।

হেলিবোরাস—ক্যাম্ফর, চায়না ।

ইডোডেন্ড্রন্—ক্লিমাটিস্, হ্রাস ।

ইরাস টক্স, ব্রাইও, কফি, লিডাম,
এপিস্ ।

ইরাস-রেডি, ব্রাইওনিয়া, কফি, পাল্‌স,
হিয়ারাম্—ক্যাম্ফর ।